বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী
এবং
তুরস্ক

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

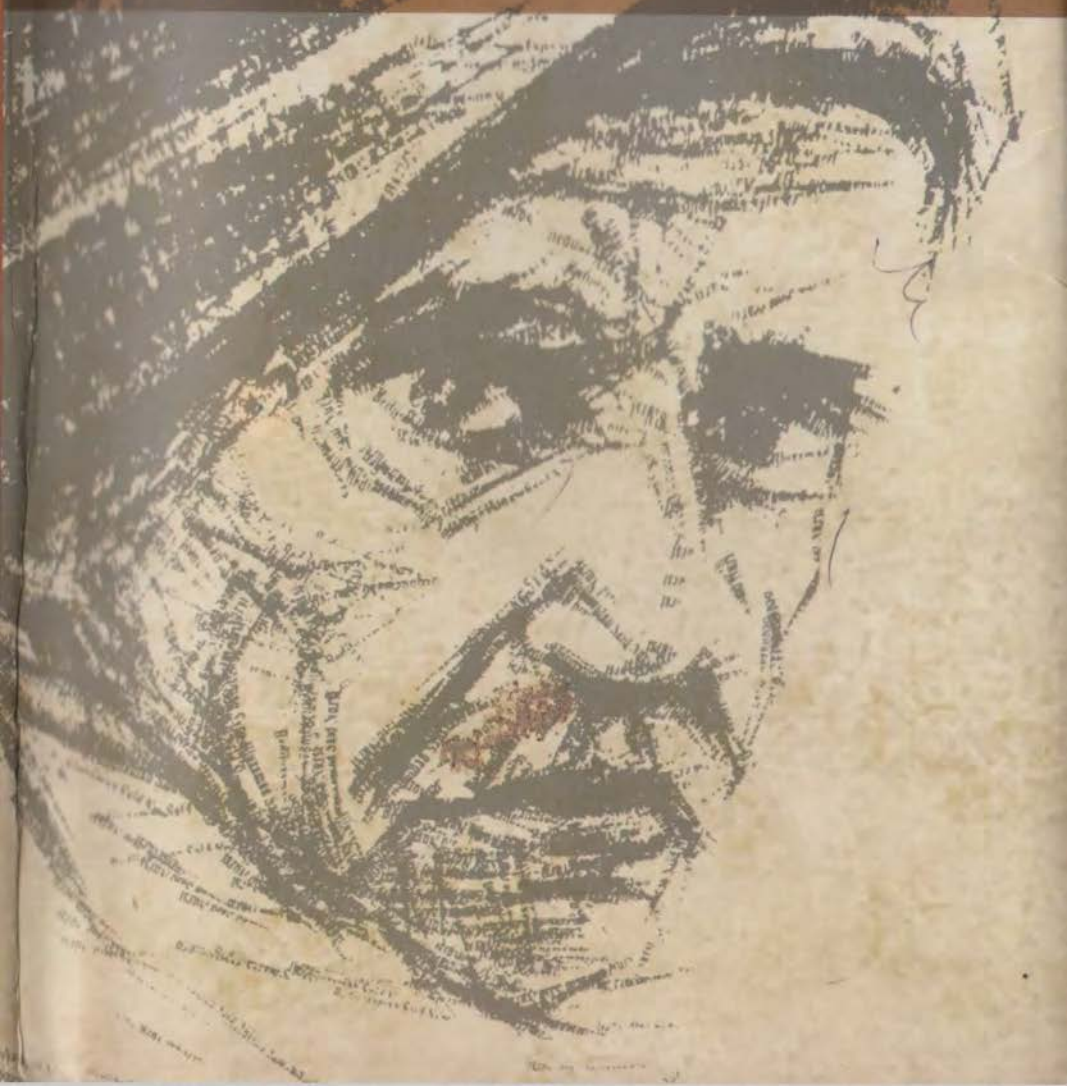

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী
এবং তুরস্ক

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
kamiubprokashon.com

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
৫১ পুরানা পল্টন (৮ম তলা), ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৭৫০০৩৬৭৮৫
ই-মেইল kamiubbd@yahoo.com, info@kamiubprokashon.com

স্বত্ব সংরক্ষণ: লেখক।

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, মুদ্রণ: প্রিন্টসেট, ১০ আরামবাগ, ঢাকা। বাঁধাই: রাসেল বুক বাইন্ডিং, নয়াপল্টন, ঢাকা।

Bediuzzaman Said Nursi & Turkey by Muhammad Kamaruzzaman, Published by Muhammad Helal Uddin, Managing Director, Kamiub Prokashon Limited, 51 Purana Paltan, Dhaka 1000.
Phone 9560121, 01711529266, 01750036785. **Fixed Price: Tk 260.00 only.**

নির্ধারিত মূল্য: **দুইশত ষাট টাকা মাত্র।**

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১ পুরানা পল্টন, নিচতলা, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (১৮৭৭-১৯৬০) বর্তমান তুরস্কের স্বপ্নদ্রষ্টা মুজাহিদ। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রজ্ঞার অধিকারী। অত্র গ্রন্থে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ধারাবিবরণী পরিবেশন করা হয়েছে। আমরা কামিয়াব পরিবার এ ধরনের একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারের উপর বই প্রকাশের সুযোগ লাভ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সাথে সাঈদ নুরসী (র)-কে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ পাঠক এ গ্রন্থ থেকে নতুন উদ্দীপনা ও সঞ্জীবনী শক্তি পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা'য় যখন ধারাবাহিকভাবে এ লেখা ছাপা হয়, তখন থেকেই আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল বই আকারে এটি প্রকাশের জন্য। যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, অন্য একটি প্রকাশনা থেকে বইটি বের হচ্ছে। আমিও আশা ত্যাগ করলাম; তবে আবেগের ব্যাপারটিতো আলাদা। বেশ কিছু দিন পর লেখক কারাগার থেকেই জানিয়েছেন, বইটি প্রকাশের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ নিলাম। আল্লাহ তাআলা আমার আশা পূরণ করলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

তুরস্কের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে আছেন সাঈদ নুরসী। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর কঠিন শ্রম, অবর্ণনীয় ত্যাগ, সীমাহীন ধৈর্যের সুফল ইতোমধ্যেই তুরস্কের জনগণ পেতে শুরু করেছে। এ বইটির মাধ্যমে পাঠক জানতে পারবেন, তুরস্কের মতো একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই আধুনিক যুগে ঈমানী চেতনার কী বিস্ময়কর উদাহরণ তিনি পেশ করে গেছেন। সাঈদ নুরসী (র) জীবনের প্রতিটি পর্বে সংশয়মুক্ত জ্ঞান, অটল বিশ্বাস, অবিচল আস্থা আর সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন। গ্রন্থটি পাঠকালে কখনো মনে হবে, এ যেন সাহারায়ে কেরামেরই প্রতিচ্ছবি। লোভনীয় অফার, যুলুম-নির্যাতন, ভয়-ভীতি ও কোনো প্রতিবন্ধকতাই

www.bjilibrary.com

পারেনি এই বীর সেনানীর অগ্রযাত্রাকে দমিয়ে রাখতে। যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝেও তিনি তাঁর মিশনকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন।

'রিসালায়ে নূর' বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী'র শ্রেষ্ঠ অবদান। কারাজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝেও তিনি 'রিসালায়ে নূর' লেখার কাজ চালিয়ে গেছেন, অনুসারীদের পাথেয় হিসেবে। বিরোধীশক্তি তাঁর ব্যাপারে এতটাই উৎকণ্ঠিত ছিল যে, তাঁর কবর পর্যন্ত স্থানান্তর করে অপরিচিত স্থানে সরিয়ে নেয়। তাই আজো তাঁর সমাধিস্থলের খোঁজ মিলেনি। আমাদের বাসনা যুগে যুগে নতুন নতুন সাঈদ পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখবেন, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

প্রাচীন কৃষি সভ্যতার অন্যতম দেশ তুরস্ক। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কন্সটান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এক হাজার বছরের রাজধানী ছিল। ১৪৫৩ সালে উসমানী তুর্কিদের হাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর তুর্কিরা চারশত বছর যাবত বিশাল এই সাম্রাজ্য শাসন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত উসমানী খিলাফত বলে পরিচিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ইরাক, ইসরাইল, সৌদি আরব, ইয়েমেন এবং এজিয়ান দ্বীপসমূহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগদান করে এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভুখণ্ড হারায়। সেই সাথে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক উসমানী খেলাফতের পতন ঘটে ১৯২৪ সালে। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর এবং ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল। ১৯৫২ সাল থেকেই দেশটি ন্যাটো (NATO) জোটের সদস্য। ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত এই দেশটিকে আধুনিকীকরণের নামে ইসলামের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হয়। আরবীতে আযান নিষিদ্ধকরণ, আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ থেকে শুরু করে ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করে তুর্কি জাতীয়তাবাদের নামে যে উন্মত্ততা এবং উগ্রতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিল ইতিহাসে তা এক বিরল ঘটনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দেশটিতে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত, সামরিক অভ্যুত্থান চলে। কামাল আতাতুর্ক ইউরোপীয়করণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি পাশ্চাত্ত মনোভাবের অধিকারী একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলায় বার বার তুরস্কে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীকে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রদান করায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পিছনে তুরস্কের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী, আলেমসমাজ এবং গণতন্ত্রমনা সর্বশ্রেণীর জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করা স্বত্ত্বেও কামাল আতাতুর্ক ও তার প্রতিষ্ঠিত দল তুরস্ককে আধুনিকীকরণ ও জাতীয়তাবাদের নামে বি-ইসলামীকরণ (de-Islamisation) করে। সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসী ও তাঁর অনেক অনুসারীরা তখন বাধ্য হয়ে তুরস্কের শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরে সরে যান। রাজনৈতিক ময়দানে অসম যুদ্ধ করার পরিবর্তে সাঈদ নুরসী সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এটা ছিল তাঁর এক দারুণ কৌশল পরিবর্তন। দীর্ঘ বন্দী জীবনে তিনি অসংখ্য ছাত্র-অনুসারী তৈরি করেছেন

www.bjilibrary.com

এবং লিখেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'রেসালায়ে নূর'। কয়েক দশকের মধ্যে তাঁর অনুগামী ছাত্ররা তুরস্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কাজ করে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। নাজমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি 'সালামত পার্টি' (National Salvation Party) ওয়েলফেয়ার পার্টি, ফাজিলত পার্টি (ভার্চু পার্টি) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তুর্কি জনগণ অত্যন্ত কৌশলে নানা বাধা-বিপত্তি মুকাবিলা করে বর্তমানের স্থিতিশীল মধ্যমপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন করেছে। ধর্মহীনতার গতিরোধ করে তুর্কি জনগণকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ময়দান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যে ভূমিকা সাঈদ নুরসী এবং তার অনুসারী ছাত্ররা পালন করেছেন তা অবিস্মরণীয়। আজকের তুরস্কের তিন মেয়াদকাল যাবত তুরস্কের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত Justice and Development Party (AKP) তুরস্ককে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। তুরস্ক আজ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতেও তুরস্কের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এসবের পিছনে পর্দার অন্তরাল থেকে শক্তি যুগিয়েছে সাঈদ নুরসীর আন্দোলন।

ছাত্রজীবন থেকেই তুরস্কের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরাও উপমহাদেশে আন্দোলন করছি বিভিন্ন দেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোতেও আজ প্রায় আট-দশক যাবত আন্দোলন চলছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের অনেক নেতাদের সাথে পরিচয় লাভ ও আলাপ করার সুযোগ হলেও তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের সাথে আলাপ-পরিচয়ের তেমন কোনো সুযোগ হয়নি। ২০০০ সালের পর দুইবার আমার তুরস্ক যাওয়ার সুযোগ হয়।

প্রথমবার নাজমুদ্দীন এরবাকান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তার আমন্ত্রণে ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুল বিজয় দিবস উপলক্ষে এবং দ্বিতীয়বার ২০০৫ সালে ইসলামিক ডেমোক্র্যাটস কনভেনশন উপলক্ষে। মুসলিমবিশ্বসহ সারা দুনিয়ার ৭০টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান (বর্তমান ও সাবেক) এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

তুরস্ক সফরে গিয়ে আমার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য ইস্তাম্বুল এবং আনকারার বাইরে যাবার আমার কোনো সুযোগ হয়নি। এই সফরে তুরস্কের রাজনীতি, সেনাবাহিনীর ভূমিকা, ইউরোপের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক ও দূরত্ব, ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং বিশেষ করে সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীর আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়। এ সম্পর্কিত কিছু বই-পুস্তক সংগ্রহ করতেও সক্ষম হই। সত্যিকথা বলতে কি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়ার কারণে লেখার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে উঠেনি।

www.bjilibrary.com

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মঈনুদ্দীন-ফখরুদ্দীনদের সাজানো নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসলে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ সময় তুরস্ক থেকে সংগৃহীত বই-পুস্তক ঘেটে তুরস্ক সম্পর্কে কিছু লেখার পরিকল্পনা করি। কিন্তু এ বিষয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে আমার মনে হলো, সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীর বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে আমাদের তরুণ সমাজের জানা উচিত। আমার কাছে এটাকে বাংলাদেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্যও প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। এটা আমি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি 'Justice and Development Party' সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করে অধিকতর গণতন্ত্রায়নের জন্য গণভোটে জয়লাভ করার পর প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েপ এরদুগান (রজব তাইয়েব এরদুগান)-এর একটি মন্তব্য থেকে। গণভোটে জয়লাভের জন্য তিনি সাঈদ নুরসীর এক ছাত্র ফতেহ উল্লাহ গুলেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, আজ দূরে অবস্থানকারী ফতেহ উল্লাহ গুলেনেরই এই কৃতিত্ব। তুরস্কের বিভিন্ন লোকের সাথে আলোচনা এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় যারা তুরস্কের আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন তাদের সাথে মতবিনিময়, আনকারা সফরকালে আনকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে মতবিনিময়, সাঈদ নুরসীর 'নূর জামায়াতের' বা 'রেসালায়ে নূরের' ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, ছাত্রাবাস, রেডিও-টিভি স্টেশন, সংবাদপত্র, স্কুল ইত্যাদি পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতা আমাকে সাঈদ নুরসীর এই জীবনী গ্রন্থ লিখতে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহর উপর ভরসা করে লেখার কাজ শুরু করি এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার চিন্তা করি। লেখাটি প্রকাশ হওয়ার পর থেকে পাঠকদের তীব্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এতে আমি আরও উৎসাহিত হই। সারাদিন বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে লেখার কাজ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। ইংরেজিতে লেখা বই-পুস্তক থেকেই বেশির ভাগ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। অফিসে এবং বাসায় রাত জেগেও লেখার কাজ করি। অবশ্য রাত জেগে পড়ালেখা করার অভ্যাস আমার অনেক আগে থেকেই। পত্রিকার জন্য লেখা বা সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য তৈরি কিংবা আরও অন্যান্য বিষয়ে আমার লেখালেখির কাজটা রাতেই বেশি করেছি। আমার এভাবে লেখাপড়ার অবস্থা দেখে আমার স্ত্রী নুরুন নাহার আমার সন্তানদের বলতো, দেখ! তোমাদের আব্বু আবার ছাত্র হয়ে গিয়েছেন, মনে হয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অবশ্য লেখার ব্যাপারে সে আমাকে তাকিদ দিত। সে বলতো, অনেকে একটা দেশ ঘুরে এসেই বই লিখে ফেলে আর তুমি দুনিয়ার এত দেশ ভ্রমণ করছো তোমার আজ পর্যন্ত ভ্রমণের উপর কোনো বই বের হলো না। মজার ব্যাপার যে, এক পর্যায়ে সে নিজেও লেখালেখি শুরু করে। আমার স্ত্রী যেমন আমার লেখার কাজে উৎসাহিত করেছে তেমনি আমার সন্তানরাও সহযোগিতা করেছে। আমার

www.bjilibrary.com

সাংগঠনিক ব্যস্ততা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা লেখালেখির কাজের জন্য আমার সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারিনি এজন্য তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। এ কারণেই আমার স্ত্রী নুরুন নাহার, ছেলে মুহাম্মদ হাসান ইকবাল ওয়ামী, মুহাম্মদ হাসান ইকরাম ওয়াসী, মুহাম্মদ হাসান জামান ওয়াসী, মুহাম্মদ হাসান ইমাম ওয়াফী, আহমদ হাসান জামান সাফি এবং আমাদের আতিয়া নুরকে ধন্যবাদ জানাই। এই সাথে আমার সহকর্মী যারা সোনার বাংলায় কাজ করছেন তাদেরও শুকরিয়া আদায় করছি। এই বইটির পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করে যখন আমার কাছে পাঠানো হয় তখন, যখন আমি ইউসুফ (আ)-এর স্কুলে অবস্থান করছিলাম। বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীও মাদরাসায়ে ইউসুফীর ছাত্র ছিলেন। সেখানে অবস্থান করে তিনি তার বিস্ময়কর সৃষ্টি 'রেসালায়ে নুর' রচনা করেন। ঘটনাক্রমে সেই মাদরাসায়ে ইউসুফীতেই আমি অত্র গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করি। পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে বেশ কিছু সংশোধন ও সংযোজন করার সুযোগ পাই। এ সময় পাণ্ডুলিপিটি আমার সহকর্মী ও দীনী ভাই আবদুল কাদের মোল্লাকে পাঠ করতে দেই। তিনি পাণ্ডুলিপিটি আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে পাঠ করে কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ দেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না বরং দু'আ করি আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

বাংলাদেশের মুসলমানরা ইতিহাসের এক কঠিন সংকটকাল অতিক্রম করছে। ধর্মহীনতার আগ্রাসন এবং বিপথগামীদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও আক্রোশ সীমালঙ্ঘন করেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলামের উপর অব্যাহত আক্রমণ চলছে। অধার্মিকতা, ভোগবাদ ও বস্তুবাদী দর্শন বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন ও মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর বাণীবাহক মহানবী (স)-এর উপর আঘাত হেনে ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাঈদ নুরসীর জীবনীতে বাংলাদেশ তথা বর্তমান বিশ্বের তরুণ সমাজের জন্য অনেক বার্তা রয়েছে। আমি আশা করি, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের তরুণ সমাজ এই গ্রন্থ থেকে সঠিক দিকদর্শন ও মহামুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবে, ইনশাআল্লাহ।

দু'আ প্রার্থী
মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
১২ ডিসেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী।

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জন্ম ও শৈশব	১৫
স্বাধীনচেতা সাঈদ	১৬
গ্রামে অবস্থান ও মহানবী (স) কে স্বপ্নে দর্শন	১৭
বায়েজিদ মাদরাসায় এক অসাধারণ ছাত্র সাঈদ	১৮
অগ্রজ মোল্লা আব্দুল্লাহ সকাশে শিরওয়ানে	২০
শিরতে মোল্লা সাঈদ	২১
মোল্লা সাঈদ এবং মোস্তফা পাশা	২৩
মারদিনে সাঈদের কর্মব্যস্ততা	২৮
বিতলিসের দুই বছর	৩০
নিজস্ব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা	৩৩
বদিউজ্জামানের পোশাক	৩৬
ইস্তাম্বুলে বদিউজ্জামান	৩৭
ভ্যানে প্রত্যাবর্তন	৩৮
স্বাধীনতার আগে ইস্তাম্বুল	৪২
শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন	৪২
তাহির পাশার চিঠি	৪৬
ইস্তাম্বুলের জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে	৪৭
শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব	৫১
চিকিৎসকের সাথে সংলাপ	৫৬
সিইউপি নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে	৫৯
স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পর্কে বদিউজ্জামানের ধারণা	৬৬
অনৈক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোকাবিলায় বদিউজ্জামান	৬৮
ইউরোপ ইসলামের সাথে গর্ভবতী	৭০
জনশৃঙ্খলা রক্ষায় বদিউজ্জমান	৭১
বদিউজ্জামান ও ৩১ মার্চের ঘটনা	৭৩
মুসলিম ঐক্য সংঘ	৭৪
আয়া সোফিয়ার নাতে রাসূলের অনুষ্ঠান	৭৬
দারবিশ বেহদাতিসহ ২৩৬ জনের ফাঁসি	৭৬
বিদ্রোহের পটভূমি	৭৮

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহ ৭৯
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বদিউজ্জামানের আহ্বান ৮১
ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতাই হবে বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ ৮৬
পূর্ব আনাতলিয়ার গোত্রসমূহের মাঝে বদিউজ্জামান ৮৮
অমুসলিমদের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন ৮৯
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বদিউজ্জামান ৯০
দামেস্কোর ভাষণ ৯২
ইস্তাম্বুলে ফিরে এলেন ১০০
বদিউজ্জামানের ইউরোপ সফর ১০০
বিশেষ সংস্থা ১০২
বলকান যুদ্ধ ১০৩
মাদরাসাতুজ জাহরার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১০৪
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা ১০৪
দুই বছর রাশিয়ার ক্যাম্পে বন্দিত্ব ১০৮
পূর্ব রণাঙ্গনের ঘটনাবলি ১০৮
অস্ত্র এবং বই পাশাপাশি ১১০
রণাঙ্গনে বদিউজ্জামান ১১২
অলৌকিকতার চিহ্ন ১১৪
বদিউজ্জামান তার বাহিনী দক্ষিণ রণাঙ্গনে ১১৪
বিৎলিসের পতন ও বদিউজ্জামান বন্দী ১১৫
যুদ্ধবন্দী শিবির : রাশিয়ান জেনারেলের ক্ষমা প্রার্থনা ১১৯
বন্দিশিবির থেকে পলায়ন এবং ফিরতি সফর ১২৫
ইস্তাম্বুলে সংবর্ধনা ১২৮
১৯১৮ থেকে ১৯২২-এর ঘটনাবলি ১২৯
বদিউজ্জামান এবং দারুল হিকমতে ইসলামিয়া ১৩৩
ফতোয়া এবং পাল্টা ফতোয়া ১৩৭
গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি ১৩৮
বদিউজ্জামানের ভগ্ন স্বাস্থ্য ১৩৯
কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ১৪২
কুরআনের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ১৪৬
নতুন সাঈদের জন্ম ১৪৭
ব্রিটিশ বিরোধিতা ও আনকারা গমন ১৫০

www.bjilibrary.com

ব্রিটিশদের মোকাবিলায় বদিউজ্জামান ১৫৩
মুস্তফা কামাল পাশার আমন্ত্রণে আনকারায় বদিউজ্জামান ১৫৭
গ্র্যান্ড এসেম্বলিতে সংর্ধনা ১৫৮
ভ্যানে প্রত্যাবর্তন ১৬২
শেখ সাঈদ বিদ্রোহ ১৬৫
নির্বাসনের পথে ১৬৮
দুর্গম এলাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত ১৭২
বারলায় অন্তরীণ বদিউজ্জামান ১৭৪
ইসলাম উৎখাতের উদ্‌যোগ ১৭৫
রিসালায়ে নূর ১৭৮
বারলায় নিঃসঙ্গ জীবন ১৮২
রিসালায়ে নূর যেভাবে ছড়িয়ে পড়লো ১৮৪
বদিউজ্জামানের উপর ক্ষমতাসীনদের চাপ বৃদ্ধি ১৮৫
ইসপারতায় কড়া নজরদারিতে ১৮৬
গ্রেফতার শুরু : আতংকিত সরকার ১৮৮
ইসকিশেহির কারাগারের অভ্যন্তরে ১৯০
কারাগার মসজিদে পরিণত হলো ১৯১
ইসকিশেহির আদালত ১৯৩
আদালতে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের বক্তব্য ১৯৪
বদিউজ্জামানের যুক্তিপূর্ণ জবাব ১৯৮
কাস্তামনুর জীবন ২০১
দীনের মুজাদ্দিদ বদিউজ্জামান ২০৪
মাওলানা খালিদ বাগদাদীর জুব্বা ২০৫
কাস্তামনুতে বদিউজ্জামানের আরও কিছু ঘটনা ২০৬
হয়রানি এবং গ্রেফতার বাড়লো ২০৭
আবার গ্রেফতার সময়ের ঘটনা ২০৮
গ্রেফতার হলেন লাইলাতুল কদরে ২০৯
দেনিজলি কারাগারে বদিউজ্জামান ২১২
কারাগারে রাতদিন ২১৩
দেনিজলি আদালত ২১৬
বেকসুর খালাস ২১৭
বদিউজ্জামান জয় করলেন ফেনিজলি শহর ২১৮

www.bjilibrary.com

ছোট এক প্রাদেশিক শহরে সাত বছর ২১৯
বদলে গেল আমির দাউ ২২১
ঈমানের পুরস্কার ২২৪
পারিপার্শ্বিক অবস্থা ২২৬
আবার হয়রানি বৃদ্ধি করা হলো ২৩১
আফিয়ন কারাগারে ২৩৭
পতাকার ঘটনা ২৪৩
আফিয়ন কোর্ট ২৪৪
বিচার ও রায় ২৪৭
বদিউজ্জামানের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় ২৫১
আবার আমিরদাউ এলেন আফিয়ন কারাগার থেকে ২৫৬
কোরিয়ায় বদিউজ্জামানের ছাত্র ২৫৯
ইসকিশেহির ও ইসপারতায় গেলেন বদিউজ্জামান ২৬০
গাইড ফর ইয়ুথ ট্রায়াল ১৯৫২ ২৬০
একশেহির প্যালেস এবং রাশিদিয়া হোটেল ২৬৩
পাগড়ি অপসারণ করে হ্যাট ২৬৫
পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ ২৬৫
আবার এলেন ইস্তাম্বুল ২৬৬
ইসপারতাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন ২৭০
রিসালায়ে নূর ও অন্যান্য তৎপরতা ২৭১
বদিউজ্জামান ও ডেমোক্রেটিক পার্টি ২৭২
১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের বিজয় ২৭৮
সাফল্যের হাতিয়ার 'ইখলাস' ২৭৯
বদিউজ্জামানের অসিয়তনামা এবং তার আকাঙ্ক্ষা ২৮০
আনকারা, ইস্তাম্বুল ও কোনিয়ায় বিজয়ী সফর ২৮১
বদিউজ্জামানের শেষ দিনগুলো ২৮৪
উরফায় বদিউজ্জামান ২৮৬
বদিউজ্জামানকে দাফন করা হলো খলিলুর রহমানের দরগায় ২৮৮
সামরিক জান্তার ক্ষমতা দল : বদিউজ্জামানের কবর স্থানান্তর ২৯০
বদিউজ্জামানের ভাইয়ের বর্ণনা ২৯০
উপসংহার ২৯৪

www.bjilibrary.com

এক

জন্ম ও শৈশব

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী ১৮৭৭ সালের বসন্তের এক সকালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম নুরসে জন্মগ্রহণ করেন। লেইক ভ্যানের দক্ষিণে তাউরাস পর্বতমালার পার্শ্বে অবস্থিত উপত্যকায় নুরস গ্রামের এক মনোরম বাড়িতে যখন সাঈদ নুরসীর জন্ম হয় তখন ছিলো উসমানী খেলাফতের পড়ন্ত বেলা। জন্ম থেকেই এই শিশুটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের। পৃথিবীতে আগমনের সময় থেকেই তার দৃষ্টি ছিলো এমন যাতে উপস্থিত সকলেই হয়েছিলেন বিস্মিত এবং বিমোহিত। শিশু সাঈদ কোনো ক্রন্দন করেনি এবং মনে হচ্ছিলো, সে যেন কিছু বলতে চাচ্ছে। তার কানে আযান শোনানোর পরই নাম রাখা হয়েছিল সাঈদ। সাঈদের মাতার নাম ছিলো নুরী এবং পিতার নাম মির্জা। একখণ্ড ছোট জমির মালিক এ পরিবারটি ছিলো কুর্দী গোত্রভুক্ত। সাঈদ ছিলেন এ পরিবারের সাত সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। বড় দুই সন্তান সাঈদের বোন দুরিয়া এবং হানুমা। এরপর তৃতীয় সন্তান সাঈদের বড় আব্দুল্লাহ। সাঈদের পর ছোট দুই ভাই মেহমেদ ও আব্দুল মেজিদ এবং সবার ছোট বোন মেরজান।

সাঈদের পিতার পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন তাইগ্রিস তীরের জিজার এলাকা থেকে এবং মাতা নুরীর জন্ম নুরস গ্রাম থেকে তিন ঘণ্টার দূরত্বের বিলদিন গ্রামে। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং পুণ্যবান। সাঈদের মাতা নুরী ইন্তেকাল করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। সাঈদ বলেছেন, 'আমি আমার মাতার নিকট থেকে শিখেছি সহমর্মিতা এবং পিতার নিকট শিখেছি শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা।' সাঈদ তার শৈশবকাল কাটিয়েছেন পরিবারের সাথে নুরস গ্রামেই। শিশু সাঈদ ছিলেন কৌতূহলী এবং প্রতিটি ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু। কোনো ঘটনা ঘটলে তার কারণ জানতে চাইতেন এবং অনেক অনেক প্রশ্ন করতেন। সাঈদ ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং মেধাবী।

যখনই সুযোগ হতো বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যায় যে সব ধর্মীয় সভা-সমাবেশ বা আলোচনা হতো সাঈদ তাতে গভীর মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যে সব আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নিতেন তার প্রতি কিশোর সাঈদ খুবই আগ্রহী ছিলেন। 'সুফী সাধক

www.bjilibrary.com

আব্দুল কাদির জিলানীর শিক্ষা দ্বারা সাঈদ অনেক প্রভাবিত হলেও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর পড়াশুনার কারণেই তিনি সুফী তরিকায় যোগদান করেননি তখনও।'– এটা সাঈদের নিজের বক্তব্য। সাঈদ নয় বছর বয়সে স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই সাঈদের মনোভাব ছিলো যুদ্ধংদেহী এবং সহপাঠী ও সিনিয়র ছাত্রদের সাথেও সাঈদ বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এটা ছিলো তার অসাধারণ মেধার কারণে। দুরন্ত সাঈদ কারও নিকট পরাস্ত হতে রাজি ছিলেন না। তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের ব্যাপারে সাঈদ হতাশ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে মোল্লা মেহমেদ এমিন এফেনদির মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে মেহমেদ নামক এক ছাত্রের সাথে তার সংঘর্ষের পর সে মাদরাসাও তিনি পরিত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামে ফিরে এসে তার পিতাকে বলেন, আরেকটু বড় না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাবেন না। অন্য ছাত্রদের থেকে আকৃতিতে ছোট থাকার কারণে সাঈদ কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে পারছিলেন না। ফলে তার শিক্ষালাভ সংকোচিত হয়ে যায় সপ্তাহে একদিনে অর্থাৎ তার ভাই আব্দুল্লাহর নিকট সপ্তাহে একদিন পড়ালেখা করতে থাকেন।

দশ বছর বয়সে সাঈদ আবার নিয়মিত পড়াশুনা শুরু করে প্রথমে পিরমিস গ্রামের মাদরাসায় এবং পরে হিজানে নকশবন্দী সাঈদ নূর মোহাম্মদের মাদরাসায়। সেখানেও ছাত্রদের সাথে শুরু হয় তার সংঘাত-সংঘর্ষ। সাইয়েদ নূর মোহাম্মদের সাথে কিছুদিন অবস্থান করার পর সাঈদ তার ভাই আব্দুল্লাহর সাথে নুরসিন গ্রামের আরেক মাদরাসায় যান। এখানেও মাদরাসার লেখাপড়ায় তিনি তুষ্ট হতে পারেননি।

স্বাধীনচেতা সাঈদ

এ সময় পূর্ব আনাতোলিয়ায় মাদরাসায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষক চাইলে তার পছন্দমত কোনো গ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি পেতেন। যদি সামর্থ্য থাকতো তাহলে ছাত্রদের খরচপত্র তিনি নিজে চালাতেন আর তা সম্ভব না হলে জনগণের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তা দিয়ে মাদরাসা পরিচালনা করতেন। গ্রামবাসীর যাকাত ও আর্থিক সাহায্যেই ঐসব মাদরাসা পরিচালিত হতো। শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ানোর জন্য কোনো বেতন-ভাতা নিতেন না। কিন্তু যুবক সাঈদ যাকাতের অর্থ গ্রহণে কোনক্রমে রাজি ছিলেন না। অন্যের কোনো সাহায্য নেয়াটাকে তিনি তার জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। একদিন মাদরাসার ছাত্ররা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহের জন্য বের হয়। কিন্তু সাঈদ তাদের সাথে যেতে রাজি হননি।

www.bjilibrary.com

গ্রামবাসী তার এই স্বাধীনচেতা মনোভাব দেখে তার প্রশংসা করে এবং খুবই বিমোহিত হয়। তারা নিজেরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তাকে তা দিতে চেষ্টা করে। সাঈদ ধন্যবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায় গ্রামবাসী তার ভাই আব্দুল্লাহকে সংগৃহীত অর্থ এই আশায় দান করেন যে আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাই সাঈদকে তা নিতে সম্মত করাতে পারবেন। অতঃপর দুই ভাইয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপ:

সাঈদ : এ টাকা দিয়ে আমাকে একটি রাইফেল কিনে দাও।
আব্দুল্লাহ : না, এটা সম্ভব নয়। আহ!
সাঈদ : তাহলে আমাকে তা দিয়ে একটি রিভলবার কিনে দাও।
আব্দুল্লাহ : না সেটাও সম্ভব নয়।

সাঈদ হেসে বলেন, ভালো কথা কমপক্ষে আমাকে একটি ছুরি কিনে দাও। তার এ আবদার শুনে সাঈদের ভাই আব্দুল্লাহ হাসেন এবং বলেন, কোনটাই সম্ভব নয়।

গ্রামে অবস্থান ও মহানবী (স)-কে স্বপ্নে দর্শন

এ বছরই শীতে সাঈদ নিজ গ্রাম নুরসে অবস্থান করেন এবং এক মহান স্বপ্ন দেখেন যা তাকে পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। তিনি স্বপ্নে দেখছিলেন শেষ দিনের ঘটনা এবং দুনিয়া ধ্বংস হচ্ছিলো। সাঈদদের ইচ্ছা জাগলো মহানবী (স)-এর দর্শনের। এ বিষয়ে যখন তিনি ভাবছিলেন যে কিভাবে মহানবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তখন তার মাথায় বুদ্ধি এলো যে পুলসিরাতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সাক্ষাৎ হতে পারে কারণ সবাইকে তো এ পথেই যেতে হবে। যখন মহানবী (স) ঐ পথে যাবেন সাঈদ ভাবলো, আমি দেখা করবো এবং তার হাতে চুমো খাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। সাঈদ গিয়ে সেই সেতুর পাশে বসলেন এবং যতো নবী-রাসূল সে পথে গেলেন সবার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের হাতে চুমো দিলেন। অবশেষে এলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)। সাঈদ এগিয়ে গেলেন এবং সালাম দিয়ে মহানবীর (স) হাতে চুমো খেলেন এবং তাঁকে যেন আল্লাহ জ্ঞান দান করেন এ জন্য মহানবীর (স) দোয়া চাইলেন। মহানবী (স) বললেন, "কুরআনের জ্ঞান তোমাকে দান করা হবে এই শর্তে যে তুমি আমার কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবে না।" এতে সাঈদ দারূণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলেন। এরপর থেকে তিনি অন্য কোনো পণ্ডিত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করাটাকে তার নিজের জন্য একটি বিধান করে নিলেন। এমনকি যখন তিনি জ্ঞানের অন্বেষায়

www.bjilibrary.com

ইস্তাম্বুল গেলেন তখনও এ বিধান মেনে চললেন এবং কেবলমাত্র তাকে যেসব প্রশ্ন করা হলো শুধু তারই জবাব তিনি দিতেন।

মহানবী (স) কে স্বপ্নে দেখার পর তার গ্রাম নুরস ছেড়ে প্রথমে আওয়াস গ্রামে এবং অতঃপর বিতলিসে শেখ আমিন এফেন্দির মাদরাসায় গেলেন। সঙ্গীদের তাদের বয়স কম দেখে শেখ এফেন্দি নিজে সাঈদকে পাঠদান না করে তার এক ছাত্রকে এ জন্য নিয়োজিত করলেন। এতে সাঈদ আত্মসম্মানে আঘাত পান এবং অপমান বোধ করেন। একদিন শেখ এফেন্দি মসজিদে ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এ সময় সাঈদ দাঁড়িয়ে আপত্তি করে বললেন, স্যার আপনি ভুল করছেন এবং যা বলছেন তা সঠিক নয়। শেখ এফেন্দি এবং তার ছাত্রগণ বিস্ময়াভিভূতভাবে সাঈদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এ ঘটনার পরও সাঈদ লক্ষ্য করলেন শেখ এফেন্দি তাকে নিজে পড়ানোর সৌজন্যতাটাও দেখালেন না।

এর অল্পদিন পরই সাঈদ মোল্লা আব্দুল করিমের মীর হাসান ওয়ালী মাদরাসায় ভর্তি হলেন। এখানে যখন তিনি দেখলেন যে নিচের শ্রেণীর নতুন ছাত্রদের কোনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না তখন তিনি প্রথম সাতটি কিতাব বাদ দিয়ে অষ্টম কিতাবটি অধ্যয়নের ঘোষণা দিলেন। এখানেও তিনি মাত্র কয়েকদিন থাকলেন এবং ভ্যানের নিকটবর্তী বাস্তানে গেলেন। সেখানে মাসখানেক কাটানোর পর এরজুরুম প্রদেশে মোল্লা মেহমেদের বিখ্যাত বায়েজিদ মাদরাসায় ভর্তি হলেন সাঈদ। প্রকৃত পক্ষে এখানেই সূচনা হলো তার সত্যিকার শিক্ষা লাভের। এ পর্যন্ত তিনি আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি ও বাক্যগঠন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিলেন।

বায়েজিদ মাদরাসায় এক অসাধারণ ছাত্র সাঈদ

বায়েজিত মাদরাসায় শেখ মেহমেদ জালালীর অধীনে সাঈদ মাত্র তিন মাস অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই তিন মাসেই ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার পড়াশুনার ভিত্তি রচিত হয় যা, পরবর্তীতে তার চিন্তা ও কর্মের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সাঈদের অসন্তোষ ও অনাগ্রহের প্রকাশ এখানেও ঘটে। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তার মধ্যে এই সচেতনতার প্রকাশ ঘটে যে, এ শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার অতি জরুরি। অল্প সময়ে তিনি অসংখ্য বই পড়ে ফেলেন এবং তা আত্মস্থ ও মুখস্থও করেন। তার প্রখর স্মৃতিশক্তি, অসাধারণ মেধা কোনো বিষয়ে জ্ঞান আহরণের বিস্ময়কর সামর্থ্য তাকে তার বয়সের যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। উল্লেখ্য যে, এ সময় তার বয়স ছিলো মাত্র চৌদ্দ বছর।

www.bjilibrary.com

বায়েজিদে অবস্থানকালে মাদরাসার সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত করে ফেলেন। তিনি সে সব কোর্সের মূল বই, ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাসহ সামগ্রিক বিষয়ের উপর গভীর দখল ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পদ্ধতিটি ছিলো একটি বই শেষ করে আরেকটি বই পড়া। এ পদ্ধতিতে ডিগ্রি লাভে সাধারণ ছাত্রদের প্রায় পনের থেকে বিশ বছর সময় লেগে যেতো। সাঈদ মোল্লা জামী পাঠ থেকে শুরু করে সমস্ত কিতাব পাঠ শেষ করেন খুবই অল্প সময়ে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ার পরিবর্তে বইটির মূল বিষয় তিনি পাঠ করলেই সবকিছু তার নিকট পরিষ্কার হয়ে যেত। এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে শেখ মেহমেদ জালালী তাকে জিজ্ঞেস করেন সাঈদ তুমি কেন এ পদ্ধতিতে পড়ালেখা করছো।

সাঈদের জবাব ছিলো পরিষ্কার। 'এতসব বই আমি পড়তে পারবো না। আমার জানা দরকার ঐ সব বইতে কী আছে। তাতে আমি বুঝতে পারবো কী আলোচনা করা হয়েছে এবং আমি আমার জন্য উপযুক্ত বইগুলোই শুধু পড়বো।' এ বক্তব্যের মাধ্যমে সাঈদ বুঝাতে চেয়েছেন যে, মাদরাসায় যা পড়ানো হচ্ছে তার অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় এবং এ সবের সংস্কার প্রয়োজন আছে। সাঈদের মেধাশক্তি এতটাই প্রখর ছিলো যে, কোনো বই কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই তিনি বুঝতে এবং আত্মস্থ করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি যখন কোনো বই অধ্যয়ন করতেন তা এতটাই মনোনিবেশ সহকারে করতেন যে উক্ত গ্রন্থের যে কোনো প্রশ্নের জবাব নিজেই তৈরি করতে পারতেন। বায়েজিদ মাদরাসায় অবস্থানকালে সাঈদ পুরো সময়টা এমনকি রাতেও কাটাতেন বিখ্যাত কুর্দী সাধক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আহমেদ হানির মাযারে। এক রাতে সাঈদের সহপাঠীগণ তাকে মাদরাসায় না পেয়ে অনুসন্ধান শুরু করে এবং অবশেষে আহমেদ হানির মাযার তাকে পাওয়া যায়। সাঈদ সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে গভীর অধ্যয়নে নিয়োজিত। কিন্তু সাঈদ বিরক্ত হয়ে তার বন্ধুদের বলেন, তোমরা কেন এভাবে আমাকে ডিস্টার্ব করছো? সাঈদ একদিকে গভীর অধ্যয়নে এবং অন্যদিকে নিজেকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও তপস্যার অনুশীলনে নিয়োজিত করেন। তিনি শুরু করলেন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা।

কিন্তু এতেও তিনি আত্মতুষ্টি খুঁজে না পেয়ে মহান ইমাম গাজ্জালীর দর্শন অনুসরণ করা শুরু করলেন। খানাপিনা দারুণভাবে কমিয়ে দিলেন এবং কথা বলাও এক রকম বন্ধ করে দিলেন। তিন মাস শেষ হলে সাঈদ শেখ মেহমুদ জালালীর বায়েজিদ মাদরাসা থেকে ডিপ্লোমা লাভ করে মোল্লা সাঈদ হিসেবে পরিচিতি পেলেন। অতঃপর তিনি সহজ সরল দরবেশী বেশ ধারণ করে

www.bjilibrary.com

বাগদাদে বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর মাযার পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সড়ক পথ পরিহার করে রাত্রি বেলায় পর্বতসংকুল বন জঙ্গলের পথে বিতলিসে হাজির হলেন। সেখানে তিনি দু'দিনব্যাপী শেখ মেহমুদ এফেন্দির ভাষণ শুনলেন। শেখ তাকে শিক্ষকদের পোশাক পরিধানের প্রস্তাব করলেন। পূর্ব আনাতোলিয়ায় সেই সময় শিক্ষার্থীদের পাগড়ি এবং গাউন পরিধানের রীতি ছিলো না। শুধুমাত্র ডিপ্লোমা প্রাপ্তগণই তা পরিধান করতেন। শিক্ষকগণ এ পোশাক পরতেন। কিন্তু মোল্লা সাঈদ শেখ মেহমুদের প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তিনি এখনও এই পোশাকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। একজন সম্মানিত শিক্ষকের পোশাক তিনি তো পরিধান করতে পারেন না। এই কথা বলে তিনি শেখের দেয়া পাগড়ি এবং গাউন মসজিদের এক কোনায় রেখে দিলেন।

অগ্রজ মোল্লা আব্দুল্লাহ সকাশে শিরওয়ানে

মোল্লা সাঈদ বড় ভাই মোল্লা আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য শিরবান ভ্রমণ করেন। শিরওয়ানে পৌঁছার পর দুই ভাইয়ের সংলাপ নিম্নরূপ:

মোল্লা আব্দুল্লাহ : তুমি ওখানে থাকাকালে আমি 'শের-ই-শেমসি' শেষ করেছি। তুমি কী পড়েছ?

মোল্লা সাঈদ : আমি ৮০টি বই পড়েছি।

মোল্লা আব্দুল্লাহ : তুমি কী বলছো?

মোল্লা সাঈদ : জি হ্যাঁ! আমি ৮০টি বই পড়ে শেষ করেছি এবং সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আরো অনেক বই পড়েছি।

মোল্লা আব্দুল্লাহ বিশ্বাস করতে পারেননি যে, তার ছোট ভাই এত অল্প সময়ে এত বই কী করে পড়লো। তাই তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে সাঈদ রাজি হলেন। মোল্লা আব্দুল্লাহ তাকে অনেক প্রশ্ন করে পরীক্ষা করলেন এবং এ ব্যাপারে তার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে সাঈদ মিথ্যা দাবি করেনি। এতে বিস্মিত হয়ে মোল্লা আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাইকে নিজের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করলেন। নিজের ছাত্রদের দৃষ্টির আড়ালে তিনি মোল্লা সাঈদের নিকট দীক্ষা নেয়া শুরু করলেন। মাত্র আট মাস আগে যে আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন সেই ছোটভাই এখন আব্দুল্লাহর শিক্ষক।

www.bjilibrary.com

শিরতে মোল্লা সাঈদ

মোল্লা সাঈদ ভাইয়ের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে শিরতের পথে যাত্রা করলেন। সেখানে প্রথমবারের মতো সাঈদ আলেমদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। তিনি তাদের প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দান করে বিতর্কে বিজয় লাভ করায় আলেমরাও তার ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হন। শিরতে পৌঁছে সাঈদ মোল্লা ফতেউল্লাহ এফেন্দির বিখ্যাত মাদরাসায় যান।

আব্দুল্লাহর মতো মোল্লা ফতেহউল্লাও সাঈদের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত ও বিস্মিত হন। তিনি সাঈদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে হতবাক হয়ে যান। একবার কোনো কিছু পাঠ করলেই সাঈদ তা হুবহু মুখস্থ বলতে পারেন। সাঈদ সম্পর্কে মোল্লা ফতেহউল্লাহর মন্তব্য 'প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, এই দুই অসাধারণ গুণের সমন্বয় এক ব্যক্তির মধ্যে হওয়াটা খুবই দুর্লভ ঘটনা।'

শিরতে অবস্থানকালে সাঈদ বিখ্যাত শাফী পণ্ডিত ইবনুল সুবকি লিখিত ইসলামের আইনশাস্ত্রের চার মাযহাবের মূলনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থটি পুরো মুখস্থ করে ফেলেন। উক্ত 'জেমিউল জেভামি' গ্রন্থটি প্রতিদিন ২ ঘণ্টা পড়ে মোল্লা সাঈদ মুখস্থ করেন বলে মোল্লা ফতেহউল্লাহ তার আরবি ভাষায় লিখিত এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক সপ্তাহে এই গ্রন্থটি মুখস্থ করেন মোল্লা সাঈদ। ১৯৪৬ সালে এমিরদা কারাগারে থাকা অবস্থায় বদিউজ্জামানের লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়, উল্লেখিত বিস্ময়কর মেধাশক্তির জন্যই মোল্লা ফতেহউল্লা এফেন্দি মোল্লা সাঈদকে বদিউজ্জামান বা 'জামানার বিস্ময়' নামে ভূষিত করেন। তখন থেকেই তিনি বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী।

সাঈদের মেধা ও বিচক্ষণতার খ্যাতি শিরতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে আলেম সমাজ সম্মিলিত হন এবং সাঈদকে প্রশ্নের উত্তর দানে এবং বিতর্কে আহ্বান জানান। সাঈদ আলেম সমাজের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং তাদের সকল প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন এবং সাফল্যের সাথে বিতর্কে জয়লাভ করেন। শিরতের জনগণ যারা উল্লেখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারা সাঈদের বিদ্যাবুদ্ধির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং তাকে একজন ওলী বা সাধক হিসেবে সম্মান করেন। কিন্তু অল্প বয়সে সাঈদের অসাধারণ কৃতিত্বে অনেকেই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পেরে তারা সাঈদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে এবং তাকে ঘায়েল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তবে জন সাধারণের হস্তক্ষেপে তারা সাঈদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

www.bjilibrary.com

এভাবেই সাঈদ এখানে সাঈদ-ই-মশহুর বা বিখ্যাত সাঈদে পরিণত হন। দৈহিকভাবেও সাঈদ ছিলেন শক্ত-সামর্থ্য এবং বলীয়ান। এ সময় তিনি খেলাধুলাতে ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন এবং সে ক্ষেত্রেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি নিজে কাউকে প্রশ্ন করতেন না বরং তাকে যত প্রশ্ন করা হতো তার যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক জবাব দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

শিরত নামক স্থানে তিনি আরও কিছু সময় অবস্থান করেন। বাগদাদের পথে না গিয়ে আবার সাঈদ বিতলিসে শেখ আমিনের মাদরাসায় ফিরে যান। কিন্তু এবারও সাঈদ কম বয়স ও ছোট বলে শেখ তার অবমূল্যায়ন করেন। সাঈদ বিনয়ের সাথে শেখকে বলেন, আমাকে সুযোগ দেওয়া হলে আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবো। শেখ আমিন এবার সাঈদকে ১৬টি অতি কঠিন প্রশ্ন করেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাঈদ দৃঢ়তার সাথে সবগুলো প্রশ্নের যথার্থ জবাব দান করেন। এ সময় সাঈদ বিভিন্ন মসজিদ ও সভা-সমাবেশে বক্তব্যদান শুরু করেন। অতি অল্প সময়ে এই যুবক বিতলিসের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু এর ফল হয় দ্বিমুখী। বিতলিসের মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ সাঈদের সমর্থক এবং অপর এক অংশ শেখ আমিনের সমর্থক। ফলে সংঘাত এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় প্রদেশের গভর্নর সাঈদকে বিতলিস থেকে বহিষ্কার করেন এবং সাঈদ আবার শিরওয়ানে ফেরত যান।

শিরওয়ানেও সাঈদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি বাধা-বিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। কিছু শিক্ষক ও স্বল্পজ্ঞানী বিদ্যার্থী যারা অতীতে সাঈদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন তারা সাঈদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সাঈদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়ে তারা জনগণকে উস্কানি দিতে থাকেন। কিছুদিন পর সাঈদ শিরত জেলায় টিল্লো নামক শহরে গমন করেন। শহরতলিতে পাহাড়ের উপর একটি ছোট পাথরের দালানে সাঈদ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। সাঈদ বিখ্যাত আরবি অভিধান কামুসের ১৪তম বর্ণ 'সিন' পর্যন্ত এখানে মুখস্থ করে ফেলেন। এখানে অবস্থানকালে তার ছোটভাই মেহমুদ প্রতিদিন তার জন্য খাবার বহন করে আনতো। খাবারের একটি অংশ তিনি পিপীলিকাদের দিয়ে দিতেন। পিপীলিকাদের সংঘবদ্ধ পরিশ্রমী জীবন ও শৃঙ্খলা তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। আর এ কারণেই তিনি উপহার হিসেবে তার খাবারের বেশিরভাগ তাদের দান করে দিতেন। পিপীলিকাদের কাহিনী তাকে রাজনৈতিকভাবে আলোড়িত করে। টিল্লো শহরে অবস্থানকালে সাঈদ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সাথে সৌহার্দ্য সৃষ্টিকারী এবং ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে

www.bjilibrary.com

কাজ করার উদ্দীপনা লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, বিখ্যাত সূফী সাধক আব্দুল কাদের জিলানী মিরান গোত্রের প্রধান মোস্তাফা পাশার নিকট গিয়ে তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে বলছেন। তিনি মোস্তফা পাশাকে দীনের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করার আহ্বান জানান।

১৬ বছর বয়স্ক সাঈদদের জন্য ছিলো এটা এক কঠিন দায়িত্ব। মিরান গোত্র ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মোস্তফা পাশা ছিলেন হামিদিয়া রেজিমেন্টের কমান্ডার। কমান্ডার হিসেবে তিনি সাধারণভাবে নানা নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এই হামিদিয়া রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন। কুর্দি ও টাকোম্যান গোত্রের সমন্বয়ে এই মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয় পূর্ব আনাতোলিয়ায় আর্মেনিয়ান সন্ত্রাস মোকাবিলা করার জন্য। গোত্রপ্রধান এবং নিয়মিত বাহিনীর অফিসারদের দ্বারা এই রেজিমেন্ট পরিচালিত হতো। যা হোক, সাঈদ এখান থেকে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী জিজার এলাকায় গমন করেন। সেখানকার হিংস্র ও স্বেচ্ছাচারী গোত্র প্রধানদের সাথে সাঈদ সম্পর্ক স্থাপন করেন যা ছিলো এক অতিদুঃসাহসী কাজ। এই শক্তিশালী ও অত্যাচারী গোত্রপতিদের সাথে কাজ করতে পারেন তারাই যাদের ভয় বলে কোনো কিছু নেই। সাঈদ এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী কাজটি করেছেন।

মোল্লা সাঈদ এবং মোস্তফা পাশা

সাঈদ মোস্তফা পাশার তাঁবুতে পৌঁছে জানতে পারেন তিনি অন্য কোথাও গিয়েছেন। এই সুযোগে তিনি সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করে নেন। কিছু পরেই মোস্তফা পাশা তার তাঁবুতে ফিরে আসেন। তার আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শুধু সাঈদ দাঁড়াননি। এটা পাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পাশা মেজর ফাত্তাহ বে কে জিজ্ঞেস করেন, এটা কে? মেজর ফাত্তাহ বলেন, ইনি 'বিখ্যাত মোল্লা সাঈদ।' মোস্তফা আলেম-উলামাদের তেমন একটা গ্রাহ্য করেন না তবে নিজের রাগ সংযত করে বলেন, তিনি এখানে এসেছেন কেন? মোল্লা সাঈদ এ প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'স্বপ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়ে আমি এসেছি তোমাকে পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সঠিক পথে চালাবার জন্য। হয় তুমি তোমার স্বৈরাচারী আচরণ বন্ধ করবে এবং ফরজ এবাদতসমূহ পালন করবে অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করবো।'

সাঈদের জবাবে মোস্তফা পাশা সন্দেহাতীতভাবে বিস্মিত হন এবং বিষয়টি নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য তাঁবুর বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এসে

www.bjilibrary.com

আবার জিজ্ঞেস করেন, সাঈদ এখানে কেন এসেছেন? সাঈদ এবারও জবাবে একই কথা বলেন। আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর মোস্তফা পাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মোল্লা সাঈদ এবং জিজারের ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মোল্লা সাঈদ যদি বিজয়ী হন তাহলে তিনি তার নির্দেশ মেনে চলবেন। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে মোল্লা সাঈদকে এই নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। একথা শুনে সাঈদ ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচল আস্থাশীল এবং বললেন, আমার পক্ষে যেমন সমস্ত ওলামাকে নিস্তব্ধ করে দেয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষেও আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাদের প্রশ্নের জবাব দিবার পর আমি তোমার নিকট একটি রাইফেল চাই এবং যদি তুমি তোমার কথা রক্ষা না করো তাহলে সেই রাইফেল দিয়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো।'

উপরিউক্ত কথোপকথনের পর তারা ঘোড়ায় উঠলেন এবং জিজারের গোচারণ ভূমির দিকে যাত্রা করলেন। মোস্তফা পাশা পথে মোল্লা সাঈদের সাথে আর কোনো কথা বললেন না। তাইগ্রীসের তীরে বানিহান নামক জায়গায় তারা যখন পৌঁছালেন, মোল্লা সাঈদ প্রশান্তির সাথে একটা ঘুম দিলেন। সামনে তার পরীক্ষা, এ ব্যাপারে সাঈদ পুরো আস্থাশীল ও আত্মবিশ্বাসী। ঘুম থেকে সাঈদ জেগে উঠে দেখলেন সেখানে পণ্ডিতগণ সমবেত হয়েছেন অনেক গ্রন্থ হাতে।

সাঈদের জন্য তারা অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয় পর্বের পর চা পরিবেশন করা হলো। উপস্থিত আলেমগণ মোল্লা সাঈদের সুখ্যাতি এবং পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শুনেছেন, তাই অতি সতর্কতার সাথে তারা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। সাঈদ নিজের জন্য নির্ধারিত চা খেলেন এবং তাদেরটাও খেলেন। এটা লক্ষ্য করে মোস্তফা সমবেত পণ্ডিতদের জানালেন যে, তার মনে হচ্ছে তারা পরাজিত হবেন।

মোল্লা সাঈদ বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে কোনো প্রশ্ন করবো না। শুধু আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব। পণ্ডিতগণ তাকে ৪০টি প্রশ্ন করেন এবং মোল্লা প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক ও সঠিক জবাব দান করেন, মাত্র একটি বাদে। সেই একটি প্রশ্নের জবাব যে শুদ্ধ বা সঠিক ছিলো না সেটা কিন্তু পণ্ডিতগণ বুঝতে পারেননি; বরং মেনে নিয়েছেন সঠিক জবাব হিসেবে।

অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখন মোল্লা সাঈদ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রশ্নটির জবাব সম্পর্কে এবং শুদ্ধ উত্তরটি তাদেরকে অবহিত করেন। এর

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, অশুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করার মতো জ্ঞানও তাদের নেই। অতঃপর সমবেত পণ্ডিতগণ পরাজয় স্বীকার করে নেন। তাদের অনেকে মোল্লা সাঈদের ছাত্র হিসেবে তার অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। মোস্তফা পাশা তার প্রতিশ্রুত রাইফেলটি মোল্লা সাঈদকে দান করেন এবং ইসলামের নির্ধারিত বাধ্যতামূলক বিধানসমূহ পালন করা শুরু করেন।

মোল্লা সাঈদ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তেমনি দৈহিকভাবেও ছিলেন শক্তিশালী এবং বলীয়ান। বিশেষ করে কুস্তি লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। মাদরাসায় তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কুস্তি লড়াই করতেন। কুস্তিতে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারতো না।

একবার মোল্লা সাঈদ এবং মোস্তফা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ওদিকে মোস্তফা পাশা সাঈদের জন্য এমন একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যে ঘোড়াটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না এবং ঘোড়াটি ছিলো নিয়ন্ত্রণহীন। মোল্লা সাঈদ ঘোড়াটিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান করার চেষ্টা করতেই ঘোড়াটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কোনক্রমেই সাঈদ ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। এক পর্যায়ে ঘোড়াটি একটি শিশুকে পদদলিত করে সামনে ছুটে চলে। শিশুটি ঘোড়ার পদাঘাতে আহত হয়ে নিষ্প্রাণ দেহে লুটিয়ে পড়ে। সমবেত দর্শকরা শিশু হত্যার কারণে সাঈদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সময় সাঈদ তার রিভলবার বের করে বলেন, আপনারা যদি বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে শাস্তিযোগ্য মোস্ত ফা পাশার। কারণ, পাশাই আমাকে এই ঘোড়াটি দিয়েছেন। অপেক্ষা করুন, আমাকে শিশুটিকে দেখতে দিন। শিশুটি কোলে নিয়ে তিনি দেখলেন তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। এরপর তিনি শিশুটিকে নদীর ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে আবার উঠিয়ে আনলেন। বিস্ময়করভাবে শিশুটি হেসে চোখ মেলে তাকালো। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সমবেত জনতা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর সাঈদ মোল্লা খুব অল্প সময়ই ঐ এলাকায় ছিলেন। এখান থেকে তার এক ছাত্রের সাথে মরুভূমি এলাকায় যাযাবর আরব গোত্রসমূহের জন্য কাজ করতে যাওয়ার চিন্তা করলেন। খুব বেশি সময় তিনি মরু এলাকায় ছিলেন না। যখন শুনলেন মোস্তফা পাশা পুনরায় তার পুরনো স্বভাবে ফিরে গিয়েছেন এবং মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করছেন। তিনি পাশাকে সতর্ক করতে ফিরে এলেও ব্যর্থ হন। কারণ, পাশা তার ভালো উপদেশ মানতে রাজি ছিলেন না। পাশার ছেলের হস্তক্ষেপে পাশা কর্তৃক অপদস্থ হওয়া

www.bjilibrary.com

থেকে মোল্লা সাঈদ রক্ষা পান এবং পাশার ছেলের অনুরোধে অবশেষে বিরো মরু অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন।

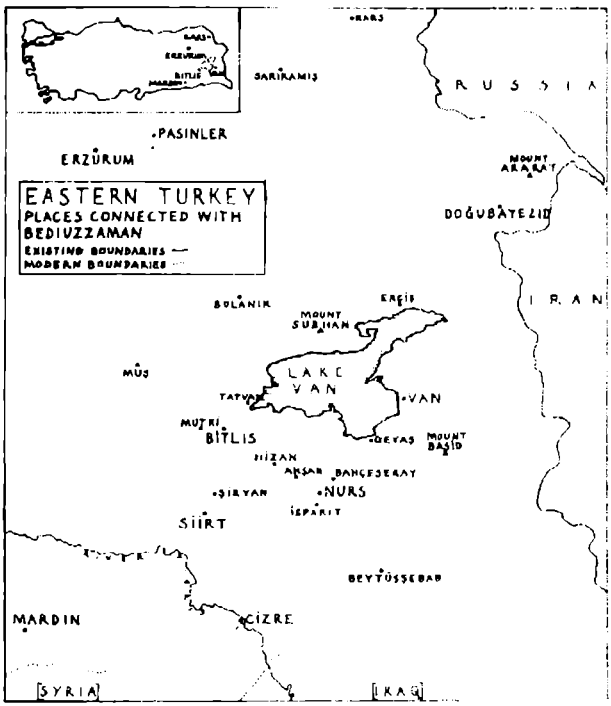

নুরসঃ যে বাড়িতে সাঈদ নুরসী জন্মগ্রহণ করেছিলেন

সাঈদ দু'বার যাযাবর ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হন। দ্বিতীয় হামলায় সাঈদ মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো কিন্তু যাযাবররা তার পরিচয় জানতে পেরে তাঁর উপর হামলার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে এবং তার সফরের বাকি পথ অতিক্রম করতে নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব করে। সাঈদ তাদের সহযোগিতা ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। একাকী সাতদিন সফর করে মারদিন নামক স্থানে পৌঁছেন।

www.bjilibrary.com

কুব্বে-ই হাশিয়ে

মোস্তফা পাশা

তাহির পাশা

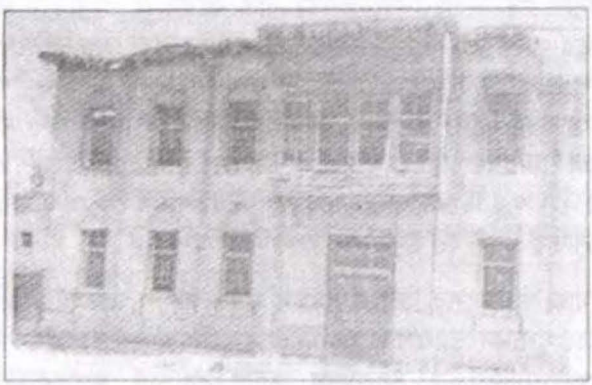

তাহির পাশার বাসভবন

www.bjilibrary.com

মারদিনে সাঈদের কর্মব্যস্ততা

আলেমদের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় সাঈদের মারদিন অবস্থান ভালোভাবে কাটলেও অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। মজার ব্যাপার হলো, তার বলিষ্ঠতা এবং অসম সাহসিকতাই প্রতিভাত হয় এ সময়। মারদিনে থাকাকালে তিনি মহানবী (স)-এর অধস্তন বংশধর আইয়ুব আনসারীর বাসভবনে অবস্থান করছিলেন অতিথি হিসেবে। তিনি শহীদি মসজিদে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামের শিক্ষাদান শুরু করেন। সাঈদের প্রশ্নোত্তরে হোসেইন জিলানী পাশা নামক এক ব্যক্তি এতটাই বিমুগ্ধ হন যে, তিনি সাঈদকে অনেক কিছু উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। স্বভাবসুলভভাবে সাঈদ ঐসব উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, তবে শুধুমাত্র একটি উন্নতমানের রাইফেল গ্রহণ করেন।

একদিন সাঈদ তার কাসিম নামক এক বন্ধুর সাথে উলু মসজিদের মিনারে ওঠেন দৃশ্য দেখার জন্য। হঠাৎ করে সাঈদ লাফ দিয়ে মিনারের ছাদের কিনারায় উঠে যান যা ছিলো মাত্র চার সেন্টিমিটার সংকীর্ণ। এর উপর দিয়েই তিনি দু'হাত উঠিয়ে হাঁটতে থাকেন এবং কাসিমকে আহ্বান জানাতে থাকেন এসো এক সাথে হাঁটি। কাসিম ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিচে নেমে যান এবং ইতোমধ্যে সাঈদের সাহসিকতা দেখার জন্য জনতার সাথে গিয়ে যোগ দেন। মানুষ হতবাক হয়ে এই যুবক মোল্লার সাহসিকতা দেখছিলেন।

মারদিনে অবস্থানকালেই তিনি রাজনৈতিকভাবে আলোড়িত হন। এ সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থ 'মুনাজারাত'-এ বলেন, তিনি ইসলামী বিশ্ব যে সব ব্যাপক ইস্যুর মুখোমুখি সে সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করেন এ সময়। মারদিনে এমন এক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ হয় যিনি সত্য সন্ধানে এবং রাজনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের পথ দেখিয়েছেন। বিখ্যাত কামালের চিন্তাধারা ও স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করে। উল্লেখ্য যে, এই কামাল হলেন বিখ্যাত নামিক কামাল যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং অটোমেন মুভমেন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন ছিলো স্বাধীনতার স্বপ্ন, স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির স্বপ্ন, প্রিয় দেশের ও জাতির প্রগতি ও উন্নয়নের পথে সংগ্রামের স্বপ্ন।

তিনি যে সমাজ ও দেশের চিত্র এঁকেছেন মুক্ত, স্বাধীন, জনতার অধিকার আর সুশিক্ষার এবং সুশাসন ও নিশ্চিত ন্যায়বিচারের। মারদিনে অবস্থানকালেই সাঈদ স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক সরকারের জন্য সংগ্রামের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেন। আর এজন্য তুরস্কের যুবসমাজ ১৮৬০ সাল থেকে নিরলস প্রচেষ্টা

www.bjilibrary.com

চালিয়ে আসছিলো। স্বাধীনতা শুধু ইসলামেরই নির্দেশ নয়; বরং স্বাধীনতাই উন্নতির চাবিকাঠি এবং জাতির রক্ষাকবচ। স্বৈরাচারী এবং কর্তৃত্ববাদী সরকার হচ্ছে, দেশের সকল দুর্গতির প্রধান কারণ। মোল্লা সাঈদ ছিলেন আজীবন স্বাধীনতা, সাংবিধানিক সরকার এবং আইনের শাসনের প্রবক্তা।

মারদিনে সাঈদের দুই সহপাঠী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। একজন ছিলেন জামাল উদ্দিন আফগানীর অনুসারী, যাকে সুলতান আব্দুল হামিদ ইস্তাম্বুল নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বব্যাপী ইসলামী ঐক্য সংহত করার জন্য অর্থাৎ প্যান ইসলামিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য। দ্বিতীয় জন ছিলেন সানুসী আন্দোলনের সদস্য, যে আন্দোলন উত্তর আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মোল্লা সাঈদ পরবর্তীকালে ইসলামী ঐক্যের এক মহান সংগঠক এবং প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি লিখেছেন, 'এক্ষেত্রে আমার পূর্বসূরি হচ্ছেন শেখ জামাল উদ্দীন আফগানী, মিসরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ, প্রখ্যাত পণ্ডিত আলী সুয়াভী, হোজা তাহসিন এবং নামিক কামাল। যারা ইসলামী ঐক্যকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।'

বিভিন্ন বিবরণ ও তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে, মারদিনে অবস্থানকালেই সাঈদ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ জন্য গভর্নর মুতাসাররিফ নাদির সাঈদকে মারদিন থেকে বিতাড়িত করে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে বিতলিস পাঠিয়ে দেন। সাঈদকে বিতলিস যাত্রাকালে হাতে-পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে দেয়া হয়েছিল। দুই নিরাপত্তা কর্মী মাহমুদ ফাতিহ এবং ইব্রাহিমের জন্য সাঈদকে নিয়ে যাওয়াটা একটা কঠিন কাজ ছিলো। এই ঘটনাটি অত্র এলাকায় খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাত্রা পথে সাঈদকে নিয়ে তারা যখন আহমেদী গ্রামের নিকটবর্তী পৌঁছেন তখন নামাযের সময় হয়। সাঈদ নামায পড়ার সুবিধার্থে তার হাত পায়ের বাঁধন শিথিল করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষীদ্বয় সাঈদ পালিয়ে যাবেন এই আশঙ্কায় লোহার শিকল ঢিলে করে দিতে অস্বীকার করে। বীর সাঈদ লোহার শিকল খুলে ফেলেন এবং ঘোড়ার উপর থেকে অবতরণ করে অজু সম্পন্ন করেন ও নামায আদায় করেন।

বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে নিরাপত্তা রক্ষীদ্বয় এ অসাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং সাঈদের অসাধারণ ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। নামায শেষ হবার পর তারা বলেন, এর আগ পর্যন্ত আমরা আপনার প্রহরী ছিলাম আর এখন থেকে

www.bjilibrary.com

আপনার খাদেম। কিন্তু মোল্লা সাঈদ বিনীতভাবে তাদের দায়িত্বপালনের অনুরোধ জানালেন। এই ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী সময় যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমি জানি না, হতে পারে এটা নামাযের অলৌকিকত্ব। আরেক সময় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি কোনো জাদুকর নই বা ভেল্কিবাজ নই। আমি হলাম এমন একজন যে, আমি কুরআনকে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম এবং মহান আল্লাহর দিকে ফিরে গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, এমন একটি ঘটনা আমার সাথে ঘটলো যে, কিবলার দিকে ফিরে প্রার্থনা করতেই দেখলাম আমার হাত-পায়ে পরানো শিকল খুলে গেল। আমি যখন সেটা প্রহরীকে দিলাম তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো।'

মোল্লা সাঈদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার নানা ঘটনার খবর নিজ গ্রাম নুরসেও তার পিতামাতার কাছে পৌঁছে। পরবর্তীকালে সাঈদ এ সম্পর্কে তার পিতামাতার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। "আমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, আশ্চর্যজনক নানা ঘটনা ও আমার যৌবনকালের সেই সব বিস্ময়কর কাহিনী আমার পিতামাতাকে জানানো হতো। যখন তারা এমন খবর শুনতেন যে, 'তোমার ছেলে নিহত হয়েছে', 'আহত হয়েছে', অথবা 'কারাগারে আছে' তারা হাসতেন। উপরন্তু আমার পিতা দৃঢ়তার সাথে বলতেন, মাশাআল্লাহ আমার ছেলে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু করছে, সাহসিকতার কোনো নজির স্থাপন করছে। আর এ জন্যই তার সম্পর্কে প্রত্যেকেই এত কথা বলছে। পিতার সন্তুষ্টিতে মা বিব্রত হতেন এবং কাঁদতেন। কিন্তু সময়ই প্রমাণ করতো যে, আমার পিতার কথাই ঠিক।

বিতলিসের দুই বছর

গভর্নর ওমর পাশা, যার বাড়িতে সাঈদ অবস্থান করছিলেন, তার পীড়াপীড়িতে সাঈদকে দুই বছর বিতলিসে থাকতে হয়। সত্যের পক্ষে তার ভীতিহীন অবস্থানের কারণে তিনি গভর্নরের সম্মানের পাত্রে পরিণত হন।

একদিন মোল্লা সাঈদ জানতে পারেন যে, গভর্নর এবং তার কিছু কর্মচারী মদ্যপান করছেন। গভর্নর ও তার কর্মচারীদের এই অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্য সাঈদ সেখানে যান এবং এতে বাধাদান করেন। মদ্যপান সম্পর্কে একটি হাদিস উদ্ধৃত করে সাঈদ কড়া ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন। সাঈদের আচরণে বিক্ষুব্ধ হলেও গভর্নর নিশ্চুপ থাকেন এবং কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে

www.bjilibrary.com

বিরত থাকেন। গভর্নর চলে যাবার পর তার একজন কর্মকর্তা সাঈদকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কেন এভাবে প্রতিবাদ করলেন। এতে সাঈদকে তো মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু সাঈদ খুব স্বাভাবিকভাবে জবাব দিলেন, মৃত্যুদণ্ড তো আমার হয়নি! আমি ভাবছিলাম কারাগার বা বহিষ্কারের কথা। তাছাড়া আমি যদি আল্লাহর বিধান লংঘনকারীকে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতাম তাতে ক্ষতির কী ছিলো? এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর গভর্নর দুইজন পুলিশ পাঠিয়ে সাঈদকে তার দফতরে নিয়ে যান। সাঈদ যখন অফিস কক্ষে প্রবেশ করেন গভর্নর দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বলেন, প্রত্যেকের একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক থাকেন, আপনি আমার সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং আপনি আমার সাথেই থাকবেন।

দুই বছরে সাঈদ ব্যাপক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে সাঈদ গভীর অধ্যয়ন করেন। বিশেষ করে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য সাঈদ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনামূলক ও সমন্বিত অধ্যয়ন করেন। তিনি যুক্তিবিদ্যা, আরবি ব্যাকরণ ও বাক্যরীতি, দর্শন, কুরআনিক সাইন্স ও তাফসির, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কালামশাস্ত্র, দর্শন, হানাফী ফিকাহসহ ৪০টি বড় বড় গ্রন্থ তিনি এ সময় মুখস্থ করেন। বিতলিসে অবস্থানকালে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করা শুরু করেন। বৃহৎ অংশ মুখস্থ করলেও তিনি পুরো কুরআন মুখস্থ সম্পন্ন করতে পারেননি। এর কারণ ছিলো তিনি উপলব্ধি করেন যে, কুরআনের সত্য উদঘাটন শিক্ষা লাভ করাটাই বেশি জরুরি। কুরআনিক সত্য সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপন করা হয়েছিল তার নিরসন এবং যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের বিষয়টির প্রতি তিনি বেশি গুরুত্বারোপ করেন। এ জন্য বিতলিস প্রদেশের গভর্নরের বাসভবনে একটি অত্যন্ত চমৎকার ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন গভর্নর। সাঈদের যেসব শিক্ষক ছিলেন বিশেষ করে পূর্ব আনাতোলিয়ায় সাঈদ নূর মোহাম্মদ, শেখ আব্দুর রহমান তাঈ, শেখ ফাহিম এবং শেখ মাহমুদ কফরেবি। আরো যারা তাকে শিক্ষা দান করেছেন যেমন– শেখ আমিন এফেন্দি, মোল্লা ফতেহউল্লাহ, শেখ ফতেহ উল্লাহ এফেন্দি তাদের প্রতি তার ছিলো আন্তরিক ভালবাসা ও অগাধ শ্রদ্ধা।

বিতলিসে জ্ঞান চর্চার জন্য অনেক আলেম-উলামা থাকলেও ভ্যান প্রদেশে তেমন কোনো খ্যাতিমান আলেম ছিলেন না। ভ্যানের গভর্নর হাসান পাশা মোল্লা

www.bjilibrary.com

সাঈদকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি বিতলিস ত্যাগ করে ভ্যানে যান। ১৯০৭ সালে ইস্তাম্বুল যাবার আগ পর্যন্ত সাঈদ ভ্যানে অবস্থান করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করেন।

ভ্যানে অবস্থানকালে সাঈদ প্রথমে গভর্নর হাসান পাশা এবং পরে তাহির পাশার বাসভবনে দীর্ঘ সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তাহির পাশা সুলতান আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়)-এর একজন অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বিতলিস এবং মসুলের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভ্যান প্রদেশেরও অতিরিক্ত দায়িত্ব তার উপর ছিলো। তাছাড়া তিনি ১৯০২ সালে রাশিয়ার জার নিকোলাস সকাশে সুলতান আব্দুল হামিদের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদান করেন। তাহির পাশা ছিলেন শিক্ষার এক মহান পৃষ্ঠপোষক। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তার ছিলো এক বিশাল গ্রন্থাগার। তিনি ছিলেন প্রথম সরকারি কর্মকর্তা যিনি বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর অসাধারণ মেধা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। তিনি ১৯১৩ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাঈদকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত এবং সর্বপ্রকার সমর্থন যুগিয়েছেন। গভর্নর হাউসে অবস্থানের সুবাদে সাঈদ ব্যাপকভাবে সরকারি কর্মচারীদের সাথে মিলামিশার সুযোগ পান। গভর্নর হাউসে যে সব সংবাদপত্র ও সাময়িকী আসতো সাঈদ ওসব অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন। এর ফলে তিনি তুর্কী সমাজ এবং ইসলামী বিশ্ব যেসব সমস্যা ও ইস্যু মোকাবিলা করছিল সে সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তার চিন্তার দিগন্ত অনেক বেশি প্রসারিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম সম্পর্কে যে সব সংশয় ও বিভ্রান্তি উত্থাপিত হয়েছে গতানুগতিক ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে তা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন গভীরভাবে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। গভর্নর হাউসের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সাঈদ আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ করে ইতিহাস, ভূগোল, অংকশাস্ত্র, জীববিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এজন্য সাঈদের কোনো শিক্ষক ছিলেন না। গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে তিনি নিজেই এসব শিখছিলেন। একবার তিনি ভূগোল শাস্ত্র নিয়ে একজন শিক্ষকের সাথে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা দীর্ঘায়িত হয় এবং পরদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাঈদ ভূগোলের একটি গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন। অনুরূপভাবে তিনি জৈব রসায়নের একটি গ্রন্থ ৫ দিনের মধ্যে মুখস্থ করে একজন রসায়নের পণ্ডিত শিক্ষককে হতবাক করে দেন। অংক শাস্ত্রে তিনি বিস্ময়কর পারদর্শিতা লাভ করেন। অসাধারণ দ্রুততার সাথে

www.bjilibrary.com

অংকের কঠিন সমস্যার তিনি তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারতেন। তিনি এলজেবরার সমাধানের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন দুর্ভাগ্যবশত তা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

যে ধরনের ক্যালকুলেশনই থাকুক না কেন সাঈদ তার সমাধান বের করে ফেলতেন অন্যদের অনেক আগেই। প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বদাই অন্যকে পিছে ফেলতেন। যে সব গ্রন্থ সাঈদ প্রয়োজন মনে করতেন, তা সহসাই মুখস্থ করে ফেলতেন। এ ধরনের নব্বইটি গ্রন্থ তিনি মুখস্থ করেন। এ সবই ছিলো সাঈদের মতে, 'কুরআনের সত্যকে উদঘাটন করায় বিভিন্ন পদক্ষেপ। এভাবে এক সময় আমি কুরআনের সত্যে আরোহণ করি এবং আমি গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে, কুরআনের প্রতিটি আয়াত মহাবিশ্বকে বেষ্টন করে আছে। আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। একমাত্র এককভাবে কুরআনই আমার জন্য যথেষ্ট।' আর এভাবেই মোল্লা সাঈদ হলেন, বদিউজ্জামান অর্থাৎ 'যুগের বিস্ময়।'

নিজস্ব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

ভ্যান প্রদেশে তিনি তার নিজস্ব মাদরাসা প্রতিষ্ঠান করেন। এ মাদরাসার নাম ছিলো, হোরর মাদরাসা। এ সময় তিনি শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য নিজস্ব শিক্ষাদান পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করেন। তিনি যেসব বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সে সবের মূলনীতিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা এবং বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সমন্বয় করে তিনি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তার নতুন পদ্ধতির ভিত্তি ছিলো ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সংযুক্তি এবং এর ফলে ইতিবাচকভাবে বিজ্ঞান ধর্মের সত্যতাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ছাত্রদের পাঠদানকালে তিনি এই পদ্ধতির অনুসরণ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করতেন।

এ সময় বদিউজ্জামানের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয় পূর্ব আনাতোলিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম দিয়েছিলেন, জেহরা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকটা আল আজহারের সাথে মিল রেখে তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যাপকভাবে সফর করে উপলব্ধি করেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য মানুষের অজ্ঞতা এবং সমাজের রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যাবলি দূর করতে এ ধরনের আরও অনেক

www.bjilibrary.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। অন্য অধ্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বদিউজ্জামানের অসামান্য অবদানের কথা আলোচনা করা হবে।

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাহির পাশার বাসভবনটি ছিলো জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার কেন্দ্র। একদিন এ ধরনের এক আলোচনা বৈঠকে তাহির পাশা মালিকী মাযহাবকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছুটা ছোট করার জন্য বলেন, কুকুরদের নোংরা বিবেচনা করা হয়, শূকরদের ব্যাপারেও একই কথা। তাই নয় কি? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, মালিকী মাযহাব অনুসারে কুকুর পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তাহির তো কুকুর নয়। এ ধরনের চমৎকার কৌতুকের মাধ্যমে তিনি তাহির পাশাকে সমুচিত জবাবটাই দিলেন। তাহির পাশা বদিউজ্জামানের জবাবে খুবই খুশি হলেন।

তাহির পাশা ইউরোপ থেকে বিখ্যাত গ্রন্থ আনিয়ে পড়তেন এবং বদিউজ্জামানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করতেন। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, এ সময়টায় বদিউজ্জামান তুর্কী ভাষা ভালোভাবে শিক্ষা শুরু করেন অথচ তাহির পাশার প্রশ্নের জবাব দিতেন স্পষ্টভাবে। তিনি যদি কখনো পাশার টেবিলে নতুন কিছু বই দেখতেন তাহলে ধরেই নিতেন তাহির পাশা তার জন্য প্রশ্ন তৈরি করছেন। আর এ জন্যই দ্রুততার সাথে তিনি বইগুলো পড়ে তার বিষয়বস্তু আত্মস্থ করে নিতেন।

বদিউজ্জামান গ্রীষ্মকালে বেশিদ, ফেরাশিন এবং বায়তুসশেবাব-এর উচ্চ পার্বত্য টিলায় অবস্থান করতেন। কথা প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান তাহির পাশাকে বলেন, ওসব পর্বতে জুলাই পর্যন্ত বরফ থাকে। তাহির পাশা আপত্তি জানিয়ে বলেন, অবশ্যই ওসব পর্বতে জুলাই পর্যন্ত বরফ থাকে না। যখন পর্বতে বদিউজ্জামান অবস্থান করছিলেন তখন পাশাকে তুর্কী ভাষায় একটি চিঠি লিখেন। এ চিঠিতে তিনি বলেন, 'পাশা বেশিদের পর্বতচূড়ায় এখন বরফ। যা তুমি দেখনি তা তোমার অস্বীকার করা উচিত নয়। তুমি যা জানো সেটাই সবকিছু নয়।'

পার্বত্য এলাকায় গোত্রসমূহের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বদিউজ্জামান এ সময় ঘুরে ঘুরে 'প্রকৃতির গ্রন্থ' অধ্যয়ন করতেন এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতির বার্তা বিশেষ করে এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহের তাৎপর্য অনুধাবন করার সুযোগ পান। এর ফলে বিশ্বপ্রকৃতি ও পর্বত বনানী পরিবেষ্টিত তার স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

পাহাড়ের জীব-জানোয়ারের প্রতিও সৃষ্টি হয় তার এক ধরনের আকর্ষণ ও ভালোবাসা এবং ঐসব জীব-জানোয়ার বদিউজ্জামানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এটা ছিলো ১৯০৫ সালের ঘটনা। একদিন মাগরিবের নামায আদায়ের পর তিনি পর্বত চূড়ায় একটি পাথরের উপর বসে আছেন। এমন সময় একটি বিশাল ভল্লুক তার কাছে এসে গেল। 'পাহাড়ের এই রাজা' নিতান্তই একজন বন্ধুর মতো তার কাছে এলো এবং শান্তভাবে তার পাশ দিয়ে চলে গেলো।

পাহাড়ি গোত্রসমূহের কোনো বিরোধের বিষয় যখন তার নিকট পৌঁছতো উভয় পক্ষের কথা শুনে ইনসাফের সাথে ফয়সালা দিতেন। সরকার যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতো এমন সব ব্যাপারেও তিনি সাফল্যের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন। তিনি শেকের আগা এবং মোস্তফা পাশার মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দেন। বদিউজ্জামানের ব্যক্তিগত সাহসিকতাই ছিলো এক্ষেত্রে বড় গুণ।

মোস্তফা পাশা অর্থ ও ঘোড়া ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়ে সাঈদকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন কিন্তু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে সাঈদ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, মোস্তফা পাশার মতো একজন পথভ্রষ্ট অত্যাচারী শাসকের নিকট থেকে কোনো অর্থ তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আরো বলেন, মোস্তফা পাশা যদি ভুলপথ পরিহার না করেন এবং অত্যাচার বন্ধ না করেন তাহলে জিজার পৌঁছতে পারবেন না। ঘটেছিলোও তাই। মোস্তফা পাশা পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করেন। তার গন্তব্য জিজারে পৌঁছতে পারেননি।

একদিনের ঘটনা। বদিউজ্জামান গভর্নর হাউসে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় খবর এলো যে বাইরে কতিপয় সাদাসিধে পোশাকধারী লোক বদিউজ্জামানের সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং দরজার বাইরে তারা অপেক্ষা করছেন। সাথে সাথেই বদিউজ্জামান নিচে গেলেন এবং দেখলেন সুদূর নুরস গ্রাম থেকে তার পিতা শফি মির্জা ঘোড়ায় চড়ে গভর্নর হাউসে হাজির হয়েছেন। বদিউজ্জামান পিতার হাত ধরে তাকে উপরে নিয়ে এলেন। এই পরিবেশে তিনি যে বদিউজ্জামানের পিতা সেই পরিচয়টা যেন না দেয়া হয় এ জন্য ছেলেকে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করেন শফি মির্জা।

গভর্নর হাউসে যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসেছিলেন বদিউজ্জামান তার পিতাকে সেখানেই নিয়ে গেলেন। শফি মির্জা খুবই জড়োসড়ো হয়ে দরজার কাছে এক কোনায় আসন গ্রহণ করলেন। যাহোক, বদিউজ্জামান উপস্থিত সকলের সাথে তার পিতাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আমার পিতা শফি মির্জা এবং তাকে নিয়ে গভর্নর তাহির পাশার পাশের আসনে বসিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের পোশাক

বদিউজ্জামানের পোশাক ছিলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময়। তার কোমরে একটি বড় চাকু ও পিস্তল থাকতো। সেই সাথে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ঝুলানো বন্ধনী ব্যবহার করতেন। ঢিলেঢালা জামা, তার মাথায় শালের উপর আঁকাবাঁকা চোংগাকৃতি টুপি। তাকে দেখলে গোত্রপতির মতো মনে হতো' কোনো পণ্ডিতের মতো নয় তার এক বন্ধু মালাজিরলী আজিম আগা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে উঁচু মানের বিজ্ঞ পণ্ডিত সে ধরনের পোশাক পরিধান করেন না কেন? সাঈদ জবাবে বললেন, 'কী বলছো আজিম আগা? ওমর পাশা আমাকে একটি বিশাল ভবন, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং তার একটি কন্যাকেও দান করতে চেয়েছিলেন আমার পোশাক বদলানোর জন্য। এতকিছু সত্ত্বেও আমি পরিবর্তন করিনি আমার পরিচ্ছদ।'

পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পারি যে, বদিউজ্জামান পূর্ব আনাতোলিয়া পোশাক বর্জন করেন এ কারণে যে, তিনি এই প্রদেশের সমস্যা সমাধানে প্রাদেশিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ এবং দেশের সংহতি রক্ষার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিলেন। আর এ জন্যই এখানকার স্থানীয় পোশাক, যা সাধারণ জনগণ ব্যবহার করতেন বদিউজ্জামান তা পরিধান করাটাই পছন্দ করতেন। আত্মপ্রচারণার জন্য নয় তার দেশপ্রেম জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কারণেই পূর্ব আনাতোলিয়া এলাকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করাটাই শ্রেয় মনে করতেন।

একদিন এক আলোচনাকালে বদিউজ্জামান ও তাহির পাশার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তিনি গভর্নর হাউস ত্যাগ করে তার নিজের হোরর মাদরাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার বেশ কিছু ছাত্রকে সাথে নিয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। সরকারের লোকেরা যখন বদিউজ্জামানকে এখান থেকে নিতে এলো তখন তিনি দুটো শর্ত দেন। প্রথম শর্ত, তাকে যেন এ মাদরাসায় গ্রেফতার না করা হয় কারণ এতে তার মর্যাদার হানি ঘটবে। তবে বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তারা যদি তাকে এ প্রদেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় তাহলে তারা যেন তার আগ্নেয়াস্ত্রটি তাকে সঙ্গে নিতে অনুমতি দান করে। গভর্নর তার দুটি শর্তই মেনে নিয়ে তাকে বিতলিসে বিতাড়িত করেন। সেখান থেকে তিনি হিজান, বুলানিক ও ইরজিশ গেলেন এবং প্রত্যেক জায়গায় আলেমদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

www.bjilibrary.com

অবশেষে তিনি ইরান যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে তাহির পাশা তাকে ভ্যানে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

ইস্তাম্বুলে বদিউজ্জামান

বদিউজ্জামান সর্বপ্রথম যখন ইস্তাম্বুল যান তখন তার বয়স ছিলো ২৩ বছর। সেখানে তিনি দেড় বছর অবস্থান করেন। সেখানে তার সফরের উদ্দেশ্য ছিলো কুর্দিস্তানে তিনি জেহরা বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তার জন্য সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন। এ সময় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন নুজহাত পাশা। তার ইরজিনজানে অবস্থিত চতুর্থ সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনের সাথে বদিউজ্জামানের সেই শহর সফর মিলে গিয়েছিল। সুলতান আব্দুল হামিদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে নুজহাত পাশা মনে করেছিলেন, বদিউজ্জামানকে ইসলামী ঐক্য গঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা যেতে পারে। তার সাথে সাক্ষাতের পর তিনি সুলতান আব্দুল হামিদের একজন প্রধান সেনা কর্মকর্তা 'মোস্তফা বে-এর' নিকট বদিউজ্জামানের একটি পরিচয়পত্র প্রদান করেন। ইস্তাম্বুল থেকে বদিউজ্জামান মোস্তফা বে এর নিকট সেই পরিচয়পত্র পেশ করেন। দেড় বছর মোস্তফা বে এর ইলদিজ প্রাসাদ সংলগ্ন রাস্তার বাসভবনেই অবস্থান করেন এবং অতঃপর ভ্যানে ফিরে আসেন। এ যাত্রায় মোস্তফা পাশা জেহরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সুলতানের নিকট কোনো দরখাস্ত পেশ করতে সক্ষম হননি। তবে মোস্তফা বে এর পুত্র আশরাফ সিনজার সাথে বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হন। আশরাফ তখন ছিলেন একজন ছাত্র। পরবর্তী সময় সুলতান আব্দুল হামিদ ক্ষমতাচ্যুত হবার পর যখন দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করা হয় তখন তারা দু'জনই বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। বদিউজ্জামান যখন ইস্তাম্বুল যাত্রা করছিলেন ঠিক তখনকার সময়ের একটি সংলাপের কথা উল্লেখ করেছেন প্রথম আনকারা আইনসভার সদস্য ওসমান ফয়েজী আফেন্দীর ছাত্র মোল্লা হোসেইন আফেন্দী। একদিন প্রায় ২২ বছর বয়স্ক একজন যুবক আমাদের মাদরাসায় আগমন করেন। শ্যামলা বর্ণের চেহারা, পায়ে বুট জোতা, মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি এবং কোমরে চাকু। প্রবেশ করেই উচ্চস্বরে সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম। তার হাতে ছিলো একটি চিঠি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওসমান ফয়েজী এফেন্দী কে? আমাদের শিক্ষক উঠে দাঁড়ালেন এবং আগন্তুক ভদ্রলোককে সম্মানের সাথে

www.bjilibrary.com

আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। অল্পক্ষণ পর নামাযের সময় হতেই বদিউজ্জামান অযুর জন্য গেলেন। তার অযু শেষ হবার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি ইস্তাম্বুল যাচ্ছি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন ইস্তাম্বুল যাচ্ছেন?

আমি পুরো পূর্ব আনাতোলিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি এবং দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি। এখন আমি ইস্তাম্বুল যাচ্ছি এবং সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করবো। মোল্লা হোসেইন এফেন্দি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা করতে চাচ্ছেন কেন? আমি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব দিতে চাই, নতুন সেক্যুলার বিদ্যালয়ে যেন ধর্মীয় বিষয় এবং ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহে যেন বিজ্ঞান পড়ানো হয়। এতে কী লাভ হবে? তিনি জবাবে বললেন, এভাবে যদি ছাত্রদের শিক্ষা দান করা হয় তাহলে সেক্যুলার বিদ্যালয়গুলো ধর্মহীনতা থেকে বাঁচবে এবং ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলো সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে রক্ষা পাবে।

ভ্যানে প্রত্যাবর্তন

ভ্যানে প্রত্যাবর্তনের পর আরও একটি ঘটনা ঘটে যা বদিউজ্জামান নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'আমার পুরনো ছাত্ররা এটা ভালো করেই জানে যে, ভ্যানের দুর্গটি একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এর উচ্চতা হবে প্রায় দুই মিনারের মতো। আমরা এই দুর্গের একটি গোপন দরজার দিকে যাচ্ছিলাম। আমার জুতা হঠাৎ করে পিছলে যায় এবং আমার দুই পা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। একশত ভাগ আশঙ্কা ছিলো আমার পড়ে যাওয়ার। কারণ, ধরার মতো কোনো কিছু ছিলো না। আকস্মিকভাবেই আমি যেন পর্বত গহবরের সামনের দরজায় বেশ প্রশস্ত জায়গায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে আছি। আমি এবং আমার সাথে সেদিন যারা ছিলেন তাদের সকলের মতে এটা ছিলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে আমাদের জন্য এক ঐশ্বরিক নিরাপত্তা।

ভ্যানে থাকাকালে বদিউজ্জামান নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করতেন, বিশেষ করে ইসলাম এবং ইসলামী বিশ্ব সংক্রান্ত নিবন্ধগুলো অতি মনোযোগের সাথে পাঠ করতেন। একদিন তাহির পাশা একটি বিষয় সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। এটা ছিলো ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সে উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোনের বক্তব্যের প্রতিবেদন। এর ফলে তার চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এ সময় পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন

www.bjilibrary.com

ও তাত্ত্বিক শিক্ষা লাভের ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন এবং জনগণের দ্বারা তিনি আলোড়িতও হয়েছিলেন। সেই দিনই সাবেক গভর্নর তাহির পাশার মাধ্যমে তিনি কুরআন মজিদের প্রতি ইউরোপের ভয়ঙ্কর শয়তানী দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারেন। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপনিবেশ সংক্রান্ত একজন ব্রিটিশ মন্ত্রীর বক্তব্য দেখলেন। ব্রিটিশমন্ত্রী বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে কুরআন থাকবে আমরা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবো না। হয় তাদের নিকট থেকে এটা অবশ্যই নিয়ে নিতে হবে অথবা কুরআনের প্রতি যাতে ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'তাদের দিক থেকে প্রত্যাবর্তন কর' (কুরআন ৬ : ৬৮) -এই আয়াতের ঘোষণা অনুধাবন করে বদিউজ্জামানের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। তার চিন্ত াধারায় পরিবর্তন এলো এবং তিনি তার আগ্রহের লক্ষ্য পরিবর্তন করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে তিনি যত অর্জন করেছেন তার সবটাই শুধুমাত্র কুরআন বুঝার জন্য এবং কুরআনের সত্য উদঘাটনে নিয়োজিত করা উচিত। শুধুমাত্র কুরআনই তার লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার শিক্ষা ও জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত কুরআন। এভাবেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অলৌকিকত্বই অভিভাবক, শিক্ষক এবং প্রভুতে পরিণত হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার যৌবনকালের সেই সময়কার নানা ধরনের বাধাবিপত্তির কারণে তিনি প্রকৃতপক্ষে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। তবে কিছুদিন পরই তিনি সংগ্রাম, সংঘাত ও লড়াইয়ের বাস্তবতায় জেগে ওঠেন এবং মুসলিম জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

মূলত এভাবেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সেক্রেটারির কুরআন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতি নগ্ন হামলা বদিউজ্জামানের চিন্তাধারায় বিপ্লব ঘটায়। এ বক্তব্য তাকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দান করে এবং তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়। ঐ হুমকি তাকে ঘোষণা করতে বাধ্য করে, 'আমি বিশ্ববাসীর সামনে এটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিব যে, কুরআন এক অনস্বীকার্য এবং অনির্বাপিত প্রোজ্জ্বল সূর্যের নাম।' কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা কাজে লাগিয়ে অমর্যাদা করার জন্য কুরআনের প্রতি যে সব উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল তার মোক্ষম মোকাবিলা তিনি করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে এক পত্রে তিনি লিখেন, এটা করার জন্য তার সামনে দুটো পথ ছিলো। একটি জেহরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরটি 'রিসালায়ে নূর'।

www.bjilibrary.com

তাহির পাশার চিঠি

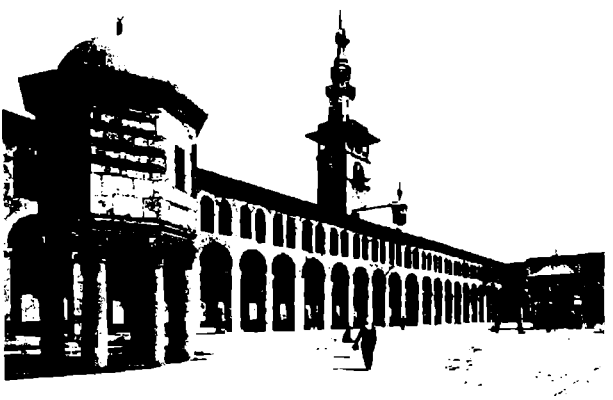

দামেস্কের উমাইয়্যা মসজিদ

www.bjilibrary.com

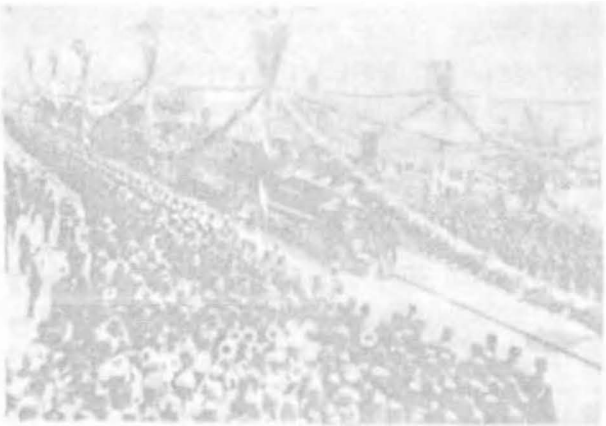

প্রিস্টিনায় সুলতান রাশেদের ট্রেন পৌছানোর পর

স্কপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন সুলতান রাশেদ

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতার আগে ইস্তাম্বুল

১৯০৭ সালের নভেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ইস্তাম্বুল গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিলো নিজস্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সাহায্য ও আনুকূল্য আদায় করা। এ সময় তার বয়স ছিলো ৩০ বছর। তার অতি সাধারণ গ্রাম নুরস থেকে শুরু করে তিনি শিক্ষা অর্জন, বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ও আলেম হিসেবেই শুধু নয় বরং ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না করা ইত্যাদি কারণে সর্বত্র তার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। স্থিতাবস্থার প্রতি তিনি কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার মধ্যে আরো ভালো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিলো এবং এ কারণে তার চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। অব্যাহত অধ্যয়নের মাধ্যমে তার চলার পথে দুটি মূল বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভূমিকা পালন করছে। একটি হচ্ছে, তার উপলব্ধি যে ইসলামের আজীবন শত্রুরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি এক ভয়ানক হুমকি সৃষ্টি করেছে। কুরআনের প্রতি শত্রুদের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করাটাই বদিউজ্জামান তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করলেন।

দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় ছিলো মার্দিনে ১৮৯২ সালে তিনি যে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান লাভ করেন, স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম, ইসলামী ঐক্যের জন্য আন্দোলন এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ইস্যুসমূহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত উল্লেখিত ইস্যু নিয়েই বদিউজ্জামান উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং এ জন্যই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন

স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক সরকারের জন্য আন্দোলনটা কী ছিলো? এর সাথে কি সব ইস্যু জড়িত ছিলো? কেনো পূর্ব আনাতোলিয়া প্রদেশের অজপাড়াগাঁ থেকে আসা এক যুবক ধর্মীয় পণ্ডিত আত্মবিশ্বাসের সাথে এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের উন্নয়ন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে তুর্কী খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এই রাষ্ট্রটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, এ নিয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। তুর্কী সাম্রাজ্য ইসলামী বিশ্বের পতনের কারণসমূহকে কেন্দ্র করে এই বিরাট বিতর্ক আবর্তিত হচ্ছিলো। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনা হয় নামিক কামাল ও যুব তুর্কীসহ একদল বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের আহবানে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের সুলতানগণ তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঠেকানোর জন্য অনেকগুলো সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেন। তারা সর্বপ্রথম

www.bjilibrary.com

মনোনিবেশ করেন সশস্ত্রবাহিনী শক্তিশালী করণে। ১৮৩৯ সাল থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত সময় ছিলো তানজিমাত হিসেবে পরিচিত। শিক্ষা থেকে শুরু করে সরকারের সর্বস্তরে সংস্কার আনার চেষ্টার করা হয়। সংস্কারের মডেল আমদানি করা হয় পাশ্চাত্য থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় উপদেষ্টাদের চাপে ও পরামর্শে এসব সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সর্বোপরি ইউরোপীয়রা উসমানী সাম্রাজ্যের নেতাদের এই ধারণা দিতে চেষ্টা করে যে ইউরোপীয় সভ্যতাই হচ্ছে একমাত্র সভ্যতা। আর একমাত্র এই সভ্যতাই পারে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঠেকাতে। এই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ধারণাই তুর্কী শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে থাকে। নামিশ কামাল ও যুবতুর্কীরা পাশ্চাত্যবিরোধী ছিল না, প্রগতি ও সংস্কারেরও বিরোধিতা তারা করত না। পক্ষান্তরে তারা 'তানজিমাত' সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন। এটাকে তারা প্রগতির অন্তরায় মনে করতেন এবং বিপরীত ফলদায়ক গণ্য করতেন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে। এর একটি বড় কারণ ছিলো ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে সংস্কারের ফলে সুলতানের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ কারণেই নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। যুব তুর্কীরাই সাম্রাজ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম সাংবিধানিক ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। বিশেষ করে নামিক কামাল মহানবী (স) এবং তাঁর অব্যবহিত উত্তরাধিকারীদের অনুসৃত সরকারপদ্ধতির সাথে সমান্তরাল এবং ইসলামী শরীয়তের সাথে সুসংগতিপূর্ণ একটা ব্যবস্থার নির্দেশ করেছিলেন।

১৮৭৬ সালে সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। কিছু এলাকা হারালেও একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে সুলতান আব্দুল হামিদ ৩৩ বছর পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিবর্গের একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যবহার করে তুর্কী সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছিলেন। এজন্য অবশ্য চড়া মাশুল দিতে হয়েছে। তার সফল পররাষ্ট্রনীতির বদলা দিতে হয়েছিল অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন ও কঠোরতার বিনিময়ে। প্রথম পার্লামেন্টে ঐক্যের অভাব দেখা দেয়। যার ফলে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকারী আর্মেনিয়ান, গ্রীক, ইহুদি, বুলগেরিয়ান, সার্ব এবং অন্যরা সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে অন্যদের স্বার্থ রক্ষা করে। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া আব্দুল হামিদের সামনে কোনো বিকল্প ছিলো না যদিও বা সংবিধান বাতিল করা হয়নি। ফলে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক সেন্সরশিপ ইত্যাদির মাধ্যমে আব্দুল হামিদ একজন স্বৈরশাসকের মতই দেশ পরিচালনায় বাধ্য হন। তবে এটা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে এই স্বৈরশাসন কোনো

www.bjilibrary.com

রক্তাক্ত স্বৈরাচার ছিলো না। সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধাচরণ করেনি। বরং বিরোধিতা এসেছে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ছাত্র এবং বিশেষ করে সামরিক একাডেমীর ক্যাডেটদের মধ্য থেকে। আব্দুল হামিদের কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রচণ্ড সমালোচনা করা সত্ত্বেও বদিউজ্জামান তাকে দয়ালু আখ্যায়িত করেছেন। ৩৩ বছরের শাসনকালে আব্দুল হামিদ মাত্র তিন অথবা চারটি মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেন। তার জীবনের উপর হামলা করেছিল যারা তাদের পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করেন। একজন আর্মেনীয় যিনি সুলতানের বাহনে বোমা পেতেছিল তাকে পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করেন। অন্যদের রক্তপাত করার পরিবর্তে বরং দেশান্তরিত করেন।

এই সময়ই যুব তুর্কী আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সাবেক যুব তুর্কীরা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ও মতাদর্শের প্রতিনিধিরা। তবে তারা সকলেই সুলতান আব্দুল হামিদের অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্রবিরোধী এবং মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার এবং সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৮ সালের সাংবিধানিক বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগরেস আন্দোলনের ভেতরে একটি গ্রুপ তৈরি করেছিল। তারা দেখলেন যে, বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের দাবির মুখে সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য স্বৈরতন্ত্র থেকে স্বাধীনতা লাভ এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিলো অনিবার্য। যতদিন এই লক্ষ্যে কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগরেস অবিচল ছিলো এবং সুলতান আব্দুল হামিদের আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্যের নীতি অব্যাহত রেখেছিল বদিউজ্জামান ততদিন পর্যন্ত তাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান করেছেন। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর কমিটি সুলতান আব্দুল হামিদের চাইতেও খারাপ ও কঠোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দিলো তখন বদিউজ্জামান কমিটির বিরোধিতা করতেও দ্বিধা করেননি। সেলোনিকায় আপনি কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস-এর সাথে সহযোগিতা করেছেন অথচ এখন আপনি কেন নিজেকে এটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে ১৯০৯ সালে সংবাদপত্রে লিখিত এক নিবন্ধে বদিউজ্জামান বলেন, "আমি নই বরং তাদের মধ্য থেকেই কিছু লোক আমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আমি এখনও পর্যন্ত নিয়াজী বে এবং আনওয়ার বে এর মতো লোকদের সাথে একমত। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। তারা বিপথগামী হয়েছেন এবং বিপর্যয়ে তলিয়ে গিয়েছেন।"

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের লেখনি এবং কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, উসমানী সাম্রাজ্যের পতন এবং বস্তুগত দিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদতার জন্য শুধুমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দায়ী ছিলো বলে তিনি মনে করতেন না। বরং তিনি দেখেছেন, উসমানী সাম্রাজ্যের কর্মকাণ্ড ইসলামের নীতি আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না। তিনি উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ও বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এবং উন্নয়নের জন্য যেসব সমাধান দিতেন তা ছিলো ইসলামী আদর্শের কাঠামোর ভিত্তিতে। বস্তুগত উন্নতি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তিনি ইসলামী শরীয়তের গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। ইসলাম মানুষকে যে স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে যা ছাড়া উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়, বদিউজ্জামান সেদিকে বলিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সেই অনৈক্য ও পরাজয়ের সেই সময়ে তিনি মনে করতেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগ হবে ইসলামী সভ্যতারই সোনালি যুগ। আর এই অর্জনটা হবে ইসলামের বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি এবং পাশ্চাত্যের পতন ও বিশ্বের ঘটনাবলি সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের সংহতি রক্ষা করাটাই ছিলো সেই সময়কার সবচেয়ে বড় সমস্যা। বদিউজ্জামানের যুক্তি ছিলো যে, ইসলামী কাঠামোর অধীনে স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাই হচ্ছে সংহতি সুরক্ষার পথ। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সুরক্ষার জন্য ইসলামই পারে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করতে। তিনি বলতেন, "অজ্ঞতার মাধ্যমে ঐক্য বা সংহতি অর্জন করা যায় না। ঐক্য হচ্ছে-মতাদর্শের সংশ্লেষ বা সংমিশ্রণ। আর মতাদর্শের সংশ্লেষ আসে জ্ঞানের বৈদ্যুতিক রশ্মির মাধ্যমে।" এভাবে দেখা যায়, শিক্ষাটাই ছিলো প্রধান ক্ষেত্র যা বিস্তারের জন্য বদিউজ্জামান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তার নিজস্ব কুর্দিস্তানে এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বদিউজ্জামানের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে কুর্দি জাতীয়তাবাদী বলে অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যক্রম ও পরিশ্রম ছিলো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে উসমানী খেলাফত তথা মুসলিম বিশ্বকে শক্তিশালী করা। এই লক্ষ্যেই তিনি দ্বিতীয়বার ১৯০৭ সালে তুরস্কের রাজধানীতে গমন করেন।

www.bjilibrary.com

তাহির পাশার চিঠি

ভ্যান ও বিতলিসের গভর্নর যিনি বদিউজ্জামানকে বিপুল সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি বদিউজ্জামানের পাণ্ডিত্য, সুনাম এবং পূর্ব আনাতোলিয়ায় আলেম সমাজের মধ্যে তার বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বদিউজ্জামানের চিকিৎসার সহায়তা দানের জন্য সুলতানের বরাবর একটি পত্র প্রদান করেন। দীর্ঘ দিন শ্রান্তিহীনভাবে চরম মানসিক পরিশ্রম করার কারণে একধরনের মানসিক ক্লান্তিজনিত রোগের আশঙ্কা করেই এ চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করা হয়। এ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রহমান বলেছেন, ভ্যানে অবস্থানকালে তিন বছর সময় অব্যাহত প্রতিযোগিতামূলক অংকের সমাধান করতে গিয়ে তার মস্তিষ্কের উপর দারুণ চাপ পড়ে এবং এর ফলেই মানসিক ক্লান্তির সমস্যা দেখা দেয়। নিম্নে তাহির পাশার চিঠির অনুবাদ দেয়া হলো :

'মহান আল্লাহর এক অতি সাধারণ গোলামের পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ'

কুর্দিস্তানের আলেমদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাতিমান ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব মোল্লা সাঈদের চিকিৎসার প্রয়োজন। মহানুভব খলিফার আনুকূল্য ও সার্বিক সহায়তা লাভের আশায় তিনি মহাত্মনের সমীপে যাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত করেছেন।

যদিও এতদঅঞ্চলের সকলেই শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান, সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জন্য তার নিকটই সাহায্য নিয়ে থাকেন তথাপি বদিউজ্জামান নিজেকে একজন শিক্ষার্থী বিবেচনা করেন এবং এ যাবৎ তার শিক্ষার্থীর পোশাক পরিবর্তন করতে রাজি হননি।

তিনি একজন ঈমানদার এবং আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহ আর সেই সাথে প্রকৃতিগতভাবে ভদ্র ও অল্পে তুষ্ট। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তিনি একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং ইবাদত বন্দেগিতে অগ্রসর ব্যক্তিত্ব। কুর্দিশ আলেমদের মধ্য থেকে তিনি একজন ব্যক্তি যার দারসেদাতে (ইস্তাম্বুল) যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি ধর্মপরায়ণতার জন্য সুপরিচিত এবং হিতৈষী হিসেবে খুবই প্রশংসিত। সুতরাং আমাদের সুবিদিত নিবেদন যে, তার চিকিৎসার জন্য বিশেষ সুব্যবস্থা করা হলে কুর্দিস্তানের ছাত্রসমাজ মহামান্য সুলতানের এই বদান্যতাকে চিরদিন স্মরণ রাখবে।

এ ব্যাপারে এবং সকল বিষয়ে আদেশের মালিক যিনি এবং যার হুকুমে সব কিছু চলে তাঁর স্মরণ করে ইতি টানছি।

বিতলিসের গভর্নর তাহির
১৬ নবেম্বর, ১৯০৭ সাল।

www.bjilibrary.com

ইস্তাম্বুলের জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে

এ চিঠির কোনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে এনেছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো লিখিত তথ্য নেই। সে যাই হোক ইস্তাম্বুলে যাওয়ার পর বদিউজ্জামানের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিলো ইস্তাম্বুলের আলেম সমাজকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে তার ধারণা প্রচার করা। তাহির পাশা অবশ্য বদিউজ্জামানকে উত্তেজিত করার জন্যই বলেছিলেন, তুমি পূর্ব আনাতোলিয়ায় সকল আলেমকে পরাস্ত করতে পার কিন্তু ইস্তাম্বুলে যেতে পারবে না এবং সেখানকার বিশাল জ্ঞানের সমুদ্রে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। তিনি ভালো করেই জানতেন যে বদিউজ্জামান এ ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জেরই জবাব না দিয়ে ছাড়ার পাত্র নন।

বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে পৌঁছার পর সেখানকার ধর্মীয় কেন্দ্র ফাতিহ ভবনে যা শেকেরজি হান হিসাবে পরিচিত ছিলো সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রটি প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা ও বুদ্ধিজীবীদের নিবাস ছিলো। এর বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিখ্যাত কবি মাহমুদ আকিক এবং গবেষণা কেন্দ্রটির পরিচালক ফাতিন হোজা। এ সম্পর্কে অনেক সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়। ইজতিহাদ পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী আহমদ রমিজ এফেন্দি লিখেন, '১৯০৭ সালের কথা। চারিদিকে সাঈদ-ই কুর্দি নামে এক প্রজ্বলিত মেধার অধিকারী অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। যিনি পূর্বাঞ্চলের বন্ধুর দুরারোহ পর্বতমালায় সূর্যের ন্যায় উদিত হয়েছিলেন তিনি ইস্তাম্বুলের দিগন্তে দৃশ্যমান হয়েছেন।'

সাঈদ বদিউজ্জামান বলেছেন, আমি এখানে এসেছি আমার নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য। আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই, এছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। অন্য কথায় বদিউজ্জামান চেয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের সর্বত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর বিনিময়ে তিনি আর কিছুই পেতে চাননি।

অল্প দিনেই বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। শেকেরজি হানে তার ঘরের দরজার সামনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন, "এখানে সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। সব সমস্যার সমাধান করা হয় কিন্তু কোনো প্রশ্ন করা হয় না।"

যারা তাকে পরিদর্শন করেন নিম্নে তাদের অভিমত উল্লেখ করা হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাসান ফাহমি বশুলু যিনি পরবর্তীকালে ধর্মবিষয়ক পরামর্শ কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন:

www.bjilibrary.com

"দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণার সময় আমি ফাতিহ মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছিলাম। আমি শুনতে পেলাম যে, বদিউজ্জামান নামক একজন যুবক এসেছেন। ইস্তাম্বুলের হানে তিনি বসবাস করছেন। তিনি তার কক্ষের সামনে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছেন, এখানে সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। সব সমস্যার সমাধান করা হয়। কিন্তু কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় না।" আমি ভেবেছিলাম এ ধরনের দাবি যে করতে পারে অবশ্যই সে পাগল ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু যেসব ছাত্র ও আলেমগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন তাদের নিকট বদিউজ্জামানের প্রশংসা ও তার সম্পর্কে ভালো মতামত ব্যতীত অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। এতে আমি তার সাথে সাক্ষাতের দারুণ আগ্রহ অনুভব করি। আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি তার জন্য কতগুলো অত্যন্ত জটিল বিষয়ের প্রশ্ন তৈরি করবো। কঠিন ও দুর্বোধ্য প্রশ্ন তৈরি করলাম। এ সময়ে মাদরাসায় একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে আমাকে সম্মান করা হতো। ধর্মবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিখ্যাত এবং জটিল কিছু প্রশ্নাবলি থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তৈরি ঐ সব দুর্বোধ্য ও কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আমি একদিন বদিউজ্জামানের নিকট হাজির হলাম এবং প্রশ্নগুলো উত্থাপন করলাম। যে জবাব আমি পেলাম তা বিস্ময়কর এবং অসাধারণ। তিনি চমৎকারভাবে আমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। আমি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হলাম এবং আমি উপলব্ধি করলাম তার এই জ্ঞান আমাদের মতো অর্জিত জ্ঞান নয় বরং তা হচ্ছে তার সহজাত জ্ঞান।

এরপর তিনি একটি মানচিত্র বের করলেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। ঐ সময় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে প্রশাসন পরিচালনা করছিল হামিদিয়া রেজিমেন্ট। তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তুলে ধরেন। শিক্ষা, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে কিভাবে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে তার ব্যাখ্যা তিনি করলেন। তিনি বললেন, এটার বাস্তবায়নের জন্যই তিনি ইস্তাম্বুল এসেছেন। তিনি আরো বললেন, 'বিবেক আলোকিত হয় ধর্ম জ্ঞানের মাধ্যমে এবং মন আলোকিত হয় সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানের মাধ্যমে।'

আপিল কোর্টের সাবেক সভাপতি আলী হিম্মত বার্কি-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, "ঐ সময় আমি আইন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ছিলাম। আমি ছিলাম ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। বদিউজ্জামানের সুনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইস্তাম্বুলের সর্বত্র বুদ্ধিজীবী মহলে তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো।

www.bjilibrary.com

আমরা শুনতে পেলাম ফাতিহ-এর একটি গ্রামে তিনি বসবাস করছেন এবং তিনি সকল প্রশ্নের জবাব দেন তবে তিনি কাউকে কোনো প্রশ্ন করেন না। আমি কিছু সহপাঠী ছাত্র নিয়ে এই বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ঐদিন আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি একটি চায়ের দোকানে লোকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম। সেখানে দেখলাম বিশাল জনসমাগম এবং তিনি অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি আলেমদের জন্য নির্ধারিত পোশাক না পরে পূর্ব আনাতোলিয়ার স্থানীয় গোত্রীয় পোশাক পরিধান করেছিলেন।

আমরা যখন তার সন্নিকটে পৌঁছলাম তখন তিনি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি আলেমদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যারা বিমোহিত হয়ে নিমগ্ন নীরবতায় তার কথা শুনছিলেন। প্রত্যেকে তার জবাবে ছিলেন সন্তুষ্ট এবং অভিভূত। তিনি বিভ্রান্ত ও কূটতার্কিক দার্শনিকদের জোরালো যুক্তি ও ধারণার জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি যুক্তিপূর্ণ প্রমাণাদির মাধ্যমে তাদের মতামত খণ্ডন করে চুরমার করে দিচ্ছিলেন।

ওটা ছিলো তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তার সম্পর্কে আমি যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম তা হলো এই যে, তিনি সবগুলো অভিধান জানেন। আরবি অভিধান থেকে যে কোনো শব্দ তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সাথে সাথে তার অর্থ বলে দিতে পারেন। ধর্মতত্ত্বে কেউ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। এই দুটি বিজ্ঞানে তার জ্ঞান ছিলো অশেষ। তিনি আরবি ও পার্সি সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। আরেকটি বিষয়ে তার খ্যাতি ছিলো যে, তিনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে কারও নিকট থেকে কোনো উপহার, অর্থ ইত্যাদি গ্রহণ করতেন না। তিনি চাইলে অনেক কিছুর মালিক হতে পারতেন। তিনি এ দুনিয়ায় একটি লাঠিরও মালিক ছিলেন না।"

আব্দুল্লাহ আনোয়ার আফেন্দি চলমান গ্রন্থাগার বলে যিনি পরিচিত ছিলেন তিনি নাজমেদ্দিন সাহিনার এর সাথে সাক্ষাৎকারে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। "ফাতিহ মাদরাসার একজন শিক্ষক হার্বিজাদে তাবাসলি হাসান আফেন্দি ছিলেন সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তি। নব্বই বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষা দান করে গিয়েছেন। তার গোটা জীবনে এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না, যে দিন তিনি তার দায়িত্ব পালন করেননি বা ছাত্রদের শিক্ষা দান থেকে বিরত ছিলেন কিংবা ছুটি নিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু একদিন তিনি তার ছাত্রদের বললেন, আজ আমি তোমাদের ক্লাস নিতে আসবো না, কারণ আনাতোলিয়া থেকে বদিউজ্জামান নামে একজন এসেছেন তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে যাবো। তিনি মাদরাসা ত্যাগ করে শেকেরজি হানে বদিউজ্জামানকে দেখতে যান। ফিরে এসে তিনি বিস্ময় ও ভালোবাসার সাথে তার ছাত্রদের বলেন, আমার গোটা জীবনে এমন একজন ব্যক্তিত্ব আমি ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি, তিনি মহান আল্লাহর এক বিরল সৃষ্টি। তার মতো আর কারো আবির্ভাবের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

চল্লিশ বছর পর বদিউজ্জামান কোর্টে প্রদত্ত তার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এক ভাষণে বলেন, কিভাবে ইস্তাম্বুলের আলেমগণ তার সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। "সংবিধান ঘোষণার এক বছর আগে আমি ইস্তাম্বুল যাই। ঐ সময় জাপানি কমান্ডার ইন চিফ মুসলিম আলেমদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। ইস্তাম্বুলের ওলামাগণ সে সব প্রশ্ন সম্পর্কে আমার নিকট জানতে চান। ঐ সব বিষয়ে অনেক কথা তারা আমার নিকট থেকে জেনে নেন।"

সর্বশেষে হাজী হাফিজ আফেন্দি যিনি ফাতিহ মাদরাসায় অনুষ্ঠিত সেই প্রাণবন্ত বিতর্ক ও সমৃদ্ধ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন তার থেকে পাওয়া একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। নাজমেদ্দিন সাহিনার এটা লিপিবদ্ধ হাজী হাফিজের পুত্র ওয়াসিলে বে-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তার পিতার স্মৃতিকথা থেকে।

'একদিন কতিপয় আলেম কোর্ট প্রাঙ্গণে একটি বিষয়ে বিতর্ক করছিলেন কিন্তু তারা কোনভাবে কেউ কাউকে বুঝাতে পারছিলেন না এবং প্রশ্নটির সুরাহা করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। বিতর্ক অব্যাহত ছিলো। বদিউজ্জামান এ সময় সাদাসিধে পোশাক পরিহিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। তার গায়ে একটি শাল ও মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি ছিলো। আমি তাকে ঠিকই চিনেছিলাম এবং তার জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জানতাম। তাই আমি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং শুনছিলাম। বদিউজ্জামান আলেমদের বলছিলেন, কী বিষয়ে আপনারা আলোচনা করছেন? আমি কি জানতে পারি? দয়া করে আপনারা কি আমাকে বলবেন?

তার সাধারণ বেশভূষা দেখে আলেমগণ বললেন, দেখ বাবা মেষচালক আফেন্দি এসব বিষয় তুমি বুঝবে না। এখান থেকে যাও এবং তুমি গিয়ে তোমার কাজ করো।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান এতে আদৌ বিরক্ত হননি। তিনি বিষয়টি জানার চেষ্টা করলেন, ব্যাখ্যা করলেন ও চমৎকারভাবে কুরআনের আয়াত এবং হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির সুন্দর সমাধান দিলেন। উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে গেলেন। সকল ধর্মীয় পণ্ডিত সম্পূর্ণরূপে বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি এমন জীবন্তভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল হওয়ার সময় যেন তিনি মহানবী (স)-এর পার্শ্বেই ছিলেন এবং আলেমগণ ঘোষণা করলেন, তোমার বয়স কম, কিন্তু তোমার জ্ঞান বিশাল। আমাদেরকে তোমার হাত চুম্বন করার অনুমতি দাও।"

শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব

ইস্তাম্বুলে পৌঁছার অল্পদিনের মধ্যেই বদিউজ্জামান পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে আবেদন পেশ করতে সক্ষম হন। এর ফলে সুলতান তাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত বদিউজ্জামানের এ প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ The East and kurdistan Gazatte-এ ১৯০৮ সালের ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সুলতানের সাথে বদিউজ্জামানের বৈঠকের পরিণতি খুব ভালো ফল বয়ে আনতে পারেনি। স্বল্প সময়ের মধ্যে বদিউজ্জামান অনেকের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হলেও শাসক মহলের প্রতিক্রিয়া ছিলো বিরূপ। নির্যাতনমূলক শাসনের সেই সময়গুলোতে বদিউজ্জামানের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয় এবং সেটাই ছিলো তখনকার জন্য স্বাভাবিক। তার পাণ্ডিত্য এবং সুখ্যাতির কারণে একই পেশার লোকদের পক্ষ থেকে তিনি শত্রুতা ও হিংসার কবলে পড়েছিলেন। যা হোক, বদিউজ্জামানের একটাই লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও দেশের সেবা করা এবং এ কাজে তার মধ্যে কোনো ভয়ভীতি ছিলো না। সুলতানের সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ নিয়ে তিনি শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে তার চিন্তাধারা ও পর্যালোচনা পেশ করতে সক্ষম হন। বদিউজ্জামান স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রকাশ্য সমালোচনা করার পাশাপাশি এটা উপলব্ধি করেন যে, এই ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং ইসলামের পথে বড় বাধা। খলিফা আব্দুল হামিদের ব্যাপারে বদিউজ্জামানের মুখ্য সমালোচনা ছিলো, সন্তোষজনকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার ব্যর্থতা। মুসলমানদের খলিফা হিসেবে তার প্রধান কর্তব্য ছিলো, শিক্ষা এবং আলেমদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে গঠনমূলক কর্মনীতি গ্রহণ। কারণ, সেটাই ছিলো ইসলামী শক্তি ও মুসলিম বিশ্বকে পুনরুজ্জীবিত করার মূলভিত্তি।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের আবেদনের পূর্ণ বিবরণ পত্রিকাটির কিছু মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়। আমরা গর্বের সাথে বদিউজ্জামান, মোল্লা সাঈদ আফেন্দি কর্তৃক সুলতানের নিকট উপস্থাপিত প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করছি। এই প্রস্তাবের কারণে বদিউজ্জামান অনেকের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং এ জন্য তাকে অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। সভ্যজগতের অন্যান্যদের মতো সুষম অগ্রগতি এবং প্রগতি ও প্রতিযোগিতার এই যুগে কুর্দিস্তানের গ্রামেগঞ্জে সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু যেসব শিশুরা তুর্কী ভাষা জানে কেবল তারাই এ থেকে উপকৃত হবে। কুর্দী শিশুরা যারা তুর্কী ভাষা শিখেনি তারা শুধুমাত্র ঐ সনাতন মাদরাসাকে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র স্থান মনে করে। আবার নতুন সেক্যুলার স্কুলের শিক্ষাদান স্থানীয় ভাষা জানে না, ঐ সব শিশু শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পাশ্চাত্য আমাদের দুরবস্থার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং সহজেই সংশয় ও বিভ্রান্তির শিকার হয়। সনাতন মাদরাসা, নতুন ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল এবং তুর্কী ধারার মাদরাসা– এই তিন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু থাকায় সমাজ ভারসাম্যহীনতা ও বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছিল।

"কুর্দিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থাকে এ দুরবস্থা থেকে রক্ষার জন্য কুর্দিস্তানের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে তিনটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। একটি কেন্দ্র হবে ইরতুসি গোত্রের এলাকা বায়তুসশেবাবে। আরেকটি হবে মুতকান, বেলকান ও সুশান গোত্রের মাঝখানে। আরেকটি হবে ভ্যানে যা হায়দর ও সিসকান গোত্রের মাঝামাঝি। এসব মাদরাসা বিখ্যাত নামে পরিচিত হবে এবং এসব মাদরাসায় ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান উভয় শিক্ষা প্রদান করা হবে। প্রতিটি মাদরাসায় ৫০ জন ছাত্র থাকবে এবং তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে সদাশয় সরকার। বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য কুর্দিস্তানের অন্যান্য মাদরাসাসমূহেও এর ফলে নবজীবনের সঞ্চার হবে, নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হবে। এভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত হবে এবং যে বিশাল শক্তির অপচয় হচ্ছে তা সঠিকভাবে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এই শিক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে যে, তারা সুবিচার পাওয়ার অধিকারী, সভ্যতা অর্জন এবং স্বাভাবিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম।"

অবশেষে এভাবেই বদিউজ্জামান সুলতানের সামনে তার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি রূপরেখা পেশ করতে সক্ষম হন। এই প্রস্তাবটি ছিলো তার অনেক বছরের সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফসল। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক

www.bjilibrary.com

ফলাফল চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে তা কী ধরনের গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কেও বদিউজ্জামান ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বদিউজ্জামানের শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাব ছিলো সুদূরপ্রসারী এবং নতুন ধারায়।

বদিউজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো তিন ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই তিনটি ধারা হলো-১. সনাতন ধর্মীয় শিক্ষালয়, ২. নতুন সেক্যুলার স্কুল এবং ৩. সূফী শিক্ষা কেন্দ্র। মাদরাসাতুজ জেহরা নামক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি এই ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করেছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগপৎভাবে ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

তার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিলো মাদরাসা শিক্ষার নবতর কাঠামো তৈরি ও পুনর্গঠন করা। এটাকে মাদরাসা শিক্ষালয় গণতন্ত্রায়ন ও বহুমুখীকরণ বলে অভিহিত করা যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিলো ধর্ম প্রচারকগণ যাতে জনগণকে দিকদর্শন দিতে সক্ষম হন সেভাবে গড়ে তোলা।

বদিউজ্জামান তার প্রস্তাবে তিনটি ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবিকে বাধ্যতামূলক রেখে তার পাশাপাশি কুর্দি ও তুর্কি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করেছিলেন। এর জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দীনি শিক্ষা বর্জিত বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বর্জিত ধর্ম শিক্ষা মানব জীবনে যে সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে সেই বিপদ থেকে জাতিকে সুরক্ষার জন্যই ছিলো বদিউজ্জামানের এই যুগান্তকারী প্রয়াস।

উল্লেখিত সমন্বিত শিক্ষার উপকারিতা বহুমুখী। এটা যেমন আলেমদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করেছিল এবং একই সাথে সাধারণ শিক্ষার সংস্কার সাধন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ঐক্যের বন্ধন রচনা করে। দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষাব্যবস্থা যে সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার এবং অন্ধত্বের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো তা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে বদিউজ্জামানের এই সংস্কার প্রস্তাব এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলেম সমাজের মধ্যে যে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছিলো তা দূর করতে সক্ষম হয়। তার এই নবধারার শিক্ষা দেশে নিয়মতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথকেও উন্মুক্ত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রচলিত তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে।

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য যে, সুলতানের সাথে তার সাক্ষাৎকালে বদিউজ্জামান বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ও পণ্ডিত আব্দুর রশিদ ইব্রাহিমের দরখাস্তের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রাশিয়ানদের দ্বারা উজবেকিস্তান থেকে বহিষ্কৃত হবার পর আব্দুর রশিদ ইব্রাহিম ১৯০৪ সালে জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ সময় তিনি জাপান ও চীন সফর করে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও পুনর্জাগরণে বিরাট অবদান রাখেন। চীনা মুসলমানদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা পর্যবেক্ষণ করে তাদের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এ সময় সুলতান আব্দুল হামিদ খেলাফতের অন্যতম নীতি হিসাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ফলে আব্দুর রশিদ ইব্রাহিমের আবেদনে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে শায়খুশ ইসলাম জামাল উদ্দিন আফেন্দিকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সুলতানের পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। সুলতানের নির্দেশ বাস্তবায়নে বেশ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় বদিউজ্জামান দৃঢ়তার সাথে সুলতানকে বলেন, "খেলাফতের দায়িত্ব শুধুমাত্র জুমআর নামাযের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। খলিফার যেমন আছে নৈতিক ক্ষমতা এবং তেমনি রয়েছে বস্তুগত ক্ষমতা এবং তিনি সারা পৃথিবীর সকল প্রান্তে অবস্থিত মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ ও দায়িত্বশীল। আব্দুর রশিদ ইব্রাহিম আফেন্দি ইসলামের পথে এক মহান সংগ্রামী। তার অনুরোধ এভাবে উপেক্ষিত হওয়া এক নিদারুণ নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ। শাইখুল হাদিসের যদি কোনো ক্ষমতা নাও থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া এ দেশে এমন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন যারা এ জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কেন তার এই অনুরোধের কথা সমগ্র উসমানী সাম্রাজ্যের জনগণের মাঝে ঘোষণা ও প্রচার করা হয়নি।"

বদিউজ্জামান সুলতানের মুখের উপর তার সরকারের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও এজেন্টদের জনস্বার্থ ও জনঅধিকার বিরোধী অপতৎপরতা উল্লেখ করে বলেন, এজন্য তার শাসন কুখ্যাতি অর্জন করছে। বদিউজ্জামান নিজে ১৯০৬ সালে গোয়েন্দাদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সেই দুঃশাসন কালেই স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। সুতরাং অনিবার্যভাবেই মানুষের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। সুলতান আব্দুল হামিদকে তিনি বললেন, "ইসলামে স্বৈরাচারের কোনো স্থান নেই। শরীয়তের সুবিচারের মাধ্যমে উন্মুক্ত আদালতেই কেবলমাত্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান

www.bjilibrary.com

করা যায়। অপরিচিত ব্যক্তিদের তৈরি রিপোর্টের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে রায় দেওয়া যায় না। ষড়যন্ত্র ঢাকা দেওয়ার জন্য এসব প্রতিবেদনে সত্যিকার ঘটনা বিবৃত হয় না।"

শায়খুল ইসলাম জামালুদ্দিন আফেন্দি যিনি ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি পরবর্তীকালে তার পুত্র মুখতার বে কে বলেছেন, আজ পর্যন্ত আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এতটা দৃঢ়তার সাথে সুলতানের সম্মুখে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। যাই হোক, এই দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণেই বদিউজ্জামানকে ইয়ালদিজ প্রাসাদে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়। সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে বদিউজ্জামানের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কারণে কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে তাকে তোপতাশি মানসিক হাসপাতালে কারারুদ্ধ করা হয়। কোর্টের বিচারপতিগণ কিভাবে এই মামলার নিষ্পত্তি করবেন এ নিয়ে খুবই কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন এবং অবশেষে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোকেই তারা এর সমাধান হিসাবে নির্ধারণ করেন।

কোর্ট মার্শালকে ডিভিশনাল জেনারেল শাকির পাশা প্রশ্ন করেন, আপনি কোন্ কুর্দি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত?

জবাবে বদিউজ্জামান বলেন, কোন্ তাতার গোত্রের আপনি অন্তর্ভুক্ত? আমি একজন উসমানীয়। আমি কুর্দি এ কারণে যে, যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেখানকার লোকদেরকে সেই নামে অভিহিত করা হয়। তিনি সুলতানকে যা বলেছিলেন তা পুনরায় উল্লেখ করেন। সেটা শোনার পর পাবলিক প্রসিকিউটর শুরুরী আফেন্দি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কিভাবে মহামান্য সুলতানের প্রতি এমন অপমানজনক কথা বলতে পারেন? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, "আমি স্বয়ং খলিফাকে একই কথা বলেছি। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করুন।

বিচারপতিগণ সবকিছু শোনার পর চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা যদি বদিউজ্জামানকে দেশান্তরিত করে ফিজান, ত্রিপোলি কিংবা ইয়েমেনে পাঠান এবং সাধারণ ধরনের শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তিনি তার মতবাদ প্রচার অব্যাহত রাখবেন।

সুতরাং তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামরিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক জুলুফলু ইসমাইল পাশার সুপারিশ অনুযায়ী তারা পাঁচজন চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করলেন। এই বোর্ডের পাঁচজন ডাক্তারের মধ্যে

www.bjilibrary.com

দুইজন ছিলেন ইহুদি, একজন গ্রীক, একজন আর্মেনীয় এবং একজন তুর্কী। এই চিকিৎসক বোর্ড একটি প্রতিবেদন তৈরি করে মতামত প্রদান করলো যে, বদিউজ্জামান সঠিক মানসিক অবস্থানে নেই। এর প্রেক্ষিতে বিচারকগণ বদিউজ্জামানকে তোপতাশি মানসিক হাসপাতালে পাঠালেন।

অনেক বছর পর বদিউজ্জামান লিখেছেন, বিতলিস প্রদেশে নূরস গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ছাত্র হিসেবে আমি বিজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই। আমি তাদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে অব্যাহতভাবে তাদের পরাজিত করতে থাকি। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমি এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাই এবং বিস্ময়কর সুখ্যাতি অর্জন করি এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উস্কানির ফলে সুলতানের নির্দেশে আমাকে টেনে আছড়িয়ে মানসিক হাসপাতাল পর্যন্ত নেয়া হয়।"

চিকিৎসকের সাথে সংলাপ

মানসিক হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বদিউজ্জামানকে কতদিন কাটাতে হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসকের শক্তিশালী রিপোর্টের কারণে মুক্তি পান। মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, যদি বদিউজ্জামানের মধ্যে বিন্দুমাত্র পাগলামি থেকে থাকে তাহলে বলতে হবে পৃথিবীতে একজনও সুস্থ লোক নেই।

বদিউজ্জামানকে হাসপাতালে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা হয়। চিকিৎসকের সাথে তার কথোপকথনের ফলশ্রুতিতেই রিপোর্ট তার অনুকূলে আসে। বদিউজ্জামান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণভাবে তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেন। তিনি কেনো ইস্তাম্বুলে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাও ব্যক্ত করেন।

সর্বপ্রথম রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে চারটি বিষয় বিবেচনায় রাখার জন্য তিনি চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমতঃ বদিউজ্জামানের অতীত শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ পটভূমি। কুর্দিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো– তারা সাহসী, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, ধর্মীয় ব্যাপারে আপসহীন, কথা ও কাজে এক। যেসব বিষয়কে শিষ্টাচার সম্পন্ন এবং পরিমার্জিত বিবেচনা করা হয় কুর্দিরা সেসবকে তোষামোদ ও স্তাবকতা মনে করেন।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়তঃ ভাসা ভাসা ধারণার ভিত্তিতে রায় দেওয়া উচিত হবে না; বরং চিকিৎসককে অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলামকে বদিউজ্জামান তার সকল কর্মকাণ্ডের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন যার মাধ্যমেই তিনি জাতি, রাষ্ট্র এবং ধর্মের সেবা করতে চান।

তৃতীয়তঃ কর্তৃত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেকে তাকে এজন্য সহ্য করতে পারেন না যে, তিনি অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যাতে সময়ের অসমাধানযোগ্য অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান দেয়া হয়েছে। তাদের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে আমাকে পাগল সাব্যস্ত করা। চতুর্থতঃ হচ্ছে যে, তিনি পনেরো বছর যাবৎ ইসলামী স্বাধীনতার কথা বলে আসছেন আর সেটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী। এটা এখন উপলব্ধির খুব নিকটবর্তী যে, এ ব্যাপারে কী ঘটছে তা দেখা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং এতে তিনি কেনো রাগান্বিত হবেন না? তিনি বলেন, হাজারে মাত্র একজন পাওয়া যাবে না যিনি এই অস্থায়ী মানসিক ক্লেশে কষ্ট পাবেন না।

বদিউজ্জামান উল্লেখিত পয়েন্টসমূহ বিশ্লেষণ করেন বিস্তারিতভাবে। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, তিনি তার পবিত্র লক্ষ্য ও নীতি বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নন। তিনি যা কিছু করছেন তার সবটাই নিজের ও সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যই করছেন। সুতরাং তাকে ভালোভাবেই গ্রহণ করা উচিত। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, আলেম সমাজের ভূমিকা ও শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে তার হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার কারণসমূহ আরো বিস্তারিতভাবে চিকিৎসকের সামনে তুলে ধরেন।

চিকিৎসকের নিকট এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বদিউজ্জামান কোনো অবস্থাতেই মস্তিষ্ক বিকৃত নয় এবং সেভাবেই তিনি রিপোর্টটি তৈরি করেন। যেসব কারণে তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয় তা চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত নয়। অবশ্যই বদিউজ্জামানকে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ করা হয়। মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্তিলাভের পরও তাকে বন্দী করে রাখা হয়। এবার বদিউজ্জামানের কণ্ঠরুদ্ধ করার জন্য সরকার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তাকে তারা অর্থের বিনিময়ে কিনতে চায়। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। কারণ, বদিউজ্জামান জানতেন না ভয় কাকে বলে। তিনি সত্য পথ পরিহার করে অন্যায়ের নিকট মাথা নতো করতে জানতেন না। সম্পদ ও পদের প্রতি তার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। তার সারাজীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। কোনভাবেই তাকে কেনার কোনো উপায় ছিলো না। ইসলামী বিশ্বকে যদি উন্নত ও সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করতে হয় তাহলে তা সম্ভব শুধুমাত্র স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে। এই নীতি তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জননিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী শফিক পাশা তার নিকট প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপ:

মন্ত্রী : সুলতান আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আপনার জন্য ভাতা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন এক সহস্র কুরুস (তৎকালীন মুদ্রা)। আপনি যখন পূর্বাঞ্চলে ফিরবেন তখন তিনি এটাকে ২০ থেকে তিরিশ স্বর্ণমুদ্রায় উন্নীত করবেন। তিনি আপনার জন্য এসব স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছেন।

উত্তর : আমি বেতন-ভাতার ভিক্ষুক নই। এটা যদি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হতো তাতেও আমি এটা গ্রহণ করতাম না। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে ইস্তাম্বুল আসিনি। আমি এসেছি আমার জাতির জন্য। যে ঘুষ আপনি আমার জন্য দিতে চান তা আমার জন্য খুব খারাপ অর্থ।

মন্ত্রী : আপনি রাজ আদেশ প্রত্যাখ্যান করছেন। রাজ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

উত্তর : আমি এটা প্রত্যাখ্যান করছি এ জন্য যে, সুলতান এতে ক্ষিপ্ত হবেন এবং আমার উপর পরোয়ানা জারি করবেন এবং আমি তাতে সত্য কথাটা তুলে ধরতে পারবো।

মন্ত্রী : ফলাফলটা হবে আপনার জন্য ভয়ঙ্কর!

উত্তর : যদি ফলাফলটা সমুদ্রের মতো বিশাল হয়, সেটা হবে একটি প্রশস্ত কবর। যদি আমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে আমি থাকবো জাতির হৃদয়ে। যখন আমি ইস্তাম্বুলে এসেছি এটা চিন্তা করেই এসেছি। আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে আমার দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, সরকারের সাথে সম্পর্ক করার অর্থ হচ্ছে দেশের সেবার জন্য; বেতনভাতা বা সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য নয়। আমার মতো কেউ উপদেশ ও তিরস্কারের মধ্যে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারেন। সেটা করতে হবে ভালো একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে। দেশ সেবার এ কাজ করতে হবে কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়। কোনো বিশেষ মতলব বা উদ্দেশ্য সাধন কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। আর এ কারণেই আমি কোনো বেতন গ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি নিতে চাই।

www.bjilibrary.com

মন্ত্রী : কুর্দিস্তানে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে।

উত্তর : কোন্ বিধান অনুযায়ী আপনারা শিক্ষার বিষয়টি বিলম্বিত করে বেতনের ব্যাপার ত্বরান্বিত করছেন। জাতির সাধারণ লোকদের কল্যাণের পরিবর্তে আপনারা আমার কল্যাণের ব্যাপারটা নিয়ে এতটা আগ্রহী কেন?

(মন্ত্রী খুব রেগে গেলেন)

বদিউজ্জামান : আমি একজন মুক্ত মানুষ। আমি কুর্দিস্তানের পর্বতে বড় হয়েছি, আর কুর্দিস্তান হলো নিরংকুশ স্বাধীনতার জায়গা। ক্রোধান্বিত হবার কোনো কারণ নেই। অযথা নিজেকে ক্লান্ত করবেন না। আমাকে বহিষ্কার করেন, হোক তা ফিজান বা ইয়েমেন। আমি তাতে কিছু মনে করবো না। এতে আমি অধঃপতন থেকে বেঁচে যাবো।

সিউইপি নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে

বদিউজ্জামানকে ইস্তাম্বুলের কারাগার থেকে উদ্ধার করে গোপনে সেলোনিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মেনিয়াসিজেদ রফিক বে-এর বাসভবনে অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন।

এই রফিক বে পরবর্তী সময়ে সংবিধান ঘোষণার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বিচার মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি সেলোনিকার কমিটি অব ইউনিয়ন এ্যান্ড প্রগ্রেস-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। তার মাধ্যমেই বদিউজ্জামান সিইউপি-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচিত হন এবং সান্নিধ্যে আসেন।

এটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিইউপি হচ্ছে তরুণ তুর্কী আন্দোলনের একটি গ্রুপ। এরা সুলতান আব্দুল হামিদের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এদের সদস্যগণ তুর্কীর অভ্যন্তরে ও ইউরোপে ছড়িয়ে ছিলো। তুরস্কে এদের আন্দোলন নিবর্তন ও চাপের মুখে ছিলো। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের অগ্রগতির অনুকূলে থাকায় আন্দোলনটি বিশেষ করে সেনাবাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সেলোনিকায় তাদের প্রভাব এতোটা বৃদ্ধি পায় যে, সেনা কর্মকর্তাদের ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে ১৯০৬ সালে একটি বিপ্লবী গোপন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী সময় এরাই প্যারিসের তরুণ তুর্কীদের একটি গ্রুপের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং কমিটি অব ইউনিয়ন এ্যান্ড প্রগ্রেস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের রাজনীতি সম্পর্কিত সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তরুণ তুর্কিদের সম্পর্কে তার মনোভাব কি ছিলো তা আলোকপাত করা গুরুত্বপূর্ণ।

এ সম্পর্কে আমরা দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, বদিউজ্জামানের রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্টতার বিষয় ছিলো সব সময়ই দীন ইসলামের সেবা এবং শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের সামনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল নীতি তুলে ধরে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য। তিনি কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতা, বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার জন্য রাজনীতিতে জড়িত হননি।

সিইউপি (CUP) ছিলো একটি মিশ্র সংগঠন যেখানে বিভিন্ন লোকদের সমাবেশ ঘটেছিল শুধুমাত্র তাদের দেশপ্রেম এবং বিপর্যস্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। তাদের সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন সেনাকর্মকর্তা। রাজনীতি ও রাজনীতিক প্রশাসন সম্পর্কে তাদের ছিলো সামান্য অভিজ্ঞতা এবং এমনকি যখন তারা শাসনতান্ত্রিক ফরমান জারি করতে বাধ্য করেন তখনও তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ছিলো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলো। এরা রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যের ঐক্যের প্রধান শক্তি ছিলেন। এমনকি তরুণ তুর্কিদের মাঝে যারা সেকুলারিজম ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যেমন– আহমেদ রেজা, আব্দুল্লাহ জাওদাদও সমাজে ইসলামের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বদিউজ্জামান পরবর্তী সময়ে নিজেই লিখেছেন, সাংবিধানিক শাসনের শুরুতেই আমি লক্ষ্য করি যে, অনেক নাস্তিকও CUP-তে ঢুকেছিলেন এবং তারা ইসলাম ও শরিয়া বিধানকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তারা মুহাম্মদ (স)-এর শরিয়া বিধানকে সমাজের জন্য খুবই উপকারী ও মূল্যবান হিসেবে গণ্য করতেন। বিশেষ করে ওসমানী সাম্রাজ্যের শরিয়া বিধানকে সর্বাত্মক সমর্থনের নীতি তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কোনো অবস্থাতেই ইসলামের প্রতি বৈরী ছিলেন না। কিন্তু তাদের সেকুলার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং শিক্ষার কারণে ইউরোপীয় ধ্যান ধারণায় বেশ খানিকটা প্রভাবিত ছিলেন এবং এদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে ছিলেন পিছিয়ে।

এদের সাথে বদিউজ্জামানের যোগ দেওয়া একটি বড় কারণ ছিলো স্বাধীনতা লাভ ও তুর্কীতে ইসলামী শরিয়াব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কাজে লাগানো। এভাবেই তিনি নিজেকে জনগণ ও দেশের সেবায় নিয়োজিত করেন। যুব তুর্কিদের যারা তার

www.bjilibrary.com

সাথে একমত ছিলেন তাদের প্রতি তার অব্যাহত সমর্থনের ফলে যারা আদর্শচ্যুত হয়ে গিয়েছিলো তাদের সাথে তার বৈরিতা বাড়তে থাকে।

বদিউজ্জামান যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, খ্যাতি এবং একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার শক্তিশালী সমর্থক হিসেবে তার অবদানের জন্য সেলোনিকা CUP-এর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ খুবই প্রভাবিত ছিলেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বদিউজ্জামানের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তাহলো তিনি ছিলেন অসাধারণ এক বাস্তববাদী ব্যক্তি। সমসাময়িক পরিস্থিতির উপর তিনি যেমন নজর রাখতেন তেমনি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ছিলো দূরদৃষ্টি এবং রাজনীতিকে ইসলামী ধারায় প্রবাহিত করার ব্যাপারে ছিলো অসাধারণ প্রজ্ঞা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের পর স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, আইনের শাসন, স্বৈরাচারী এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের চাইতে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা তুর্কী সাম্রাজ্য এবং ইউরোপে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বদিউজ্জামান এই প্রবণতাকে গ্রহণ করেন এবং তিনি বলেন, এসব আলোকিত ধারণা ইউরোপ কিংবা পাশ্চাত্যের নিজস্ব সম্পদ নয়; বরং এসব হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সরকারব্যবস্থায় পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, সুবিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এর সবই বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স) এবং তার উত্তরসূরি খোলাফায়ে রাশেদীন অনুশীলন করে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, স্বৈরাচার হচ্ছে ইসলামের বিপরীত। সেলোনিকায় বদিউজ্জামানের এই চিন্তাধারা প্রচারে সাফল্যের কারণে CUP তাকে খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। আর এ জন্যেই সেলোনিকায় অবস্থানরত সেনা কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল ইব্রাহীম পাশা বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বদিউজ্জামান ফিল্ড মার্শাল পাশার সামনে দ্বিধাহীনচিত্তে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাতের পর পাশা তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজি মনামিকে বলেন, এ বদিউজ্জামানকে পূর্বে জানতেন কিনা? তিনি প্রতিটি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান রাখেন এবং তার ধারণাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী তার পোশাকের মতোই।

সেনা কমান্ডারের সাথে বদিউজ্জামানের এই বৈঠক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং প্যারিসে তরুণ তুর্কীদের সংবাদপত্রে এই বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়। ইমানুয়েল কারাসু নামে আর একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি যিনি পরবর্তীকালে সেলোনিকা থেকে ইহুদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বদিউজ্জামানের

www.bjilibrary.com

বক্তব্য শোনেন এবং তার সান্নিধ্যে আসেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন মেসিডোনিয়া রিসোর্টা মেশনস লজের গ্র্যান্ড মাস্টার। এই ইহুদি ভদ্রলোক নিজস্ব স্বার্থে বদিউজ্জামানের মতো একজন প্রতিভাবান, মেধাবী ও উদীয়মান ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করার জন্য তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বদিউজ্জামান তার সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই গ্র্যান্ডমাস্টার মহোদয় অর্ধ পথেই আলোচনা পরিত্যাগ করে চলে যান এবং যারা আলোচনার ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষমাণ ছিলো তাদের কাছে স্বীকার করেন আমি যদি আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত করতাম তাহলে বদিউজ্জামান আমাকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়তো।

১৯০৮ সালের জুলাইয়ে সাংবিধানিক ফরমান জারির সময় থেকে মেসিডোনিয়ায় একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। CUP-এর কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রথম ভাষণ দিবেন সাঈদ বদিউজ্জামান। আতিফ বে যিনি ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, "আমরা মানাসিজাফের রফিক বে'র বাসভবনে মিলিত হই। আমরা ছিলাম ১১ জন, এর মধ্যে ৮ জনই ছিলেন সেনাকর্মকর্তা। রফিক বে সভাপতিত্ব করছিলেন। বদিউজ্জামান সাঈদ কুর্দী এবং হাফিজ ইব্রাহীম এফেন্দি ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ইব্রাহীম এফেন্দি পরবর্তীকালে ইপেকলি থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্রথম ভাষণ দিবেন বদিউজ্জামান যিনি সব ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

যখন ফেতহি বে (পরবর্তীকালে CUP-এর সেক্রে. জে.) এবং ফেতিহি ওকিয়ার (পরবর্তীকালে প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী) বলেন, আমরা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করলাম। যখন রফিক বে বদিউজ্জামানের প্রতি লক্ষ্য করে জবাব দিলেন এই হযরত যা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত এবং সেটাই সমুন্নত করা হবে। সত্যি বলতে কি আমি এখনও সেই ভাষণটির কথা স্মরণ করি। আমি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সরকারের রূপরেখা সংক্রান্ত কথা বললেন না বরং তিনি বললেন, দেশের জন্য বাস্তব প্রয়োজন হচ্ছে সড়ক পথ, রেলপথ, সেতু, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

অবশ্য সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারির পর ইস্তাম্বুলের বেইজিতে প্রথম তাৎক্ষণিকভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেলোনিকার স্বাধীনতা চত্বরে

www.bjilibrary.com

প্রদত্ত জনগণের নিকট সাংবিধানিকতার অর্থ, এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন, এই নির্যাতিত জাতি হাজার গুণ বেশি অগ্রগতি লাভ করবে, যদি ইসলামের শরীয়াহভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করা হয়।

সাঈদ বদিউজ্জামানের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ খুবই দীর্ঘ ও বিস্তারিত। সুতরাং আমরা এখানে তার সংক্ষিপ্ত দিক তুলে ধরব- কিন্তু তার আগে যা বলা দরকার তা হচ্ছে- সাধারণ মানুষ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে প্রগতির পথে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করতে তার ঐ ভাষণের সূচনার উল্লেখিত কতিপয় বাক্যই অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। শাসনতান্ত্রিক প্রজ্ঞাপন যখন জারি করা হয় তখনও জনগণের মধ্যে এই ধারণা হয় যে, এই সরকার ধর্মবিরোধী এবং সরকারের আনুগত্য করা ঠিক নয়। বদিউজ্জামান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সবাইকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের উচিত হচ্ছে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো। উপরন্তু এই নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ইসলাম অনুমোদন করে। বদিউজ্জামান সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তার কুর্দী অনুসারী যারা নেতিবাচক প্রচারণায় প্রভাবিত ছিলো এবং সংবিধান সম্পর্কে ছিলো যাদের অনেক সংশয় তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন সংবিধানের তাৎপর্য, তাদের অধিকার ও দায়িত্ব।

বদিউজ্জামান বলেন, "আমি যা বলতে চাচ্ছি আপনারা তার প্রতি মনোযোগী হন। আপনাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করুন। আপনাদের সামনে আছে অনেক কাজ। আপনাদের ধর্ম এবং আপনাদের প্রয়াস সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করতে চাই, যা আপনাদের হৃদয়ের অন্ধকার কোনায় জ্বালাবে আলোর প্রজ্বলিত শিখা।" এই ভাষণে তিনি শুধু স্বাধীনতার প্রশংসাই করেননি বরং জাতীয় জীবনের এই নবতর অধ্যায়ে ইসলাম এবং এর নৈতিকতাকে সম্পৃক্ত করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন স্বাধীনতার অগ্রগতির সাথে সাথে তুর্কী জাতিকে অগ্রগতি লাভ এবং সত্যিকারের সভ্যতা প্রতিষ্ঠার এক অসাধারণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যদি তারা স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে ইসলামী শরিয়াহকে গ্রহণ করেন।

তিনি তার বক্তব্যে একদিকে স্বৈরাচারীর ধ্বংসাত্মক দিক তুলে ধরেন অন্যদিকে স্বাধীনতা অগ্রগতির সম্ভাবনার যে দ্বার খুলে দেয় তারও ব্যাখ্যা করেন। স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সেই কর্মসূচিকে

www.bjilibrary.com

তিনি আলোকপাত করেন। এটা করতে গিয়ে তিনি ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের কতিপয় কারণও ব্যাখ্যা করেন।

"হে স্বাধীনতা! আমি তোমাকে এই আনন্দের বার্তা জানাতে পারি যদি তুমি ইসলামের শরীয়াহ বিধানের উজ্জীবন ঘটাতে পার, যা হচ্ছে জীবন এবং জীবনের উৎস। তাহলে এই নির্যাতিত জাতি আগের চাইতে হাজার গুণ অগ্রগতি লাভ করবে। স্বাধীনতা আমাদেরকে অনৈক্য ও স্বৈরাচারের অন্ধকার কবর থেকে ঐক্য, দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি ভালবাসার স্বর্গে এনে দিয়েছে।

আমাদের জন্য উন্নতি ও সভ্যতার বেহেস্তের দরজা খুলে দিয়েছে। শরীয়া ভিত্তিক এই শাসনতন্ত্র আমাদের পরিচিতি করে দিচ্ছে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সাথে এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছে শান্তির জান্নাতে প্রবেশের। হে আমার নির্যাতিত সাথী ও বন্ধুগণ, আসুন! আমরা এতে প্রবেশ করি।"

এ প্রসঙ্গে তিনি পাঁচটি মূলনীতির ব্যাখ্যা করেন, যা উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। প্রথমটি হলো, 'আত্মার ঐক্য'। সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় উসমানী খেলাফতের ঐক্য ও সচেতনতার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এটা সম্ভব আত্মার ঐক্যের মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'জাতির প্রতি ভালোবাসা'। যে জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে জাতি গঠিত তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। স্মরণযোগ্য যে আমাদের জাতীয়তার সত্যিকার ভিত্তি ও প্রেরণা হচ্ছে ইসলাম। তৃতীয়টি হচ্ছে, 'শিক্ষা'। জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে, 'মানবিক প্রচেষ্টা'। প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মসংস্থান এবং যথাযোগ্য শ্রমের বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে। পঞ্চম হচ্ছে, 'অপচয় বর্জন'। ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক সকল পর্যায়ে অপচয়ের ক্ষতিকারক যেসব প্রভাব বিদ্যমান ছিলো তা থেকে জাতিকে সুরক্ষা করতে হবে।

বদিউজ্জামান স্বৈরাচারের অন্যায় ও অনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। আমাদের জাতীয় জীবন থেকে যে নৈতিকতা, চরিত্র, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা যা মৃতপ্রায় তাতে জীবনী সঞ্চার করে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে স্বাধীনতা ও সুবিচার। বদিউজ্জামান ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ঐক্য এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য এবং সেইসাথে সাংবিধানিক সরকারের সকল কার্যকারিতা ও ইসলামের পরামর্শভিত্তিক মূলনীতির অনুশীলনের ফলে উসমানীয় জাতি অন্যান্য সভ্যতার সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম

www.bjilibrary.com

হবে। বদিউজ্জামান তার রচনায় উন্নয়নের যে রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর তার গুরুত্ব প্রদানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সত্যিকার অগ্রগতি ও সভ্যতা অর্জনের জন্য বদিউজ্জামান ইসলামী নৈতিকতার প্রতি আনুগত্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এই সাথে তিনি তার অব্যাহত আশঙ্কার কথাও উচ্চারণ করেছেন। যদি স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতা হিসাবে ভুল বুঝা হয় তাহলে তা হারিয়ে যাবে এবং স্বৈরাচারে রূপান্তরিত হবে। শরিয়তের পথ–নির্দেশনা, উন্নত চরিত্র ও সুশৃঙ্খল আচরণের মাধ্যমেই সমাজজীবনে স্বাধীনতা বিকশিত ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। অতঃপর বদিউজ্জামান সভ্যতার ভালো গুণগুলো পরিত্যাগ এবং মন্দ ও ক্ষতিকারক দিকসমূহ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

বদিউজ্জামান বলেন, মুসলমানদের উচিত হবে এ ক্ষেত্রে জাপানিদের অনুকরণ করা। যা তাদের অগ্রগতির জন্য সহায়ক হবে তাই কেবলমাত্র পশ্চিমা সভ্যতা থেকে গ্রহণ করা এবং সেই সাথে নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও দৃষ্টিকে সুরক্ষা করা। "আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ইউরোপের শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবো, যা আমাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে এবং সভ্যতাকে সংহত করবে। পশ্চিমা সভ্যতায় ক্ষতিকর অনাচারকে আমরা নিষিদ্ধ করবো আমাদের শরীয়তের হাতিয়ার দিয়ে, যাতে তা আমাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সীমানায় প্রবেশ করতে না পারে। আমাদের শরিয়তের পবিত্র ও সুশীতল ঝর্ণাধারা আমাদের যুব সমাজকে সুরক্ষা করবে।

পুরনো ও নতুন শাসনব্যবস্থার অধীন তুলনামূলক বৈষম্যের ব্যাখ্যা করে সাঈদ বদিউজ্জামান পাঁচটি অবিনশ্বর সত্যের কথা উল্লেখ করেন, যার উপর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এগুলো হচ্ছে : এক. ঐক্য, দুই. বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতা, তিন. জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন আলোকিত নতুন প্রজন্ম, চতুর্থ : শরীয়ত। যেহেতু শরীয়ত কালজয়ী এবং তা এসেছে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে অনন্তকালের জন্য। আর এজন্য শরীয়ত গতিশীল। মানুষের অগ্রগতির সাথে শরীয়ত সংগতিপূর্ণ। শরীয়তের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সাম্য, সুবিচার ও স্বাধীনতার মর্মবাণী। ইসলামের প্রাথমিক কাল এটারই প্রমাণ বহন করে। মুসলমানদের বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার জন্য দায়ী হলো : শরীয়ত অনুসরণে ব্যর্থতা, শরীয়তের একপেশে ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা, অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি এবং ইউরোপের ভালো জিনিসগুলো থেকে ফায়দা নিতে ব্যর্থতা। পঞ্চম সত্যটি

www.bjilibrary.com

হলো: পার্লামেন্ট। ইসলামের শূরা বা পরামর্শভিত্তিক রাজনৈতিক পদ্ধতি। আজকের এই জটিল আধুনিক যুগে একটি সাংবিধানিক পরিষদে খোলামেলা আলোচনা, চিন্তার স্বাধীনতাকে সমুন্নত করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব।

বদিউজ্জামান তিনটি সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে তার ভাষণের সমাপ্তি টানেন। প্রথমত: যেসব কর্মকর্তা নতুন শাসনব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অবশ্যই তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত: যে দুর্বলতা মুসলিম সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছে তার উৎপত্তি খিলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুল এবং তিনটি প্রধান শাখা অর্থাৎ মাদরাসার পণ্ডিতগণ, সেক্যুলার স্কুল ও সুফীদের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে। তৃতীয় সতর্কবাণী প্রচারকদের ব্যাপারে। পুনরায় বদিউজ্জামান তাদের চিন্তাধারা ও পদ্ধতির নবায়ন এবং সময়ের প্রয়োজনকে সামনে রেখে তাদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখার আবেদন জানান।

স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা সম্পর্কে বদিউজ্জামানের ধারণা

নিয়মতান্ত্রিকতা বা সাংবিধানিক ব্যবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী? তার এই বিদ্যমান ভাষণে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সকল বক্তব্য-ভাষণে ও লেখনীতে বদিউজ্জামান অত্যন্ত আক্ষেপ ও বেদনার সাথে জনগণের সামনে এটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, ১৮৭৬ সালের সংবিধান কোনক্রমেই শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিপরীত নয়। তিনি এটাকে ইসলামী সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর ভিত্তি হচ্ছে শরীয়ত। নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সংবিধান হচ্ছে সত্যকারে সুবিচার এবং পরামর্শভিত্তিক যা শরীয়ত অনুমোদন করে।

বদিউজ্জামান প্রায়ই নিয়মতান্ত্রিকতা ও স্বৈরশাসন সম্পর্কে তুলনামূলক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে জুলুম। এটা অন্যের প্রতি স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে। এটা পেশিশক্তির উপর নির্ভরশীল। এটা এক ব্যক্তির মতামতকে চাপিয়ে দেয়। এটা শোষণ ও বঞ্চনার পথ খুলে দেয়। এটা নিপীড়নমূলক। এটা মানবতাকে ধ্বংস করে। এটা মানুষের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। এটা মানবতার পতন ঘটায় এবং পশুত্ব ও বিদ্বেষের উত্থান ঘটায়। সমাজে বিষাক্ত পরিবেশের সংক্রমণ ঘটায় এবং সংঘাত ও প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতন্ত্র ইসলামী দুনিয়ায় বিষাক্ত বীজ বপন করে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। যার ফলে মুতাজিলা, কবিরিয়া, মুর্জিয়া প্রভৃতি বিভ্রান্ত ও বিপথগামীর উত্থান হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

পক্ষান্তরে নিয়মতান্ত্রিকতা আল কুরআনের সেই আয়াতেরই প্রতিফলন যাতে বলা হয়েছে, তাদের সাথে পরামর্শ করো দীন ইসলামের কাজের ব্যাপারে (সামষ্টিক বা জনস্বার্থের)।' (আল কুরআন ৩: ১৫৯)। 'নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।' (আল কুরআন : ৪২ : ৩৮)। পরামর্শের আলোকিত এই সংস্থার জীবন হচ্ছে, শক্তির পরিবর্তে সত্যের মধ্যে। এর হৃদয় হচ্ছে জ্ঞানের এবং ভাষা হচ্ছে ভালোবাসার। এর মনন হচ্ছে আইনের; কোনো ব্যক্তির নয়। বস্তুতঃপক্ষে নিয়মতান্ত্রিকতা হচ্ছে জাতির সার্বভৌমত্ব। সত্যিকারের নিয়মতান্ত্রিকতা হচ্ছে আইনের শাসনেই ক্ষমতা নিহিত।

অন্য এক প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান বলেন, আমার অনেক ভাষণে আমি শরীয়ত এবং নিয়মতান্ত্রিকতার সম্পর্কের উপর বিশদ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য করেছি। আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি, স্বৈরতন্ত্রের সাথে ইসলামী শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। হাদিস থেকে আমরা পাই, 'জাতির শাসকরা হচ্ছেন খাদেম বা সেবক'। শরীয়ত দুনিয়াতে এসেছে জুলুম নিপীড়ন অবসানের জন্য। শরীয়তের প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি নিয়মতান্ত্রিকতাকে গ্রহণ করেছি। আমি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছি, ইসলামের চার মাযহাবের আইন থেকেই নিয়মতান্ত্রিকতার সত্যতা সুনির্দিষ্টভাবে সন্দেহাতীতভাবে এবং আইনগতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব।

এ সম্পর্কে আরও যুক্তি হচ্ছে যে, সম্প্রদায়ের ঐকমত্য শরীয়তের আরেকটি প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত। জনমনের মতামত শরীয়তের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। জনগণের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাকে শরীয়ত মর্যাদা দিয়েছে।

কিছু লোক বলে থাকে নিয়মতান্ত্রিকতা শরীয়তপরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান বলেন, নিয়মতান্ত্রিকতার আত্মা এসেছে শরীয়ত থেকে এবং এর জীবনও এসেছে শরীয়ত থেকে। কিন্তু বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে খুঁটিনাটি কিছু বিষয় সাময়িকভাবে বিপরীত মনে হতে পারে। অবশ্য এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, সব পরিস্থিতি সব কিছুকেই নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে উদ্ধৃত ধরে নিতে হবে। এভাবে দেখা যায় যে, সাঈদ বদিউজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো বাস্তবসম্মত। নিয়মতান্ত্রিকতার মূল কথা হচ্ছে এটা ইসলামের মূলনীতির সাথে পার্থক্য করে না। তবে খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির দাবি হচ্ছে পরিমিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নিয়মতান্ত্রিকতাকে শরীয়তের বিধানের সাথে তার অনুরূপ ও ভারসাম্যমূলক পন্থায় গ্রহণ করা। পরামর্শ সম্পর্কে ইসলাম যে

www.bjilibrary.com

নির্দেশ প্রদান করেছে সে সম্পর্কে বদিউজ্জামান বার বার খুবই জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থার এটি হচ্ছে একটি প্রধান উপাদান। পরামর্শকে তিনি সৌভাগ্যের এবং ইসলামের সার্বভৌমত্বের চাবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারণ, নিয়মতান্ত্রিকতার দাবিই হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বপর্যায়ে পরামর্শের অনুশীলন। এর ফলে জনগণের মতামতের প্রতিফলন এবং জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদিউজ্জামান বলেন, আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত করে ঘোষণা করেছি যে, সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের সত্য প্রকাশের মাধ্যমেই ইসলামের সত্যিকার অগ্রগতি এবং আমাদের উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে।

অনৈক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোকাবিলায় বদিউজ্জামান

সংবিধান ঘোষণার পর নতুন এই বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার ফলে খোলামেলা ও প্রচণ্ড বিতর্কের একটা সময় অতিবাহিত হয়। বদিউজ্জামান ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এই পরিস্থিতির যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি সভা-সমাবেশে ভাষণ দান, বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তার এই মিশন অব্যাহত রাখেন।

যদিও কিভাবে অগ্রগতি অর্জন ও সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায়– এই পুরনো প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই বিতর্ক আবর্তিত হচ্ছিল। তথাপি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাপে সৃষ্ট মেরুকরণের ফলে অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছিল। এইসব বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট উত্তরণে তিনটি পথের কথাই উঠে আসতো। এক. পাশ্চাত্যকরণ, দুই. ইসলাম, তিন. তুর্কী জাতীয়তাবাদ। যেসব রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে এই তিনটি ধারা সমান্তরালভাবে কাজ করছিল ব্যাপারটা এমন নয়। কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসের অভ্যন্তরে এই তিনটি আদর্শের প্রতি আনুগত্য পরিলক্ষিত হলেও এদের ভাবমর্যাদা ছিলো প্রধানত পাশ্চাত্য ও সেক্যুলার। বিপ্লব পরবর্তীকালে সিইউপি তার প্রধান কার্যালয় সেলোনিকায় রেখে নেপথ্যে থেকে গেলেও পরিচিত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও অবস্থানকে তুলে ধরে।

সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারি করার ফলে জনমনে তা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও আশাবাদের সৃষ্টি হয়। উসমানী সাম্রাজ্যের সকল দুর্বলতা ও সমস্যার সমাধান বা সঙ্কট উত্তরণের পন্থা হিসাবে দেখা হয়েছে সংবিধান ঘোষণাকে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ঐসব অতিশয় আশাবাদ উবে যায় এবং মানুষ আশাহত হয়ে

www.bjilibrary.com

পড়ে। ঘোষণার অব্যবহিত পরেই বেশকিছু এলাকা সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। ঐক্যের পরিবর্তে ত্বরান্বিত হয় বিভাজন এবং প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে পাঁচ মাস পর। সাম্রাজ্যের সংহতি ধরে রাখার জন্য সিইউপি ক্রমাগতভাবে শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করতে থাকে। ৩১ মে মার্চের ঘটনা তাদের জন্য বিরোধী দল নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করার সুযোগ এনে দেয়। যদিও পাঁচ বছরের মধ্যেই বিরোধী দল পুনর্গঠিত হয় তথাপি সিইউপি ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্যের পতনকাল পর্যন্ত সামরিক একনায়কতন্ত্র চালায়।

স্বাধীনতার প্রথম মাসেই উদারপন্থী অর্থাৎ আহরারদের মাঝে সিইউপির বিরোধিতা দানা বাঁধে। খুব দ্রুততার সাথে তারা ১৯০৮ সালের শেষদিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নতুন সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের নেতা ছিলেন সুলতান আব্দুল হামিদের ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ সাবাহউদ্দিন। প্যারিসে নির্বাসনে থাকাকালে ফরাসীর বিভিন্ন দার্শনিকদের অনুকরণে সিইউপি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার ধারণা লাভ করে এবং সাবাহউদ্দিন এ ব্যাপারে আস্থাবান ছিলেন যে, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বিকেন্দ্রীকরণ' নীতির পরিবর্তে সেটাই হবে সাম্রাজ্যের সঙ্কট উত্তরণের পথ। কিন্তু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হয়।

বদিউজ্জামানের প্রথম সংকলিত ভাষণ, যা ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়, সেটা ছিলো যুবরাজ সাবাহউদ্দিন বে এর প্রতি একটি খোলা চিঠি। এতে তিনি মন্তব্য করেন, সাবাহউদ্দিন বে-এর মতবাদ ভালো কিন্তু বিভ্রান্তিকর।

উসমানী সাম্রাজ্যের জন্য ফেডারেল ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবসম্মত নয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা গ্রুপের উন্নয়নের স্তরের ভিন্নতা রয়েছে, যার ফলে ফেডারেল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন যোগ্য নয়। তিনি লিখেন, ঐক্যের মধ্যে জীবন নিহিত। এটা উল্লেখ করার মতো একটি মজার ব্যাপার যে, সাবাহ উদ্দীন নিজেই মন্তব্য করেছেন কোন্দল, নির্যাতন এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সেই সময়ে বদিউজ্জামানের 'বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা' এবং তার বক্তব্যের ধরন এক অসাধারণ ভদ্র হিতোপদেশের মডেল।

১৯০৮ সালে সিইউপির প্রধান মুখপত্র তানিন-এর সম্পাদক হোসেইন জাহিদকে আরেকটি খোলা চিঠি লেখেন। সে সময় তিনি ছিলেন তাদের একজন

www.bjilibrary.com

নেতৃস্থানীয় আদর্শিক তাত্ত্বিক। হোসেইন জাহিদ সেক্যুলারিজমের পক্ষে প্রচার অভিযান পরিচালনা করছিলেন। তিনি রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন।

বদিউজ্জামানের সেই খোলা চিঠির সারকথা ছিলো যে, ইসলামের সত্যিকার পদ্ধতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে হোসেইন জাহিদ খ্রিস্টবাদের সাথে ইসলামের তুলনা করে ভুল করেছেন। এটা একটা খুবই মৌলিক বিষয় যে, ইসলামে কোনো ধর্মগুরু নেই। খ্রিস্টবাদ বা সুফিবাদের সাথে ইসলামকে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ইসলাম হচ্ছে একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামের এবাদত বা উপাসনাকে শরীয়ত থেকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা মানবজাতিকে একটি চিরন্তন মানদণ্ড উপহার দিয়েছে। যা পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের জন্য অপরিহার্য। ইসলাম পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় মনে করে এবং শরিয়তের পুনঃ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে না। বিশেষ করে প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে যেসব আদেশ নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেসবের ব্যাপারে ব্যাখ্যাদানের সুযোগ শরিয়তের রয়েছে। বদিউজ্জামান হোসেইন জাহিদের প্রতি বিষয়টি উপলব্ধির এবং শরিয়তের গতিশীলতার বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করার আহ্বান জানান। খোলা চিঠির উপসংহারে আল কুরআনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্তহীন আলৌকিক বিধান ইসলামের পরিবর্তে বাইরে থেকে আমদানি করা সেক্যুলারিজম নিয়ে অর্থহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি হোসেইন জাহিদের প্রতি উপদেশ প্রদান করেছেন।

ইউরোপ ইসলামের সাথে গর্ভবতী

১৯০৮ সালের শরৎকালে এক সময়ের মিশরের গ্র্যান্ড মুফতি এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় সদস্য শেখ মোহাম্মদ ওয়াহিদ ইস্তাম্বুল সফর করেন। ইস্তাম্বুলের আলেমগণ যারা যুক্তিতর্কে বদিউজ্জামানের মোকাবিলা করতে পারছিলেন না তারা শেখ ওয়াহিদকে আমন্ত্রণ জানালেন বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। শেখ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং আইয়া সোফিয়ায় নামাযের পর সাক্ষাতের সুযোগ মিলে যায়। বদিউজ্জামান একটি চায়ের দোকানে বসা ছিলেন। অন্যান্য আলেমগণও ছিলেন। শেখ ওয়াহিদ এলেন এবং বদিউজ্জামানকে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি করলেন।

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতা, উসমানী রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

বদিউজ্জামান দ্বিধাহীন চিত্তে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জবাব দিলেন, 'উসমানীয় রাষ্ট্র ইউরোপের সাথে গর্ভবতী এবং একদিন এটি একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ করবে এবং ইউরোপ ইসলামের সাথে গর্ভবতী এবং সেটা একদিন একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্ম দিবে।' শেখ বাহিদ বদিউজ্জামানের জবাবে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'এই যুবকের সাথে যুক্তিতে পারা সম্ভব নয়।' আমিও আজ এই মতামত পোষণ করি। বদিউজ্জামানই পারেন এত চমৎকার বাগ্মিতার সাথে উপস্থাপন করতে।

জনশৃঙ্খলা রক্ষায় বদিউজ্জামান

স্বাধীনতার বিপুল আশাবাদ ও ভাবোচ্ছ্বাসের মোহমুক্তি ঘটায় বিভিন্ন মতামত ও দলীয় মেরুকরণে পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল হতে থাকে। সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যাতে জাতি উপকৃত হতে পারে সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বদিউজ্জামান প্রয়োজনীয় সবকিছু করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারির পর পরই ১৯০৮ সালের ৫ অক্টোবর উসমানী সাম্রাজ্যের উপর বড় আঘাত আসে অস্ট্রিয়ার পক্ষ থেকে। এ সময় অস্ট্রিয়া বসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়া দখল করে নেয় এবং বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ৬ অক্টোবর গ্রীস ক্রিট দখল করে নেয়। এর প্রেক্ষিতে ১০ অক্টোবর ইস্তাম্বুলের জনগণ সর্বপ্রকার অস্ট্রিয়ান পণ্য বর্জনের ঘোষণা প্রদান করে। এতে ইস্তাম্বুলের ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে বদিউজ্জামান নিজে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে যান এবং লোকদের চরম কর্মসূচি গ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান।

আরেকটি ঘটনায় বদিউজ্জামান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। ইস্তাম্বুলে ফারাহ থিয়েটারে ভাষণ দিচ্ছিলেন মিজান পত্রিকার মালিক, সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিজানজি মুরাদ বে। ভাষণের বিষয়বস্তু ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন। অতীতে তরুণ তুর্কীদের মাঝে ইসলামী গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারী মুরাদ বে তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে সিইউপিকে রোমান রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করেন। এতে সিইউপির সমর্থকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে শোরগোল এবং হট্টগোল সৃষ্টি করে। ফলে তার বক্তব্য এক পর্যায়ে থেমে যায় এবং শ্রোতারা

www.bjilibrary.com

দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ব্যাপক উত্তেজনা এবং পরস্পরের প্রতি গালিগালাজ এবং অপমানজনক কথাবার্তা শুরু করে। শান্তি রক্ষায় কেউ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে একজন সাহসী যুবক চিৎকার করে বলে উঠলেন, হে আমার সকল মুসলিম ভাই বন্ধুগণ, শুনুন! এটা আর কেউ নন, বদিউজ্জামান।

শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বললেন, বাক স্বাধীনতার প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটা খুবই লজ্জাজনক যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি জাতির সদস্য হিসেবে আমরা সদাচরণের সীমা লংঘন করে একজনের ভাষণে বাধা দান করছি। আমাদের ধর্ম ইসলাম ভিন্নমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বুঝালেন যে, আমাদের প্রিয় নবীজী কিভাবে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং তা থেকে অনুসরণ করে সবাইকে শান্ত হবার আহ্বান জানালেন এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে স্থান ত্যাগের আহ্বান জানালেন। বদিউজ্জামান এতটা চমৎকার ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বললেন যে, কেউ আপত্তি জানালেন না। কয়েক মুহূর্ত আগেও যারা পরস্পর উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলেন তারা শান্ত হয়ে গেলেন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্থান ত্যাগ করলেন।

যে গ্রন্থ থেকে উপরের বর্ণনা নেয়া হয়েছে তার লেখক মুনির সুলায়মান জাপানগলু ১৯৭২ সালে নাজমুদ্দিন শাহিনারের নিকট প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণে বলেন, সুনিশ্চিতভাবে বদিউজ্জামান নুরসী ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তার তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন এবং তার সুরক্ষায় ছিলেন পারদর্শী। তিনি তার মতবাদ প্রচার শুরু করেন আগে থেকেই এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়েও। তিনি একই গতিতে একই লক্ষ্যে তার সেই মতবাদের পক্ষ অবলম্বন করে গিয়েছেন। সে সময় এবং পরবর্তীতেও অনেকেই তার ব্যাপারে আতংকিত হতেন কারণ যখনই তিনি রাজপথে আসতেন অতি দ্রুত জনগণ তাকে ঘেরাও করে থাকতেন তারা কি সবাই তার শিষ্য বা ছাত্র– এ প্রশ্নের জবাবে মুনির সুলাইমান বলেন, তার ছাত্ররা এবং সাধারণ মানুষ উভয়ই তার নিকট ভিড় করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে সেইসব লোক যারা তার সাক্ষাৎ প্রার্থী অথবা তার বক্তব্য শুনতে আগ্রহী। অনেক সময় আমি নিজে তার সাক্ষী। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বক্তব্য রাখতেন। তিনি খুবই আকর্ষণীয়ভাবে কথা বলতেন।

www.bjilibrary.com

তার এক লেখা থেকে আমরা জানতে পারি সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারি করার পর তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে ৫০ থেকে ৬০টি টেলিগ্রাম পাঠান বিভিন্ন গোত্রের নিকট এটাকে সমর্থন ও গ্রহণ করার জন্য। তার বার্তায় ছিলো, যে সংবিধান সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন তাতে সত্যিকারের সুবিচার এবং পরামর্শের কথা বলা হয়েছে, যা শরিয়তের নির্দেশ। পার্থিব কল্যাণ ও শান্তির জন্য এটাকে ইতিবাচক বিবেচনা করুন এবং এর সুরক্ষার জন্য কাজ করুন। আমাদেরকে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

সংবিধানের বিরোধিতা ছিলো পূর্বাঞ্চল থেকে বিশেষ করে যাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিলো তারা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে এর নেতিবাচক প্রপাগান্ডা চালায়। বদিউজ্জামান ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে কয়েক মাসব্যাপী পূর্বাঞ্চল সফর করেন এবং কুর্দীদের জন্য, উসমানী সাম্রাজ্য এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

ইস্তাম্বুলেও সাংবিধানিক শাসনের বিরোধীরা কুর্দী ব্যবসায়ীদের ক্ষেপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। বদিউজ্জামান তাদের নেতিবাচক প্রচারণা মোকাবিলায় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষে ইস্তাম্বুলেও জনমত গঠন করেন। তিনি তার বক্তব্যে ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আপনাদের প্রধান তিনটি শত্রু হচ্ছে : ১. দারিদ্র্য, ২. অশিক্ষা যা অজ্ঞতা এবং ৩. অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা সংঘাত। এই তিন শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি ডায়মন্ডের তরবারি। আর সেই তরবারি হলো : ১. জাতীয় ঐক্য, ২. মানবিক প্রচেষ্টা এবং ৩. জাতির জন্য ভালোবাসা।

বদিউজ্জামান ও ৩১ মার্চের ঘটনা

সিইউপি শাসনের নয় মাস পর ১৯০৯ সালের ৩১ মার্চের বিখ্যাত ঘটনায় ক্রমবর্ধমান জন-অসন্তোষের প্রকাশ ঘটে। ইস্তাম্বুলে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশে শুরু হয়ে এই বিদ্রোহ এগারোদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বদিউজ্জামান এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, রাজনীতিকে যারা অধার্মিকতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তারা নিজেদের অপকর্ম চাপা দেওয়ার জন্যেই অন্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে থাকে। যেমন একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন, সিইউপি তাদের সকল বিরোধীদের গায়ে প্রতিক্রিয়াশীল লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ বিরোধিতাকে প্রতিক্রিয়াশীলতার সমার্থক করে ফেলা হয়েছিল। আজও তুরস্কে এর ব্যবহার অব্যাহত আছে অনেক ক্ষেত্রে।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান বিদ্রোহে কোনো ভূমিকা পালন বা অংশ নেননি। পক্ষান্তরে তিনি তার প্রভাব ও সুখ্যাতি ব্যবহার করে বিদ্রোহী সৈনিকদের তাদের কর্মকর্তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেলোনিকা থেকে অপারেশন আর্মি পৌঁছলে শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার গ্রেফতারের কারণ ছিলো, Society for Muslim Unity নামক সংস্থার সাথে তার সম্পর্ক। সামরিক আদালত তাকে শুধু বেকসুর খালাসই দেননি; বরং শুনানির পর তাকে গ্রেফতার করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে মর্মে রুলিং প্রদান করে। আদালতে তিনি নিজের পক্ষ অবলম্বন করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আরও পঞ্চাশজন বন্দীর মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।

মুসলিম ঐক্য সংঘ

১৯০৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মুসলিম ঐক্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের জন্য Mevlid নামক এক ধরনের নাতে রসূলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রসূলে করিম (স)-এর জন্মদিনের সাথে মিল রেখে (১২ রবিউল আউয়াল) ১৯০৯ সালের ৩ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়া সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বদিউজ্জামান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে দুই ঘণ্টার এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তার আগে আসুন আমরা জেনে নেই, বদিউজ্জামান সামরিক আদালতে প্রদত্ত তার ভাষণে মুসলিম ঐক্য সংঘের সাথে তার জড়িত থাকার কারণ সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

"আমি শুনলাম যে, 'মুসলিম ঐক্য সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করা হচ্ছে। আমি আশংকাগ্রস্ত ছিলাম যে কিছু লোক এই আশীর্বাদপুষ্ট নাম ব্যবহার করে ভুল কাজ করে ফেলতে পারে। এরপর আমি এটাও জানতে পারলাম যে, সোহেল পাশা এবং শেখ সাদিকের মতো সুস্থ ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার কিছু লোক এতে অংশগ্রহণ করে নিশ্চিত করেছেন সমিতিটি যাতে মহানবী (স)-এর সুন্নাহ মুতাবেক সঠিক পথে পরিচালিত হয়। সেই রাজনৈতিক দল (CUP) থেকে তারা তাদের সরিয়ে নেন এবং এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাজনীতিতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করেন। কিন্তু আমি এরপরও শঙ্কিত ছিলাম।

এই নামটিতে সবার অধিকার আছে, এটাকে বিশেষ স্বার্থে আলাদা করা বা সীমিত করা যায় না। আমি যেমন আরও সাতটি সমিতির সাথে আছি যেহেতু

www.bjilibrary.com

সেগুলোর উদ্দেশ্য এক তাই মুসলিম ঐক্যসংঘে যোগদান করি। যে মুসলিম ঐক্য সংঘের সাথে আমি জড়িত আমি সেটাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করি তা নিম্নরূপ : এটা এমন একটা বৃত্ত যা পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উজ্জ্বল আলোকিত বন্ধনে বাধা। যারা এর অভ্যন্তরে আছেন তাদের সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি।

এই সমিতির কেন্দ্রবিন্দু ও বন্ধন হচ্ছে, ঐশ্বরিক ঐক্য। এর শপথ ও প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এর সদস্যগণ বিশ্বাসী এবং আল্লাহর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। এর নিবন্ধন হচ্ছে সংরক্ষিত লিপিফলক। সমিতিটির যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে, সকল ইসলামী বই-পুস্তক। এর সংবাদপত্র সকল ধর্মীয় সংবাদপত্র যাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা। এর ক্লাব, মিলনকেন্দ্র হচ্ছে, সকল মসজিদ, মাদরাসা এবং সুফীদের খানকা। এর কেন্দ্র হচ্ছে, দুই পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা। এর প্রধান হচ্ছে বিশ্ববাসীর গৌরব মহানবী (স)। এর পন্থা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজের আত্মার সাথে সংগ্রাম এবং মহানবী (স) এর নৈতিকতা অনুশীলন, তার প্রবর্তিত আইন, শরিয়ত কর্তৃক প্রবর্তিত আদেশ ও বিধিবিধানসমূহ অনুশীলন। এর কৌশল হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ নয় বরং যুক্তির মাধ্যমে বিজয় অর্জন। ভালোবাসা দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান আর পক্ষান্তরে বর্বরতা ও অধার্মিকতার জন্য শত্রুতা। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। শরিয়তের শতকরা নিরানব্বই ভাগ নৈতিকতা, প্রার্থনা, পারলৌকিক জীবন এবং সৎকর্মের সাথে সম্পর্কিত। শতকরা মাত্র এক ভাগ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। আমাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের এ বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।"

এইভাবে আমি এই সমিতির একজন সদস্য। আমি তাদেরই একজন যারা এই সমিতির কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। আমি এমন কোনো দল বা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নই- যারা বিবাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি করে।

বদিউজ্জামান সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার এক নিবন্ধে লিখেন, "আমাদের সমিতির কর্মপন্থা হচ্ছে, ভালোবাসার প্রতি ভালোবাসা, শত্রুতার প্রতি শত্রুতা। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসাকে সহায়তা দান এবং শত্রুতার শক্তিকে পরাস্ত করা।" প্রকৃতপক্ষে সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে যে ঐক্য সেই ঐক্যের কথা বলেছেন।

www.bjilibrary.com

আয়া সোফিয়ার নাতে রাসূলের অনুষ্ঠান

মুসলিম ঐক্য সংঘের উদ্যোগে মহানবী (স)-এর জন্মদিবসে আয়া সোফিয়ায় মেভলিদ নামক নাতে রসূলের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নানা বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মুসলিম ঐক্যসংঘ শান্তি ও প্রগতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এই অনুষ্ঠানকে প্রিয় নবীজীর (স) পবিত্র ও নিষ্কলুষ আত্মার উপহার হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অনুষ্ঠান ইস্তাম্বুলের অধিবাসীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের দিনে সেখানে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটে। আয়া সোফিয়ায় ইতঃপূর্বে এ ধরনের বিশাল জনসমাগম আর কখনও দেখা যায়নি। সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। সর্বোপরি সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিলো সুশৃঙ্খল এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

দারবিশ বেহদাতি অনুষ্ঠানস্থলে বদিউজ্জামানের আগমন এবং তার ভাষণ সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।

"সকাল দশটার দিকে বদিউজ্জামান সাঈদ কুর্দি তার ছাত্রদের সমভিব্যহারে মেভলিদ অনুষ্ঠানস্থলে পৌছান। আমরা তাকে বাইরের প্রবেশ পথে অভিবাদন জানাই। ছাত্রদের মাথায় ছিলো পাগড়ি– তা থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো এবং দেখতে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো মনে হচ্ছিল। ধর্মবিজ্ঞানের জ্ঞানে আলোকিত এই ছাত্রদের ব্যতিক্রমধর্মী গুণের অধিকারী বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ইসলামী বিশ্বের বিস্ময় বদিউজ্জামান অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন তার সেই সুপরিচিত পূর্বাঞ্চলীয় পরিচ্ছদ সুসজ্জিত অবস্থায়। দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে এক অসাধারণ ভাষণ দিলেন।

বদিউজ্জামান শুরু করলেন এভাবে– সত্য সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে। যাদের জন্য এটা নিষিদ্ধ এই সত্যের আলো যেন তাদের চোখে না পড়ে। বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ দিলেন। বদিউজ্জামানের এই ভাষণ ছিলো এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম।"

দারবিশ বেহদাতিসহ ২৩৬ জনের ফাঁসি

বদিউজ্জামান ছিলেন মুসলিম ঐক্য সংঘের ২৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের অন্যতম সদস্য। বলকান পত্রিকার কার্যালয় থেকে এই সংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পত্রিকাটির মালিক ছিলেন হাফিজ দারবিশ বেহদাতি এবং

www.bjilibrary.com

তিনিই মূলত সংঘটির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। দারবিশ বেহদাতি একজন রহস্যজনক ব্যক্তি ছিলেন, তার আসল পরিচয় স্পষ্ট ছিলো না। তাকে আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরোধী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি নাশকতাবাদী এবং ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এ সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন পরিস্থিতির শিকার এবং তাকে বিদ্রোহের প্রতীক বানানো হয়েছিল এবং এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

প্রথম সংখ্যা থেকেই বলকান পত্রিকাটি শরিয়ত এবং ইসলামের উপর যত আঘাত এসেছে তার মোক্ষম জবাব দিয়েছে। বেহদাতি নিজেই বলেছেন, বলকান একটি ছোট সংবাদপত্র কিন্তু খুবই সক্রিয়। মধ্যপন্থা ছিলো পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য, তবে সত্যের উপর আঘাত আসলে 'বলকান' কখনো চুপ থাকেনি। যদিওবা পত্রিকাটি সংবিধান ও আইনের শাসনকে সমর্থন করতো তথাপি সিইউপির ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডের মোকাবিলায় মুসলিম স্বার্থ ইসলাম তথা কুরআনের আদর্শকে এগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেছে।

বদিউজ্জামান চেয়েছিলেন, দারবিশ বেহদাতি যেন মধ্যপন্থার প্রতি অনুগত হয়। কারণ, সে সময় বদিউজ্জামান সংবাদপত্রের বিভাজনের নীতি কৌশলের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে নিজের লেখা বেশ ক'টি নিবন্ধে সংবাদপত্রের আচরণ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবশেষে 'বলকানে' প্রকাশিত তার দুটি নিবন্ধে বেহদাতিকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ প্রদান করেন যে, ইসলাম চায় সংযত মধ্যপন্থা। তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় ভাই দারবিশ বেহদাতি বে'-লেখককে হতে হবে শালীন ও বিনয়ী। তাদের আচরণ হতে হবে ইসলামী শিষ্টাচারের ছাঁচে। আসুন! আমরা ধর্মীয় চেতনায় প্রকাশনা আইনকে ঢেলে সাজাই। তাহলে দেখা যাবে, ইসলামী বিপ্লব যে নীতিচেতনা দিয়েছে তা উদ্দীপনাময় এবং আলোর আলো, এটা সবার নিকট পরিষ্কার যে, মুসলিম ঐক্য সংঘ সকল মুসলমানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেউই এর বাইরে নন।

বদিউজ্জামানের লিখিত নিবন্ধ শুধু 'বলকান' পত্রিকায় নয় বরং তখনকার সমস্ত প্রধান সংবাদপত্রে ছাপা হতো। এসব সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তানিন (Tanin), ইকদাম (Ikdam), সেরবেস্তি (Serbesti), মিজান (Mizan),

www.bjilibrary.com

মিসবাহ (Misbah) এবং শার্দ বে কুর্দিস্থান গেজেতসি (Sark ve kurdistan Gazetesi)। তার ঐসব নিবন্ধে তিনি তার একই ধ্যান ধারণার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতেন। যেহেতু মিজান ও অন্যান্য পত্রিকাসহ বলকান সিইউপির প্রকাশ্য বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেছিল সেহেতু বদিউজ্জামান তার নিবন্ধে যুক্তিযুক্ত মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে-মুসলিম ঐক্য সংঘ সম্পর্কিত ভীতি বা বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করতেন। ১৯০৯ সালের ৩১ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তার তিনটি নিবন্ধে সমালোচনা, বিভিন্ন প্রশ্ন ও ভুল বুঝাবুঝির জবাব দান করেন। এরপর 'সত্যের আলোকে সংশয় দূরীকরণ' শিরোনামে লেখা তার নিবন্ধটির কারণেই শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করে কোর্ট মার্শালে পাঠানো হয়। দারবিশ বেহদাতিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হয় বিদ্রোহে উস্কানি দেয়ার অপরাধে। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখ আরো ১২ জনের সাথে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। সত্যি বলতে কি সিইউপি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ছিলো ২৩৬ জন।

বিদ্রোহের পটভূমি

সিইউপি ৩১ মার্চের ঘটনাকে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করে এবং সুলতান আব্দুল হামিদকে এ জন্য দায়ী মনে করে। পক্ষান্তরে সমস্ত প্রমাণাদি থেকে বিপরীতটাই প্রতীয়মান হয় এবং এতে সিইউপির কিছুটা হলেও হস্তক্ষেপ ছিলো। এই গ্রন্থে ঘটনাটির বিস্তারিত পর্যালোচনা করার সুযোগ নেই। যেহেতু এতে বদিউজ্জামানের ভূমিকা বরাবর অযথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেহেতু আমরা বিদ্রোহের কারণ ও ঘটনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

যে উচ্চ আশাবাদ নিয়ে সাংবিধানিক প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপক হতাশা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মুসলিমগণ দেখলেন যে, এতে তারা সামান্য কিছুই পেয়েছেন। অথচ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। তাদের সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ায় সিইউপির ব্যাপারে তাদের মোহ মুক্তি ঘটতে থাকে।

নেপথ্যে থাকলেও সিইউপি কোনো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল ছিলো না এবং অন্য কারও নিকট দায়ীও ছিলো না। তারা ক্ষমতায় ছিলো, কিন্তু পরোক্ষভাবে। উপরন্তু আব্দুল হামিদের তুলনায় তারা অনভিজ্ঞ ছিলেন। এটা মেনে নিতে

www.bjilibrary.com

তাদের অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য হারানো এবং সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনে অবদান রাখে। সেন্সরশিপ বিলোপ করা হয়। সিইউপি পত্রপত্রিকায় সুলতানের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত আক্রমণ শুরু করে। নিয়মতান্ত্রিকতাবাদকে তাদের নিজস্ব দাবি করে তারা তাদের মতামত জনগণের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। তারা যত বেশি তাদের সঠিক পরিচয় প্রদর্শন করে ততবেশি আস্থা ও জনপ্রিয়তা হারায়। মিডিয়া রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর প্রেক্ষিতে সিইউপি নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য আরও বেশি গোপন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। শক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীদের উৎখাতের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

এই ভীতি প্রদর্শন ও রাজনৈতিক সহিংসতা একটি সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৯০৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর ইসমাইল মাহির পাশা নামে সুলতানের এক লোককে হত্যা করা হয়। অতঃপর আরও লোক হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক হাসান ফেহমি বে। তিনি ছিলেন সিইউপি বিরোধী উচ্চকণ্ঠ 'সেরবেস্তি' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯০৯ সালের ৬ এপ্রিল তার হত্যাকাণ্ড ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটা ছিলো আরও নিকৃষ্টতম স্বৈরাচারে প্রত্যাবর্তন। একই সময় সিইউপি সরকারি কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা শুরু করে এবং ঐ সব খালি পদে নিজস্ব সমর্থকদের পুনর্বাসিত করে– তারা যোগ্য হোক বা না হোক। সেনাবাহিনীতেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়। দুই ধরনের অফিসার ছিলেন। এক ধরনের যারা মেধা ও অভিজ্ঞতা বলে চাকরি পেয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় ধরন ছিলেন মিলিটারিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সিইউপি প্রথমোক্তদের স্থলাভিষিক্ত করে দ্বিতীয় ধরনের কর্মচারীদের দিয়ে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে চাকরিচ্যুত সংখ্যা আট হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। নতুন কর্মকর্তাদের অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ। তাদের মধ্যে সিইউপি সমর্থকগণ ইসলাম ধর্ম নিয়ে উপহাস করা শুরু করে এবং সাধারণ সৈনিকদের নামায আদায়ে বাধা দান করে। এর ফলে অসন্তোষ সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে। বহিষ্কৃত সেনা কর্মকর্তাগণ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

বিদ্রোহ

প্রথমে বিদ্রোহের সূচনা হয় লাইট ইনফেন্ট্রি ব্যাটেলিয়নের সেনাদের মাঝে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এদেরকে ইস্তাম্বুল থেকে সেলোনিকায় আনা হয় স্বাধীনতার

www.bjilibrary.com

রক্ষক হিসেবে। বিদ্রোহ শুরু হয় ১২-১৩ এপ্রিলের মধ্যরাতে। অফিসারদের তাদের কক্ষে তালাবদ্ধ করে সৈনিকরা ব্যারাকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং রাজপথে বের হয়ে আসে। বিদ্রোহী সৈনিকরা যখন আয়া সোফিয়া এবং পার্লামেন্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হয় তখন ভিড় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে এবং অন্যান্য সৈনিক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ তাদের সাথে যোগদান করে। শ্লোগান ছিলো শরীয়তের পক্ষে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই বিদ্রোহীরা আয়া সোফিয়ায় পৌঁছেন। তারা পার্লামেন্ট ভবন ঘেরাও করেন এবং তাদের দাবি দাওয়া পেশ করেন। তারা প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, রাজকীয় বাহিনীর কমান্ডার এবং পার্লামেন্ট স্পিকার আহমদ রেজার অপসারণ দাবি করেন। তারা পুরোপুরি শরীয়ত বাস্তবায়ন এবং বহিষ্কৃত কর্মকর্তাদের চাকরিতে পুনঃনিয়োগের দাবি করেন। একই সাথে তারা যে সব সেনা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন তাদের শাস্তি না দেয়ার নিশ্চয়তা চান। এই পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্রোহীরা ভুলে নেতৃস্থানীয় সিইউপি সাংবাদিক হোসেইন জাহিদ মনে করে একজন পার্লামেন্ট সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী মনে করে বিচার মন্ত্রীকে হত্যা করে।

সরকার পদত্যাগ করে এবং সুলতান একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী নিয়োগদান করেন। বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। লুটপাট ও রক্তপাত চলতে থাকে। সিইউপি এবং সিইউপির প্রধান সংবাদপত্রসমূহের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। বিদ্রোহ দমনের কোনো উদ্যোগ নেয়ার পরিবর্তে সামরিক বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কেউ সমর্থন না করা সত্ত্বেও সিইউপি সেলোনিকা থেকে সৈন্য পাঠানোকেই পছন্দ করে। অভ্যুত্থানের খবরে সিইউপির হেডকোয়ার্টার বলে পরিচিত সেলোনিকায় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, স্বাধীনতাই হুমকি স্বরূপ এবং এই অবস্থায় সিইউপি সার্বীয়, বুলগেরিয়া, গ্রীক, মেসিডোনিয়ান এবং আলবেনিয়ানদের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সেনা অপারেশনে নিয়মিত সৈনিকরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ছিলো সশস্ত্র এবং ইস্তাম্বুল যাত্রী।

তারা নগরীর কয়েক কিলোমিটার দূরে সমবেত হন, সেখানে মাহমুদ শেভকেত পাশা তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ২৪ এপ্রিল তারা নগরীর দখল নেন এবং পর দিন সামরিক আইনের প্রজ্ঞাপন জারি করেন। ২৭ এপ্রিল সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তালাল বে অনেক চেষ্টা করে শায়খুল হাদিসের নিকট ব্যর্থ হয়ে দুইজন বিখ্যাত আলেমের নিকট থেকে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত

www.bjilibrary.com

করার ফতওয়া আদায় করতে সক্ষম হন। অপারেশন আর্মি, পার্লামেন্ট ও উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ গোপন সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন সুলতানকে অপসারণ করার জন্য। যদিওবা তারা একটি ঘোষণা প্রকাশ করে যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে রক্ষা করা। উসমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গ ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বৃহত্তর পরিসরে ৩১ মার্চের ঘটনাকে দেখতে হবে।

সুলতান আব্দুল হামিদ এবং তার খিলাফতের কর্মপন্থা ও সকল কূটনৈতিক কৌশল এতদঅঞ্চলে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ তাদের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। সিইউপিতে ম্যাশন এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান তারা ছিলো। যদিও বা পার্লামেন্টে তাদের সমর্থকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। তারা ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী।

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বদিউজ্জামানের আহবান

বদিউজ্জামানের তৎপরতা থেকে বিদ্রোহে তার কী ভূমিকা ছিলো এবং তিনি কিভাবে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন আমরা তা জেনেছি। কোর্টমার্শালে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "৩১ মার্চের ভীতিকর তৎপরতা আমি মাত্র ২/৩ মিনিটের দূরত্ব থেকে দেখেছি। আমি কয়েকটি দাবির কথা শুনতে পাই। আমি বুঝতে পারি অবস্থা খারাপ। আনুগত্য ধ্বংস হয়ে গেছে, শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। এখানে উপদেশ কাজ করবে না। অন্যথায় আমি অন্যান্য সময়ের মতো পরিস্থিতি শান্ত করতে উদ্যোগ নিতাম। কিন্তু তারা অনেক লোক। আর আমার দেশবাসীরা অসতর্ক ও অমনোযোগী। আমার অনাকাঙ্ক্ষিত খ্যাতির জন্য আমি সকলের আকর্ষণের কারণ হতাম।

আমি তিন মিনিটের মধ্যে স্থান ত্যাগ করি এবং বাকিরকয়ে পৌঁছি যাতে যারা আমাকে চিনে তারা যেন এতে অংশ না নেয়। সেখানে যারা ছিলো আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের আহ্বান জানাই তারা যেন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ না করে। আমি যদি বিন্দুমাত্র এর সাথে জড়িয়ে পড়তাম তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত খ্যাতির কারণে তা স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়তো। আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হতাম। আমি জড়িত থাকার বিষয়টির জন্য আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন থাকতো না।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় দিনে আমি সেনাবাহিনীকে আনুগত্যের কথা বলি যা আমাদের জীবনের উৎস। তারা বললো, অফিসারগণ সৈনিক পোশাক পরিধান করেছেন এবং শৃঙ্খলা খুব একটা নষ্ট হয়নি। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম কী পরিমাণ অফিসারকে গুলি করা হয়েছে? তারা আমার সাথে প্রতারণা করলো এবং বললো মাত্র চারজন এবং তারা ছিলেন অত্যাচারী। এটাও তারা বললো শাস্তি হবে শরীয়ত মোতাবেক।

আমি সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারাও অভ্যুত্থানকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, তা যেন আইন সম্মত। আমি একমত ও সন্তুষ্ট ছিলাম এ জন্য যে আমার মূল লক্ষ্য ছিলো শরীয়তের বিধান যেন কার্যকর হয়। কিন্তু এরপরও আমি দারুণভাবে হতাশ ও দুঃখিত ছিলাম এ কারণে যে, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে। অতএব আমি সকল সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখলাম। হে আমার সৈনিক ভাইয়েরা, আপনাদের অফিসারগণ যদি সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে ভুল করে থাকেন তাহলে এই অবাধ্যতার মাধ্যমে আপনারা অন্যায় করেছেন তিন কোটি উসমানীয় এবং তিরিশ কোটি মুসলমানের অধিকার লংঘন করে। আপনাদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করছে ইসলাম এবং উসমানীয়দের সার্বিক ঐক্য ও মর্যাদা। আপনারা বলছেন আপনারা শরিয়ত ব্যবস্থা চান কিন্তু আপনাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে আপনারা শরিয়তের বিরোধিতা করছেন।

আমি তাদের সাহসের প্রশংসা করি কারণ জনমতের মিথ্যা ব্যাখ্যাকারী সংবাদপত্র তাদের কর্মকাণ্ডকে আইন সম্মত হিসেবে দেখিয়েছে। কিছুটা হলেও আমার উপদেশ আমি কার্যকর করতে পেরেছি তাদের মূল্যায়ন করে। কিছুটা হলেও আমিও বিদ্রোহ থেকে তাদের নিবৃত্ত করেছি। অন্যথায় এত সহজে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসতো না।

শুক্রবার দিন আমি অন্যান্য আলেমদের সাথে নিয়ে যুদ্ধমন্ত্রণালয়ের আশেপাশে অবস্থানরত সৈনিকদের নিকট যাই। আমি ৮টি ব্যাটেলিয়নকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে সম্মত করি।

তিনি বলেন, ঐশ্বরিক ঐক্য সৈন্যদের হাতে। তাদের সাহস ও শক্তি নির্ভর করে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার উপর। এক হাজার অনুগত ও সুশৃঙ্খল সেনা এক লাখ বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত সৈন্যের সমান।

www.bjilibrary.com

উপসংহারে তিনি বলেন, আমি বিশ্ববিধানের মহিমা ঘোষণা করছি যে, আনুগত্য হচ্ছে বাধ্যতামূলক। আপনাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন না। সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক। ইসলামী সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক।

বদিউজ্জামান জানতেন যে, ইসলামী বিশ্ব ও ওসমানী খিলাফতের মুক্তির পথ একটাই এবং এ ব্যাপারে ছিলো তার দৃঢ় আস্থা। তার অসাধারণ সাহসিকতা ও দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছে কোর্ট মার্শালে প্রদত্ত তার ভাষণে। এটা ছিলো তার চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি পুনঃবিবৃতি এবং একই সাথে তিনি সিইউপি এবং নিয়মতান্ত্রিকতাবাদের নামে তাদের নতুন স্বৈরাচার ও ৩১ মার্চের ঘটনার প্রেক্ষিতে সুবিচারের নামে প্রতিষ্ঠিত মিলিটারি কোর্টের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও নিন্দা জানান। মিলিটারি কোর্টকে তিনি নিপীড়নের জায়গা হিসেবে বর্ণনা করেন।

মিলিটারি কোর্টগুলো ছিলো ভীষণ ত্রাসোদ্দীপক। যেসব কর্মকর্তা বিচারপতি হিসেবে কাজ করছিলেন তারা ছিলেন উদ্ধত এবং স্বৈরতান্ত্রিক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। যাদেরকে তাদের সামনে বিচারের জন্য হাজির করা হচ্ছিল সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাদের সাজা ঘোষণা এবং দ্রুত তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল। যেদিন বদিউজ্জামানকে বায়েজিদের নিকট সামরিক আদালতে উপস্থিত করা হয়, তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ১৫টি লাশ ঝুলে থাকতে দেখতে পান। শুনানির শুরুতে বদিউজ্জামানকে কতগুলো প্রশ্ন করা হয়।

সামরিক আদালতের সভাপতি খুরশিদ পাশা জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি শরীয়ত চান? যারা শরীয়ত চান তাদেরকে ঐখানে ওভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। বদিউজ্জামানের জবাব ছিলো, আমার যদি এক হাজার জীবন থাকতো আমি তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতাম শরীয়তের একটি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ আমি বিশ্বাস করি, শরীয়ত হচ্ছে উন্নতি, সুখ-শান্তি, সুবিচার ও কল্যাণের উৎস। কিন্তু তাদের মতো নয় যারা বিদ্রোহ করেছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি মুসলিম ঐক্য সংঘের সদস্য? বদিউজ্জমানের জবাব আমি গর্বের সাথে বলতে চাই যে, আমি নগণ্য সদস্যদের একজন। কিন্তু আমাকে দেখান এমন একজন যিনি ধর্মহীন এবং সদস্য নন।

বদিউজ্জামান আদালতকে বলেন, হে পাশা ও কর্মকর্তাবৃন্দ! মর্যাদাবান ও সাহসী ব্যক্তিগণ অপরাধের নিকট মাথা নত করেন না। তাদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ আনা হয় তারা শাস্তির ভয় করেন না। যদি আমাকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

www.bjilibrary.com

হয় তাহলে আমি দুই শহিদের পুরস্কার পাবো। আর আমি যদি কারাগারে থাকি সম্ভবত স্বৈরসরকার যাদের স্বাধীনতা কথায় সীমাবদ্ধ তাদের কারাগার সবচাইতে আরামদায়ক। নিপীড়কের জীবন থেকে নির্যাতিতের মৃত্যু অনেক ভালো।

বদিউজ্জামানের দীর্ঘ আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রদত্ত বক্তব্যে তার বিরুদ্ধে আনীত ১১টি 'অপরাধের' জবাব দেন। এ সবই ছিলো স্বাধীনতার নয় মাসব্যাপী ইসলাম ও শাসনতন্ত্রের পক্ষে তার প্রধান কার্যক্রম। তিনি কেন বা কী কারণে মুসলিম ঐক্য সংঘে যোগদান করেছিলেন এবং বিদ্রোহ চলাকালে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেন। এসব কিছুর মধ্যে তিনি যে ভালো কাজটি করেন তাহলো, আমি স্বৈরতন্ত্রের শক্ত বিরোধিতা করি। কারণ এই স্বৈরতন্ত্র মানুষের সকল উদ্দীপনা এবং আনন্দকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং বর্ণবাদের উত্থান ঘটায়। আমি সত্যিকারের নিয়মতান্ত্রিকতাবাদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি মনে করি, নিয়মতান্ত্রিকতাবাদের শত্রু হচ্ছে তারা যারা নিয়মতান্ত্রিকতাকে ইসলামী শরীয়তের বিপক্ষে উপস্থাপন করে।

"আমি শরীয়তের মাধ্যমে মুসলিম জাতির সেবা করতে পারি। কিন্তু তোমরা তা ধ্বংস করেছ। আমার রয়েছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত খ্যাতি। আমি আমার উপদেশের মাধ্যমে জনগণের জন্য তা কার্যকর করে তুলি। আমার এই অস্থায়ী জীবন যা আমার জন্য ক্লান্তিকর। আমি কি জাহান্নামে যাবো যদি আমি ফাঁসিকাষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বা অসন্তুষ্ট হই! আমি কি মানুষ বলে গণ্য হবো! যদি আমি হাসতে হাসতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে না পারি! আপনি আমাকে পরশপাথরে নিক্ষেপ করুন। আপনি যদি তাদের পরশপাথরে নিক্ষেপ করেন তাহলে আমি বিস্মিত হবো যে তাদের কতজন থেকে প্রতিধ্বনি শোনা যায়! যদি নিয়মতান্ত্রিকতার অর্থ হয় একদলীয় স্বৈরাচার এবং তা ইসলামী শরিয়তের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিনজাতি সাক্ষ্য যে আমি একজন প্রতিক্রিয়াশীল।

বদিউজ্জামান ৩১ মার্চের ঘটনা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, ইসলামী শরীয়ত ও তার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেবার চেষ্টা করেন। কারণ শুরু থেকেই সংবাদপত্র এসব বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। বিদ্রোহের যে সাতটি প্রধান কারণ তিনি পেশ করেন তা যথাযথভাবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আদালতকে লক্ষ্য করে বলেন, পাশা ও

www.bjilibrary.com

অফিসারবৃন্দ এখন আমি আমার অপরাধের জন্য শাস্তি চাই এবং আমার প্রশ্নের জবাব চাই। এই বলে তিনি এগারটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যারা বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে তাদের অধিকাংশই দোষী নন বরং সিইউপি শাসনের অন্যায় অবিচারই ছিলো বিদ্রোহের জন্য দায়ী। এই সব প্রশ্নের ফলে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

তার বক্তব্যের শেষ দিকে বদিউজ্জামান বলেন, তার সংবাদপত্রে লেখা সকল নিবন্ধে তিনি যা লিখেছেন তার উপর চূড়ান্তভাবে দৃঢ়তা পোষণ করেন। তাকে মহানবী (স)-এর সময়ের আদালতে হাজির করা হোক আর তার তিনশত বছর পর কোনো আদালতে যা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন সাজে সজ্জিত তাতে কিছু যায় আসে না তার ব্যাপারে বিষয়টা সম্পূর্ণ একই রকম। সত্য পরিবর্তিত হয় না, সত্য সত্যই।

আশংকা করা হয়েছিলো যে, সামরিক আদালত বদিউজ্জামানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিবে। কারণ সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য আদালত গুপ্তচর এবং অভিযুক্তকারীদের উপরই নির্ভরশীল ছিলো। অবশ্য বদিউজ্জামান আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, বর্তমানের গুপ্তচরগণ আগেকার লোকদের চাইতে খারাপ। কি করে তাদের কথা বিশ্বাস করা যায়? কিভাবে তাদের কথার উপর ভিত্তি করে সুবিচার হতে পারে? তার বেকসুর খালাস সম্পর্কিত আদালতের রায় শোনার পর বদিউজ্জামান কোনো কৃতজ্ঞতা জানাননি। তিনি ঘুরে দাঁড়ান এবং গোজা আদালত ভবন ত্যাগ করেন এবং পায়ে হেঁটে বায়েজিদ থেকে সুলতান আহমেদ পর্যন্ত যান যেখানে বিশাল জনতা সমবেত ছিলো। মুক্ত বদিউজ্জামানকে পেয়ে গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে জনতা তাকে অভিনন্দন জানায়। সেই সাথে তারা শ্লোগান দিতে থাকে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে।

৩১ মার্চের ঘটনাকে বদিউজ্জামান বর্ণনা করেছে 'বিরাট বিপর্যয়' হিসেবে। সিইউপির ভূমিকা এ ব্যাপারে যাই থাকুক না কেন এটা তাদের জন্য এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল যা তারা কামনা করছিল। প্রথমে তারা তাদের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা সুলতান আব্দুল হামিদকে অপসারণ করে। বিদ্রোহের পর পরই সিইউপি প্রকাশ্যে এসে যায় এবং একটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর তার বিরোধী দলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে, সুলতানের ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রের উপর তাদের শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ বছরই এমন কিছু পদক্ষেপ নিল যাতে জনগণের স্বাধীনতা সুলতান আব্দুল হামিদের সময় থেকে

www.bjilibrary.com

অনেকখানি বেশি খর্ব করা হলো। মুসলিম ঐক্য সংঘের কাজ বন্ধ করে দেয়া হলো, যদিও সামরিক আদালতের রায়ে ঐক্য সংঘের সদস্যদের অনেকের ফাঁসিকাষ্ঠে জীবনাবসান হয়েছিল।

সংক্ষিপ্তকাল ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাকচিক্যের নগরী ইস্তাম্বুলের ব্যাপারে বদিউজ্জামানের মোহ মুক্তি ঘটে। এই সময় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নিজস্ব পূর্বাঞ্চলের দিকে। তিনি লিখেন, তথাকথিত সভ্যতা যদি মানুষের জন্য অমর্যাদাকর, নির্দয় প্রতিশোধমূলক, শয়তানি, কূটতর্কমূলক এবং ধর্মের প্রতি অবমাননামূলক হয় তাহলে এ ধরনের সভ্যতার প্রাসাদের চাইতে আমি কুর্দিস্থানের উঁচু পাহাড়ের তাঁবুতে বসবাসকেও পছন্দ করবো। যেখানে আমি ভোগ করবো সম্মানজনক সর্বাত্মক স্বাধীনতা। আমি মনে করি লেখকদের আচরণ হওয়া উচিত সুসাহিত্যসুলভ কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি কিছু সংবাদপত্র ঘৃণাবিদ্বেষ ছড়ায়। এটাই যদি মানুষের আচরণ হয় এবং এভাবেই জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয় তাহলে আমি সেই শিক্ষা ও সাহিত্য প্রত্যাখ্যান করি। এর মধ্যে আমার কোনো অংশীদারিত্ব নেই। এই ধরনের সংবাদপত্রের পরিবর্তে উঁচু পর্বতমালা এবং মাতৃভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অধ্যয়ন করে সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রচেষ্টা চালাব। হ্যাঁ, আমি বন্য জীবনকে তথাকথিত এই সভ্যতার জীবন থেকে বেশি পছন্দ করব যে সভ্যতা স্বৈরতন্ত্র, বঞ্চনা এবং অমর্যাদার সাথে মিশে গেছে। এই সভ্যতা ব্যক্তিকে পরিণত করে অনৈতিক চরিত্রহীন, নিঃস্ব প্রাণীতে। পক্ষান্তরে সত্যিকারের সভ্যতা মানুষকে উন্নতি ও সমৃদ্ধিদান করে এবং মানুষের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। এক্ষেত্রে সভ্যতা অর্জনের অর্থ হচ্ছে মানবতার বিকাশ। দীর্ঘজীবী হোক ইসলামী শাসনতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোক প্রজ্বলিত স্বাধীনতা, যার দীক্ষা আমরা পেয়েছি শরী'আতের বাস্তব নির্দেশনায়।

ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতাই হবে বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ

মুক্তি পাওয়ার পর বদিউজ্জামান খুব বেশি সময় ইস্তাম্বুলে অবস্থান করলেন না। তিনি তার ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ সাগরের পথে পূর্বাঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এটা ছিলো ১৯১০ সালের বসন্তকাল। পথে ইনেবলু নামক স্থানে তার নৌযান যাত্রা বিরতি করল। এ শহরে তার পদার্পণ উপলক্ষে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বদিউজ্জামানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন। ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন এই এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি হাজী জিয়া এবং অন্যান্যরা। তার নৌকাটি যখন ইনেবলু শহর ত্যাগ করে তখন বিপুল সংখ্যক লোক তার সহযাত্রী হন।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান এ সম্পর্কে জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিস এ যা ঘটেছিল তিনি নিজে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। বদিউজ্জামান শেখসানান ত্যাপেশী নামক বিখ্যাত পর্বতের চূড়ায় উঠলেন। কুরা নদীর তীরে তিফলিস শহরের এই উপত্যকা থেকে চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করা যেত। বদিউজ্জামান স্থির দৃষ্টিতে যখন এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন তখন একজন রাশিয়ান পুলিশ তার দিকে এগিয়ে আসে এবং জিজ্ঞাসা করে "আপনি কেন এত মনোযোগের সাথে এই ভূমি পর্যবেক্ষণ করছেন?" বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, আমি আমার মাদ্রাসার পরিকল্পনা করছি।

আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
আমি বিৎলিস থেকে এসেছি।
কিন্তু এটাতো তিফলিস।

বিৎলিস তিফলিসের একটি ভাই। বিস্মিত হয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, এতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন?

বদিউজ্জামান বললেন, তিনটি আলো একটার পর এক প্রজ্বলিত হওয়া শুরু করেছে এশিয়া ও ইসলামী বিশ্ব থেকে। আর তোমাদের জন্য অন্ধকারের তিনটি স্তর দূরীভূত হবে একটার পর একটা। এই স্বৈরতন্ত্রের পর্দা সরে যাবে, সংকুচিত হবে। একদিন আমি আসবো এবং আমি নির্মাণ করবো আমার মাদরাসা। এতে পুলিশ লোকটা আরও বিস্মিত হলেন। আমি তোমার জন্য দুঃখিত। আমি আশ্চর্যান্বিত যে, এমন আশাও তুমি পোষণ করতে পার। বদিউজ্জামান জবাবে বললেন, "তোমার বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারায় আমি খুব আশ্চর্যান্বিত। তুমি কি মনে কর এই শীত অব্যাহত থাকবে? প্রত্যেক শীতের পরে আসে বসন্ত এবং প্রতিটি রাতের পরে আসে দিন।"

"কিন্তু ইসলামী বিশ্ব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।" বদিউজ্জামান বললেন, তারা এখন পড়াশুনা করছে। এটা হলো এ রকম যে, ভারত-ইসলামের সুযোগ্য পুত্র-সে এখন ব্রিটিশ হাইস্কুলে অধ্যয়ন করছে। মিশর ইসলামের এক চতুর সন্তান-এটা ব্রিটিশের সিভিল সার্ভেন্ট স্কুল থেকে পাঠ নিচ্ছে। ককেশিয়া এবং তুর্কীস্থান ইসলামের বীরসন্তান। তারা এখন রাশিয়ার War একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং আরও অনেক কিছু। আপনি দেখুন ইসলামের এইসব সুযোগ্য সন্তানরা তাদের ডিগ্রি লাভ করার পর তারা এক একটি মহাদেশের নেতৃত্ব দিবে এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত করবে।

www.bjilibrary.com

এই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান থেকে বদিউজ্জামান এর কী বার্তা ছিলো পূর্ব আনাতলিয়ার জনগণের জন্য পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এর আগের প্রদত্ত "ভবিষ্যতের উদ্দীপনা ও আশা" শীর্ষক তার বিখ্যাত দামেস্ক অভিভাষণের মাধ্যমে।

ইস্তাম্বুলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বদিউজ্জামানের হতাশা সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ব্যাপারে তার আস্থা ছিলো অনড়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং তুর্কী খেলাফতের উন্নতি এবং ঐক্যের মাধ্যমে সুরক্ষা পাবে। আমরা যদি বদিউজ্জামানের ভাষণসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব বদিউজ্জামান ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, সমস্ত আলামত থেকে এটা পরিষ্কার যে, ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতাই হবে বিশ্ববাসীর ভবিষ্যৎ। অধিকাংশ মানুষই ইসলাম গ্রহণ করবে এবং ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যখন যুক্তি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রাধান্য বিস্তার করবে সেই সময়টা অবশ্যই আল-কোরআন এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পাবে।

পূর্ব আনাতলিয়ার গোত্রসমূহের মাঝে বদিউজ্জামান

বদিউজ্জামান ১৯১০-এর বসন্তকালে পূর্ব আনাতলিয়ায় সফর করে কাটান। "পাহাড় ও সমতল ভূমির একটি মাদরাসা" সম্পর্কে তিনি লিখেন, "আমি জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠদান করি। তিনি লক্ষ্য করেন যে, সাধারণভাবে বিষয়বস্তু বুঝা কঠিন এবং বিভ্রান্তিকর। সুতরাং তিনি জনগণকে পরামর্শ দেন প্রশ্ন করতে এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি জনগণকে শিক্ষিত এবং সজাগ করে তুলতেন। পরবর্তীকালে তিনি এ সবের সংকলন করেন এবং তুর্কী ভাষায় ১৯১৩ সালে মুনাজারাত বা বিতর্ক শিরোনামে প্রকাশ করেন। তিনি আরবিতেও রিসাতেতুল আওয়াম, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবস্থাপত্র শিরোনামে আর একটি সংস্করণ তৈরি করেন। এতে স্বাধীনতা, নতুন শাসক গোষ্ঠী, এর বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোত্রের নেতাদের পরিণতি সম্পর্কে অনেক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এসব জবাব বদিউজ্জামানের চিন্তাধারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার জ্ঞানের গভীরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় সৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে করার সুযোগ নেই। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় দিক উল্লেখ করব। তিনি কিভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন, কিভাবে জনগণ জেগে উঠেছিল! স্বতন্ত্র ও স্বশাসিতভাবে উদ্যোগটি এবং আত্মত্যাগী মুসলিম জাতির একজন সদস্য হিসেবে এখানে একটি বিষয়

www.bjilibrary.com

আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকা সঠিক হবে না তা হচ্ছে এই যে, বদিউজ্জামান এই সংগ্রামে নিজেকেও নিষ্কৃতি দেননি অথবা তিনি এটাকে কলমের মধ্যে বা তাত্ত্বিকভাবে সীমিত রাখেননি। কলমযুদ্ধ বা তাত্ত্বিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তার চিন্তাধারা তিনি ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বিস্তৃতি করেছেন এবং পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে তার পরিকল্পনার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছেন। এখন তিনি তার নিজ বাসস্থানে ফিরে এসেছেন এবং পশ্চাৎপদ, বন্য, পাহাড়ি এই অনুন্নত এলাকায় কাজ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে তিনি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চাচ্ছিলেন যে, মানুষগুলো নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন আর এরাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা।

জনগণের প্রশ্নের জবাবেও বদিউজ্জামান স্বৈরাচার ও নিয়মতান্ত্রিকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং বিরাট কল্যাণ ও উপকারিতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তারা এখনও কেন তা দেখতে পাচ্ছেন না। বদিউজ্জামান জবাবে বলেন, "সমস্যাটা হচ্ছে- অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অভ্যন্তরীণ শত্রুতা এবং সভ্যতার অভাব। তিনি যেটা সুস্পষ্ট করেন তা হলো– দায়দায়িত্ব তাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি শুধুমাত্র তাদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অলসতা পরিত্যাগ করতে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

'আপনারা যদি চান নিয়মতান্ত্রিকতা দ্রুত এসে পৌঁছুক তাহলে শিক্ষা ও গুণাবলির মাধ্যমে একটি রেলপথ নির্মাণ করুন, যে পথে অর্জিত হবে কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা এবং বপন করা যাবে প্রগতির বীজ এবং অল্প সময়ের মধ্যে মোকাবেলা করা যাবে বাধা বিপত্তিসমূহ এবং রেলপথ আপনাকে জানাবে অভিবাদন। যা হোক, এই রেলপথ নির্মাণ আপনি যত ত্বরান্বিত করতে পারেন ততটা তীব্র গতিতেই তা পৌঁছবে।'

অমুসলিমদের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন

উপজাতীয়গণ আর্মেনিয়ান এবং সাধারণভাবে সকল অমুসলিমদের ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন করে। বিশেষ করে সংবিধান অনুযায়ী তাদের সমান অধিকার লাভের সাথে ইসলামী শরীয়তের সাযুজ্য সম্পর্কে তারা জানতে চায়। বিষয়টির সার্বজনীন সম্পৃক্ততা আরও সুস্পষ্ট করার জন্য বদিউজ্জামানের আলোকিত ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্নটি বিবেচনা করার মানে একথাও স্মরণ করা উচিত যে, আর্মেনিয়ানগণ সন্তোষজনকভাবে তুর্কি সাম্রাজের অংশ হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাস করে আসছে এবং জাতীয়তাবাদী

www.bjilibrary.com

চেতনার উত্থান সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রেখেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের পর রাশিয়ানদের সমর্থনে ব্রিটিশরা তুর্কী সাম্রাজ্যকে আরও ছিন্নভিন্ন করতে আর্মেনিয়ানদের সন্ত্রাসীবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের উস্কানি প্রদানের নীতি আরও জোরদার করে বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয় প্রধানত: প্রপাগান্ডার জন্য। আর্মেনিয়ানরা চাইতো মুসলমানরা যাতে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করে যার ফলে আক্রমণের শিকার নির্দোষ ও নিরীহ আর্মেনিয়ানদের পক্ষে ইউরোপীয় সহমর্মিতা তারা পেতে পারে। ইউরোপ যাতে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয় এবং পূর্ব আনাতোলিয়ায় আর্মেনিয়ানদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পায়, এর মাধ্যমে যাতে রাশিয়া ও ব্রিটেনকেও তুরস্কের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করানো সম্ভব হয়।

বদিউজ্জামানের নিকট স্বাধীনতার সংজ্ঞা জানার পর উপজাতীয়গণ তা গ্রহণ করলো একটি ভালো জিনিস হিসাবে কিন্তু বললো, গ্রীক ও আর্মেনিয়ানদের স্বাধীনতাটা তাদের নিকট খারাপ মনে হচ্ছে এবং এ জন্য তারা চিন্তিত। বদিউজ্জামানের মতামত তারা জানতে চাইল। বদিউজ্জামানের জবাব- প্রথমত: তাদের স্বাধীনতা হচ্ছে তাদের শান্তিতে বসবাস করতে দেয়া এবং তাদের উপর অত্যাচার না করা। এটাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ। তোমাদের অতি উৎসাহ ও খারাপ যুক্তির মোকাবিলায় তাদের আক্রমণের চাইতে এটা বেশি এবং তোমাদের অজ্ঞতা থেকে তারা লাভবান হবে।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে বদিউজ্জামান কুর্দীদের বুঝাতে চাচ্ছিলেন, পরিস্থিতিতে তারা পড়েছেন সেটাই তাদের বড় শত্রু। তিনি বলেন, আমাদের শত্রু হচ্ছে অজ্ঞতা, তার সন্তান হলো দারিদ্র্য ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ। আর্মেনিয়ানগণ আমাদের বিরোধিতা করেছে ঘৃণার সাথে এবং তারা তা করেছে উল্লেখিত তিন দুষ্টশক্তির নেতৃত্বে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বদিউজ্জামান

বদিউজ্জামানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো ভবিষ্যতের দিকে। সময়টা ছিলো ইসলামী বিশ্বের পরাজয়ের। সময়টা পশ্চাৎপদতা ও অন্ধকারের। তিনি জানতেন যে, বসন্ত আসবে। ফিরে আসবে সুখ-সমৃদ্ধি, প্রগতি এবং মানব সভ্যতায় সোনালি যুগ। এটা ছিলো জীবনের প্রত্যাবর্তন। দৃশ্যমান হবে আলোর ঝলক এবং জীবনের প্রতীক। বদিউজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই স্বচ্ছ ছিলো যে এই পরিস্থিতি আত্মস্থ করতে উপজাতীয়দের অনাগ্রহে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন।

www.bjilibrary.com

তিনি তার এই অধৈর্যের প্রকাশ করেছেন তার সমসাময়িকদের নিকট। কেন বিশ্বটা হবে সবার জন্য অগ্রগতির বিশ্ব এবং আমাদের জন্য হবে অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতার। সেটাই কি ব্যাপার? দেখুন! আমি আপনাদের প্রতি আর কিছু বলতে চাই না। আমি ফিরে যাচ্ছি, আমি কথা বলবো ভবিষ্যতের লোকদের জন্য।"

হে সৈয়দ, হামজা, ওমর, ওসমান, তাহির, ইউসুফ আহমদ, আর যারা লুক্কায়িত আছেন! তিন শতাব্দীর কালের অন্তরালে নীরবে মনোনিবেশের মাঝে শুনুন আমার কথা, আমাদের দেখুন গোপন, অদৃশ্য, স্থির দৃষ্টিতে। আমি আপনাদের বলছি। আপনাদের মাথা উঁচু করুন এবং বলুন, আপনারা সঠিক। একথা বলাটা হবে আপনার দায়িত্ব। আমার সমসাময়িক যারা আছেন তারা যদি না চান তাহলে তারা না শুনুন। আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি বেতার যন্ত্রের সাহায্যে, যে বেতার বিস্তৃত আছে ইতিহাস নামক উপত্যকা থেকে উন্নীত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। আমার কী করা উচিত। আমার তাড়া ছিলো, আমি এসেছিলাম শীতকালে কিন্তু তোমরা আসবে বেহেস্তের মতো বসন্তে। যে আলোর বীজ আজ রোপণ করা হলো তা ফুল হয়ে উঠবে তোমাদের মাঝে। আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো আমাদের খেদমতের প্রতিফল পাওয়ার জন্য। তোমরা যখন আমাদের কবরের পাশ দিয়ে যাবে, রেখে যাবে বেহেস্তসম বসন্তের কিছু উপহার। ভ্যান নগরীর দুর্গে যা আমার মাদরাসায় কবরের পাথর এবং বিভীষিকাময় বিশ্বের জিম্মাদার। আমরা সেই জিম্মাদারকে হুঁশিয়ার করবো, ডাকো, তোমরা সেই চিৎকার শুনতে পাবে- সুস্বাস্থ্য তোমাদের জন্য!

এবং তারা যদি চায়, যেসব শিশু আমাদের সাথে দুধ খেয়েছে এই কালের বুক থেকে এবং যাদের চক্ষু অতীতকে দেখতে পায়, যাদের কল্পনাশক্তি অবাধ্য ও বৈরী তাদের জন্য এই বইয়ের সত্যগুলো অলীক কল্পনা ও প্রতারণা হোক। কারণ, আমি জানি তোমাদের জন্য এই বইয়ের বিষয়গুলো সত্য প্রমাণিত হবে।

হে আমার শ্রোতা বন্ধুগণ, অবশ্যই আমি চিৎকার করছি। আমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মিনারের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি তাদেরকে মসজিদের দিকে ডাকছি চিন্তাধারার দিক থেকে যাদের অবস্থান অতীতের গভীরতম উপত্যকায়।

হে ইসলাম ত্যাগকারী দু'পায়ের দুর্গত ভ্রাম্যমাণ সমাধি নতুন প্রজন্মের দ্বারপ্রান্তে থেমে যেও না। কবর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাতে আশ্রয় গ্রহণ করো। নতুন প্রজন্মকে সম্ভাষণ জানাও যারা মহাবিশ্বের উপর ইসলামের বাস্তবতাকে সমুন্নত করবে।

www.bjilibrary.com

দামেস্কের ভাষণ

১৯১০ সালের শরতে তিনি দক্ষিণাঞ্চল সফরে যান। বসন্ত আসা পর্যন্ত আরব ভূমিতে একটি শীতকালীন সফর করে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখলেন। ১৯১১ সালের প্রথম দিকেই তিনি দামেস্কে যান। সেখানে তিনি সালাহিয়া ডিস্ট্রিক্টে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে দামেস্কের আলেমদের পীড়াপীড়িতে তিনি উমাইয়া মসজিদে তার বিখ্যাত দামেস্ক অভিভাষণ প্রদান করেন। বদিউজ্জামানের খ্যাতি ছিলো উল্লেখ করার মতো। ফলে একশত আলেমসহ দশ সহস্রাধিক শ্রোতা সমবেত হন সেই ঐতিহাসিক ভবনে বদিউজ্জামানের ভাষণ শোনার জন্য। তার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ পরবর্তী সময়ে এক সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্যের তুলনায় ইসলামী বিশ্বের তখনকার পশ্চাৎপদতা, ইউরোপীয় শক্তির নিকট মুসলমানদের পদানত হওয়া এবং বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের হতাশা ও অসহায়ত্ব বিবেচনা করলে বদিউজ্জামানের উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপনাময় এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। এটা বুঝা কোনো কষ্টকর ব্যাপার নয় যে, কুরআন এবং ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বদিউজ্জামানের আশাবাদ ও যুক্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণী কেনো জনমনে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ভাষণটি ছিলো কুরআন মাজীদ থেকে নেয়া ৬টি শব্দ যা ছয়টি কঠিন রোগের প্রতিষেধক। বদিউজ্জামান ইসলামী বিশ্বের সমৃদ্ধি অর্জনের প্রতিবন্ধক ঐ রোগসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রদান করেন।

মানুষের সামাজিক জীবনের বিদ্যায়তন থেকে আমি এই শিক্ষাটি নিয়েছি এবং আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, কোন্ বিষয়গুলো ইউরোপীয়দের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছে পক্ষান্তরে কোন্ বিষয়গুলো মুসলিম বিশ্বকে পেছনে ফেলে রেখেছে। মুসলমানদের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এই ৬টি ভয়ানক ব্যাধি আমি চিহ্নিত করেছি। প্রথমতঃ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে হতাশা বৃদ্ধি এবং নৈরাজ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সত্যবাদিতার মৃত্যু। তৃতীয়তঃ শত্রুতার প্রতি ভালোবাসা। চতুর্থতঃ বিশ্বাসীদের পরস্পরের আলোকোজ্জ্বল বন্ধন সম্পর্কে অজ্ঞতা। পঞ্চমতঃ স্বৈরাচারিতা যা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ষষ্ঠতঃ ব্যক্তিগত হিতকর বিষয়ে প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হয়ো না" এই আয়াত এবং "আমি সৎগুণাবলির পরিপূর্ণতার জন্য এসেছি" এই হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ভাষণের ৬টি শব্দের থিম এখান থেকে নেয়া হয়েছে। প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'আশা'। ইসলামী বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের আশাবাদ এবং দৃঢ় বিশ্বাস– ভবিষ্যৎ ইসলামের এবং এককভাবে ইসলামের এবং কুরআনের সত্যতা ও বিশ্বাসই সার্বভৌম। তার যুক্তির ভিত্তি হলো, ইসলামের সত্যতা বস্তুগত ও নৈতিক উন্নয়ন লাভে সক্ষম। ১৯০৫ সালে জাপানি সেনাবাহিনীর কমান্ডার যিনি রাশিয়াকে পরাজিত করেছিলেন তার বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বদিউজ্জামান বলেন-

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ইসলামের সত্যতার তুলনায় মুসলমানরা সভ্যতা ও প্রগতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই শক্তি নিয়েই তারা সক্রিয় হয়েছে। ইতিহাস এটাও প্রমাণিত করেছে যে, তারা বর্বরতায় নিপতিত হয়েছে এবং তাদের পতন এসেছে। বিপর্যয় ও পরাজয় এসেছে বিভ্রান্তি এবং ইসলামের প্রতি অবিচল দৃঢ়তার অভাবের কারণে। অন্য ধর্মের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিহাস দেখিয়েছে যে, সভ্যতা ও প্রগতিতে যারা অগ্রসর হয়েছে ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তার অভাবের তুলনায় তারাও পতনের মুখোমুখি হয়েছে। অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের অগ্রগতি লাভের ক্ষমতা আছে। সত্যিকারের সভ্যতা অর্জনের যা কিছু প্রয়োজন ইসলাম তার সবটাই ধারণ করতে পারে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ একজন অমুসলিমের কিন্তু তিনি একজন জাপানি। সাংবিধানিক ব্যবস্থার সমর্থক হিসাবে জাপানিরা পশ্চিমাদের থেকে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছে তাদের প্রগতি ও সভ্যতার পথের অভিযাত্রায়। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে সংরক্ষণ করেছে। বদিউজ্জামান বলেন, ইতিহাস সাক্ষী যে, যুক্তির শক্তির উপর ভিত্তি করে মুসলমানরা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে কিছু কারণ ও যুক্তিতর্ক এবং প্রমাণাদির ফলে অন্য ধর্মের অনুসারীগণ ক্রমান্বয়ে ইসলামের নিকটে আসছেন এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছেন।

আমরা যদি আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের সত্যতার সঠিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতাম তাহলে সন্দেহাতীতভাবে অন্যধর্মে বিশ্বাসীগণ এবং তাদের গোটা সম্প্রদায় এমনকি গোটা অঞ্চল, রাষ্ট্র, বিশ্বজাহান ইসলামের সুশীতল আদর্শের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করতো।

আধুনিক মানস সত্যিকারের ধর্মের সন্ধান করছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পাশাপাশি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও সংঘাতের ঘটনাবলির কারণে এই শতাব্দীর মানুষের

www.bjilibrary.com

মধ্যে মহাসত্যের সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। মানুষ এ কারণেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। মানুষের মধ্যে জাগৃতি এসেছে এবং মানুষ উপলব্ধি করছে– মানবতার সত্যিকারের প্রকৃতি এবং তার পরিণতি সম্পর্কে। অসংখ্য দুর্যোগ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তির মোকাবিলায় একমাত্র যা থেকে মানবতা সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারে তা হচ্ছে ধর্ম। মানবতার জাগরণে সাহায্য করতে পারে এমন আর কোনোকিছু থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। মানব জাতি, দেশ ও রাষ্ট্র সবই আজ উপলব্ধি করা শুরু করেছে যে, "মানবজাতির আসল প্রয়োজনটা কী?" বদিউজ্জামান বলেছেন, কুরআন বারবার মানব জাতিকে সতর্ক করেছে, মানবজাতির প্রকৃত এই প্রয়োজন সম্পর্কে। মানুষকে তার বুদ্ধিবৃত্তি কাজে লাগাতে হবে। নিজের জীবন ও অতীতের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কুরআনের সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি উপসংহার টেনেছেন, ভবিষ্যতে কুরআনই টিকে থাকবে।"

"আমরা মুসলিমগণ কুরআনের ছাত্র। আমরা কুরআনের যুক্তির অনুসারী, যুক্তির চিন্তা এবং হৃদয় দিয়ে আমরা বিশ্বাসের সত্যতার প্রতি আবেদন জানাই। অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মনেতাদের মতো অনুকরণপ্রিয়তা দিয়ে আমরা যুক্তি প্রমাণ পরিত্যাগ করি না। সুতরাং ভবিষ্যতে যখন হেতু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বহাল থাকবে সে সময়টা অবশ্যই কুরআন প্রাধান্য অর্জন করবে।

যে কালো পর্দা ইসলামের সূর্যকে গ্রাস করেছিল, মানবজাতিকে আলোকিত করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল তা অপসৃত হওয়া শুরু হয়েছে। ১৯১১ সালে সূর্যোদয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট হচ্ছিল। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, সত্যিকারের ঊষার সূচনা হয় ১৯৫১ সালে যখন অনেকগুলো মুসলিম দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সেটাও যদি মিথ্যা ঊষা হয় তাহলে ৪০/৫০ বছরের মধ্যে অবশ্যই সত্যিকার ঊষা আসবে। এ ব্যাপারে তার মধ্যে খুবই দৃঢ়তা ছিলো। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা নিম্নরূপ:

প্রথম তিনটি প্রতিবন্ধকতা হলো: ১. ইউরোপীয়দের অজ্ঞতা, ২. সে সময় তাদের বর্বরতা ৩. তাদের ধর্মদ্রোহিতা। জ্ঞান ও সভ্যতার গুণে এই তিনটি প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করা হয়েছে এবং এসব বাধা দূর হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম প্রতিবন্ধকতা হলো, ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রাধান্য এবং একক ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা এবং ইউরোপীয়রা তা মানে এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এ দুটো বাধাও দূর হওয়া শুরু হয়েছে মানুষের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান ও

www.bjilibrary.com

স্বাধীনতার ধারণার উৎকর্ষ লাভের ফলে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে স্বৈরাচার যা আমাদের মধ্যে আছে এবং ইসলামী শরিয়তের বিরোধিতা করার ফলে আমাদের যে অধঃপতন ও নৈতিক বিপর্যয় হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো স্বৈরাচার এখন অনেকটাই ভীত সন্ত্রস্ত এবং আগামী ৩০/৪০ বছরে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পতনের দিকেই এগিয়ে যাবে। আশা করা যায়, আল্লাহর ইচ্ছায় এই দুটো বাধাও ভবিষ্যতে অপসারিত হবে। ৮ম প্রতিবন্ধকতা হলো, আধুনিক বিজ্ঞান ইসলামের সত্যতার বিরোধী এ ধরনের কাল্পনিক বিভ্রান্তি। অতীতে এ ধারণাটা ছিলো। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অনেকেই ইসলামের বিরোধিতা করেছেন এর সঠিক অর্থ না বুঝে। সত্য জানার পর খুব শক্তিশালী মতের অধিকারী দার্শনিকও আত্মসমর্পণ করবেন দ্বিধাহীনভাবে।

বদিউজ্জামান এই পর্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্কটিশ দার্শনিক টমাস কার্লাইল এবং প্রুশিয়ার যুবরাজ বিসমার্কের (১৮১৫-১৮৯৮) বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন। তারাও স্বীকার করেছেন, ইসলাম ও কুরআনের সত্যতা যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রত্যাদেশ। বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে শেখ বাহিদের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেন, "ইউরোপ ও আমেরিকা ইসলামের সাথে গর্ভধারণ করেছে। একদিন তারা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্ম দিবে। ঠিক যেভাবে উসমানীয়রা ইউরোপের সাথে গর্ভধারণ করে একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে।

হে আমার ভাইয়েরা, আজকের এই উমাইয়া মসজিদে আছেন এবং অর্ধশতাব্দী পর ইসলামী বিশ্বের মসজিদে থাকবেন তারা জেনে রাখুন, ভবিষ্যতে একমাত্র ইসলামই সত্যিকারের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শাসন নিশ্চিত করবে এবং মানবজাতিকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তির দিকে আহ্বান জানাবে। খ্রিস্টবাদ কুসংস্কার ও বিকৃত বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কুরআনের অনুসরণ করে ইসলামের সাথে মিলে যাবে। বদিউজ্জামান বলেন, কুরআন মানুষকে অগ্রগতির নির্দেশ দেয় এবং অগ্রগতি অর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। মহানবী (স)-এর অলৌকিকতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রগতির মাধ্যমে ঐসব অলৌকিক ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তা অর্জন করতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আসুন, কাজ করুন, অলৌকিক ঘটনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। যেমন সোলাইমান (আ) দুই মাসের ভ্রমণের পথ একদিনেই পাড়ি দিতেন, ইসা (আ) যেমন কঠিন রোগের চিকিৎসা করতে পারতেন সে রকম জটিল রোগের জন্য প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য কাজ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ভবিষ্যতে ইসলামের বস্তুগত অগ্রগতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী পাঁচটি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। প্রথম- ইসলামের বাস্তবতা। দ্বিতীয়- একটি তীব্র চাহিদা যা সভ্যতা ও শিল্পের আসল প্রভু এবং সেই সাথে চরম এবং মেরুদণ্ড ভাঙ্গা দারিদ্র্য। তৃতীয়- শরীয়তসম্মত স্বাধীনতা। চার-সাহসিকতা বা বিশ্বাসের শৌর্য। পাঁচ- ইসলামের সৌরভ যা মহান আল্লাহর বাণী সমুন্নত করে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ইসলামের যে ক্ষমতা রয়েছে তার মাধ্যমে সভ্যতার সদগুণাবলি প্রাধান্য বিস্তার করবে, ধরাপৃষ্ঠ পরিচ্ছন্ন হবে, আবর্জনা মুক্ত হবে এবং বিশ্বশান্তি নিশ্চিত হবে। এশীয় সভ্যতার শক্তিশালী আলামত ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ করে বদিউজ্জামান বলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল লোভ, যৌনতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নির্যাতনের মতো নেতিবাচক গুণাবলির উপর। সদগুণাবলি ও পথনির্দেশনার পরিবর্তে খারাপ গুণসমূহই ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রধান্য বিস্তার করেছে।

বদিউজ্জামান শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, এটা কিভাবে হয় যে বিশ্বাসী এবং মুসলমানদের জন্য যেখানে বস্তুগত ও নৈতিক অগ্রগতির অবিচল ও শক্তিশালী উপায় আছে এবং ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধির রাজপথ উন্মুক্ত রয়ে গিয়েছে, সেখানে তোমরা কিভাবে হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইসলামী বিশ্বের মনোবল ধ্বংস করতে পারো? চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। ভবিষ্যতে সভ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা মুসলিম বিশ্বের সমৃদ্ধি অর্জনের পথ দেখাবে এবং এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

অবশ্য বিবেচ্য যে, সময় সরল রেখায় অতিবাহিত হয় না। বরং তা বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। কখনো কখনো বসন্ত ও গ্রীষ্মকালকে অগ্রগতি হিসেবে প্রদর্শন করে। আবার কোনো সময় ঝড়ো হাওয়া এবং শীতকালকে দেখায় অধোগতি হিসেবে। যেভাবে প্রতি শীতের পর আসে বসন্ত এবং প্রতি রাতের পর আসে শুভ সকাল। আল্লাহর ইচ্ছায় মানবতাও তেমনি পাবে বসন্ত ও শুভ সকাল। তোমরা আশা করতে পারো, আল্লাহর মেহেরবাণিতে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত সত্যিকারের সভ্যতা ও শান্তির এক বিশ্ব। বক্তব্যের পরবর্তী পাঁচটি শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে মানবজাতি সত্যিকারের সভ্যতা, শুভ সকাল ও বসন্তকাল অর্জন করতে পারে। এসবই প্রাধানত: নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় শব্দে বদিউজ্জামান হতাশার কতিপয় ধ্বংসাত্মক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এই কঠিন ব্যাধি মুসলিম বিশ্বের

www.bjilibrary.com

হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। এই হতাশাবাদ মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে। আর এ কারণেই ইউরোপীয়রা মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং পরবর্তী চারশত বছর মুসলমানদের পরাধীনতা শৃঙ্খলে বন্দী রাখতে সক্ষম হয়। এই হতাশা তাদের উচ্চ মনোবলকে হত্যা করে। তাদের অলস ও নির্জীব করে ফেলে। হতাশার কারণে মানুষ হীন এবং ভীরু কাপুরুষে পরিণত হয়। যে আরবরা দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাত কোনো অবস্থায়ই এটা তাদের গুণ হতে পারে না। আরবদের প্রতি হতাশা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা তুর্কীদের সাথে দৃঢ় ঐক্য ও সংহতির উপর দাঁড়ান এবং বিশ্বের প্রতি প্রান্তরে কুরআনের পতাকা উড্ডয়ন করুন।

তৃতীয় শব্দ সত্যবাদিতা। এটা হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। সত্যবাদিতা ও সততা ইসলামের সমাজ জীবনের মূলনীতি। কপটতা, চাটুকারিতা, কৃত্রিমতা, চাতুরী, দ্বৈত-নীতি এ সবই মিথ্যার বিভিন্ন রূপ। অবিশ্বাস যত রকমেরই হোক তা মিথ্যা এবং বিশ্বাসই হচ্ছে সত্যবাদিতা ও সততা। আর এসব কারণেই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে রয়েছে অসীম দূরত্ব। আগুন এবং আলোর মতো একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু রাজনীতি এবং প্রচারণা তাদের একাকার করে ফেলেছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এটা সংঘটিত হয়েছে সময়ের আবর্তনে। সেই সুখস্বর্গের স্বর্ণযুগে অর্থাৎ মহানবী (স)-এর সময় মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে দূরত্ব ছিলো অবিশ্বাস ও বিশ্বাসের মতো। তারা ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি এসেছে এবং এখন সত্য ও মিথ্যা প্রায় একই মঞ্চে অবস্থান করছে। তিনি তাদের বলেন, মুক্তি আছে কেবল সত্যতার মধ্যেই।

চতুর্থ শব্দটি হলো ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব

বদিউজ্জামান বলেন, সবচাইতে ভালোবাসার জিনিস হলো ভালোবাসা এবং শত্রুতার সবচাইতে উপযুক্ত গুণ হচ্ছে শত্রুতা। ভালোবাসা মানুষের সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা দেয় এবং সুখের নিশ্চয়তা দান করে। পক্ষান্তরে শত্রুতা এবং ঘৃণা সমাজ জীবনকে করে বিপর্যস্ত। উপরন্তু অপছন্দনীয় এবং পরিত্যাগ করার উপযুক্ত। দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এটা প্রমাণ করেছে যে, বৈরিতা ও শত্রুতার সময় শেষ হয়ে এসেছে। অতএব শত্রুতা যদি আগ্রাসী নাও হয় তথাপি তা মুসলিমদের শত্রুতা আকৃষ্ট করা উচিত নয়। জাহান্নাম এবং ঐশ্বরিক শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম শব্দে বদিউজ্জামান ইসলামী উম্মাহর পবিত্র দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে তুর্কীদের পাশে অবস্থান গ্রহণের জন্য আরবদের প্রতি আহ্বান জানান। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিকতা কিভাবে মুসলিম জনতার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। তিনি বলেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গোটা মুসলিম উম্মাহ একটি একক সম্প্রদায়। একটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতো মুসলিম উম্মাহর সদস্য একে অপরের সাথে এক পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরস্পরকে নৈতিকভাবে এবং প্রয়োজনে বাস্তবেও সাহায্য করে।

কোনো সম্প্রদায়ের একজন সদস্য যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত করে শত্রু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এজন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী গণ্য করা হয়। একটি অপরাধ এভাবে সহস্র অপরাধে রূপান্তরিত হয় এবং সম্প্রদায়ের কোনো একজন সদস্য যদি একটি ভালো কাজ করেন সম্প্রদায়ের সকলেই তার জন্য গৌরববোধ করে। এটা এমন যেন সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিই সেই ভালো কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

অলসতা ও ঔদাসীন্য যে ক্ষতি সাধন করেছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এ সময় পর্যন্ত ভালো কাজ যারা করেছেন তা যেন তাদের সাথে নেই, তবে তা লাখ লাখ বিশ্বাসীদের উপকারে এসেছে। বদিউজ্জামান আরবদের নেতা ও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, অন্যদের প্রতি, ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের যে দায়িত্ব ছিলো তারা অলসতার কারণে তা অবজ্ঞা করেছেন। একই সাথে তাদের ভালো কাজগুলো অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন, আগামী ৪০/৫০ বছরে বিভিন্ন আরব জনগোষ্ঠী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের মতোই এক উন্নততর অবস্থায় প্রবেশ করবে। কোনো আতঙ্কজনক দুর্যোগ যদি না আসে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কমপক্ষে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামী শাসন কায়েমে সফল হবে। আমার ভ্রাতৃগণ, আপনারা এটা ভাববেন না বা কল্পনা করবেন না যে, এসব কথা বলে আমি আপনাদের রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলছি। আল্লাহর দোহাই! ইসলামের সত্যতা সর্বপ্রকার রাজনীতির ঊর্ধ্বে। সব রাজনীতিই ইসলামের সেবা করতে পারে কিন্তু কোনো রাজনীতি ইসলামকে তার হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে না।

আমার ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধিতে আমি মনে করি, এ সময় ইসলামী সমাজের রয়েছে একটি কারখানার মতো অনেক চাকা ও মেশিনারি। একটি চাকা যদি পেছনে পড়ে যায় অথবা সামনে চলে যায় অথবা অকেজো হয়ে যায় তাহলে পুরো

www.bjilibrary.com

যন্ত্রটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে ইসলামী ঐক্যের সময়ের সূচনা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির দাবি হচ্ছে, একে অপরের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া। বদিউজ্জামান বুঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজের সকল অংশের মানুষ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও ঐক্যের মাধ্যমে অর্জিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি কুর্দীদের সাথে বিতর্কে তিনি বলেছেন, ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের কিছু উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে এবং এসবকে তারা তাদের অগ্রগতির মাধ্যমে পরিণত করেন এবং বিনিময়ে তারা মুসলমানদের তাদের পচা ও বিকৃত কিছু গুণাবলি দান করে। এর মধ্যে ছিলো জাতির জন্য সবকিছু এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছা। এটাই ছিলো তাদের অগ্রগতির সবচাইতে শক্তিশালী ভিত্তি। জাতীয়তার ধারণার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি জাতির মতো মূল্যবান বিষয়ে পরিণত হয়। একজন ব্যক্তির মূল্য তার প্রচেষ্টার প্রতি আপেক্ষিক। একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা যদি হয় তার জাতি, তিনি তার নিজের মধ্যে একটি জাতির প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন। আমাদের শক্তিশালী এবং পবিত্র জাতীয়তার বন্ধন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের অসাবধানতার কারণে যে সব ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য আমরা অর্জন করেছি তা হলো প্রত্যেকের 'আমি' 'আমি' দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা বিবেচনা করতে শিখেছি জাতির স্বার্থের পরিবর্তে কেবল নিজের স্বার্থ। আর এ কারণেই এক সহস্র মানুষ একজনে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের জন্য বদিউজ্জামানের ব্যবস্থাপত্রের ষষ্ঠ শব্দ বা উপাদান হচ্ছে 'পারস্পরিক পরামর্শ।' কুরআন মজিদে সূরায়ে আস শুরার ৩৮ নং আয়াতের উল্লেখ করে বদিউজ্জামান বলেন, তাদের নীতি হচ্ছে তাদের যাবতীয় ব্যাপারে তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরামর্শের মূলনীতি হচ্ছে ইসলামী সমাজ জীবনে মুসলমানদের জন্য সুখসমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আমরা এর গুরুত্বের ব্যাপারেও জোর দিয়েছি যে, এটা হচ্ছে অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ভিত্তি। এ শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার একটি বড় কারণ হচ্ছে পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থার অনুশীলনে ব্যর্থতা। এটাই হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ ও এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির যেমন পরমার্শ হওয়া উচিত তেমনি জাতির সাথে জাতির পারস্পরিক পরামর্শের অনুশীলন করা উচিত। পরামর্শের ফলেই আন্তরিকতা ও সংহতি সৃষ্টি হয় যা জীবন ও অগ্রগতির পথ রচনা করে। তিনজন

www.bjilibrary.com

লোক যাদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য ও সংহতি আছে তারা একশত লোকের মতো একটি জাতির মঙ্গল সাধন করতে পারে। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে আমরা জানতে পারি সত্যিকারের আন্তরিকতা, সংহতি ও পরামর্শের কারণে দশজন ব্যক্তি হাজারো মানুষের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ইস্তাম্বুলে ফিরে এলেন

ঐতিহাসিক ভাষণ দানের পরপরই বদিউজ্জামান বৈরুতের উদ্দেশে দামেস্ক ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে নৌপথে ইজমির ও ইস্তাম্বুল যাত্রা করেন। ইস্তাম্বুলে তার প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য ছিলো মাদরামাদুহ জহেরা অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পুনরায় প্রচেষ্টা চালানো। দীর্ঘ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজে সরকারি অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হন। তার বিবেচনা এই অঞ্চলের সমস্যার এটাই ছিলো সামগ্রিকভাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাধান। এ সময় তিনি সফল হলেও অনেক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে তার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয়।

বদিউজ্জামানের ইউরেকা সফর

১৯১১ সালের ৫ জুন সুলতান মোহাম্মদ বিপুল সংখ্যক সফরসঙ্গী সহকারে তার বিখ্যাত রুমেলিয়া ভ্রমণ শুরু করেন। এটা ছিলো অটোম্যান একজন সুলতানের শেষ ইউরোপ সফর। এর পরই তারা সাম্রাজ্য হারান। আগের বছর আলবানিয়ায় গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। সুলতানের ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো মেসিডোনিয়া এবং আলবানিয়ার জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সংহতি চেতনা জাগ্রত করা ও জাতীয়তাবাদী গণ-অভ্যুত্থানের মুকাবিলায় যাতে সামাজিক শান্তি অর্জিত হয় তার প্রচেষ্টা চালানো। রাজপ্রাসাদের অনুরোধে বদিউজ্জামান পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সুলতানের সফরসঙ্গী হতে রাজি হন।

সমুদ্রপথে সেলোনিকা ভ্রমণ করে সুলতান এবং তার সফরসঙ্গী দল সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন। এরপর তারা ট্রেনে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন এবং ১১ জুন স্কোপজি (Skopje) পৌঁছেন। বদিউজ্জামানের কামরায় আধুনিক বিজ্ঞানের দু'জন শিক্ষক ছিলেন। তিনজনের মধ্যে একটি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হলো বদিউজ্জামানকে একটি প্রশ্ন করায়। প্রশ্নটি ছিলো কোন্‌টি অধিকতর প্রয়োজন ও শক্তিশালী, ধর্মীয় উদ্দীপনা না জাতীয় আবেগ? বদিউজ্জামানের জবাব ছিলো, আমাদের মুসলমানদের নিকট ধর্ম এবং জাতীয়তা এক, যদিও বা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা তাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় উদ্দীপনা ও ইসলামী

www.bjilibrary.com

জাতীয়তাবোধ তুর্কী ও আরবদের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছে যা এখন আলাদা করা সম্ভব নয়। সেখানকার কতিপয় প্রবীণ অধিবাসীর বর্ণনায় জানা যায়, বদিউজ্জামানের পায়ে ছিলো বুট জোতা। তার গোঁফ ছিলো ছোট এবং চক্ষুদ্বয় ছিলো উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন একজন সুন্দর আকর্ষণীয় যুবক। তবে চেহারাটা ছিলো কিছুটা অনুজ্জ্বল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সেখানে বদিউজ্জামান মোল্লা সাঈদ এফেন্দি হিসেবে পরিচিত হয়ে গেলেন। ঐ অঞ্চলের আলেমগণ দলে দলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের যতসব প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। সুলতান মাহমুদ রশিদ যখন স্কোপজি উচ্চ বিদ্যালয়ের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে জনগণকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন বদিউজ্জামান তার পাশেই দণ্ডায়মান ছিলেন। হাজার হাজার মানুষ সেখানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানান। জুন মাসের ১৬ তারিখে সুলতান তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে যখন প্রিস্টিনা থেকে কসোভোয় সুলতান মুরাদের স্মৃতিসৌধ সন্নিকটস্থ বিশাল উন্মুক্ত ময়দানে হাজির হন এবং জুমআর নামায আদায় করেন, দুই লক্ষাধিক মানুষ তাতে যোগদান করেন। এটা ছিলো এক অভূতপূর্ব স্মরণীয় ঘটনা।

কসোভোয় অবস্থানকালে সেখানে মাদরাসাতুজ জাহরার আদলে একটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা হয়। এ ধরনের একটি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন বদিউজ্জামান। বদিউজ্জামান সুলতান এবং সিইউপি নেতৃবৃন্দ যারা সেখানে ছিলেন তাদের পরামর্শ দান করে বলেন, পূর্বাঞ্চলে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেটা হবে ইসলামী বিশ্বের একটি শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা কেন্দ্র। তারা বদিউজ্জামানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং অঙ্গীকার করেন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। পরবর্তী বছর বলকান যুদ্ধ শুরু হয় এবং কসোভো সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বদিউজ্জামান উনিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছিলো তার জন্য আবেদন জানান। তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায় যা কখনও শুরু হয়নি।

সুলতান রশিদ এবং তার সফরসঙ্গীগণ তাদের রুমেলিয়া সফর শেষ করে সেলোনিকায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে তারা ইস্তাম্বুলের পথে রওয়ানা করেন। সেখানে বিশাল জনতা তাদের সংবর্ধনা জানান। এই সফর তিন সপ্তাহকালব্যাপী চলে। এই সফরে সুলতানের প্রতি অনুগত জনতার উদ্দীপনা ও সংবর্ধনা সত্ত্বেও জনমত এ সময় দ্রুত অটোমানদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিল।

www.bjilibrary.com

জাতীয়তাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীগণ অব্যাহত বিদেশী সমর্থন পাচ্ছিল। এ পরিস্থিতির জন্য প্রধানতঃ সিইউপির দুঃশাসনই দায়ী। আর এ কারণেই বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল যা শেষ পর্যন্ত ১৯১২-১৯১৩ পর্যন্ত বলকান যুদ্ধের ফলে ইউরোপে তুর্কী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। অবশ্য ১৯১১ সালেই ইতালী লিবিয়ার ত্রিপলী ও বেনগাজী আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং লিবিয়া তুর্কীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯১২ সালে গ্রীস এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং সেলোনিকা দখল করে নেয়। ক্ষমতাচ্যুত সুলতান আবদুল হামিদকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রিপোলী দখলের পর উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকটে সিইউপি প্রায় ৬ মাসের জন্য ক্ষমতাচ্যুত হয়। পুনরায় আনোয়ার পাশা ক্ষমতা উদ্ধার করেন এবং ১৯১৩ সালে এডিম মুক্ত করেন। তাকে যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি পরবর্তী বছর জার্মানির সাথে জোট গঠন করে তুরস্ককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে নিয়ে যান।

বিশেষ সংস্থা

তুরস্কের ইতিহাসে অনেক নাম না জানা বীর ও ব্যক্তির অবদান রয়েছে যারা কয়েকশত বছর ইউরোপে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারে ভূমিকা পালন করেছেন। একটি অন্যতম প্রধান সংগঠন এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যার নাম তেসকিলাতে মাহসুসা বা বিশেষ সংস্থা। এ সংস্থাটি তুরস্কে খুব কমই পরিচিত ছিলো। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আশরাফ সিনজার কুশজুবাসি ইতিহাসবিদ জামাল কুতের নিকট তার সকল শক্তি ও দলিলপত্র দিয়েছিলেন যা থেকে আমরা এই সংস্থায় বদিউজ্জামানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতে পারি।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বদিউজ্জামান প্রথম যখন ইস্তাম্বুলে যান তখন তিনি আশরাফ কুশজুবাসির পিতা মুস্তাফা বে এর বাসভবনে অবস্থান করেন। এ সময় আশরাফ বে এর সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এক সূত্র মোতাবেক আশরাফ বে পরবর্তী বছর মক্কায় এই বিশেষ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী ঐক্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ সংস্থা আব্দুল হামিদের স্বৈরাচারের বিরোধিতা করে। অন্য একটি সূত্র বলছে, তিনি ১৯০৩ সালে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থা হিসেবে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সুলতান মাহমুদ রশিদ এই সংস্থাটিকে অফিসিয়াল গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত করেন। এটা সাম্রাজ্যের প্রধান নিরাপত্তা সংস্থায় পরিণত হয় এবং ত্রিপোলী বলকান এবং প্রথম

www.bjilibrary.com

বিশ্বযুদ্ধসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তিনি যখন যুদ্ধমন্ত্রী হন তখন সুলতান রশিদ আনোয়ার পাশাকে এর কমান্ডার ইন চিফ নিযুক্ত করেন। এই সংস্থাটি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করে। এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট আলেম, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের সর্বস্তরের খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ। বদিউজ্জামানের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মাহমুদ আকিফ এবং আব্দুর রশিদ ইব্রাহিমও এই সংস্থার সদস্য ছিলেন। ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলাটা ছিলো এই সংস্থার অব্যাহত প্রচেষ্টা। জামাল কুতের বর্ণনামতে বদিউজ্জামান ছিলেন এর প্রধান তাত্ত্বিক ও পরিকল্পক এবং সক্রিয় সদস্য।

বলকান যুদ্ধ

তখনকার প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদ ছিলো এমনই এক আগুন যা নির্বাপিত করা সম্ভব ছিল না। ১৯১২ সালের শেষের দিকে বলকান যুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীনতাকামী ৪টি রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে অটোমানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। আবার আমরা জামাল কুতের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, বিশেষ সংস্থার সদস্য হিসেবে বদিউজ্জামান নুরসী অবৈতনিক কর্নেল কমান্ডেন্ট হিসাবে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এই যুদ্ধে অনেক সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বদিউজ্জামান ফ্রন্ট লাইনে বীরের মতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

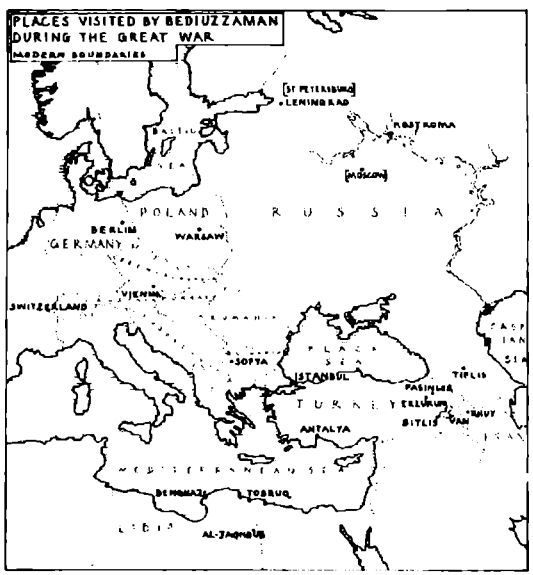

www.bjilibrary.com

মাদরাসাতুজ জাহরার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধ শেষ হবার পর বদিউজ্জামান ভ্যানে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তিনি মাদরাসাতুজজাহরার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার পুরানো বন্ধু ভ্যানের গভর্নর তাহির পাশা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারা দু'জনই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

ভ্যানে অবস্থানকালে বদিউজ্জামান তার ছাত্রদের নিয়মিত পাঠদান করতেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে তিনি শিক্ষাদান করতেন। তাদের ২৫ জনকে তিনি শিক্ষাদান করতেন। তার সকল ছাত্র ছিলো নির্দিষ্ট। বদিউজ্জামানের টেবিলটি একটি সবুজ কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত ছিলো এবং একটি হাদিস অংকন করে লেখা ছিলো, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের অন্বেষণ কর।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা

১৯১৪ সালের নভেম্বরে যুদ্ধ শুরু হলে বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। আশরাফ কুশজুবাসির মতে, প্রথমদিকে বদিউজ্জামান মনে করতেন তুরস্কের এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা উচিত। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর তিনি অস্ত্র তুলে নেন এবং যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন। তিনদিন পর তুরস্ক, জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাংগেরিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের বিরুদ্ধে এটাকে একটি পবিত্র যুদ্ধ বা জেহাদ হিসাবে ঘোষণা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিলো বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে তুর্কী খিলাফতের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা। উল্লেখ্য যে, ইসলামী ঐক্য ও খিলাফত নীতির প্রতি সুলতান আব্দুল হামিদ যে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সিইউপি তা অব্যাহত রাখে। সাম্রাজ্যের কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটা সত্ত্বেও খিলাফতই ছিলো ইসলামী চেতনা ও ঐক্যের প্রধান হাতিয়ার। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই যুদ্ধকে যেভাবে দেখেছেন তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, ধর্মযোদ্ধারা তাদের ধর্মযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তা অব্যাহত রাখবেন। আমরা ক্রিসেন্টের পতন ঘটিয়ে ছাড়বো।

বিশেষ সংস্থা খিলাফত নীতির তত্ত্ব প্রদান করে এবং একই সাথে সিইউপিকে তা অনুশীলনে বাধ্য করে। জামাল কুতের মতে, এই বিশেষ সংস্থাই শায়খুল ইসলামের অফিসের সাথে সম্মিলিতভাবে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা, ফতোয়া তৈরি

www.bjilibrary.com

এবং তা বন্টনের মতো কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট আলেমদের একটি কমিটি ফতোয়াটি প্রণয়ন করেন। কমিটির সদস্য ছিলেন শায়খুল ইসলাম হায়ারি আফেন্দি, শেখ সানুসী, মাহমুদ আফেন্দি, হামদি ইয়াজির এবং বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী।

উসমানী সাম্রাজ্য একমাত্র মুসলিম ভূমি যা শত্রু শক্তির দখলমুক্ত ছিলো। জেহাদের ঘোষণা ছিলো যুক্তিপূর্ণ এবং দুঃসাহসী। বিশেষ সংস্থা জার্মানদের সাথে সম্মিলিতভাবে তা গ্রহণ করে। জেহাদের ঘোষণাটি জার্মানি থেকে অসংখ্য ভাষায় ছেপে লাখ লাখ কপি মুসলিম জনপদসমূহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। জামালকুতের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বদিউজ্জামান আশরাফ কাশজুবাসির সাথে ১৯১৫ সালে গঠিত গ্রুপ টুয়েনটির সদস্য হিসেবে উত্তর আফ্রিকা থেকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তুরস্কের দক্ষিণ উপকূলে ডুবো জাহাজে সক্রিয় থেকে এই বিপজ্জনক অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আশরাফ বে লিখেছেন, আমরা মিসর থেকে ত্রিপোলী যেতে পারতাম না। দুঃসাহসী পথ ছিলো জার্মান ডুবো জাহাজে ভ্রমণ করে বেনগাজীর তীরবর্তী অঞ্চলে গমন করা। আমরা অসীম সমুদ্রের এই সংকীর্ণ প্রবেশদ্বার জানতাম। সুশন পাশা যিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, জার্মান নৌবাহিনী নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে।

উল্লেখিত কুড়ি জনের দলে চিন্তাশীল এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে শেখ সালেহ শরীফ তিউনিসির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বিশেষ সংস্থায় কমান্ডার ইন চিফের এবং তার প্রতিনিধির উপদেষ্টা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সেখানে ছিলেন বদিউজ্জামান, যিনি শাসনতান্ত্রিক প্রজ্ঞাপন জারি করার পর সেলোনিকার স্বাধীনতা চত্বরে প্রথম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিভাষণ প্রদানের গৌরব ও কর্তৃত্বের অধিকারী। সেখানে আরও ছিলেন আমীর আলী পাশার দৌহিত্র সুলায়মান নাসুহ। ঐ দলটির রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন বেনগাজীর ডেপুটি ইউসুফ শিতওয়ান বে এর ভাই মুহসিন শিতওয়ান বে। আরও ছিলেন রাজকীয় পরিবার থেকে সুলতান মুরাদ পঞ্চম-এর দৌহিত্র প্রিন্স ওসমান ফুয়াদ আফেন্দি। পরীক্ষিত যোগ্যতা, গুণাবলি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী চিন্তাবিদ ও ধর্মবেত্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এটি ছিলো একটি বিশেষ দল। আনোয়ার পাশা তার ভাই নুরী পাশাকে বেনগাজীতে সামরিক বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করে বিশেষ সংস্থা গঠনের পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

আশরাফ বে তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, "আমরা কোনো ধরনের দুর্ঘটনা বা অভিযান ছাড়া তীরে পৌঁছলাম, বেনগাজীর কোনো এক পূর্ব পরিকল্পিত স্থানে। আমাদের এই সফরের প্রধান অংশই ছিলো সমুদ্রের তলদেশে। আমরা যখন সফলভাবে সমুদ্র পথে যাতায়াতে সক্ষম হলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাহস বেড়ে গেল। আমাদের পরিবার পরিজনও জানতো না যে আমরা কোথায় আছি। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মনে করতেন আমাদের অন্য কোথাও নিয়োজিত করা হয়েছে। আমরা অপর সাবমেরিনটি পৌঁছার অপেক্ষায় ছিলাম। ব্রিটিশ ও ইতালীর যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা সত্ত্বেও অন্যরা অব্যাহতভাবেই তীরে আসতে পারছিল। ১৯১১ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার জন্য এবং স্থানীয় নাবিকদের সিগনালিং-এর জন্য শুকরিয়া যারা আমাদের সাথে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আমাদের পুরনো যোদ্ধা অংশীদারগণ আমাদের খুঁজে বের করলেন এবং আমাদের অভিবাদন জানালেন। শেখ সালিহ শরীফ তিউনিসি, সাঈদ বদিউজ্জামান এবং আমি এই তিনজন শেখ আহমদ সানৌসির নিকট যাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে বয়স্ক ছিলেন শেখ সালেহ শরীফ তিউনিসি। তার বয়স ছিলো ষাটের উর্ধ্বে। বদিউজ্জামান ছিলেন চল্লিশের কাছাকাছি এবং আমি আমার এই বন্ধুর চাইতে ২ বছরের বড় ছিলাম। বিশেষ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার এই বন্ধু বলকান যুদ্ধে লড়েছেন। তার শক্তি ও সাহসিকতা ছিলো তার মনোবল ও জ্ঞানের মতোই ব্যতিক্রম। আমি বেনগাজী জাগবুব সড়ক চিনতাম কারণ আমি এই পথে দুইবার যাতায়াত করেছি ১৯১১ সালে ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে। অন্তহীন শূন্যতা, নির্জন বালিয়াড়ীর এই পথে থাকার জায়গাগুলোতে ভ্রমণকারীদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হতো এবং তাদের অভিনন্দন জানানো হতো।"

সাঈদ আহমদ সানৌসি আমাদের অত্যন্ত সৌজন্য ও আন্তরিকতার সাথে সম্ভাষণ জানালেন। পুরনো বন্ধু হিসেবে তিনি আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করলেন। তিনি শেখ সালেহ শরীফ তিউনিসি এবং বদিউজ্জামান সম্পর্কেও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তারা তাদের অগাধ পাণ্ডিত্য, আরবী ভাষায় চমৎকারিত্ব, ধর্মীয় এবং আধুনিক জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে শেখ সানৌসির হৃদয় জয় করলেন এবং শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। আমরা যে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলাম তার বাস্তবায়ন কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও সেখানে তার অতিথি হিসেবে অবস্থানকালে ধর্মীয় বিষয়াদির আলোচনাও অব্যাহতভাবে চলছিল। আমাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলে শেখ সানৌসি আমার সাথে

www.bjilibrary.com

একটি ব্যক্তিগত বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিদায়কালে তিনি আমাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে আলিঙ্গন করেন এবং বলেন, তোমাদের প্রার্থনাকে শুধুমাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার ও সাফল্যের মধ্যেই সীমিত রেখো না। আমি সামরিক উপদেষ্টাদের অপেক্ষা করবো। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমিন।

শেখ সানৌসির মধ্যে আশাবাদ জাগ্রত হয়েছিল। আমি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছি। আমি সুপারিশ করেছিলাম, যতটা সম্ভব সন্তোষজনক অব্যাহত জার্মানি সহযোগিতার। শেখ তিউনিসিকে বেনগাজীতে রেখে আমি এবং বদিউজ্জামান ফিরে এলাম। অস্ত্র ও বোমাবারুদের জার্মান সাহায্য বিভিন্ন পথে বেনগাজী আসা শুরু হলো। এসব সংগ্রহ করে স্থলপথে পশ্চিম মিসরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ আহমদ সানৌসির সাথে এই সাক্ষাতের ফলেই খিলাফত ও ইসলামী ঐক্যের সমর্থক এই প্রভাবশালী ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকৃত তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য এই সমর্থন বিরাট অবদান রেখেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত সানৌমি আন্দোলন ইসলামী পুনরুজ্জীবনে এবং ঊনবিংশ শতকে ফরাসী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে বিরাট অবদান রেখেছে। শেখ আহমদ সানৌসি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আধুনিক লিবিয়ায় প্রতিরক্ষায় উসমানীয় বাহিনীর পাশাপাশি ১৯১১ সালে ইতালীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় থেকেই তার গভীর সান্নিধ্য ছিলো আশরাফ কাশজুবাশি, আনোয়ার বে এবং অন্যান্য উসমানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে। ১৯১৮ সালে শেখ সানৌসিকে ইস্তাম্বুলে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাকে সুলতান ওয়াহিদ উদ্দীন আনকারায় পাঠান মোস্তফা কামাল পাশার নিকট, যাতে কামাল পাশা খিলাফতের বিরোধিতা থেকে বিরত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্কের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তিনি তুরস্কেই অবস্থান করেন। এই যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে 'জেনারেল প্রিচার' খেতাব দেওয়া হয় এবং তিনি বিশেষ করে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ সফর করে জনতার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রাম ও আনকারায় সরকারের সাথে একাত্ম হওয়ার আবেদন জানান। শেখ আহমদ সানৌসির 'জেনারেল প্রিচারের' এই মর্যাদা মোস্তফা কামাল পাশা বদিউজ্জামানের সমর্থন লাভের জন্য তাকে প্রদান করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বদিউজ্জামান তা প্রত্যাখ্যান করেন।

www.bjilibrary.com

দুই বছর রাশিয়ার ক্যাম্পে বন্দিত্ব

বদিউজ্জামানের জন্য যুদ্ধকে দেখা যেতে পারে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে তিনি যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে প্রত্যাবর্তন করে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়ার আগ্রহের কথা আলোচনা করেন। পাশা তাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে তার কমান্ড গ্রহণের জন্য নিয়োগ দান করেন। বদিউজ্জামান এটা কার্যকর করতে তার নিজ ছাত্রদেরকে এই বাহিনীতে সম্পৃক্ত করেন ব্যাপকভাবে। এটা ছিলো একটি পবিত্র যুদ্ধ এবং বদিউজ্জামান মুসলমানদের এই বাধ্যতামূলক কর্তব্য দুটো ফ্রন্ট থেকে সম্পাদন করেন। মিলিশিয়া বাহিনীর উন্নত প্রশিক্ষণের সাথে তাদেরকে সাহসিকতাপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেন এবং ছাত্রদের দীনি শিক্ষা প্রদান অব্যাহত রাখেন। একই সাথে তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের উপর তার বিখ্যাত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লেখার কাজ অব্যাহত রাখেন। কলম এবং তরবারি উভয়টাই শাণিত করে তিনি ইসলামের স্বর্ণযুগের একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। ১৯১৬ সালের মার্চে রাশিয়ানদের নিকট বিতলিসের পতন হলে বদিউজ্জামান রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হন এবং দুই বছর রাশিয়ার কস্তুরমা ক্যাম্পে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কাটান। তিনি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পান এবং নিরাপদভাবে রাশিয়া ভ্রমণ করে ওয়ারশ ও বার্লিন হয়ে ইস্তাম্বুল পৌঁছেন ১৯১৮ সালের জুন মাসে। কিন্তু কারাগারের বন্দিজীবন বদিউজ্জামানের স্বাস্থ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপরও প্রভাব ফেলে। পরাজয়ের ভয়ঙ্কর দিনগুলো এবং যুদ্ধের পর বিদেশী দখলদারিত্ব বদিউজ্জামানের পার্থিব মর্যাদা ও সাফল্য সত্ত্বেও তার মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং এখান থেকেই এক নতুন সাঈদের আবির্ভাব ঘটে।

পূর্ব রণাঙ্গনের ঘটনাবলি

১৯১৪ সালের ৩১ অক্টোবর রাশিয়া উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়া হামলা করার সাথে সাথেই যুদ্ধের সূচনা হয়। এ ঘটনায় রাশিয়া সফল হতে পারেনি। উসমানীয় সেনাবাহিনী আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র সারিকামিসে ডিসেম্বর-জানুয়ারির প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভয়ঙ্কর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সফল হয়েছিলেন যাতে তার এক লাখ সৈন্যের মধ্যে ৬০ হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল। রাশিয়ান সেনাবাহিনী পিছু হটে যায় এবং গ্রান্ড

www.bjilibrary.com

ডিউক নিকোলাস পরবর্তী বছর আনাতোলিয়ায় চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ জানুয়ারি তিনি এই অভিযান শুরু করেন। তিনগুণ শক্তি সম্পন্ন রাশিয়ান সেনাবাহিনী উসমানীয়দের পরাভূত করে ১৬ ফেব্রুয়ারি এরজুরুম প্রবেশ করে।

রাশিয়ানরা দীর্ঘদিন যাবৎ উসমানীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়ানদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উস্কানি দিয়ে আসছিল এবং সবধরনের নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন দান করছিল তাদের বিপ্লবী সমাজের জন্য। পূর্ব আনাতোলিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর্মেনিয়ানরা রাশিয়াকে সাহায্য করেছিলো এবং তাদের অনেকে রাশিয়ান সেনাবিহিনীতেও ঢুকে গিয়েছিল।

যেমন আর্মেনিয়ান কর্মকর্তাগণ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়া হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্মেনিয়ান জাতীয়তাবাদীদের ১৯১৫ সালের ঘটনাবলির বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডাযুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃপক্ষে একই ধরনের প্রপাগান্ডার কৌশল বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেহেতু বদিউজ্জামান রাশিয়ান এবং আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন সেহেতু এ সম্পর্কিত ঘটনাবলি আমেরিকান ইতিহাসবিদ এস. জে এবং ই. কে, শ' এর রচিত উসমানী সাম্রাজ্য এবং আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যার কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১৯১৫ সালে রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহারের প্রেক্ষিতে উসমানীয়রা ভ্যান, বিৎলিস, এরজুরুম প্রদেশ থেকে সকল আর্মেনিয়ানকে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দান করে তাদের অনিবার্য দ্বিতীয় হামলার প্রস্তুতির জন্য। তাদেরকে মসুল এবং উত্তর ইরাকে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আর্মেনিয়ানদের সম্পদ-সম্পত্তির রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের পর তাদের সকল সম্পদ যাতে তাদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও নেয়া হয়। সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্টভাবে নির্বাসিতদের প্রয়োজন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। আর্মেনিয়ান অপপ্রচারকারীরা দায়ী করে যে, যুদ্ধে দশ লাক্ষধিক আর্মেনিয়ানকে হত্যা করা হয়। উসমানীয় আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিলো ১৩ লক্ষ। যদিওবা দাবি করা হয় ২৫ লক্ষ বলে। স্থানান্ত রিতদের সংখ্যা চার লাখের বেশি হবে না। নিহতদের সংখ্যা সম্ভবত দুই লাখের মতো হবে। স্থানান্তরের জন্য নয় বরং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং অসুখ-বিসুখে সেই সময় বিশ লক্ষ মুসলমান মারা যায়। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে আর্মেনিয়ানরা

www.bjilibrary.com

ভ্যানে বিদ্রোহ করে। মে মাসে রাশিয়ানরা শহরে প্রবেশ করে এবং মুসলিম নিধন সংঘটিত হয়। জুলাই মাস নাগাদ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে একটি আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। ঐ অঞ্চলে তখন প্রায় আড়াই লক্ষাধিক আর্মেনিয়ান সমবেত হয়েছিল। ঐ মাসেই উসমানীয়রা রাশিয়ান-আর্মেনিয়ান সৈন্যদের দুই লক্ষ উদ্বাস্তুসহ বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার মারা যায় যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে। উল্লেখ্য যে, হিংস্রতা বা বেপরোয়াভাবে তাদের হত্যা করা হয়নি।

অস্ত্র এবং বই পাশাপাশি

ভ্যানে প্রত্যাবর্তন করে বদিউজ্জামান দ্রুত একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করেন। তার ছাত্রদের ছাড়াও তিনি আশপাশের এলাকায় সফর করে স্বেচ্ছাসেবক যোগাড় করেন যাদের সংখ্যা ছিলো চার থেকে পাঁচ হাজার। একই সাথে তিনি তার ছাত্রদের পাঠদান অব্যাহত রাখলেন। নাজমুদ্দিন শাহিনার তার দোরাইজিদের দু'জন বন্ধুর একজনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছে, বদিউজ্জামান তার ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য সুবহান পর্বতে নিয়ে যেতেন এবং ডিমকে লক্ষ্যবস্তু করে অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। অনুশীলনের সময় যদি কেউ ডিমটিকে সফলভাবে হিট করতে পারতো তাহলে তাকে একটি রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হতো। বদিউজ্জামানের ছাত্ররা এভাবে যখন প্রশিক্ষণ নিতে পাহাড়ে আসতো তখন তাদের তৎপরতায় ভীত হয়ে আর্মেনিয়ানগণ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেত।

বদিউজ্জামান তার আধ্যাত্মিক গুণাবলি ও শক্তির গুণে তার ছাত্র ও অনুসারীদের মাঝে ঐ দুর্যোগপূর্ণ যুদ্ধকালীন সময়ে অসাধারণ ধৈর্য, শক্তি, দুর্দমনীয় সাহসিকতা, আন্তরিকতা, সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান বীরত্বের গুণাবলি সৃষ্টিতে সক্ষম হন। ছাত্রদের তিনি এমনভাবে তৈরি করেন যে, তারা আদর্শের জন্য সাঈদের নির্দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত ছিলো। ঐ সময় তার মাদরাসাকে সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকের মতো মনে হতো এবং তাদের সাথে ছিলো অস্ত্র ও বই পাশাপাশি। ১৯১৫ সালে হিংস্র আর্মেনিয়ান এবং রাশিয়ানরা বারবার হামলা চালিয়েও বদিউজ্জামানকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়। বদিউজ্জামানের ঐ সময়কার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঐ সময় তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা চালু ছিলো তাতে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিলো মুখ্য। যদি গভীর পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার অধিকারী শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যেত তাহলে তার প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকগণ বেশি বেশি

www.bjilibrary.com

ছাত্র ভর্তি করতেন এবং নিজ খরচে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ফলে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা কারণ ঘটতো না। তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রধানত শিক্ষকই নির্ধারণ করতেন কাকে কি সব বিষয়ে পড়ানো হবে। যে শিক্ষকের সুনাম সুখ্যাতি বেশি ছড়িয়ে যেত ছাত্ররা তার কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হতো এবং এর ফলে প্রচুর ছাত্র সেই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতো। ঐ সময় ভ্যান-এর হারহর মাদরাসায় সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীর সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তার ওখানে প্রচুর ছাত্রের সমাগম ঘটে।

নুরুদ্দীন বুরাকের পিতা জায়নুদ্দীন বুরাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, "আমরা তিনজন সেখানে গেলাম, হোজ্জা আফেন্দি মাদরাসায় তখন ছিলেন না। মোল্লা হাবিব নামক এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাদেরকে ভেতরে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন এবং জানালেন হোজ্জা শীঘ্রই আসবেন। এ সময় মাদরাসা ভবনের দেয়ালের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। আমরা লক্ষ্য করলাম, দেয়ালে রাইফেল, তরবারি, ছুরি, গুলিভর্তি বেল্ট ও নানা অস্ত্রপাতি সাজানো আছে সারি সারি। একই সাথে রিডিং স্ট্যান্ডে সাজানো আছে বই-পুস্তক। সত্যি বলতে কি আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হোজ্জা আফেন্দি এলেন এবং আমরা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মনে করে এসেছেন? দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম সেটা ছিলো হোজ্জার পরিচ্ছদ। তিনি শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত নির্ধারিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করেননি। যাহোক আমরা তাকে বললাম, আমরা আপনার অধীনে পড়াশুনা করার জন্য এসেছি, তিনি আমাদের বললেন, চমৎকার! কিন্তু শর্ত আছে। তোমাদের তা গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। আমার সাথে যারা অধ্যয়ন শুরু করবে তাদের ফেরত যাবার সুযোগ নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সাথেই থাকতে হবে। তোমরা ভেবো না যে, এটা তোমরা গ্রহণ করবে বা প্রতিশ্রুতি দিবে আজ এবং ভালো না লাগলে বা অন্য কোনো কারণে অতঃপর চলে যাবে। কারণ ভ্যান-এর গবর্নর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মাধ্যমেই আমি তোমাদের যেখানেই থাক না কেন ধরে আনতে সক্ষম। আজ রাতে তোমরা আমার অতিথি, তোমরা এখানে থাক এবং চিন্তাভাবনা করে আগামীকাল সকালে তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাকে

www.bjilibrary.com

জানাও। আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, তার প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা কি বলবো তা নিয়ে। আমরা মোল্লা হাবিবের সাথে পরামর্শ করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই শর্তেই হোজ্জার সাথে আছেন? হ্যাঁ জবাব দিলেন তিনি। আমরা কথা দিয়েছি এবং তার অধীনে শিক্ষা নিচ্ছি। এটা সত্য যে, কাজটা খুব সহজ নয়। কিন্তু তার শিক্ষাদান অসাধারণ। তবে তুমি ভালো জানো তোমার জন্য কোন্‌টা সঠিক হবে। লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না বরং চলে এলাম।

'হোর এডাম' সংবাদপত্রের মালিক সিনান ওমর বদিউজ্জামান এবং তার মিলিশিয়া বাহিনী সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি ইস্তাম্বুলের শিক্ষক প্রশিক্ষক কলেজের ছাত্র ছিলাম। সে সময় আমার বয়স ছিলো আঠার বছর। ফলে আমাকে তারা সেনাবাহিনীতে নিয়ে নিলো। আমি সর্বপ্রথম মাউন্ট সুবহানে বদিউজ্জামাকে দেখলাম। তিনি একটি সাদা ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি সৈন্য পরিচালনা করছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তিনি তখন ছিলেন একজন কমান্ডার। আনোয়ার পাশা তাকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। এক সময় তারা দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

রণাঙ্গনে বদিউজ্জামান

রাশিয়ানরা যখন দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করে ১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে তখন বদিউজ্জামান তার মিলিশিয়া বাহিনী নিয়ে এরজুরুম রণাঙ্গনের দিকে অবস্থান নিলেন। রাশিয়ান সেনাদের একটি দ্বিতীয় দল লেইক ভ্যানের পূর্বপ্রান্তে অবস্থান নেয়। রাশিয়ানরা সংখ্যার দিক থেকে উসমানীয়দের ছাড়িয়ে যায়। ঐ দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে বদিউজ্জামান স্বেচ্ছাসেবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য খুব কমই পরিখার আশ্রয় নিতেন। বরং তিনি সব সময় তার ঘোড়ার পৃষ্ঠে থাকাই পছন্দ করতেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতেন।

পরবর্তী সময় এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "ঐ যুদ্ধের সময় পাসিনলার ফ্রন্টে মোল্লা হাবিব ও আমি শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলাম। তাদের পক্ষ থেকে দুই মিনিট অন্তর তিনটি আর্টিলারি শেল আমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। তিনটি শেলই আমাদের মাথার দুই মিটার উপর দিয়ে চলে যায় এবং আমাদের সৈনিকরা আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পিছু হটে যায়। পরীক্ষা করার জন্য বললাম, মোল্লা হাবিব তুমি কি বল, আমি অবিশ্বাসীদের শেলের ভয়ে লুকাতে চাই না? তিনি জবাব দিলেন, আমিও না। আমি আপনার

www.bjilibrary.com

পাশেই আছি। আমাদের খুব কাছে আরো একটি শেল নিক্ষিপ্ত হলো। আমি মোল্লা হাবিবকে বললাম, আমি নিশ্চিত যে মহান রক্ষাকর্তা আমাদের হেফাজত করবেন। সামনে এগিয়ে যাও। এই অবিশ্বাসীদের শেল আমাদের হত্যা করতে পারবে না।"

পাসিনলার ফ্রন্টের ভয়াবহ গোলাবর্ষণের সেই যুদ্ধ সম্পর্কে নাজমুদ্দিন শাহিনারও কতিপয় বর্ণনার উল্লেখ করেছেন, গোলাবর্ষণের মধ্যেই দুঃসাহসিকতার সাথে বদিউজ্জামান তার ঘোড়ার পিঠে অবস্থান করেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষিত হচ্ছিল। আমরা টেন্ট (তাবু) থেকে মাথা বের করতে পারছিলাম না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, এই যখন অবস্থা তখন সাঈদ নুরসী তার ঘোড়ার পিঠে অবস্থান করেই লড়ছিলেন এবং বিভিন্ন পরিখায় গিয়ে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আমি সাঈদ নুরসীকে দেখতে এবং তার হাতে চুমো দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে আমি আতঙ্কিত হই। আমি তার নাম আগে শুনেছিলাম আর এই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে প্রথমবার তাকে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তিনি বলছিলেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর জন্য। আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী।

আরেকজন সৈনিক মোস্তফা ইয়ালজিন বদিউজ্জামানের অধীনে সেই ফ্রন্টে লড়াই করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, "আমরা অষ্টম ডিভিশনে ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের পূর্ব রণাঙ্গনে আনা হয় যেখানে বদিউজ্জামান নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। রাশিয়ান ও আর্মেনিয়ানরা আমাদের উপর অব্যাহতভাবে প্রচণ্ড হামলা চালাচ্ছিল। এ সময় বদিউজ্জামান প্রতি রাতে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। মোল্লা সাঈদ নুরসী ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। এক সময় তার ইউনিট ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি দ্রুততার সাথে তাদের মধ্যকার বিরোধ নিরসন করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সৈনিকদের বুঝিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হন।"

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যেই তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি বলতেন, আর তার ছাত্ররা লিখতো। তিনি বলতেন, আতঙ্কিত হয়ো না, ভয় পেয়ো না। যে কোনো শক্তির চেয়ে মুসলমানদের বিশ্বাসই শক্তিশালী। প্রতি রাতে তার লেখা গ্রন্থ থেকে তিনি আমাদের পাঠ করে শুনাতেন। আমি সবকিছু বুঝতাম না। কারণ আমি শিক্ষিত ছিলাম না। কিন্তু আমি সাঈদ নুরসীকে দেখেই সাহসী হয়ে উঠতাম। তিনি আমাদের সাথে অত্যন্ত সদাচরণ করতেন।

www.bjilibrary.com

অলৌকিকতার চিহ্ন

মোস্তফা ইয়ালজিন বদিউজ্জামান নুরসীর যে গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তার নাম 'অলৌকিকতার চিহ্ন'। এটি হচ্ছে আল কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসির। বদিউজ্জামান রণাঙ্গনে থেকে ডিকটেট করে মোল্লা হাবিবকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। এর প্রথম খণ্ড মাত্র সমাপ্ত হয়েছিল। আলী রেজা আফেন্দিসহ বাগদাদ ও দামেস্কের আলেমগণ এই গ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 'সহস্র তাফসিরের মতো শক্তিশালী এবং মূল্যবান' তার গ্রন্থখানা।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে রচিত তার এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচিত হয়। তিনি বিশ্বস্রষ্টার বাণী যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এতে তুলে ধরেন। কুরআন যে সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য এবং বস্তুজগতের বিজ্ঞানও যে এর আওতায় তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ সহকারে তা উপস্থাপন করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের সত্যতাকেই প্রমাণ করে আরও অধিকতর যুক্তিপূর্ণভাবে। একজন ব্যক্তি বা ছোট কোনো গ্রুপের পক্ষে বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো কমিটির উচিত হবে কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসির রচনা করা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বদিউজ্জামানের শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবেরও মূল প্রতিপাদ্য ছিলো ধর্মীয় ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো।

মুসলিম বিশ্বের সামনের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি অনুধাবন করে তিনি রণাঙ্গনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান থেকেই লেখনী অব্যাহত রাখেন। তিনি একটি নমুনা হিসেবে তার গ্রন্থটি উপহার দেন যাতে বিশেষজ্ঞদের কমিটি এটার অনুসরণে ভবিষ্যতে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা রচনা করতে পারেন।

বদিউজ্জামান ও তার বাহিনী দক্ষিণ রণাঙ্গনে

উসমানীয়রা উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ায় শত্রু বাহিনী প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় এবং রাশিয়ানরা এরজুরুম দখল করার পর পশ্চাদপসারণ শুরু করে। বদিউজ্জামান তার বাহিনী প্রত্যাহার করে রাশিয়ানদের মুকাবিলা করার জন্য ভ্যানে স্থানান্তর করেন। রাশিয়ানদের হামলার ফলে শহর খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি তার ছাত্রদের সাথে নিয়ে সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নগর রক্ষা দুর্গে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। তাহির পাশার পুত্র ভ্যানের গভর্নর জাওসাত বে বদিউজ্জামানের মতো একজন বিশাল ব্যক্তিকে এভাবে হারাতে রাজি ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

তিনি এখান থেকে বদিউজ্জামান ও তার বাহিনী প্রত্যাহার করে বিতলিসের পথে স্থানান্তর করতে চাপ দেন। কেননা তখন সকল সরকারি কর্মকর্তা, সেনা সদস্যগণ এ পথেই পশ্চাদপসারণ করছিলো।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী যখন প্রথম বারলায় যান

রাশিয়ান ও আর্মেনিয়ানদের হামলা থেকে পূর্ব আনাতোলিয়া রক্ষার জন্য বদিউজ্জামানের অনেক বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী রয়েছে। ভ্যান থেকে বিতলিসের সড়ক পথে যখন হাজার হাজার লোক গেভাশের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন কোমাক অশ্বারোহী রেজিমেন্ট হামলা চালায়। বদিউজ্জামান তার বাহিনী নিয়ে একটি পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠে রাত্রি বেলা কোমাক অশ্বারোহী বাহিনীকে হটিয়ে দেন। এতে লোকদের স্থানান্তর সম্ভব হয় এবং গেভাশও রক্ষা পায়। এ সময় নুরসীর অনেক ছাত্র শহীদ হয় এবং মোল্লা হাবিবও শাহাদাতবরণ করেন।

বিতলিসের পতন ও বদিউজ্জামান বন্দী

দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়ে রাশিয়ান বাহিনী তিন ডিভিশন সৈন্য নিয়ে বিতলিসের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে। তুর্কী ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী

www.bjilibrary.com

মাউন্ট দিদেবেনের প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর রাশিয়ান সৈন্যদের সাময়িকভাবে প্রতিহত করে এবং সেখানে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পূর্ব আনাতোলিয়ায় ফেব্রুয়ারিতে তিন চার মিটার গভীর বরফ পাতের ভয়াবহ ঠাণ্ডার মধ্যে বিতলিসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র থেকে সৈন্য অপসারণ করা হয়। মহিলা, শিশু, অসুস্থ ও পঙ্গু, সরকারি কর্মচারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাশিয়ান বাহিনী অগ্রসর হওয়ার আগেই সরিয়ে আনা হয়। রাশিয়ান বাহিনী অটোম্যান প্রতিরক্ষাব্যূহ ভাঙতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আরমেনিয়ানগণ মাউন্ট দিদেবেন দখল করে রাশিয়ান বাহিনীর জন্য পথ খুলে দেয়। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মেশিন গান ফিট করে অসংখ্য মানুষকে গুলি করে হত্যা করে এবং এভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত বিতলিস শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। বদিউজ্জামান শহরে ছিলেন। তিনি তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে রাশিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড এক সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। বদিউজ্জামানের একটি পা ভেঙে যায়। তিনি তার অবশিষ্ট মাত্র চারজন ছাত্রসহ ভূগর্ভস্থ একটি পানি নিষ্কাশনের নালায় আত্মগোপন করেন। তিরিশ ঘণ্টা পর তারা রাশিয়ান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের নিজস্ব বর্ণনা:

যদিও এক মিনিটের মধ্যে তিনটি বুলেট আমার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আঘাত হানলো, তথাপি যেন তার কোনো কার্যকারিতা ছিলো না আমার শরীরের উপর। যখন বিতলিসের পতন হলো তখন আমি নিজে আমার কয়েক ছাত্রসহ আমাদের রাশিয়ান সৈন্যদের ঘেরাওয়ের মাঝখানে দেখতে পেলাম। তারা আমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করেছে এবং গুলি চালাচ্ছে। চারজন বাদে আমার সকল বন্ধু ও সহকর্মী নিহত হলেন। আমরা তাদের সামনে দিয়ে তাদের নিকটবর্তী একটি জায়গায় আশ্রয় নিলাম। তারা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে এবং আমরা নিচে আর তারা উপরে কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আমরা সেভাবেই কাদার মধ্যে তিরিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম আহত অবস্থায়। মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতই প্রশান্তচিত্ত অবস্থায় সেদিন আমাদের হেফাজত করেছিল।

যেহেতু রক্তক্ষরণের কারণে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল তাই তাদের মধ্যে একজন গিয়ে রাশিয়ান সৈন্যদের তাদের অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে অবহিত করে এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়।

বদিউজ্জামানের সেই বেঁচে যাওয়া চারজন ছাত্রের একজন ছিলেন ভ্যানের সন্নিকটস্থ চুরাভানিস গ্রামের আলী আরাস। আলী আরাস বদিউজ্জামানের স্মৃতিচারণ করে বিতলিসের পতন সম্পর্কে তার মৃত্যুর ছয় বছর পর এপ্রিল

www.bjilibrary.com

১৯৭১ ইত্তেহাদ পত্রিকায় লিখেছিলেন। সেই বর্ণনাতেও বন্দী বদিউজ্জামান সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

"আমরা পৌঁছার আগেই রাশিয়ানরা মুশ দখল করে নেয়। মুশ থেকে যারা চলে আসছিলো তাদের কাছে আমরা জানতে পারি যে, ১৪টি হেভি মেশিনসহ সমস্ত গোলাবারুদ সেখানে রয়ে গেছে। ওস্তাদ বদিউজ্জামান তিনশত লোককে ১৩টি বন্দুক দিয়ে ভাগ করে দিলেন এবং আমাদের ৬ জনের একটি দলকে দায়িত্ব দিলেন বন্দুক ও গোলাবারুদগুলো দখল করার জন্য। আমরা সব বন্দুক ও গোলাবারুদ দখল করে আনলাম এবং বিতলিস তাতবান সড়কে অবস্থানরত নিয়মিত রেজিমেন্টের কাছে হস্তান্তর করলাম। এই সময় রাশিয়ান বাহিনী আমাদের উপর আগ্রাসন চালালো এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। ৭ দিন পর্যন্ত রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে দিবারাত্রি প্রতিরোধযুদ্ধ অব্যাহতভাবে চললো। তিনটি শেল উস্তাদের উপর আঘাত হানলো। হাতে এবং ডান কাঁধে তিনি আঘাত পেলেন। নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডার কেলআলী এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বললেন, বদিউজ্জামান তোমার উপর কি বুলেটের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, যদি আল্লাহ হেফাজত করেন এমনকি হেভি গানের শেলও তাকে হত্যা করতে পারে না।"

বন্দী করার পর রাশিয়ান সৈন্যরা সাঈদ বদিউজ্জামান ও তার সঙ্গীদের ভূগর্ভস্থ একটি হোটেল ভবনে নিয়ে গেল এবং একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করলো। একজন রেজিমেন্ট কমান্ডার আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমাদের খাবার জন্য ওরা মুরগি নিয়ে আসলো। দু'জন রাশিয়ান কমান্ডার উস্তাদ বদিউজ্জামানের সাথে কথোপকথন শুরু করলেন। যুদ্ধ সম্পর্কেই তারা কথা বলছিলেন। উস্তাদ এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উস্তাদ তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনিই কমান্ডার এবং ওরা বন্দী। তারা বুঝতে পারলো উস্তাদের একটি পা ভেঙে গিয়েছে। তারা একজন স্বাস্থ্যকর্মী ডাকলেন এবং উস্তাদের পা তারা প্লাস্টার করে দিলেন। ২/৩ ঘন্টা পর আমাদের একটি সরকারি ভবনে নেয়া হলো। একজন তাতার অফিসার, পরে আমরা জেনেছিলাম তিনি একজন মুসলিম ছিলেন, আমাদেরকে ভেতরে নিলেন এবং খুব সদাচরণ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে গভর্নরের কক্ষে রাখলেন।

গভর্নর হাউজে অবস্থানের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। একদিন ক্যাম্পের একজন সেবক এসে জানালেন যে, উস্তাদকে জেনারেল সাহেব ডেকেছেন। স্ট্রেচারে

www.bjilibrary.com

করে তারা উস্তাদকে জেনারেলের নিকট নিয়ে গেলেন। উস্তাদ ভেতরে গেলেন। জেনারেল কতগুলো প্রশ্ন করলেন। ঐ প্রশ্নগুলো ছিলো জনৈক আব্দুল মজিদ সম্পর্কে, যিনি ইরান গিয়েছেন এবং সেখান থেকে তিনি ককেশাসে গিয়ে মুসলমানদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করছেন পুনরায় রাশিয়া আক্রমণ করার জন্য। তার সম্পর্কে উস্তাদের নিকট তারা তথ্য চাইছিলেন। উস্তাদ জেনারেলের প্রশ্নের জবাব দিলেন, জেনারেলের জিজ্ঞাসাবাদ চললো দুই সপ্তাহ যাবৎ। আমরা যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে বাইরে অবস্থান করতাম, মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে তাদের কথা শুনতে পেতাম। উস্তাদ অনেক কড়া ভাষায় জেনারেলের প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং মাঝে মধ্যে টেবিল চাপড়াতেন। আমরা টান টান উত্তেজনার মধ্যে থাকতাম এবং ভাবতাম এই বুঝি লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে দেয় কি না। তাদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বিনিময় হতো প্রায়ই।

গভর্নর হাউজে অবস্থানের সাতাশতম দিনে আমাদেরকে গেন্দারমে স্টেশন যাকে এখন কোর্ট হাউজ বানানো হয়েছে সেখানে নেয়া হলো। সেখানে তারা আরও পঁচিশজন বন্দীকে এনেছিলো যাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ। জেনারেলের সহযোগী আসলো এবং উস্তাদকে বললো, তোমার একজন ছাত্রকে সাথে লও এখন আমরা তোমাকে অন্যত্র পাঠাবো। উস্তাদ সাঈদ নামের একজনকে সাথে নিলেন। আমরা তার থেকে আলাদা হতে চাইনি। আমাদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি বন্দী পুলিশ কর্মকর্তা- ইরফানকে বললেন, আমি আমার ছাত্রদের তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে প্রার্থনা করলেন, আমি আশাবাদী যে তোমরা ফিরে যাবে। কিন্তু সাঈদের ব্যাপারে একই কথা বলতে পারছি না। বস্তুতপক্ষে যে ছাত্র সাঈদকে তিনি সাথে নিয়েছিলেন সে তুর্কিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়। উস্তাদের নিকট থেকে আমাদের আলাদা করে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয় তারা। তিনি ফিরে আসার পর আমরা শুনতে পারি তার পায়ে প্লাস্টার থাকার জন্য আরও এক মাস তাকে সেখানে থাকতে হবে।

এক মাস পর তাকে প্রথম পাঠানো হয় ভ্যানে এবং সেখান থেকে ইরানে। ইরান থেকে তাকে রাশিয়াগামী ট্রেনে তুলে দেয়া হয়। আমরা তিন মাস রাশিয়াতে বন্দী ছিলাম। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর হাংগেরী হয়ে রুমানিয়া আসি এবং আমরা একটি তুর্কি ডিভিশনের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। রুমানিয়ার সংবাদপত্র পাঠে আমি জানতে পারি বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশো হয়ে বার্লিন যান এবং সেখান থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেন।

www.bjilibrary.com

পূর্ব আনাতোলিয়ায় প্রতিরক্ষায় রাশিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী ঐ এলাকায় জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ানরা কিভাবে বন্দী অবস্থায় তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো এবং তার সাহসিকতার কারণে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটে– এসব অবাক করা ঘটনাও তারা জানতো। রাশিয়ানরা তাকে প্রস্তাব করেছিলো গোত্র প্রধানদের কাছে অস্ত্র সংবরণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখতে যা বদিউজ্জামান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইস্তাম্বুলে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের আর্কাইভ থেকে আরও মজার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। ১৯১৬ সালে বদিউজ্জামান জর্জিয়ায় তিফলিসে তার পায়ের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। বিতলিসের ডেপুটি গভর্নর ইস্তাম্বুলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ২২ আগস্ট ১৯১৬ তারিখে জানান যে, যেসব কর্মকর্তা তিফলিসে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আছেন তাদের বেতন সেখানে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। সেখানে বদিউজ্জামান সাঈদ কুর্দি আছেন যিনি বিতলিসের পতনের সময় মুন থেকে ৮টি ভারী বন্দুক উদ্ধার করেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানে সংগঠিত করেন তারও টাকার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় আরেকটি তথ্য পাওয়া যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তালাত বে-এর নিকট থেকে যিনি অটোম্যান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক বেসিম ওমর পাশাকে অনুরোধ করেন বদিউজ্জামানের জন্য ৬০টি লিরা পাঠাতে। বেসিম ওমর তিনদিন পর তালাত বেকে জবাবে জানান যে, ৬০ লিরা যা চেইঞ্জ করে ১২৫৪ মার্ক পাওয়া গিয়েছে, অনুরোধ মোতাবেক বিশেষ কুরিয়ারে তা বদিউজ্জামানের নিকট পাঠানো হয়েছে।

যুদ্ধবন্দী শিবির : রাশিয়ান জেনারেলের ক্ষমা প্রার্থনা

বদিউজ্জামানকে উত্তর-পশ্চিমে রাশিয়ার কস্তুর্মা প্রদেশে পাঠানো হয়। প্রথমে কালোগ্রিফ শহরে এবং কিছুদিন পর উত্তরে আরও একটি বড় শিবিরে পাঠানো হয়। এটা ছিলো ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত কস্তুর্মা শহরে। এখানেই বন্দী জীবনের দুই বছরের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়। তার সহবন্দীদের কাছ থেকে পাওয়া বন্দিজীবনের বহুমুখী তৎপরতা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। একটি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তিনি একটা কর্তৃত্বের অবস্থানে ছিলেন। তার এই অবস্থানকে তিনি বন্দীদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কর্তব্য অনুশীলন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগ করেন। তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের অধিকার আদায় করেন এবং নিজে এই নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালন

www.bjilibrary.com

করেন। এ জন্য একটি কক্ষকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেন। কমান্ডার হিসেবে তিনি যে বেতন-ভাতা পেতেন তার পুরোটাই তিনি মসজিদের উন্নয়ন এবং অন্যান্য যুদ্ধবন্দীর কল্যাণার্থে ব্যয় করতেন। সেখানে নব্বই জনের অধিক অফিসার। যুদ্ধবন্দী হিসেবে ছিলেন, যাদের উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মিত দারস এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা পেশ করতেন। বন্দিশিবিরে খুব কড়াকড়ি ছিলো। দীর্ঘ শীতকাল এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো। এই অবস্থার মধ্যে বন্দীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে তিনি প্রচেষ্টা চালান।

মুস্তফা ইয়ালশিন বদিউজ্জামানের পাসিনলার ফ্রন্টের তৎপরতা সম্পর্কে যার বর্ণনা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনিও এই বন্দিশিবিরে ছিলেন। একদিন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, বদিউজ্জামানকে এই শিবিরে আনা হলো। তিনি উল্লেখ করেন–

আমরা সেখানে পৌঁছার পর আমাদের জানানো হয় যে, পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্ট থেকে কতিপয় বন্দীকে আনা হয়েছে। আমরা আগ্রহের সাথে ক্যাম্পের বাইরে জমায়েত হলাম। সেখানে অনেক বন্দী ছিলেন কিন্তু দুইজনকে বিশেষ নজরদারির সাথে আনা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছিলাম এবং দেখতে পেলাম মোল্লা সাঈদ এবং তার একজন ছাত্র। আইজনিকলি ওসমান নামক এই ছাত্র মোল্লা সাঈদের বই ভর্তি একটি ট্রাংক বহন করে আনছে। ওসমান ছাড়া অন্য কাউকে তিনি সঙ্গে রাখা অনুমোদন করতেন না। ওসমান তার দেখাশোনা করতেন। বদিউজ্জামান আহত ছিলেন। তার পায়ে আঘাত ছিলো। তাকে তারা একটি ভবনে স্থান করে দিলো।

এই এলাকাটা ছিলো ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। রাত ও দিনের কোনো পার্থক্য নেই। গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্ত যেতো না। কিন্তু মোল্লা সাঈদ এখানে নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন ক্যাম্পে যেতেন এবং বন্দীদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন, যদিও সেটা ছিলো নিষিদ্ধ। দিনের বেলায় তিনি আমাদের নামাজের ইমামতি করতেন। প্রথমে এ ব্যাপারে আমাদের বাধা দেওয়া হয়। উস্তাদ মোল্লা সাঈদ তাদের সাথে কথা বলেন। তারা বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে। আমরা এক জায়গায় অনেক লোক সমবেত হই এটা তারা চাইতেন না। আমরা বদিউজ্জামানকে আমাদের ধর্মবিষয়ক প্রধান মনে করতাম। রাশিয়ান প্রহরীদেরও তিনি ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। এজন্য কর্মকর্তারা অনেক সময় ঐসব প্রহরীকে শাস্তি দিত যারা বদিউজ্জামানের বক্তব্য বা আলোচনা শুনতো। মোল্লা

www.bjilibrary.com

সাঈদ সর্বদা আমাদের উজ্জীবিত রাখতে বলতেন, তোমরা চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের হেফাজত করবেন। "আমি তাকে রাতে কখনো ঘুমাতে দেখিনি। তিনি সবসময় পড়াশোনা করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়াদি নোট করতেন। তিনি আমাদের বলতেন, এরাও মুসলমান হবে ভবিষ্যতে। কিন্তু তারা এখন তা জানে না। তিনি যতদিন আমাদের সাথে ছিলেন আমরা কখনো আতঙ্কিত বা বিপন্ন বোধ করিনি।"

মুস্তাফা ইয়ালসিন উল্লেখ করেছেন, এক রাতে ১৭ যুদ্ধবন্দীসহ তিনি বন্দিশিবির থেকে পলায়ন করছিলেন। কিন্তু বদিউজ্জামান তাদের সাথে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তবে ১৭ জনের গ্রুপের মধ্যে একজন মেজর ছিলেন, যিনি বদিউজ্জামানের নিকট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সেই মেজর তাদের একজন অত্যন্ত চৌকস গাইড হিসেবে কাজ করছিলেন। মুস্তাফা কামাল বলেন, মোল্লা সাঈদ ছিলেন একজন ভয়ভীতিহীন মানুষ। দিবারাত্রি তিনি ইসলামের জন্য সংগ্রাম করতেন। তিনি সবসময় বলতেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসটা হচ্ছে অনিবার্য এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই সবকিছু।

আরেকজন সহবন্দী ড. এম আসাফ দিশ্‌জি বলেন, তিনি প্রথমে বদিউজ্জামানকে দেখেন কলোগ্রিফ শহরে। সেখানে তারা ছয় মাস একসাথে ছিলেন। পরে তাকে অন্যত্র একটি বড় শিবিরে পাঠানো হয়। কলোগ্রিফে তাদেরকে একটি সিনেমা হলে আটক রাখা হয়। বদিউজ্জামান এটাকে ভাগ করে একটি অংশকে মসজিদে রূপান্তর করেন। যেহেতু তিনি একজন রেজিমেন্ট কমান্ডার ছিলেন, অন্যান্য বন্দীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তিনি বলতেন, আমি একজন হোজা বা শিক্ষক। তিনি অতি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি দুটো ডিম এবং এক টুকরা রুটিতে দিন চালিয়ে দিতেন। তিনি কুরআন মজিদের তাফসির পাঠ করতেন এবং বন্দীদের দীনের শিক্ষাদানে নিজের পুরো সময়টা নিয়োজিত করতেন। অফিসার এবং অন্যান্যরা তার ব্যাপারে সবাই ভিন্নদৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

মুস্তাফা বুলে, আরেকজন বন্দী যিনি কস্তুর্মা ক্যাম্পে বদিউজ্জামানের সাথে ছয় মাস ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাশিয়ানরা বদিউজ্জামানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। মিলিটারি হাইকমান্ড থেকেই তাকে নির্দিষ্ট করে সেই ক্যাম্পে পাঠানো হয়। বদিউজ্জামানের ভাতিজা আবদুর রহমান যিনি তার চাচার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখেছেন তিনিও মুস্তাফা বুলের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।

www.bjilibrary.com

আবদুর রহমান লিখেছেন, তারা আমার চাচাকে ওয়ান, জুলফা, তিফলিস এবং কলোগ্রিফ হয়ে কস্তুর্মায় পাঠায়। এ সময় তাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। রাশিয়ান অফিসাররা তাকে কয়েকবারই হত্যা করতে চেয়েছে। তাকে হত্যা করে তিনি আত্মহত্যা করেছেন এমন রিপোর্ট দেয়ার পরিকল্পনা তারা করেছিল কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে তারা এতে সফল হয়নি।

তালাত পাশার নির্বাসিত দিনের স্মৃতি কথায় এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা রয়েছে, জামাল কুতে যা প্রকাশনার জন্য তৈরি করেছিলেন। সেই তথ্য অনুসারে জানা যায় বদিউজ্জামান অটোম্যান সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। একটি অনুচ্ছেদে জানা যায় যে, বদিউজ্জামান যিনি সাইবেরিয়ায় বন্দী ছিলেন তিনি রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত না করলে রাশিয়ান বিপ্লব সম্পর্কে আমরা জানতে পারতাম না। রাশিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হতে যাচ্ছে তা আমরা বদিউজ্জামানের নিকট থেকেই জানি।

মুস্তাফা বুলে এবং মুস্তাফা ইয়ালশিন বন্দিশিবিরের আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। নাজমুদ্দিন শাহিনার আহলে সুন্নত পত্রিকায় প্রকাশিত আব্দুর রহমান জানফুর নিবন্ধ থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। আমরা নিম্নে তা তুলে ধরলাম।

জারের চাচা জেনারেল নিকোলা নিকোলাভিচ ককেশীয় ফ্রন্টে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন্ চিফ একবার বন্দিশিবির পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি যখন বদিউজ্জামানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বদিউজ্জামান বসে ছিলেন এবং জেনারেলের দিকে কোনো মনোযোগ দিলেন না। জেনারেল বিষয়টা লক্ষ্য করলেন। তিনি একটি অজুহাত তৈরি করে বদিউজ্জামানের সামনে দিয়ে দ্বিতীয়বার অতিক্রম করলেন। এবারও বদিউজ্জামান উঠে দাঁড়ালেন না, জেনারেলকে কোনো সম্মান প্রদর্শন করলেন না। জেনারেল তৃতীয়বারের মতো বদিউজ্জামানের সামনে এসে থেমে গেলেন এবং একজন দোভাষীর সাহায্যে জিজ্ঞেস করলেন :

তুমি কি জান না আমি কে?

বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি জানি। জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি কেন আমাকে অপমানিত করলে?

আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে অপমান করিনি। আমি শুধু তাই করেছি, যা আমার ধর্মবিশ্বাস আমাকে নির্দেশ করে।

www.bjilibrary.com

আপনার ধর্মবিশ্বাস কী নির্দেশ করে?

আমি একজন মুসলিম স্কলার। আমার অন্তরে আছে ঈমান। বিশ্বাসী বা ঈমানদার একজন অবিশ্বাসী বা অঈমানদার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি যদি দাঁড়িয়ে আপনাকে সম্মান জানাতাম তাহলে সেটা হতো আমার বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান। এ জন্যই আমি তা করিনি।

যেখানে আপনি আমাকে বলছেন আমি অবিশ্বাসী সেখানে আপনি আমাকে অপমানিত করছেন, যে সেনাবাহিনীর আমি একজন সদস্য তার প্রতি অসম্মান জানাচ্ছেন, আমার জাতি ও জারকেও আপনি অবমাননা করছেন। শিঘ্রই একটি কোর্ট মার্শাল গঠিত হবে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

জেনারেলের ঘোষণা অনুযায়ী কোর্ট মার্শাল গঠিত হলো। তুর্কী, জার্মান এবং অস্ট্রীয় অফিসাররা আসলেন এবং জেনারেলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বদিউজ্জামানকে তারা অনুরোধ করলেন। বদিউজ্জামান তাদের বললেন, আমি পরকালে যাত্রার জন্য তৈরি, সেখানে আমি শীঘ্রই মহান আল্লাহর রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারবো। আমি আমার বিশ্বাসের বিপরীত কোনো কাজ করতে পারি না। বিচারকগণ শুনানি সম্পন্ন করলেন এবং বদিউজ্জামানকে জার ও সেনাবাহিনীকে অবমাননার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য সেনা স্কোয়াড হাজির হলো। বদিউজ্জামান ১৫ মিনিট সময় চেয়ে নিলেন তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। এ সময় নিলেন অজু এবং দুই রাকাত নামায আদায়ের জন্য। বদিউজ্জামান যখন নামায আদায় করছিলেন তখন রাশিয়ান জেনারেল দৃশ্যপটে হাজির হলেন। নামায শেষ করার পর জেনারেল বললেন, আমাকে মাফ করুন। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে অপমানিত করার জন্য সেভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং আমি তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি এখন উপলব্ধি করছি, আপনি ঠিক তাই করেছিলেন, যা আপনার বিশ্বাস আপনাকে নির্দেশ করে। আপনার দণ্ড বাতিল করা হলো। আপনার বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তার জন্য আপনাকে সম্মান জানানো উচিত। পুনরায় আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

১৯১৮ সালের বসন্তকালে বদিউজ্জামান বলশেভিক বিপ্লবের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বন্দিশিবির থেকে মুক্তির একটা পথ পেয়ে যান। এ সম্পর্কে তার নিজস্ব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো : "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমি একজন যুদ্ধবন্দী হিসেবে

www.bjilibrary.com

রাশিয়ার দূরবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ কস্তুর্মার এক শিবিরে ছিলাম। ভলগা নদীর তীরে সেখানে তা তাদের একটি ছোট মসজিদ ছিলো। আমি আমার অন্যান্য বন্ধু অফিসারদের মাঝে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমি আন্তরিকভাবে নির্জনতা কামনা করছিলাম। যদিও আমি অনুমতি ছাড়া বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারতাম না। তখন তারা আমাকে জামিনে তাতার এলাকায় ভলগা তীরের সেই ছোট মসজিদটিতে নিয়ে গেল। আমি সেই মসজিদে একাকী ঘুমোতাম। বসন্তকাল তখন খুব নিকটবর্তী হয়ে আসছে। অনেক দীর্ঘ রাত আমি বিনিদ্রভাবে কাটাতাম। উত্তর মেরুর দীর্ঘ রাত্রি প্রবহমান ভলগার করুণ আওয়াজ, আনন্দহীন বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ, বাতাসের বিষাদ দীর্ঘশ্বাস, ঐসব অন্ধকার রাতের অন্ধকার নির্বাসন আমাকে গভীর নিদ্রা থেকে যেন সাময়িকভাবে জাগিয়ে তুললো। আমি নিজেকে বৃদ্ধ মনে করি না। কিন্তু যারা বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারা ছিলেন বৃদ্ধ। তাদের জন্য কবিতার এই লাইনটি স্মরণীয়, "একদিন আসবে যেদিন শিশুর চুল সাদা হয়ে যাবে।" আমি যখন ৪০ বছর বয়সের তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার বয়স ৮০ হয়ে গিয়েছে। সেই দুঃখজনক নির্বাসন জীবনের অন্ধকার রাত্রি এবং বিষাদের দিনগুলোতে আমি আমার জীবন এবং জন্মভূমির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ি। আমি দেখতে পাই আমার ক্ষমতাহীনতা, আমার একাকীত্ব এবং আমার আশাবাদের ব্যর্থতা।

তখন সেই অবস্থার মধ্যে বলা যায়, আকস্মিকভাবেই সর্বকালের উৎস পবিত্র কুরআন থেকে আমার কাছে সাহায্য পৌঁছে যায়। আমার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতই না চমৎকার অভিভাবক তিনি।" (আল কুরআন ৭৩:১৭) আমি অশ্রু বিসর্জন করছিলাম, আমার হৃদয় ক্রন্দন করছিল। আমি একজন আগন্তুক! আমি একা! আমি দুর্বল, আমি শান্তিহীন। আমি করুণা চাই, আমি ক্ষমা চাই, আমি তোমার সাহায্য চাই, হে আমার প্রভু!

আমি আমার জন্মভূমিতে আমার পুরনো বন্ধুদের কথা চিন্তা করি এবং কল্পনা করি সেখানে কারানিবাসে আমি নিয়াজী মিসরীর মতো মৃত্যুবরণ করছি, আমার আত্মা জেগে উঠে-

"এই পৃথিবীর দুঃখ বেদনা থেকে পালাতে চাই
উড়াল দিতে চাই উষ্ণ আবেগ এবং আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
ডানা মেলে দিতে চাই মহাশূন্যে
প্রতি নিঃশ্বাসে চিৎকার করে বলি বন্ধু! হে আমার বন্ধু!"

www.bjilibrary.com

যা হোক, আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা ঐ নির্বাসনের দীর্ঘ রাতগুলোতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা আজও আমি ভাবলে বিস্মিত হয়ে যাই। কয়েকদিন পর আমি খুবই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নিজের চিন্তায় বন্দিশিবির থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম রাশিয়াকে না জেনেই। এমন একটি দূরত্ব আমি অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিলাম যা অতিক্রম করতে পদব্রজে এক বছর লাগতে পারতো। ঐশ্বরিক সাহায্যে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম। আমার দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কারণেই হয়তো আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমি ওয়ারশো এবং অস্ট্রিয়া অতিক্রম করে ইস্তাম্বুল পৌঁছি। এটা ছিলো একটা অসাধারণ ব্যাপার। ভল্গা তীরের সেই মসজিদে ঐ রাত্রিতে আমার সিদ্ধান্ত আমি জীবনের বাকি সময়টা গুহায় কাটিয়ে দিবো। সামাজিক জীবনে মিলামিশা যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। যেহেতু শেষ পরিণামে আমাকে কবরে একাই প্রবেশ করতে হবে, তাই আমি এখন থেকে নিঃসঙ্গতাকে বেছে নেবো এবং নিজেকে তার সাথে আত্মস্থ করবো।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইস্তাম্বুলের বন্ধু-বান্ধব, দুনিয়ার জীবনের চমক এবং বিশেষভাবে আমার যে খ্যাতি এবং মর্যাদা যা কোনো ক্রমেই আমার প্রাপ্য ছিলো না বা আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না, এসবই সাময়িকভাবে আমাকে আমার সেই সিদ্ধান্ত ভুলিয়ে দিলো। আমার জীবনে নির্বাসনের সময়কার সেই রাতটি ছিলো আলোকোজ্জ্বল সুস্পষ্ট কালো এক রাত এবং ইস্তাম্বুলের চকমকে ও ধবধবে সাদা দিনটি ছিলো আলোকহীন। এটা সামনে দেখতে পায় না এবং এটা এখনও সুখ নিদ্রায় মগ্ন। দুই বছর পর গাউসি জিলানীর গ্রন্থ ফুতুহুল গায়েব আমার চক্ষু পুনরায় খুলে দিয়েছিল।

বন্দিশিবির থেকে পলায়ন এবং ফিরতি সফর

বদিউজ্জামান কখনো বন্দিশিবির থেকে তার পলায়ন অথবা ফিরতি সময় সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো বর্ণনা দেননি। এমনকি তার ভাতিজাকেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার অনুমতি দেননি। যা হোক, এই হারিয়ে যাওয়া কাহিনীর কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন জামাল কুতে যা তিনি জেনেছিলেন আশরাফ কুশজুবাসি অথবা বদিউজ্জামানের নিকট থেকে যখন তিনি ১৯৫৩ সালে বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নাজমুদ্দিন শাহিনার কিছু তথ্য উদঘাটন করেন তার গবেষণাকালে। এসবের মধ্যে একটি বর্ণনা ছিলো মেজর আলী হায়দর বে-এর যিনি সেলোনিকা রিক্রুটিং অফিসে দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। তিনি কিভাবে বদিউজ্জামানের সাথে বন্দিশিবির থেকে বের হন এবং ভলগা নদী

www.bjilibrary.com

পার হবার অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "বদিউজ্জামান এবং আমি অসাধারণভাবে ভলগা নদী পার হই। আমরা যখন ভলগা পার হই, পানিতে কখনো গোড়ালি পর্যন্ত, আবার কখনো হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিলাম। অথচ এমন মনে হচ্ছিলো যে, আমাদের পা বরফে ডুবে যাচ্ছে। আমি এই অবস্থায় খুব উত্তেজিত ছিলাম। যখন আমরা ভলগা নদী পার হয়ে গেলাম তখন বদিউজ্জামান আমার দিকে ফিরে আমাকে বললো, আমার প্রিয় ভাই আলী হায়দর! ঠিক যেভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন এটাও কি তাই? তোমার সজ্ঞানে মহান আল্লাহ কি আমাদের জন্য এই বিশাল ভলগা নদীকেও কি অনুরূপ বশীভূত করে দিয়েছিলেন।"

তিনি আমার বিস্মিত হওয়াটাকে লক্ষ্য করতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি জানি না আমরা কিভাবে ভলগা অতিক্রম করলাম এবং জীবনে রক্ষা পেলাম, কিন্তু উস্তাদ আপনি জানেন। আরেকবার আপনি বলেছিলেন, আলী হায়দর বে কিভাবে মুক্তির পথে তার সফর অব্যাহত রেখেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং নাজমুদ্দিন শাহিনার উল্লেখ করেন যে এ সম্পর্কে তার নিকট থেকে আর কিছু তিনি জানতে পারেননি। বদিউজ্জামানের এই দীর্ঘ ফিরতি সফরে অলৌকিক সহজসাধ্যতা এবং ঐশ্বরিক সাহায্য অব্যাহত ছিলো। অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, মহান প্রভুর পক্ষ থেকে যেন অদৃশ্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এইভাবে পিটার্সবার্গ পৌঁছার পর বদিউজ্জামান পোল্যান্ডের সীমান্তে যান এবং এমন একটি স্থান দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন যে স্থানটি তখন জার্মান নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তিনি জার্মানদের নিকট আশ্রয় নিলেন। জার্মানরা ছিলো তুর্কিদের মিত্র শক্তি। একজন অফিসার এবং পলাতক যুদ্ধবন্দী হিসেবে বদিউজ্জামানকে জার্মানরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। তিনি তখন ওয়ারসো হয়ে বার্লিন যান। বার্লিনে তিনি দুই মাস ছিলেন। এখানে হোটেল এডলনে তিনি অবস্থান করেন।

জামাল কুতে বদিউজ্জামানের সাথে তার আলাপচারিতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বদিউজ্জামান কিভাবে সবার অলক্ষ্যে হোটেল এডলন থেকে বের হয়ে তিনদিন সুইজারল্যান্ড সফর করেন সে বর্ণনা তাকে শুনিয়েছিল। যদিও অটোম্যানদের বিজয়ের সম্ভাবনা ছিলো ক্ষীণ এবং তিনি নিজে দুই বছরের বন্দী জীবন ও কষ্টকর পলায়নের ফলে দৌহিক এবং মানসিকভাবে খুবই দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি তিনি অটোম্যান জাতির পুনর্গঠন ও শক্তি সঞ্চারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

www.bjilibrary.com

জামাল কুতে-কে বদিউজ্জামান বলেন, আমি সব সময় লক্ষ্য করে এসেছি সুইজারল্যান্ড এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লোক বসবাস করে। যারা সবাই মিলে একটি সেল ও একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। আমি সর্বদাই এ রকমটাই ভাবি। আমি কি সুইজারল্যান্ডের সাথে আমার দেশের কোনো সাযুজ্য খুঁজে পাবো? আমরা যদি তাদের পথে চলতে চাই তাহলে পরস্পরকে বাধাদান থেকে বিরত রাখতে পারবো এবং একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ লক্ষ্যে মিলিত হতে পারবো। আমার মনে এই জিজ্ঞাসা ছিলো। আমি এসব শিখার জন্য এবং সমস্যার মূল কারণসমূহ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের জন্য কি সুইজারল্যান্ড সফরে গিয়েছিলাম? আমি ইতালিয়ান সুইজারল্যান্ড, জার্মান সুইজারল্যান্ড এবং ফরাসী সুইজারল্যান্ডে পৃথকভাবে সফর করেছি এবং দেখেছি তারা সকলেই সুইস।

লোকগুলো ইতালিয়ান জার্মান ফরাসী নন এবং সকলেই সুইস নাগরিক। অতএব কোন্ জিনিসটি তাদেরকে এই অবস্থায় আনতে সক্ষম হলো। সেটা ছিলো তাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট। একক রাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের দর্শনই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এক রাষ্ট্রের দর্শন ছাড়াও তাদের রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন।" বার্লিনে অবস্থানকালে বদিউজ্জামান বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়ও অংশ নেন। এক উপলক্ষে তাকে একটি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে সমাবেশে তিনি তার ভাষণে বলেন, ইতিহাস বলে, তুরস্ক ও জার্মানরা বরাবর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো।

১৯১৮ সালের জুন মাসে বদিউজ্জামান ভিয়েনা এবং সোফিয়া হয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। তার সফরের শেষ অংশটা ছিলো ট্রেনে ভ্রমণ। সোফিয়ায় তাকে মিলিটারি এটাচির পক্ষ থেকে একটি পাসপোর্ট দেয়া হয়। ১৭ জুন ১৯১৮ তারিখে। পাসপোর্টের প্রথম পাতায় নিম্নোক্ত বিবরণ ছিলো:

নাম : সাঈদ মির্যা এফেন্দি
র‍্যাংক: অনারারি লে. কর্নেল
ডিটাচম্যান: ভলান্টিয়ার কুর্দিশ ক্যাভালরি রেজিমেন্ট
জাতীয়তা: অটোম্যান
পয়েন্ট অব ডিপার্চার: সোফিয়া

www.bjilibrary.com

Destination- Istambul (Dersaadat)
Reason for Journey- Returning from captivity
Date : 17 June 1918

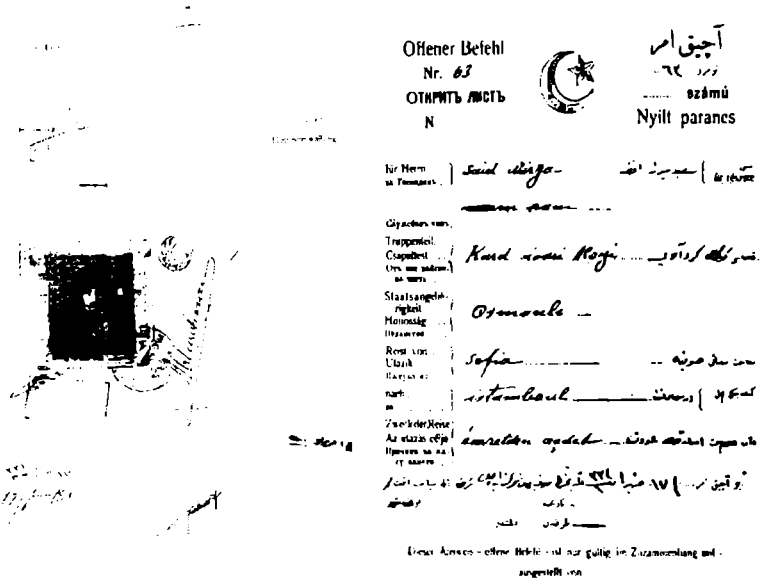

সোফিয়ার মিলিটারি কর্তৃক প্রদত্ত বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর পাসপোর্ট

পাসপোর্টের পেছনের পাতায় ছিলো বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর ছবি। ট্রেন ভাড়া সম্পর্কে লিখা ছিলো, সেনাবাহিনীর একাউন্ট থেকে পরিশোধ করা হবে।

বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার খবর কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ২৫ জুনের তানিন সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত খবর প্রকাশ করে তা নিম্নরূপ :

কুর্দিস্তানের বিশিষ্ট আলেম বদিউজ্জামান সাঈদ কুর্দি আফেন্দি যিনি ককেশীয় ফ্রন্টে তার ছাত্রদের সাথে নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হন, তিনি সম্প্রতি আমাদের শহরে ফিরে এসেছেন।

ইস্তাম্বুলে সংবর্ধনা

ফিরে আসার পর বদিউজ্জামানকে একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে ইস্তাম্বুলে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। আনোয়ার পাশা তাকে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের

www.bjilibrary.com

সামনে এই বলে পরিচয় করিয়ে দেন যে, আপনারা কি মহান শিক্ষককে দেখছেন? ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।" বিখ্যাত পাশা এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ তাকে আমন্ত্রণ জানান। তাকে অনেক পদ ও পুরস্কার গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়। তাকে অনেক সম্মাননা জানানো হয় এবং ওয়ার মেডেল প্রদান করা হয়। বদিউজ্জামানের একজন ছাত্র মোল্লা সোলায়মান আনোয়ার পাশা এবং বদিউজ্জামানের কথোপকথন উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ : যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা বদিউজ্জামানকে যুদ্ধ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি বদিউজ্জামানকে বলেন, হোজ্জা আপনি কেমন আছেন এবং বর্তমানে কী করছেন? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, আপনি যদি আমাকে কোনো দুনিয়াবী স্বার্থের প্রস্তাব করেন তাহলে আমি বলবো, আমি তা চাই না। যদি জ্ঞান চর্চা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু বর্তমানে আমার বিশ্রাম দরকার। কারণ, আমার উপর দিয়ে অনেক দুর্ভোগ গিয়েছে এবং আমাকে বন্দী থাকা অবস্থায় অনেক কষ্টকর দিন কাটাতে হয়েছে।

অবশ্য এই সময় বদিউজ্জামান তার কুরআনের অলৌকিক নিদর্শন শিরোনামের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আনোয়ার পাশা ইসলামের জন্য বদিউজ্জামানের অসাধারণ খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেন। বদিউজ্জামান পাশাকে বলেন, এ জন্য তাকে অবশ্যই কাগজ সংগ্রহ করতে হবে, যা ঐ যুদ্ধকালীন সময়ে খুব কঠিন ব্যাপার ছিলো। আনোয়ার পাশা কাগজ সংগ্রহ করলেন এবং গ্রন্থটি যথাযথভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা নিলেন।

বদিউজ্জামান বিশ্রাম নিয়ে তাকে পুরোপুরি সুস্থ করার সুযোগ পাননি। ১৯১৮ সালের ১২ আগস্ট শায়খুল ইসলামের দফতরে দারুল খিদমতে ইসলামীয়া নামক একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এতে বদিউজ্জামানকে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি মনোনীত করা হয় এবং এটা করা হয় বদিউজ্জামানকে না জানিয়েই।

১৯১৮ থেকে ১৯২২-এর ঘটনাবলি

বস্তুত: সিইউপি নেতৃবৃন্দ অটোম্যান সাম্রাজ্যকে অক্ষ শক্তির পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে এর চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করেছিলেন। পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে বিজয়ী শক্তি বিশেষ করে ব্রিটেন অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে ফেলে এবং তাদের পুরনো শত্রু তুরস্ককে ধ্বংস করার দীর্ঘদিনের লালিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

www.bjilibrary.com

তুরস্ক ও ব্রিটেনের মধ্যে ১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর স্বাক্ষরিত সাময়িক অস্ত্রবিরতি চুক্তির শর্তসমূহের কথা শুনতে পেয়ে সুলতান বলে উঠেন, এটা কোনো সাময়িক অস্ত্র বিরতি নয়; বরং শর্তহীন আত্মসমর্পণ। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দিনই সিইউপির নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ দেশ থেকে পালিয়ে বার্লিন চলে যান। ১৩ নভেম্বর ৪টি গ্রীক যুদ্ধজাহাজসহ বিজয়ীদের ৫৫টি জাহাজ ইস্তাম্বুলে নোঙর করে, যা ছিলো চুক্তির বিপরীত এবং ৮ ডিসেম্বর তারা একটি সামরিক প্রশাসন চালু করে। বিজয়ীর বেশে মিত্র বাহিনীকে ইস্তাম্বুল প্রবেশের দৃশ্য দেখা ছাড়া মুসলিম তুর্কিদের জন্য অবমাননাকর আর কিছুই ছিলো না। নগরের গ্রীক, ইহুদি এবং আর্মেনিয়ানরা তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অভিনন্দন জানায়। ফ্রেঞ্চ জেনারেল একটি সাদা ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠে বিজয়ী সম্রাটের মতো ইস্তাম্বুলের রাজপথ দিয়ে ফরাসী দূতাবাসে যান।

তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য যুদ্ধকালীন অনেক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া যখন তার দাবি পরিত্যাগ করে তখন তার জায়গা নিয়ে নেয়। যখন একটা উপযুক্ত সময়ে গ্রীক প্রধানমন্ত্রী তার দেশকে সেই বছরই যুদ্ধে নামায় সেটা ছিলো ইজমির এবং তুরস্কের একটি অংশ পাওয়ার অঙ্গীকারে। সেই একই এলাকা ঘটনাক্রমে ইতালীকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো।

এভাবে সাময়িক অস্ত্রবিরতি স্বাক্ষরের পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক দখল করে নেয়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের সৈন্যরা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করে। ২৯ এপ্রিল ইতালির বাহিনী আনাতোলিয়া অবতরণ করে। ব্রিটিশরা দার্দেনিলাস এবং অন্যান্য কৌশলগত এলাকা দখল করে। পূর্ব আনাতোলিয়ায় একটি কুর্দি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। আর্মেনিয়ানগণ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কৃষ্ণসাগর এলাকায় গ্রীকরা পুরানো গ্রীক রাজ্য পল্টুন পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নেতা ভেনি জিলাস ও অন্যান্য গ্রীকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো, কন্সট্যান্টিনোপলের প্রাচীন রাজধানী ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১৯ সালের ১৫ মে গ্রীক বাহিনী যখন ফরাসী, ব্রিটিশ ও আমেরিকার যুদ্ধজাহাজের সহযোগিতায় ইজমির অবতরণ করে তখন আনাতোলিয়ায় মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে আক্রমণকারী দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। অবশেষে দুই বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে তারা দেশকে আগ্রাসনমুক্ত করতে সক্ষম হয়।

www.bjilibrary.com

কিন্তু দখলদার বাহিনীর মোকাবিলায় কোনো ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ছিলো না। যখন আনাতোলিয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপ দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলো এবং বদিউজ্জামানসহ জাতীয় বাহিনীর অনেক সমর্থক ইস্তাম্বুলে ছিলো তখন অনেক পার্লামেন্ট সদস্য, বেশ কিছুসংখ্যক রাজনীতিক আলেম এবং সুলতান নিজে এই ভেবে যুদ্ধের বিরোধিতা করেন যে, দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমেই অটোম্যান সাম্রাজ্যের স্বার্থ সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত হবে। ন্যাশনাল ফোর্সের সমর্থকগণ ইস্তাম্বুলে শক্তি অর্জন করে এবং ১৯২০ সালে নতুন পার্লামেন্টে তাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ বাহিনী মার্চে ইস্তাম্বুল নগরী পুনর্দখল করে এবং বিপুলসংখ্যক লোককে গ্রেফতার ও দেশান্তরিত করে। ব্রিটিশদের চাপে সুলতান পরবর্তী মাসে নতুন পার্লামেন্ট বাতিল করতে বাধ্য হন। বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত শায়খুল ইসলামের নিকট থেকে ফতোয়া আদায় করা হয় এই মর্মে যে, জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহী এবং তাদের হত্যা করাই কর্তব্য। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তখন একটি সেনাবাহিনী গঠন করা হয়।

আনকারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আনকারায় ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল টার্কিশ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী নামে একটি নতুন প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হয় । কিন্তু এটা ছিলো শুধু ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তুর্কি সরকারের সম্মতি এবং তুর্কি জগণের সমর্থন দেখানোর জন্য। এই অন্যায় এবং প্রতিশোধমূলক চুক্তি স্বাক্ষরের পর জনবিক্ষোভ বৃদ্ধি পায় এবং তুর্কি জনগণ তাদের দেশকে বিদেশী আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

এখানে তুর্কি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণনার সুযোগ নেই। কিন্তু এ কথা উল্লেখ্য যে, সাময়িক অস্ত্রবিরতি থেকে শুরু করে ১৯০৯ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তুর্কিরা অসংখ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং শক্তিহীন ও নিঃস্ব হয়ে যায় এবং তাদের জনসংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। পরাজিত হবার পর অটোম্যান সেনাবাহিনীকে বিজয়ী শক্তি নিরস্ত্র এবং নিষিদ্ধ করে দেয়। প্রবল প্রতিবন্ধকতা ও নানারূপ বাধা-বিপত্তির মোকাবিলায় কেবলমাত্র মহান আল্লাহ এবং ইসলামের উপর গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েই তুর্কিরা সত্যিকারের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। বস্তুতপক্ষে ধর্ম এবং ধর্মপ্রাণ জনগণ যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আনকারা সরকার ও সকলেই এটাই বিবেচনা করেছিল যে, এই যুদ্ধে অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, তুর্কি খেলাফত

www.bjilibrary.com

এবং সুলতানকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। তাদের এই বিজয় ১৯২২ সালের ১১ অক্টোবর ব্রিটেন ও তুরস্কের স্বাক্ষরিত মুসান্না অস্ত্র বিরতি চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করে, যা পরে ২৪ জুলাই ১৯২৩ সালের লুজেন ট্রিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্কের বিজয় ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী নীল-নকশা ব্যর্থ করে দেয়। এতটুকুই নয়; বরং এটাকে আরও প্রশস্ততর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করতে হবে। সহস্র বছর যাবৎ তুরস্ক ছিলো খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় ইসলামী বিশ্বের পতাকাবাহী শক্তি। যখন তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে, সেটা হয়েছে ইসলামের নামে। আবার যখন পরাজিত হয়েছে, তাও এসেছে ইসলামের উপর। যেহেতু তারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিলো এবং আঘাতটা তখন সরাসরি এসে পড়ছে ইসলামের উপর। যখন অটোম্যানরা পাশ্চাত্যের বস্তুগত অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এটাকে খ্রিস্টান ইউরোপ পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। যদিওবা ব্রিটিশদের ইসলামী বিশ্বের উপর বিজয়ী হওয়া, অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা বা ইসলামী বিশ্বকে বিভক্ত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে অটোম্যান খেলাফত নীতি এবং ইসলামী ঐক্য আন্দোলন তার মোকাবিলায় সামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যানদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ এবং পৃথক পৃথক আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশদের অটোম্যানবিরোধী অব্যাহত প্রচারণা ও গোয়েন্দাগিরিরই ফসল ছিলো।

এভাবেই ১৯১৮ সালে অটোম্যানদের পরাজয়কে বিজয়ীরা ইসলামের উপর পাশ্চাত্যের, ইসলামী সভ্যতার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং ক্রিসেন্টের উপর ক্রসের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবেই দেখে থাকে। এর আলোকেই লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য পরাজিত জাতির উপর যেসব কঠোর শর্ত চাপানো হয় তার চাইতে ইস্তাম্বুল দখলের পর ইস্তাম্বুলের উপর তথাকথিত শান্তিচুক্তিতে অনেক বেশি কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়।

কিন্তু ব্রিটিশ ও ফরাসীদের বিশেষ করে তাদের পুরনো শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা এখানেই থেমে থাকেনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপের উপর নজরদারি করার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ায় সরকার একটি পুতুল বৈ কিছু

www.bjilibrary.com

ছিলো না। বহু বছর যাবৎ তারা খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের সরকারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে এবং এক পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সকল কর্তৃত্ব এবং সরকারি কার্যালয় দখল করে নিতে সাহস জোগায়। এই বৈষম্য খোদ মুসলিম তুরস্কের এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, কেবলমাত্র খ্রিস্টান শিশুরাই সরকারি স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করে। আর্মেনিয়ান এবং গ্রীক বাহিনী হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে অথচ দখলদার বাহিনী তাতে চোখ বন্ধ করে নীরব ভূমিকা পালন করে।

বিদেশী দখলদার বাহিনীর সৃষ্ট অনেক সমস্যা তুরস্ককে মোকাবিলা করতে হয়। তবে তুরস্কের ব্যাপারে বিজয়ীদের ছিলো অত্যন্ত গভীর ধরনের ষড়যন্ত্র। এখানে পরাজয়ের গ্লানি এবং দখলদার বাহিনীর আরাম আয়েশ ও উপভোগের বাড়াবাড়িই ছিলো না, বরং ইসলামকে অবমাননা এবং খ্রিস্টানীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয় নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে। এই সাথে তুর্কিদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার জন্য পাপাচার, মদ্যপান ও সকল প্রকার অনৈতিক অপরাধমূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হয়। এসব মোকাবিলা করা খুব সহজ ছিলো না। পরবর্তীকালে বদিউজ্জামান আনকারা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে ডেপুটিদের উদ্দেশে ভাষণে বলেন, যদিওবা পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘদিন যাবৎ তার সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, মিশনারিসহ তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করে ইসলামের উপর হামলা চালিয়ে বস্তুগত দিক থেকে বিজয় অর্জন করলেও আমাদের ধর্মের উপর বিজয়ী হতে পারেনি। এখন মনে হয় সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, এই অশুভ, অকল্যাণকর এবং অর্জন অযোগ্য লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।

বদিউজ্জামান এবং দারুল হিকমতে ইসলামিয়া

উপরের বর্ণনা থেকে এটা অনুধাবন করা যায় যে, দারুল হিকমতের কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। পার্লামেন্টের শুরুতেই এ সংক্রান্ত একটা বিল উপস্থাপন করা হয় এবং এতে বলা হয় যে, এই সংস্থা বহু ধরনের দায়িত্ব পালন করবে। ইসলামী বিশ্ব যেসব সমস্যার মুখোমুখি তার সমাধান বের করা ইসলামের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দান, ইসলামকে কলঙ্কিত ও সুনামহানি করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তার যথোপযুক্ত মোকাবিলা করার জন্য এই সংস্থা কাজ করবে। এই বিলে দারুল হিকমাত প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী নৈতিকতার প্রকাশ্য বিরোধিতাকারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট

www.bjilibrary.com

অর্পণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া তুরস্কের মুসলমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান, অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সকল প্রদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে এর শাখা খোলা হয়। এসব শাখা একযোগে নয়জন সদস্য, একজন অধ্যক্ষ এবং কতিপয় অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মোহাম্মদ আকিফকে প্রথম সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সদস্যগণ সকলেই ছিলেন খ্যাতিমান আলেম এবং পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনটি কমিটিতে তাদের বিভক্ত করা হয়- ফিকাহ শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব। বদিউজ্জামান দারুল হিকমাতের একজন সদস্য হিসেবে চার বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করেন। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যই দারুল হিকমাত কাজ করতে পেরেছিলো। আনকারা সরকার কর্তৃক ১৯২২ সালের নভেম্বরে সালতানাত বিলোপ সাধনের পর দারুল হিকমাত বন্ধ করে দেয়া হয়। যা হোক, দারুল হিকমাতের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা এবং এর সদস্যদের আন্তরিক প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি দারুল হিকমাতের পুরো লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ছিলো না।

বদিউজ্জামানের সাথে সম্পর্কিত দারুল হিকমাতের বেশ কিছু দলিল এখনও বিদ্যমান রয়েছে। বদিউজ্জামানকে দেশপ্রেমমূলক কর্মকাণ্ড এবং সেই সাথে ইসলামের উপর গভীর পাণ্ডিত্য ও জনসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য মাহরেজ পদবিতে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে শাইখুল ইসলামের দফতর থেকে তাকে এই বিরল সম্মাননা প্রদান করা হয়। [Mahrec তুরস্কে আলেমদের জন্য একটি উঁচুস্তরের ধর্মীয় পদবি]।

ইস্তাম্বুলে বদিউজ্জামানের ভাতিজা তার সাথে যোগদান করেন। তার নাম আব্দুর রহমান। ১৯০৩ সালে নুরেস গ্রামে তার জন্ম হয়। বদিউজ্জামানের বড় ভাই মোল্লা আব্দুল্লাহ তার পিতা। মোল্লা আব্দুল্লাহও একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। আব্দুর রহমান অত্যন্ত মেধাবী এবং যোগ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বদিউজ্জামানের ছাত্র, সহকারী বন্ধু এবং অনুলেখক। তাকে বদিউজ্জামানের আধ্যাত্মিক সন্তান বলা হতো। তিনি তার চাচার সাথে অনেক বছর কাটান এবং সে সময়ই বদিউজ্জামানের জীবনীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এটা মাত্র ৪৫ পৃষ্ঠার একটি বই ছিলো এবং এটাই বদিউজ্জামানের প্রাথমিক জীবন

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে জানার প্রধানতম উৎস। ১৯১৯ সালে এই বইটি ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। তার লেখা থেকে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত্ত হলো।

"আমি আমার চাচা সাঈদ কুর্দির জীবনী বর্ণনা করেছি আমার এক সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র রচনায়। কিন্তু আড়াই বছর যাবৎ তারা তার উপর দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ার দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমি এ দায়িত্বটি ছেড়ে দিতাম, কিন্তু এর বিনিময়ে আমি আমার জাতির পাওনা পরিশোধ করতে চাই। এখন আমি এ সম্পর্কে লিখবো যে, কিভাবে আমার চাচা দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতির প্রতি তার পাওনা পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন।

বছর দুই আগে ১৯১৮ সালে তার মতামত না নিয়েই আমার চাচাকে দারুল হিকমাতের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। বন্দিত্বের কারণে তিনি ক্লান্ত থাকায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। প্রকৃতপক্ষে তিনি অনেকবার পদত্যাগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার বন্ধুরা তাকে তা করতে দেননি।

শুরু থেকেই আমি লক্ষ্য করি, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছুই খরচ করতেন না। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি এতো দরিদ্রভাবে কেন জীবন যাপন করেন। জবাবে তিনি বলতেন, আমি আমার মুসলিম ভাইদের মধ্যে যারা সংখ্যাগুরু তাদের অনুসরণ করতে চাই। অধিকাংশই কেবল এইটুকুই সংগ্রহ করতে পারে। আমি অপব্যয়কারী সংখ্যালঘুদের অনুসরণ করতে চাই না। দারুল হিকমাত থেকে যে বেতন তিনি পেতেন তা থেকে সামান্য কিছু রেখে বাকিটা আমাকে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, খেয়াল রেখো। আমার প্রতি আমার চাচার সহৃদয়তার উপর আস্থা রেখে এবং অর্থকড়ির ব্যাপারে তার অনীহা দেখে এক বছর পর্যন্ত বেতন থেকে আমার কাছে যা রাখা হয়েছিল, তাকে না বলেই আমি সব টাকা খরচ করে ফেলি। তিনি আমাকে বললেন, এই টাকা খরচ করাটা আমাদের জন্য বৈধ ছিলো না, কারণ জাতি এর মালিক। তুমি কেন এটা খরচ করলে। যাহোক, আমার খরচাপাতির ব্যাপারে সহকারী হিসেবে তুমি যে দায়িত্ব পালন করতে সেই সহকারী পদ থেকে তোমাকে বরখাস্ত করা হলো। এখন থেকে আমি নিজেই সে কাজ করবো। এরপর থেকে তিনি আমাকে ২০ লিরা দিতেন, নিজের জন্য ১৫ লিরা রাখতেন। অন্যান্য খরচও এই ১৫ লিরা থেকেই করা হতো। অর্থাৎ কার্যত তার জন্য থাকতো ১০ থেকে ১২ লিরা। বাকি টাকা তিনি গ্রহণ করতেন না; রেখে দিতেন।

www.bjilibrary.com

কিছুদিন যাবার পর দেখা গেল ধর্ম সম্পর্কে তার ১২টি রচনা ছাপা দরকার। যে অর্থ জমা হয়েছিল তা থেকে তিনি প্রায় ১০০ লিরা দেন ছাপার খরচ বাবদ। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সব বই তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করে দেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এগুলো কেন বিক্রয় করছেন না। তিনি আমাকে বললেন, এতটুকুই আমার জন্য অনুমোদন আছে, যতটুকু অর্থ আমার বেতন থেকে গ্রহণ করলে আমি জীবন ধারণ করতে পারবো। এর চাইতে অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা এই জাতির সম্পদ। এভাবেই আমি জাতিকে এটা ফেরত দিচ্ছি।

দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ায় তার যে সেবা, তার সবটাই ছিলো এ ধরনের ব্যক্তি উদ্যোগের মতো। সম্মিলিতভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি সেখানে অনেক বাধা-বিপত্তি দেখতে পেলেন। যারা তার সাথে সুপরিচিত ছিলেন তারা ভালো করেই জানতেন যে, তিনি কাফনের কাপড় পরিধান করেছেন এবং নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এটা এ কারণে যে, তিনি প্রতিরোধ করেছিলেন এবং দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ায় পর্বতের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কোনো অবস্থায় বিদেশীদের দারুল হিকমাতকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেননি। তিনি ভুল ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন এবং ওসবের বিরোধিতা করেন। যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কোনো চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে তা ধ্বংস করার জন্য নিবন্ধ বা রচনা প্রকাশ করেছেন।

এই সময় দখলদার বাহিনীর বিভাজন নীতি এবং দুর্নীতির প্রভাব প্রতিরোধ করতেই বদিউজ্জামানের দারুল হিকমাতের কার্যক্রমের সিংহভাগ পরিচালিত হয়। ইস্তাম্বুলের পরিস্থিতি দারুল হিকমাতকে সুষ্ঠুভাবে তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ পরিচালনার সুযোগ দিচ্ছিল না। এর অনেক কারণ ছিলো। জিজ্ঞাসিত হয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, এ সময় রাজনীতি সম্পর্কে তার কোনো করণীয় নেই। তিনি বলেন, আমি শয়তান এবং রাজনীতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছি। তিনি বলেন, ইস্তাম্বুলের রাজনীতি হচ্ছে, স্প্যানিশ ফ্লুর মতো। এ রাজনীতি মানুষকে বিকারগ্রস্ত ও উন্মত্ত করে। আমরা নিজেদের কাজ করি না, কিন্তু অন্যদের পক্ষে নিয়োজিত হয়ে কাজ করি। অন্যকথায় অন্যদের এজেন্টগিরি করি। ইউরোপ ফু দেয় আয় আমরা এখান থেকে নাচি। ব্রিটিশরা যখন তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইস্তাম্বুলে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল বদিউজ্জামান তখন দারুল হিকমাতের কার্যক্রম দ্বারা তাদের প্রভাব প্রশমিত

www.bjilibrary.com

করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, যদিওবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দারুল হিকমাতের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছিল। বদিউজ্জামান তার এক লেখায় উল্লেখ করেন, এটা এ কারণে যে, মারাত্মক সব অপরাধ যেমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড, মদপান, জুয়া ইত্যাদি বন্ধ করার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা দারুল হিকমাতের ছিলো না। অথচ আনাতোলিয়া সরকার এক নির্দেশেই তা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

দারুল হিকমাতের যথার্থ দায়িত্ব পালনের অসামর্থ্যের আরেকটি কারণ বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন। যে কারণটি হলো, সদস্যদের মধ্যে চিন্তার ঐক্য এবং সমন্বয়ের অভাব। তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলি সম্প্রদায়গত চেতনার উদ্ভবে বাধার সৃষ্টি করেছে। 'আমি' 'আমরা' হতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে বদিউজ্জামান দারুল হিকমাতের মতো এমন একটি সংস্থার পক্ষে ছিলেন, যে সংস্থায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণ থাকবেন এবং আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে অটোম্যানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন তা মোকাবিলা করবে এবং ইসলামী বিশ্বের সমস্যাগুলো নিরসনেও অবদান রাখবে। ১৯১৯-২০ সালে প্রকাশিত সুনুহাতে খিলাফত সংক্রান্ত এক আলোচনায় তিনি এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই বিষয়টি নিয়ে তখন ব্যাপক বিতর্ক হচ্ছিল। তিনি মন্তব্য করেন, সালতানাত এবং খিলাফত অবিচ্ছেদ্য। সুলতানাতের প্রতিনিধিত্ব করছে প্রধানমন্ত্রীর অফিস এবং খিলাফতের প্রতিনিধিত্ব করছে শায়খুল ইসলামের কার্যালয়। আধুনিক জটিল সমাজে, বহুবিধ সমস্যা মোকাবিলায় একজন ব্যক্তির পক্ষে শায়খুল ইসলামের সঠিক এবং কার্যকর দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একটি বিজ্ঞ কাউন্সিলের পক্ষেই এই সময়ে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন সম্ভব হতে পারে।

তুরস্ক এবং গোটা মুসলিম দুনিয়া থেকে আরও বেশি আলেমদের সংঘবদ্ধ করে দারুল হিকমাতে ইসলামীকে আরো উচ্চতর স্তরে উন্নীতকরণের পরামর্শ বদিউজ্জামান দিয়েছিলেন।

ফতোয়া এবং পাল্টা ফতোয়া

এটা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯২০ সালের মার্চে ব্রিটিশরা পুনরায় ইস্তাম্বুল দখল করার পর শায়খুল ইসলামের দিউরুজ্জাদেহ আব্দুল্লাহ এফেন্দিকে এই মর্মে ফতোয়া দিতে বাধ্য করে যে, পূর্ব আনাতোলিয়ায় যারা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধেরত তারা বিদ্রোহী এবং তাদের হত্যা করা মুসলমানদের কর্তব্য। আব্দুল্লাহ

www.bjilibrary.com

এফেন্দির আগে শায়খুল ইসলামের দায়িত্বে ছিলেন হায়দরী জাদেহ ইব্রাহিম এফেন্দি। তিনি ফতোয়ায় স্বাক্ষর করার পরিবর্তে পদত্যাগ করেন। কাদির মিসিরুলু জাতীয় সংগ্রামে ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কিত তার গ্রন্থে বদিউজ্জামানের উপর একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন এবং ব্রিটিশরা কিভাবে বলপূর্বক ফতোয়া আদায় করেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সেই গ্রন্থে আনাতোলিয়ায় ৮৪ জন মুফতি এবং ৬৮ জন আলেম যাদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন আনকারা অ্যাসেম্বলির সদস্য তারা উল্লিখিত ফতোয়ার বিরুদ্ধে যে পাল্টা ফতোয়া দিয়েছিলেন তার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পাল্টা ফতোয়ায় বলা হয়, শত্রু কর্তৃক বল প্রয়োগ বা চাপ দিয়ে যে ফতোয়া ইস্যু করা হয়েছে, তা বাতিল। উপরন্তু পাল্টা ফতোয়া জাতীয় সংগ্রাম জিহাদ বা পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করে।

বদিউজ্জামানও নতুন শায়খুল ইসলামের ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সরকার এবং শাইখুল ইসলামের অফিস থেকে শত্রু কবলিত বা দখলকৃত দেশে ব্রিটিশদের নির্দেশনায় চাপ প্রয়োগ করে যে ফতোয়া ইস্যু করা হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ এবং সে ফতোয়া কর্ণপাত করার প্রয়োজন নেই। যারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তারা বিদ্রোহী নন। ঐ ফতোয়া অবশ্যই বাতিলযোগ্য।

বদিউজ্জামান আরো বলেন, যেহেতু ফতোয়াটি একটি আইনগত রায় এবং রায় লেখার পূর্বে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়নি এই যুক্তিতেও ফতোয়াটি বাতিল।

গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি

বদিউজ্জামান এই সময় অন্যান্য সংস্থা ও সমিতির সাথেও জড়িত ছিলেন, এসবের মধ্যে একটি ছিলো, ১৯২০ সালের ৫ মার্চ প্রতিষ্ঠিত গ্রীন ক্রিসেন্ট সোসাইটি। বদিউজ্জামান এই অরাজনৈতিক সোসাইটির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মদ্যপানসহ বিভিন্ন নেশা ও মাদকতা বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য। কেননা, দখলদার বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে তুর্কি সমাজের বিশেষ করে যুবকদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এসবকে উৎসাহিত করছিল। অন্যান্য সদস্য হলেন- শায়খুল ইসলাম হায়দরী জাহেদ ইব্রাহিম, ড. তৌফিক রিউশতুআরাস, আশরাফ এদীপ, ফাহারদ্দীন করিম গোকে প্রমুখ।

www.bjilibrary.com

অন্য একটি সংস্থা যেটার সাথে বদিউজ্জামান জড়িত ছিলেন সেটা হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি (জমিয়তে মোদাররেসিন)। এ সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯০৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, শিক্ষকতার পেশাকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও সভ্যতাকে সুউচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া এবং এমন সব আলেম ও পণ্ডিত তৈরি করা, যারা ইসলাম সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞান রাখবেন এবং সেই সাথে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সমান পারদর্শী হবেন। মুসলিম চেতনাকে উজ্জীবিত করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা, ব্যক্তিগত মানোন্নয়ন ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার হেফাজত করা। যেসব নেতৃস্থানীয় আলেম মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন তারা হলেন, মুস্তাফা সাফাওয়াত এফেন্দি, মুস্তাফা সাবরী, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ আতিফ এফেন্দি। শেষের দু'জনকে নিয়ে বদিউজ্জামান ইসলামকে আক্রমণ করে যেসব লেখা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হতো তার প্রতিবাদ লেখা শুরু করেন। বদিউজ্জামান যেসব প্রসঙ্গের জবাব দিয়েছেন তার কতগুলো হলো- বহু বিবাহ, দাস প্রথা, মহিলাদের অবস্থান ও মর্যাদা, মানবাকৃতি গঠনের ব্যাখ্যা ইত্যাদি। তার বক্তব্য ছিলো, অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য।

বদিউজ্জামানের ভগ্ন স্বাস্থ্য

বদিউজ্জামানের ভাতিজা উপরে বর্ণিত তার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দারুল হিকমাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি স্বাস্থ্যগত দিক থেকে দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। শুধু জাতির প্রতি কর্তব্য মনে করেই তার উপর চাপানো দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। আব্দুর রহমান লিখেছেন, তিনি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতো বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন কেন?

বদিউজ্জামান জবাব দিয়েছিলেন, আমি আমার দুঃখের বোঝা বহন করতে পারি। কিন্তু ইসলামের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে যে দুঃখ পাচ্ছি তা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি অনুভব করি, প্রতিটা আঘাত– যা ইসলামী বিশ্বের উপর আসছে তা যেন আমার হৃদয়কেই প্রথমে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। আর এ কারণেই আমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি একটি আলো দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় সেই আলো সব দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দিবে।

www.bjilibrary.com

দারুল হিকমতে ইসলামিয়া'র সদস্য থাকাকালীন
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী ও আবদুর রহমান

www.bjilibrary.com

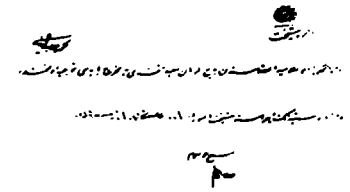

একটি অফিস নোটে সাঈদ নুরসীর
রাজকীয় নিয়োগপত্র

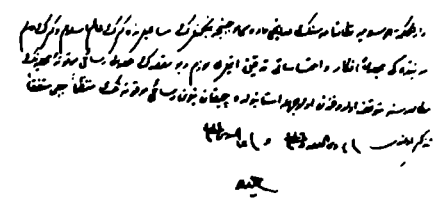

দারুল হিকমার কার্যবিবরণীতে
সংরক্ষিত সাঈদ নুরসী'র স্বাক্ষর

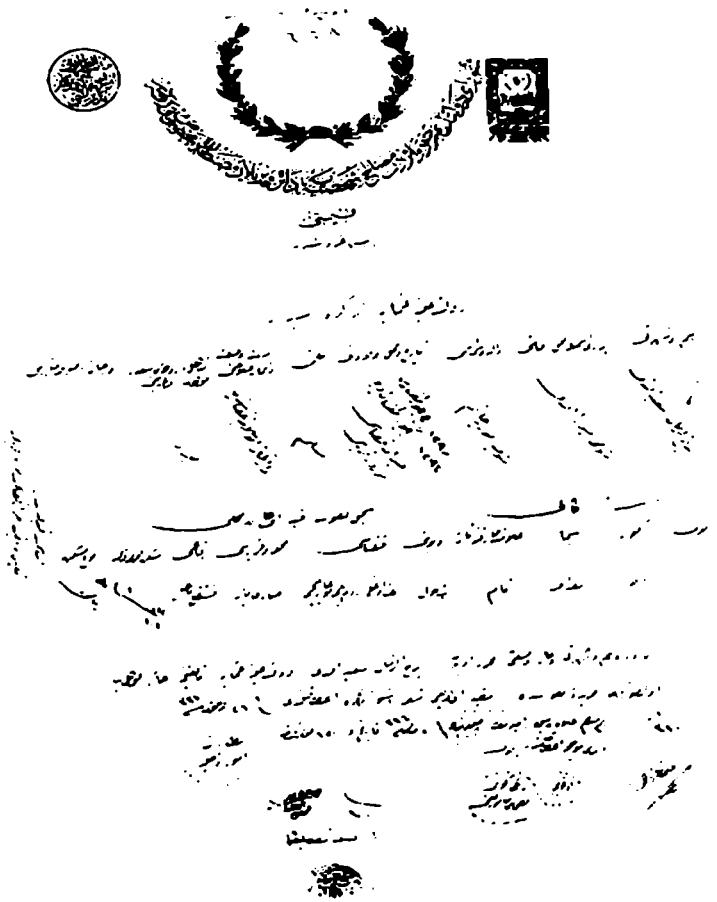

অফিসিয়াল ফাইলে প্রদত্ত বদিউজ্জামানের বৃত্তান্ত

www.bjilibrary.com

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে বদিউজ্জামান একটি সত্যিকারের স্বপ্ন দেখেন, যা ছিলো এক ধরনের রূপকল্প বা অন্তর্দৃষ্টি। এ সম্পর্কে তার লেখা গ্রন্থ সুনুহাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঘটনাপ্রবাহে তিনি সে সময়ই অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে আলোর সন্ধান লাভের চেষ্টা করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাকে একটি বিশেষ সম্মেলনে হাজির করা হলো। প্রত্যেক শতাব্দীর ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এখানে তাকে ইসলামের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো। যা আশা করা হয়েছিল তার বিপরীতে বদিউজ্জামান তার বক্তব্যে পরাজয়ের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, এর ফলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছে এবং অটোম্যান সাম্রাজ্য পুঁজিবাদের স্বৈরতান্ত্রিক স্রোতে শামিল হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছে। যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা কুৎসিত ও শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদ এবং আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে ইসলাম কেন সেই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বদিউজ্জামান যেসব মূলনীতি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি তা তুলে ধরেন। তার এই অসাধারণ মৌলিক তত্ত্ব উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অভিনন্দিত করেন এবং তা সেই স্বপ্নের অ্যাসেম্বলী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করেন–

হ্যাঁ, আসুন আমরা আশাবাদী হই। আগামী দিনের অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনে ইসলামের কণ্ঠস্বরই হবে সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী।

পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতার এই তুলনামূলক আলোচনা বদিউজ্জামান তার অন্যান্য রচনায়ও উল্লেখ করেছেন। এটা উল্লেখ করার মতো যে, বদিউজ্জামান প্রায়ই বলতেন, আধুনিক সভ্যতা খ্রিস্টবাদের সৃষ্টি বা সম্পদ নয়। আবার বিপর্যয় ও অধঃপতন ইসলামের সাথে থাকার কারণে নয়।

সভ্যতাকে খ্রিস্টবাদের সম্পদ বিবেচনা করা এবং অধঃপতন যা ইসলামের শত্রুতাকে বন্ধু হিসেবে দেখানো সঠিক নয়। অর্থাৎ তা বিবেচনা করাটা হবে নভোমণ্ডলকে এই উপগ্রহসহ উল্টো দিকে ঘুরার কথা বলা। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, ইসলাম প্রগতির নির্দেশ দান করে এবং সভ্যতার আবশ্যিক সকল উপাদানই এতে রয়েছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে একথা ঘোষণা করছি যে, এমন কিছু নেই যা বাস্তবে সভ্যতায় ভালো অথবা তার বাইরেও ভালো তা ইসলাম সুস্পষ্ট বা সন্দেহাতীতভাবে অনুমোদন করে না।

www.bjilibrary.com

আরেকটি রচনায় তিনি বলেন, যেসব বিষয় সভ্যতার সদগুণাবলি বলে পরিচিত তার সবগুলোই ইসলামী শরীয়ত থেকে রূপান্তরিত। তিনি আরও বলেছেন, আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নে ইসলাম মৌলিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

"আমি এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে, আধুনিক সভ্যতার অনেক সদগুণ রয়েছে। কিন্তু ঐসব খ্রিস্টবাদের সম্পত্তি নয়, অথবা ইউরোপেরও সৃষ্টি নয়, কিংবা এই শতাব্দীর কাজও নয়। বরং সেগুলো সবার সম্পদ। এগুলো বিকশিত হয়েছে মানবজাতির সম্মিলিত চিন্তাধারা থেকে। অবতীর্ণ বিধান থেকে, সহজাত প্রয়োজন থেকে এবং বিশেষ করে মুহাম্মদ (স)-এর শরীয়ত যে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তা থেকে। আরেকটি রচনায় তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা যেসব ভালো জিনিস এবং বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অগ্রগতি দেখছি তার সবটাই ইসলামী সভ্যতা থেকে প্রতিফলিত এবং উদ্ভূত। যার নিদর্শন এসেছে কুরআন এবং অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্ম থেকে।

যা হোক, পাশ্চাত্যে সভ্যতার ক্ষতিকারক দিকগুলো কল্যাণমূলক উপকারী দিকগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। বদিউজ্জামান এজন্য দুটো কারণ দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে আমোদ-প্রমোদ ও যৌন কামনা বাসনার অবাধ স্বাধীনতার ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি। এটারও কারণ হচ্ছে, ধর্ম এবং সদগুণাবলিকে সভ্যতার মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ না করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আতঙ্কজনক বিশাল বৈষম্য। এটা হচ্ছে, ধর্মহীনতার ফলশ্রুতি। অবশেষে এটাই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

এভাবে বদিউজ্জামান ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা খ্রিস্টান ধর্ম থেকেও দূরে সরে গিয়েছে এবং অবতীর্ণ বিধানের মূলনীতির উপর নেই বরং গ্রীক ও রোমান দর্শনের উপর ভিত্তি করে আছে, সেহেতু অবশেষে এই সভ্যতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার অবয়ব বদলে যাবে এবং ইসলামী সভ্যতার উত্থানের পথ করে দিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে তার মন্তব্য– পাশ্চাত্য সভ্যতা আগ্রাসী শক্তি থেকে সমাধান আদায় করে। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, লাভ এবং নিজের স্বার্থ। এই স্বার্থের পেছনে সবাই বিরামহীনভাবে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি করে। এর জীবন সংক্রান্ত মূল নীতি হচ্ছে– সংঘাত, যার প্রকাশ ঘটে কলহ ও মতানৈক্যে। বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বন্ধন হচ্ছে বর্ণবাদ এবং নেতিবাচক জাতীয়তাবাদ, যা সমৃদ্ধি অর্জন করে অন্যকে গ্রাস করার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে নিজেদের মধ্যে ভয়ঙ্কর

www.bjilibrary.com

সংঘাতে। এর যাদুকরী সেবা হচ্ছে লোভ এবং ঘৃণাকে উৎসাহিত করা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করা এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে সহজতর করা। লোভ এবং ক্রোধ মানুষকে ফেরেস্তার স্তর থেকে কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়, মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এইসব অধিকাংশ সভ্য লোকের ভেতরটা যদি বাইরে আনা যেতো তাহলে বাঘ, ভল্লুক, সাপ, বানর ও শূকুরের চামড়া দৃশ্যমান হতো।

যেসব মূলনীতির উপর ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছে তা এ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী সভ্যতার সমর্থন শান্তি নয় সততা এবং যার প্রকাশ ঘটে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার। এর লক্ষ্য হচ্ছে সদগুণাবলি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি যার প্রকাশ ঘটে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতিযোগিতায়। বর্ণবাদ ও জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে এর ঐক্যের বন্ধন হচ্ছে ধর্ম, দেশ এবং শ্রেণী, যার প্রকাশ ঘটে আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব ও সমঝোতার এবং বহিঃশত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধে ও জাতীয় প্রতিরক্ষার পারস্পরিক সহযোগিতার। জীবনের মূলনীতি হচ্ছে সংঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, যা ঐক্য পারস্পরিক সমর্থনে প্রতিফলিত হয়; লোভ-লালসার পরিবর্তে পথ নির্দেশ যার প্রকাশ ঘটে মানবিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিকতায়। ইহা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। দৈহিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সহজতর করার পরিবর্তে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতায় মানুষকে সমৃদ্ধ করে।

বদিউজ্জামান তার লেখনীতে সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আমরা তার দু'একটা নিম্নে পেশ করবো। Leamet নামক তার একটি রচনা সংকলনে তিনি সাহিত্য হিসেবে কুরআন এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেন। বদিউজ্জামান বলেন, সাহিত্যের রয়েছে প্রধান তিনটি ক্ষেত্র। এগুলো হলো : ১. ভালোবাসা ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত, ২. বীরত্ব এবং শৌর্যবীর্য সংক্রান্ত এবং ৩. বাস্তব চিত্রের বর্ণনা। ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন, সত্যিকার ভালোবাসার অর্থ ইউরোপীয় সাহিত্য জানে না। কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষুধার উত্তেজনাকেই বাড়িয়ে তোলে, যদিওবা ইউরোপীয় সাহিত্য উচ্চ মননশীলতার দাবি করে এবং মানুষের জন্য অনুপযোগী জিনিসের নিন্দা করে থাকে। ২য় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাহিত্য সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে না বরং শক্তির ধারণাকেই প্রশংসিত করে। বাস্তবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান বলেন, যেহেতু ইউরোপীয় সাহিত্য বিশ্বলোককে ঐশ্বরিক অবদান বা শিক্ষা বিবেচনা না করে প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, তাই

www.bjilibrary.com

ইউরোপীয় সাহিত্য বস্তুবাদ ও প্রকৃতির পূজাকে উৎসাহিত করে। উভয় সাহিত্যই দুঃখবোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু সেখানে কুরআন এক ধরনের উঁচু স্তরের এবং উন্নত প্রকৃতির দুঃখবোধ সৃষ্টি করে। সে ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাহিত্য কোনো আশার কথা বলতে পারে না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়। বিশ্ব একটি জংগল এবং মালিকানাবিহীন স্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গিই দুঃখবোধকে বধির এবং অন্ধ করে দেয়, যার সামনে আর কিছু নেই। এটা হয়েছে একজন এতিমের বন্ধুহীনতার বেদনাদায়ক দূরবস্থা। উভয় সাহিত্যই আনন্দ দান করে এবং আবেগ জাগ্রত করে। তবে কুরআন আধ্যাত্মিকতা জাগ্রত করে উচ্চতর আবেগে নাড়া দেয়। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সাহিত্য মানুষের মধ্যে পশুত্বের ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে এবং কেবলমাত্র তার নীচু প্রকৃতির আনন্দ দান করে।

এরপর বিবেচ্য হলো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রকৃতির বিষয়টা। পাশ্চাত্যে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অবিচার চলে আসছে তার দুঃখজনক পরিণতির চিকিৎসার ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামের পক্ষেই করা সম্ভব।

বিরাট সামাজিক অভ্যুত্থানে বিশেষ করে এই শতাব্দীতে মানুষের দুর্ভোগের মূল কারণ বদিউজ্জামান সংক্ষিপ্ত দুটো বাক্যাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। একটি হলো, 'আমি যতক্ষণ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত, অন্যেরা ক্ষুধায় মারা গেলে তাতে আমার কি আসে যায়।' দ্বিতীয়টি হলো, 'তুমি সংগ্রাম করো এবং পরিশ্রম করো যাতে আমি আরাম আয়েশে জীবন যাপন করতে পারি।' তিনি বলেন, এসব যদি উচ্ছেদ করতে হয় এবং অবসান ঘটাতে হয় তবে আল কুরআনের সুদবিহীন যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেই কেবল তা সম্ভব। অর্থাৎ যাকাত চালু করতে হবে; সুদকে না বলতে হবে।

ইসলাম যেখানে সত্যিকার সভ্যতার দাবিদার সেখানে কী করে ইসলামী সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে বস্তুগতভাবে পরাজিত হলো? তার স্বপ্নে বদিউজ্জামানকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। একজন প্রতিনিধি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনাদের কোন কাজের প্রেক্ষিতে আপনি একটি ফতোয়া ইস্যু করেছিলেন, যা আপনাদের জন্য এই বিপর্যয় নিয়ে এলো? বদিউজ্জামান জবাব দিলেন, এটি ছিলো ইসলামের তিনটি স্তম্ভের ব্যাপারে তাদের অবহেলা। এ তিনটি স্তম্ভ নির্ধারিত- নামায, রমজানের রোজা এবং যাকাত পরিশোধ। এ কারণেই তাদের উপর বিপর্যয় নেমে এসেছিল। পরবর্তী সময় তিনি একটি নোট দিয়ে হজ্বের প্রতি অবহেলা যোগ করেন।

www.bjilibrary.com

কুরআনের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব

বদিউজ্জামানের চিন্তাধারা আলোকপাত করতে গিয়ে ইসলামী বিশ্ব এবং বিশেষ করে অটোমানদের পতনের অনেক কারণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে এসব কারণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে, স্বৈরাচার এবং অপরটি হচ্ছে, ধর্ম। এই দুটো আবার পরস্পর সংযুক্ত। স্বৈরাচারের কতগুলো সুদূরপ্রসারী এবং নেতিবাচক পরিণতি এবং এর সমাধান হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে স্বাধীনতার কথা আমরা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি। ধর্মের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই পতনকেই শিরোনামের আওতায় আনা যায় এবং এসব ব্যাপারে সমাধানও বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্র এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বদিউজ্জামান যে সমাধান পেশ করেছেন তা আলেম সমাজ ও সুফী সম্প্রদায় এবং সেক্যুলার ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে চিন্তার যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে সেটার নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ইসলামের স্তম্ভসমূহের প্রতি অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি, যা উপরে বর্ণিত স্বপ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের সামাজিক ক্ষেত্রে এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে যেসব ব্যাধি দেখা দিয়েছে তারও প্রতিকার বদিউজ্জামান তার বিখ্যাত দামেস্ক বক্তৃতায় নির্দেশ করেছেন।

১৯১১ সালে প্রকাশিত মুহাকেমাত নামক গ্রন্থে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন, ইসলামের মূল অর্থ ও শিক্ষা এবং কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে বাহ্যিক দিকটাকেই আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। ইসলামের মূল বিষয় ও নির্যাস পরিত্যাগ করে আমরা দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিলাম তার বহিরাবরণ ও খোলসের দিকে। আমরা ভুল বুঝে এবং অসদাচরণের মাধ্যমে ইসলামকে সঠিকভাবে ধারণ করিনি, ইসলামের প্রতি মনোনিবেশ করিনি এবং ইসলামের প্রতি প্রাপ্য মর্যাদা দেইনি। ফলে ইসলামের সত্যিকার রূপ আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা ইসলামের সাথে ইসরাইলিয়াতকে মিশিয়ে ফেলেছি। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে নানা রূপ গল্প, কাহিনী এবং রূপকালঙ্কার একাকার করে ফেলেছি। ইসলামের সঠিক মূল্য ও মর্যাদাকে আমরা ধারণ করতে পারিনি। সুতরাং, এই পৃথিবীতে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এটাই আমাদের পরিত্যাগ করেছে এবং নিচে ফেলে দিয়েছে দুর্ভোগ ও ক্লিষ্টতার করুণ অবস্থার মধ্যে।

www.bjilibrary.com

উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ইসরাইলী চিন্তাধারা ও গ্রীক দর্শন ইসলামের নামে ধর্মীয় লেবাসে পরিবেশন করে মানুষের মনে সংশয়, বিশৃঙ্খলা ও চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন, কিছু বিদেশী আলেম কুরআনের কিছু আয়াতের সাথে ইঞ্জিল এবং তওরাতের সামঞ্জস্য দেখিয়ে এর সত্যতা বা সঠিকতা যাচাই করেছেন। এ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের মন্তব্য হলো, কুরআন এবং সহি হাদিস দিয়ে বুঝতে হবে বা ব্যাখ্যা করতে হবে। ইঞ্জিল বা তওরাত দিয়ে নয়, কারণ কুরআন ঐসব গ্রন্থকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং দুঃখজনকভাবে ইঞ্জিল ও তওরাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এতে অনেক সত্যমিথ্যা গল্পের সংযোজন করা হয়েছে।

বদিউজ্জামানের বিশ্লেষণের নির্যাস হলো, যুক্তি নয়, কুরআনের ঐশ্বরিক পবিত্রতাই বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

নতুন সাঈদের জন্ম

রাশিয়ার বন্দিশিবির থেকে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার দু' বছর পর বদিউজ্জামানের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি যেন বদলে যেতে থাকেন এবং এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই যেন এক নতুন সাঈদের জন্ম হয়। আব্দুর রহমানের লেখা তার জীবনী এবং নিজের পক্ষ থেকে দারুল হিকমাতে দুটি অনুরোধ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বদিউজ্জামান কত কঠিন কষ্ট ভোগ করছিলেন। যুদ্ধের ক্লান্তি, বন্দিশিবিরের কষ্টকর জীবন তার স্বাস্থ্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। সেইসাথে অটোমানদের পরাজয় এবং বিদেশীদের দখলদারিত্ব তার দুর্ভোগ ও কষ্টকে বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকগুণ এবং তিনি অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, ভলগার তীরের সেই ছোট্ট মসজিদে রাত্রি যাপনকালে বদিউজ্জামানের নতুন করে জেগে উঠার যে চেতনা সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। বন্দিশিবির থেকে ফেরত আসার প্রথম দুই বছরকে বদিউজ্জামান অসাবধানতার সময় বলে বিবেচনা করেন। এই দুই বছরে তার সুনাম ও সুখ্যাতি এবং যে সম্মান ও অভিনন্দন ও স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন তা তাকে সাময়িকভাবে তার সামাজিক জীবন থেকে সরে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হবার সিদ্ধান্ত ভুলিয়ে দেয়।

তিনি একবার অনেক উঁচু চূড়ায় উঠে ইস্তাম্বুল নগরীর দৃশ্য অবলোকন করছিলেন তখন তিনি মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বার্ধক্য এবং মানবজীবনের ও বস্তুর স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব ইত্যাদির কঠিন বাস্তবতার উপলব্ধি করেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন

www.bjilibrary.com

অধ্যয়ন করে যা অর্জন করেছিলেন তা থেকে সান্ত্বনা পাওয়া এবং আলোর রশ্মি দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। এ সময়ে কিছুই তিনি পেলেন না। পক্ষান্তরে তার আত্মা কলুষিত হচ্ছে এবং তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ সময় পর্যন্ত বদিউজ্জামানের মস্তিষ্কপূর্ণ ছিলো দার্শনিক বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব দ্বারা। কারণ, তিনি মনে করতেন, দার্শনিক বিজ্ঞানসমূহ আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও আলোক প্রাপ্তির মাধ্যম। তাছাড়া তিনি আরও মনে করতেন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ইসলামকে আরও শক্তিশালী করা যাবে। আরও গভীর অধ্যয়নের পর তার মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, এটা সঠিক নয়। দার্শনিক বিজ্ঞান গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর বরং তার উপলব্ধিতে পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারেন, সেই বিজ্ঞান তাকে কোনো আলো-আশা দিতে পারেনি। দার্শনিক বিজ্ঞান থেকে যে আধ্যাত্মিক অন্ধকার সৃষ্টি আর তা আমার আত্মাকে এমনভাবে গ্রাস করে যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। যে দিকেই আমি তাকাই, ঐ সময়ের মধ্যে কোনো আলো দেখতে পাই না।

বদিউজ্জামানের মানসিক এই অবস্থা ও আধ্যাত্মিক সংকটের ফলে তিনি সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নির্জন বাসের জন্য ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। বসফরাসের এশিয়ান প্রান্তে কৃষ্ণসাগরের সংযোগ স্থলে ইউশা জেপসি নামক এক উঁচু পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এখানে তিনি তার ভাতিজা এবং সহকারী আব্দুর রহমানকে তার কোনো প্রয়োজন পূরণে থাকতে দিতেন না। এরপর তিনি শারিয়ারে একটি বাড়ি নেন– এটা ছিলো বসফরাসের ইউরোপীয় প্রান্তে। এটা ছিলো পুরনো কাঠের তৈরি একটি বাড়ি। এখানে আসার পর মনে হয় তার সঙ্কট নিরসন হয় এবং তিনি যা অনুসন্ধান করছিলেন তা তিনি লাভ করেছেন। ঘটনাক্রমে আব্দুল কাদির জিলানীর ফুতুহুল গায়েব-এর একটি কপি বদিউজ্জামানের হাতে আসে। শুভ সংকেত পাওয়ার আশায় এলোপাতাড়িভাবে গ্রন্থের পাতা খুলতেই সামনে ক'টি লাইন ভেসে ওঠে।

'হে দুর্ভাগা, দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ার একজন সদস্য হিসেবে যদিওবা তুমি চিকিৎসক হিসেবে লোকদের আধ্যাত্মিক অসুখ নিরাময় করছ অথচ তুমিই বেশি অসুস্থ। তুমি সর্বপ্রথম তোমার জন্য একজন চিকিৎসকের সন্ধান করো। পরে তুমি অন্যদের চিকিৎসার চেষ্টা করো।'

www.bjilibrary.com

অতএব আমি শেখকে বললাম, আপনি আমার চিকিৎসক হন। আমি তাকে আমার চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলাম এই ভেবে, যেন এটি লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এটা ছিলো মারাত্মক কঠিন! এটা আমার সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করে দিলো। এটা আমার আত্মার উপর এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রোপাচার চালানো। আমার এর উপর অবস্থান করাটাই কঠিন হয়ে গেল। আমি বইটির অর্ধেকটা পড়লাম এবং বাকিটা শেষ করার সাহস পেলাম না। বইটা সেলফের উপর রেখে দিলোম। সপ্তাহখানেক পর মনে হলো অস্ত্রোপচারজনিত ব্যথা যেন লাঘব হয়েছে। আমাদের হৃদয় যেন আনন্দে নেচে উঠলো। আমি পুনরায় বইটি খুললাম এবং মনোযোগের সাথে পাঠ করলাম। আমি এই বই থেকে অনেক বেশি উপকৃত হলাম।

সাঈদ বদিউজ্জামানের আধ্যাত্মিক রূপান্তরে দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি নিমিত্তস্বরূপ কাজ করেছে সেটা হলো শেখ আহমদ সরহিন্দির মাকতুবাত। একইভাবে মাকতুবাতের পাতা খুলতেই তিনি দেখতে পান, 'লেটার টু মির্জা বদিউজ্জামান'। এটা দেখে তিনি আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওঠেন! আমার পিতার নাম মির্জা! আল্লাহর শুকরিয়া! তাহলে এই চিঠিগুলো কি আমার নামেই লেখা। বদিউজ্জামান হামাদানি ছাড়া বিগত তিনশত বছরের মধ্যে তো কোনো প্রখ্যাত বদিউজ্জামান ছিলো না। অথচ ইমাম সরহিন্দির সময় এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাকে লক্ষ্য করে পত্র দুটো লেখা হয়েছে। ঐ লোকটা হয়তো আমার মতোই হবেন। আমি ভাবলাম, আমার আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা এই দুই বিধিতে হবে। এখানে তিনি যা লিখেছেন, তোমার শিক্ষক বানাও একজনকে। বদিউজ্জামান লিখেছেন, এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশটা তার আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী নয়। কারণ, তিনি খুব বিচলিত হন যে, কাকে তিনি অনুসরণ করবেন। মসনভী নূরীতে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফিবাদ ও মরমীবাদ দুটোই গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্নধর্মী আকর্ষণ আছে। তিনি সন্দিগ্ধ এবং বিচলিত যে, কোনটার অনুসরণ করবেন। এসব বড় বড় ব্যক্তিত্ব ইমাম গাজ্জালী, মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী, সরহিন্দি ইমাম রব্বানী– কেউ তার সকল প্রশ্ন ও প্রয়োজনের জবাব দেননি। এই যখন বদিউজ্জামানের মানসিক অবস্থা এবং তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত তখন তার মধ্যে হঠাৎ এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, একমাত্র সত্যিকারের শিক্ষক কুরআন মজিদ। মহান আল্লাহর এক বিশেষ রহমত ও মেহেরবানি হিসেবে তিনি এই দিকদর্শন লাভ করেন। পৃথিবীতে অনেক মত ও পথের স্রোতে সর্ববিজ্ঞ কুরআন

www.bjilibrary.com

মজিদই হচ্ছে সত্যিকারের একমাত্র শিক্ষক। এই কুরআন সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী দিকনির্দেশক এবং পবিত্র পথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থ। সুতরাং, বলা যায় তিনটি পর্যায়ে সাঈদ বদিউজ্জামান নূরসীর সত্যানুসন্ধানের পর আলোকপ্রাপ্তি ঘটে। প্রথমে তিনি মানুষের দর্শনের ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি তার নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেন আব্দুল কাদির জিলানীর ফুতুহুল গায়েব গ্রন্থের সহায়তায়। তৃতীয় পর্যায়ে সরহিন্দির ইমাম রব্বানীর গ্রন্থ মাকতুবাতের উপদেশ 'একজনকে তোমার শিক্ষক বানাও' সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে এক পর্যায়ে তার মধ্যে এই উপলব্ধি আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সৃষ্টি হয় যে, কুরআনই হচ্ছে, একমাত্র সর্ববিজ্ঞ শিক্ষক। সুতরাং, তিনি কুরআনকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন সত্যিকার আধ্যাত্মিক প্রশান্তি র জন্য। কুরআন থেকে সাহায্য নিয়েই তিনি তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'রিসালায়ে নূর' রচনা করেন।

ব্রিটিশ বিরোধিতা ও আনকারা গমন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদিউজ্জামানের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন এই আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মধ্যেও তিনি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। ব্রিটিশ বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তিনি দারুল হিকমাতের সদস্য থাকাকালীন শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে নানা তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্যে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেন। রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং আলেমদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপনের ব্যাপারে ব্রিটিশ কৌশলের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। কুর্দিস্তান প্রশ্নে ব্রিটিশদের বিভাজন নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন বদিউজ্জামান।

যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তি যখন অটোম্যান সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করছিল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই কুর্দিস্তানের ভৌগোলিক এলাকা এবং তেলসমৃদ্ধ মেসোপটেমিয়া দাবি করেছিল। সেভার্স চুক্তিতে ব্রিটিশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান গঠনের শর্ত বা অনুবিধি রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশরা স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার দিয়ে কুর্দিস্তানের জনগণকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানিদানের কৌশল গ্রহণ করেছিল। আরো একটি কারণ ছিলো, এর মাধ্যমে ন্যাশনাল ফোর্স যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তাকে দুর্বল করা। একই উদ্দেশ্যে সে সময় অনেকগুলো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত করা

www.bjilibrary.com

হয়। এরূপ একটি দল ছিলো। সোসাইটি ফর দি এডভান্সমেন্ট অব কুর্দিস্তান। বদিউজ্জামানের সমর্থন চাওয়া হয় এ ব্যাপারে তার প্রভাব খাটানোর জন্য। বদিউজ্জামান দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তুরস্কের ঐক্য বিনষ্টকারী যে কোনো ধরনের উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করেন। উল্লেখিত দলের নেতা সৈয়দ আব্দুল কাদির বদিউজ্জামানের কাছে সমর্থন চেয়েছিলেন। বদিউজ্জামান তাকে জবাবে বলেছেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আল কুরআনে বলেন, 'আল্লাহতায়ালা অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবেন।' (৫ : ৫৪) আমি এই ঐশ্বরিক ঘোষণার উপর চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং আমার ধারণা এই সম্প্রদায় হবে তুর্কি জাতি, যে জাতি সহস্র বছর যাবৎ ইসলামী বিশ্বের পতাকাবাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আমি কতিপয় মেধাহীন বর্ণবাদীকে অনুসরণ করবো না। বরং বীরের জাতির সেবা করবো।"

নাজমুদ্দিন শাহিনার আরেকটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন যেখানে, বদিউজ্জামানের নিজের বর্ণনা রয়েছে। এটা বিখ্যাত লেখক কনসুলিশি আসফ বে-এর সাথে সম্পর্কিত।

"একদিন যখন ছাপাখানা অফিসে বসা তখন একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তিনি বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং তার মাথায় ছিলো লম্বা টুপি। তাকে দেখে মেওলান জাদেহ উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ইনি আমাদের নেতা- লেখক, কনসুলিশি আসফ। এরপর তিনি আমাকে বললেন, উনি বদিউজ্জামান সাঈদ এফেন্দী। আমাদের একজন প্রখ্যাত মহান ধর্মীয় পণ্ডিত। এরপর আমি বদিউজ্জামানের সাথে আলাপচারিতা শুরু করলাম। সত্যি বলতে কি আমি তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় খুবই উপকৃত হলাম। এরপর প্রায়ই তিনি আমাদের প্রেসে আসতেন এবং আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম। মাঝে মধ্যে আমরা একত্রে বের হতাম এবং শহরে ঘুরে বেড়াতাম।

আমি জানি না ঠিক এর কতদিন পর বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। আমার মনে নেই তিনি কোথায় গেলেন, তার নিজের এলাকায় অথবা অন্য কোথাও। যা হোক, জার্মানি ও তার মিত্ররা মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে। দেশ ভাগ হয়েছিল এবং তারা সব প্রান্তেই নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা শুরু করে। আর্মেনিয়া ছিলো এমন একটি রাজ্য। একদিন মেওলান জাদেহ রিফাত বে আমাকে বললেন, "তারা একটি আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছে। যেহেতু সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে। আমাদেরও উচিত কুর্দিশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।"

www.bjilibrary.com

আমি যখন বিস্ময়ের সাথে তার দিকে তাকালাম তখন তিনি বললেন, "আমি একজন বিশ্বাসঘাতক নই। শক্তিশালী অটোম্যান সাম্রাজ্য আমি ভাঙিনি। যারা এটাকে ধ্বংস করেছে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। তারা সব চোরের মতো পালিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ন্যাশনাল ফোর্স এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা তেমন আশার সঞ্চার করতে পারছে না। আমরা অলৌকিক যুগে বাস করছি না। আমি বদিউজ্জামানকে এ সম্পর্কে লিখবো। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেন। আমি তাকে লিখবো এবং আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য বলবো। মেওলান জাদেহ একটি চিঠি লিখলেন। প্রায় দিন দশেক বা দুই সপ্তাহ পর আমরা ছাপাখানায় কতিপয় অতিথিসহ বসা। সেখানে জাকালী হামদী পাশাও ছিলেন। তিনি তখন নৌমন্ত্রী এবং মিলিটারি কোর্টের প্রধান। আমরা এটা সেটা আলাপ করছিলাম। এমন সময় পোস্টম্যান এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি পড়ে রিফাত বে-এর মুখ কালো হয়ে গেল। এটা বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি খুব রেগে গিয়েছেন। এরপর তিনি চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, এটা পড় এবং দেখ। বদিউজ্জামান আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, তিনি আমার চিন্তা সমর্থন করেন না। চিঠিটা আমি একা পড়লে খুব অসুন্দর হতো, তাই আমি উচ্চস্বরে চিঠিটা পাঠ করলাম। জাকালী হামদী এবং মিলিটারি ফোর্স প্রধান মুস্তফা পাশা শুনলেন। বদিউজ্জামান চিঠিতে স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে লিখেন, "রিফাত বে, স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা নয়, আসুন আমরা অটোম্যান সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করি। আপনি যদি এটা গ্রহণ করতে রাজি থাকেন, আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত।"

এ কথা শোনার পর মুস্তফা পাশা মেওলান জাদেহকে বললেন, রিফাত বে তুমি ভুল, বদিউজ্জামান সঠিক। কুর্দিস্তান নয়, অটোম্যান সাম্রাজ্য পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবিত করা উচিত।"

অবশ্য কুর্দি ও জাতির অন্যদের সাথে ঐক্যের জন্য যখনই কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়ে বদিউজ্জামান তা দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এটা করেছেন। ১৯১৯ সালে এ জন্য একটি সমিতি গঠন করা হয়। ১৫ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের তিনিও একজন। এই সমিতি প্রথম দিকে কুর্দি শিশুদের জন্য ইস্তাম্বুলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তী সময়ে কুর্দি সংখ্যাগুরু এলাকাতেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কারণ শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিল। বদিউজ্জামান কুর্দি পূর্বাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি মাদ্রাসা– মাদরাসায়ে জেহরা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনকারা সরকারের নিকট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

www.bjilibrary.com

ব্রিটিশদের মোকাবিলায় বদিউজ্জামান

এ সময় চার্চ অব ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শাইখুল ইসলামের দফতরে একটি প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। দারুল হিকমাতের একজন সদস্য হিসেবে বদিউজ্জামানকে প্রশ্নের জবাব তৈরির জন্য বলা হয়। ব্রিটিশদের এ ধরনের ঔদ্ধত্যে অবমাননা বোধ করে বদিউজ্জামান স্বল্প কথায় যা লিখলেন তা প্রশ্নের জবাব নয় বরং তাদের জন্য ছিলো অপমানকর। তার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা। পরে তিনি ঘটনার বর্ণনায় বলেন :

এক সময় ব্রিটিশ যখন ইস্তাম্বুল দখল করে তখন ইংল্যান্ডের এংলিকান চার্চের প্রধান শাইখুল ইসলামের অফিসে ইসলাম সম্পর্কে ৬টি প্রশ্ন পাঠায়। আমাকে প্রশ্ন ৬টির জবাব দিতে বলা হয়। তারা ৬টি প্রশ্নের জবাব ৬০০ শব্দের মধ্যে দিতে বলে, আমি বললাম, আমি জবাব দিব ৬০০ শব্দে নয়, ছয় শব্দে নয়, এমনকি একটি শব্দেও নয়, একমুখ ভর্তি থুথু দিয়ে। কারণ যে মুহূর্তে তারা তীরে ভিড়েছে তাদের ধর্মীয় প্রধান ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে আমাদের প্রশ্ন করা শুরু করেছে। এর মোকাবিলায় যা করা উচিত তা হচ্ছে তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করা। 'একজন ফন্দিবাজ ধর্মীয় নেতার প্রশ্নের জবাব যে আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে', এই শিরোনামে তিনি নিম্নের অংশটুকু লেখেন।

কেউ আপনাকে কাদায় নিক্ষেপ করে হত্যা করতে যাচ্ছে। সে তার পা আপনার গলার উপর রেখে চাপ দিচ্ছে এবং উপহাস করে জিজ্ঞেস করছে, কোন ধর্মমত তুমি অনুসরণ করো। এর নীরব জবাব হচ্ছে, তার অপরাধ অনুভব করা, নীরব থাকা এবং তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করা। (তার নির্লজ্জ অভিশপ্ত মুখের উপর থুথু ফেলা)। অতএব তার প্রতি নয়, তবে সত্যের নামে-

প্রশ্ন ১. মুহাম্মদের ধর্ম কী দিয়ে গঠিত?

জবাব : কুরআন।

প্রশ্ন ২. জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কী দিয়েছে এই ধর্ম?

জবাব : ঐশ্বরিক ঐক্য এবং পরিমিতি বোধ।

প্রশ্ন ৩. মানুষের জীবনের সমস্যাসমূহের প্রতিকার কী?

জবাব : সুদ নিষিদ্ধ করা এবং জাকাতব্যবস্থা চালু করা।

প্রশ্ন ৪. বর্তমান পরিবর্তন সম্পর্কে ইহা কী বলে ?

জবাব : মানুষ ততটুকু পাবে যতটুকু সে চেষ্টা করবে। (কুরআন ৫৩:৩৯)

www.bjilibrary.com

যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং কখনো তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তুমি তাদের কঠিন পীড়াদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। (আল কুরআন ৯:৩৪)

এই সময় বদিউজ্জামানের সবচাইতে কার্যকর রচনা ছিলো ছয়টি পদক্ষেপ শিরোনামের একটি সংক্ষিপ্ত লেখা। এই লেখায় তিনি ছয়টি পন্থার বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে ব্রিটিশ ও গ্রীক মুসলিম সমাজে মতানৈক্য ও ঝগড়া বিবাদের বীজ বপন করে। এই রচনাটির শিরোনাম ছিলো, 'শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না' (কুরআন ২:১৬৮)। এই রচনাটি ইস্তাম্বুলের আলেম সমাজকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। দখলদার ব্রিটিশ কমান্ডারের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাও নস্যাৎ করে দিতে সাহায্য করে। তাদের পরিকল্পনা ছিলো ন্যাশনাল ফোর্সের পরাজয়ের পটভূমিকা তৈরি করা। শাইখুল ইসলাম ও আলেমদের প্রতারিত করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও মুসলিম সমাজে বিবাদ-ঝগড়া সৃষ্টি করা এবং দুইটি প্রধান রাজনৈতিক গ্রুপ যথাক্রমে (নিষিদ্ধ) সিইউপি এবং ফ্রিডম এন্ড একর্ড পার্টির সমর্থকদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে গ্রীকদের বিজয়ের পথ সুগম করা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুলতান ওয়াহিদ উদ্দিন, ইস্তাম্বুল সরকার এবং কিছু আলেম আনাতোলিয়া জাতীয় সংগ্রামের সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করেন। তাদের বিবেচনায় যারা এর মধ্যে জড়িত তারা হয় সিইউপির সদস্য অথবা তাদের সমমনা এবং এরাই তুরস্ককে যুদ্ধে নামানোর জন্য এবং পরাজয়ের জন্য দায়ী। আর এ জন্যই তুর্কি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। সিইউপি পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ফ্রিডম এন্ড একর্ড পার্টিও মনে করে যারা জাতীয় আন্দোলনে জড়িত তারা বিদেশী আগ্রাসী শক্তি থেকেও প্রধান শত্রু।

উপরন্তু পশ্চিমাপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদীদের বিরোধী এবং তাদের বিকৃত লেখালেখি ব্রিটিশ প্রপাগান্ডার সাথে মিলিত হয়ে জনমনে সংশয়, বিভক্তি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ফলে তাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে এবং শত্রুর মোকাবিলায় তারা দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বদিউজ্জামান বিশেষভাবে দৃঢ়পদক্ষেপসহ বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ফলে ব্রিটিশরা তাদের প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

www.bjilibrary.com

যারা নিজ জাতির অবমাননা করে এবং ব্রিটিশদের স্বার্থ এবং ইসলামের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে এবং ব্রিটিশদের রক্ষাকারী গণ্য করে বদিউজ্জামান তাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রিডম ও ঐক্যদলকে কেনো কঠোর সমালোচনা করেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি শহীদ দলের অন্তর্ভুক্ত। একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকেও অস্বীকার করা, অসম্মান করা অশুভ, অকল্যাণকর। অতএব দশ লাখ শহীদ যারা পুণ্যাত্মা তাদের অস্বীকার করা এবং বৃথাই তাদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে মনে করা মারাত্মক অশুভ। তারা মনে করে, যুদ্ধে প্রবেশ করে আমরা ভুল করেছি এবং আমাদের শত্রুরাই সঠিক এবং সেটা কোনো জিহাদ ছিলো না। আমার মতে যে, প্রার্থনা আমাদের করা উচিত তা হলো- হে প্রভু! আমরা যেন নিজেদের ক্ষতির নিজেরা না করি।

The Six Steps প্রকাশিত হয় ব্রিটিশরা ১৯২০ সালের মার্চে ইস্তাম্বুল পুনর্দখল করার সামান্য আগে। ব্রিটিশ বুঝতে পারে যে, বদিউজ্জামানের বিরোধিতা অত্যন্ত কার্যকর এবং শক্তিশালী। সুতরাং, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তার থেকে মুক্তি পেতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যা হোক, তাদেরকে বলা হয়, তারা যদি বদিউজ্জামানকে হত্যা করে তাহলে পূর্ব আনাতোলিয়ার বাসিন্দা ও গোত্রসমূহ ব্রিটিশদের কোনো দিন ক্ষমা করবে না এবং চিরশত্রুতে পরিণত হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ব্রিটিশরা বদিউজ্জামানকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। কারণ, তারা ইসলাম ও তুর্কি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য যেসব পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করছিল বদিউজ্জামান তা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্যর্থ করে দিতে নিরন্ত র সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বদিউজ্জামানের একজন ছাত্র মোল্লা সুলাইমানের ভাষ্য :

দিওয়ান ইয়ুলোর দিকে আমরা যাত্রা শুরু করি। মিসিরলি সাঈদ মোল্লা আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি Friends of England Association-এর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার কোনো ধর্ম ছিলো না। তিনি ম্যাশন ছিলেন, না কি ছিলেন আমি জানি না। এই লোক বদিউজ্জামান সম্পর্কে তথ্য দিতেন এবং তিনি কখন, কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত রাখতেন। বদিউজ্জামানের চেহারা কেমন, তার বৈশিষ্ট্য কী, তার পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন, তিনি কোথায় বাস করেন ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট তথ্য তিনি সরবরাহ করতেন। এর কারণ ছিলো, বদিউজ্জামান 'তানিন' এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে ব্রিটিশদের আক্রমণ করে কড়া লেখা লিখতেন। তার দু'একটা নমুনা হচ্ছে-

www.bjilibrary.com

'অভিশপ্ত ব্রিটিশদের নির্লজ্জ মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করো' এবং

তোমরা কুকুরেরা, যে কোনো কুকুরের চাইতেও নিকৃষ্ট কুকুর!

একদিনের ঘটনা। দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা বদিউজ্জামানকে হত্যা করার জন্য আয়াসোফিয়া স্কোয়ারের নিকটবর্তী স্থানে অপেক্ষা করছিল। তারা তাকে সেখান থেকে ধরে নিতে চেয়েছিল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে খুব কাছে থেকে অনুসরণ কর। সুলেমান খবরদার পেছনে পড়ে যেও না। তিনি তখন সূরা ইয়াসিন থেকে এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

"আমি তাদের সামনে পেছনে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং তাদের দৃষ্টি ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না" (আল কুরআন ৩৬:৯)। এবং তারা আমাদের দেখতে পেল না। আমরা তাদের সামনে দিয়েই আসলাম এবং বাড়ি পৌঁছলাম। আমি দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুলতে সামান্য বিলম্ব হওয়ায় বললাম। এসো এবং দ্রুত দরজা খোল, বদিউজ্জামান আমার সাথে! তাড়াতাড়ি দরজা খুললে আমরা ভেতরে গেলাম। বদিউজ্জামান দিভানের উপর বসলেন, এবং আমি তার জুতা খুলে দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ সবকিছু থেকে তুমি কী বুঝলে? আমি জবাব দিলাম, আমি জানি না। তিনি বললেন, তারা আমাকে গুলি করার নির্দেশ পেয়েছে। আমি যা করেছি তোমাকে রক্ষা করার জন্যই করেছি। আমি তোমার প্রতি দরদ অনুভব করেছি, কারণ তোমার সাথে অস্ত্র ছিলো না। অন্যথায় আমি তাদের দশ জনকে শেষ করতাম নিজে নিহত হবার আগে।

বদিউজ্জামানের শত্রুরা শুধু ব্রিটিশদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ৩০ বছর পর তিনি এক চিঠিতে লিখেন, দারুল হিকমাতের একজন সহকর্মী সদস্য সাঈয়েদ সাদউদ্দিন পাশা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আমি বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছি যে, একটি নাস্তিকদের সংগঠন জিন্দিকা কমিতেসি তারা এখানে কাজ করলেও তাদের মূল হচ্ছে দেশের বাইরে তারা তোমার লেখা পড়েছে এবং ঘোষণা করেছে, এসব রচনার লেখক যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা তাদের অধার্মিকতার মতবাদ প্রচারে সফল হতে পারবে না। সুতরাং তাকে নির্মূল করতে হবে। সুতরাং তুমি নিজের ব্যাপারে সতর্ক হও। বদিউজ্জামান সাদউদ্দিন পাশাকে বললেন, "আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং পূর্ণ আস্থাবান তার উপর। মৃত্যু শুধু একবারই আসে। এই মৃত্যু আসার সময়টা কেউই পরিবর্তন করতে পারে না।"

www.bjilibrary.com

মুস্তফা কামাল পাশার আমন্ত্রণে আনকারায় বদিউজ্জামান

জাতির প্রতি তার খেদমতের স্বীকৃতি হিসেবে বিশেষ করে The six steps এর মাধ্যমে তিনি যে অসাধারণ গণজাগরণের কাজটি করেছেন তার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাকে আনকারা যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যা হোক, বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুল থেকে 'পালাতে' রাজি ছিলেন না। মুস্তফা কামাল পাশা যিনি Grand National Assembly-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি বদিউজ্জামানকে তিনটি বার্তা পাঠান আমন্ত্রণ জানিয়ে। কিন্তু বদিউজ্জামান জাবাব দেন :

আমি যেখানে যুদ্ধ করতে চাই সেখানে পরিস্থিতি বেশি বিপজ্জনক। আমি খন্দকের পেছনে থেকে যুদ্ধ করতে চাই না। আনাতোলিয়ার চাইতে এখানকার অবস্থা বেশি বিপজ্জনক বলে আমি মনে করি।

তবে তাদের পীড়াপীড়ির কারণে বদিউজ্জামান তার তিন ছাত্র পাঠান। তারা হলেন- তৌফিক দেমিগরুলু, মোল্লা সোলায়মান এবং মেজর রফিক বে। তাদের মাধ্যমে তিনি জাতীয় সরকারের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন জানান। অবশেষে তার পুরনো বন্ধু পার্লামেন্ট মেম্বার এবং ভ্যান-এর সাবেক গভর্নর তাহসিন বে-এর আমন্ত্রণে তিনি আনকারা যেতে বাধ্য হন।

নাজমুদ্দিন শাহিনার লিখেছেন, বদিউজ্জামান ট্রেনযোগে ঈদুল আজহার প্রায় এক সপ্তাহ আগে আনকারা পৌঁছেন। পার্লামেন্টের একজন যোগ্য ক্যাপ্টেন আব্দুল গণি আনসারীর সাথে এক অনুষ্ঠানে বদিউজ্জামান ঈদের আগের দিন আলাপ করছিলেন। বদিউজ্জামান আগামী দিন ক্যাপ্টেন আবদুল গণিকে বলেন, পার্লামেন্ট সদস্য আমার মাথা কেটে ফেলা হবে। আব্দুল গণি এতে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। অতঃপর বদিউজ্জামান ব্যাখ্যা করলেন, যদি আমার নাম থেকে প্রথম বর্ণ বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ সাঈদ শব্দটি থেকে সিন বাদ পড়ে বা কাটা পড়ে তাহলে ঈদ শব্দটি থেকে যায়, যার মানে উৎসব। তাহলে আগামীকাল ঈদ হওয়ার মানে হচ্ছে আমার মাথা কাটা যাওয়া। এই কৌতুকে সবাই আনন্দ উপভোগ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম তার শেষ ধাপে পৌঁছাচ্ছিল। ২২ আগস্ট থেকে প্রবল হামলা শুরু হয়, যাকে বলা হয়ে থাকে Great offensive এবং এটা চলে ২৯ সেপ্টেম্বর তুরস্কের বিজয় এবং আনাতোলিয়া মুক্ত হওয়া পর্যন্ত। অক্টোবর মাসে মুসান্না অস্ত্র বিরতি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময়টা ছিলো অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলো। অস্ত্র বিরতি স্বাক্ষরিত হয় আনকারা সরকারের সাথে কিন্তু সুলতানের সরকার

www.bjilibrary.com

ইস্তাম্বুলে নামকাওয়াস্তে কাজ করছিল। অতএব সমস্যা সমাধানের জন্য মুস্তফা কামাল পাশার উদ্যোগে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী অধিবেশন বসে ১ নভেম্বর ১৯২২ সাল। অ্যাসেম্বলী ভোটাভুটির মাধ্যমে খেলাফত অব্যাহত রেখে সালতানাত বিলোপ করে দেয়। খলিফা নির্বাচিত করার অধিকার দেয়া হয় অ্যাসেম্বলীকে। অপসারিত সুলতান একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে ১৬ নভেম্বর দেশ ত্যাগ করেন। অ্যাসেম্বলী তার চাচাতো ভাই আব্দুল হামিদকে অ্যাসেম্বলী খলিফা মনোনীত করে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ খেলাফত চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। অটোম্যান পরিবারের হাতে ৪০৭ বছর ছিলো খিলাফত।

উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির মধ্যেই ১৯২২ সালের ৯ নভেম্বর Grand National Assembely বদিউজ্জামানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানায়। অভিনন্দন অনুষ্ঠানটি অ্যাসেম্বলীর কার্যবিবরণীতে নিম্নোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ধর্মীয় পণ্ডিত বদিউজ্জামান সাঈদ এফেন্দি হযরতলারির অভিনন্দন। স্পিকার : বিৎলিস এর সদস্য এবং তার বন্ধুদের একটি প্রস্তাব আছে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা প্রস্তাব করছি যে, বদিউজ্জামান মোল্লা সাঈদ এফেন্দি হযরতলারিকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানানো হলো। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের একজন প্রখ্যাত আলেম, যিনি ইস্তাম্বুল থেকে আনাতোলিয়ারকে গাজীদের এবং এই মহিমান্বিত অ্যাসেম্বলী পরিদর্শনে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত আছেন।

গ্র্যান্ড এসেম্বলিতে সংর্ধনা

রশিদ এফেন্দি (আনাতোলিয়া) : আমরা সম্মানিত অতিথিকে মঞ্চে আসার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেই সাথে মুনাজাত পরিচালনার জন্য অনুরোধ করছি।

বদিউজ্জামান মঞ্চে আরোহণ করলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিকদের অভিনন্দন জানালেন ও দোয়া পরিচালনা করলেন।

বদিউজ্জামানকে অ্যাসেম্বলীতে একটি উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হলো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তুর্কিদের বিজয় অর্জিত হওয়া আনন্দ প্রকাশ করা হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বদিউজ্জামান অনেক পার্লামেন্ট সদস্যের মধ্যে ইসলাম এবং ধর্মীয় কর্তব্যের ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদাসীনতা দেখে হতাশ হলেন। আনকারায় তার আসার উদ্দেশ্য ছিলো যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরকে কুরআন ও শরীয়তের ভিত্তিতে একটি সরকার গঠনে উৎসাহিত করা। ঐশ্বরিক সাহায্যেই তুরস্ক তাদের পরাস্ত করেছে যারা ইসলাম ও তুরস্ককে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এটা ছিলো

www.bjilibrary.com

একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সকল শক্তি সুবিন্যস্ত করে নতুন প্রজাতন্ত্রকে ইসলামী রেনেসাঁ এবং ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও বিশ্ব মুসলিম শক্তির উৎসে পরিণত করার উপযুক্ত সময় এখনই। এ ধরনের চিন্তা ও উদ্যোগের পরিবর্তে তিনি দেখতে পেলেন নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণারও প্রচার হচ্ছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন :

১৯২২ সালে আমি যখন আনকারায় যাই গ্রীকদের উপর বিজয়ী হওয়ায় বিশ্বাসী লোকদের মনোবল ছিলো অনেক উঁচু। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, নাস্তিকতার একটি জঘন্য স্রোত প্রতারণামূলকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস, মানুষের মনকে বিপর্যস্ত এবং মনোবলকে ভেঙে চুরমার করে দেয়ার জন্য। হে আল্লাহ! এই দৈত্য ইসলামের বিশ্বাসের স্তম্ভসমূহের ক্ষতিসাধন করতে যাচ্ছে!

বলা হয় যে, একবার বিজয় অর্জিত হলে পুরনো মত পার্থক্যসমূহ আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যে কোনো পার্লামেন্ট সদস্যের ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়াটা প্রতারণাপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বিজয় অর্জিত হয়ে যাবার পর যারা পাশ্চাত্যকরণ এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করার পক্ষে তারা সত্যিকারের রং দেখানো শুরু করলো। অবশ্য শুরু থেকেই পার্লামেন্টে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপ ছিলো। ১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে একটি গ্রুপ সংগঠিত হয় যারা খুব শক্তভাবে মুস্তফা কামালের স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু বিজয়ের পর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের জন্য কামাল পাশা একনায়কত্ববাদী শক্তি বৃদ্ধি করেন। ধর্মীয় গ্রুপের অবস্থান ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৩ সালের জুন পর্যন্ত কামাল পাশা একটি অনুগত পার্লামেন্ট নির্বাচন করে আনতে সক্ষম হন। এ পার্লামেন্টে তাকে বাধা দেয়ার মতো কোনো কার্যকর বিরোধী দল ছিলো না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আনকারায় বদিউজ্জামানের প্রধান প্রচেষ্টা ছিলো পার্লামেন্ট সদস্যদের ইসলামের ব্যাপারে সতর্ক করা। জাতির এই ক্লান্তিকালে তারা যেন যথাযথভাবে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক নিজেদের পরিচালনা করেন এবং ইসলাম নির্ধারিত ফরজসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলেন। এ জন্য তিনি একটি দশ দফা নির্দেশিকা প্রকাশ করেন এবং তা সকল পার্লামেন্ট সদস্যের নিকট বিতরণ করেন। মুস্তাফা কামালের কাছে এই নির্দেশিকা পৌঁছানো হয়।

১৯২৩ সালের ১৯ এপ্রিল তিনি এই নির্দেশিকা জারি করেন। এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যরা যেন অবশ্যই নির্দিষ্ট ফরজ নামাযসহ অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন। জাতীয় নেতারা যদি

www.bjilibrary.com

শরীয়ত নির্ধারিত ফরজ ইবাদতসমূহ পালন না করেন তাহলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর এইসব নেতাদের জাতীয় নেতৃত্ব দেবার বা শাসন করার কোনো এখতিয়ার নেই। নামায আদায় না করা বা ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা করার কী ওজর থাকতে পারে? এটা ধর্মের দিক থেকে এবং দুনিয়ার দিক থেকেও ক্ষতিকর। দেশপ্রেম কি এটা অনুমোদন করে? জাতি হয় তাদের অনুসরণ করবে আর না হয় তাদের সমালোচনা করবে এবং উভয়ই ক্ষতিকর। বদিউজ্জামান বলেন, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীকে সুলতানের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। খলিফাকেও মনোনয়ন দান করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী। ধর্মীয় ও জাতীয় উভয় দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা যেহেতু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর, এমতাবস্থায় জাতির ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করা এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার দায়িত্বও ন্যাশনাল এসেম্বলীকে পালন করতে হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে অ্যাসেম্বলী সদস্যদের দুর্বলতা, শৈথিল্য এবং অবহেলার কারণে পার্লামেন্টের উপর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিভেদের সৃষ্টি হবে। অথচ জাতির সমস্যা সমাধান এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার দায়িত্ব অ্যাসেম্বলীর। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।"

বদিউজ্জামানের অভিমত হচ্ছে, আধুনিক যুগ হচ্ছে সম্প্রদায় বা সামাজিক গ্রুপের যুগ। বিভিন্ন গ্রুপ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটেছে। আধুনিক জটিল এই যুগে ব্যক্তি নয় বরং ব্যক্তি সমষ্টি বা যৌথ নেতৃত্ব রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করে থাকে। এটাকে বলা যায় এক ধরনের যৌথ বা সামষ্টিক কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব। খেলাফত ব্যবস্থাটাও পরিচালিত হয় শূরা পদ্ধতির মাধ্যমে যৌথ বা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে।

বদিউজ্জামানের প্রচেষ্টায় পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে বেশ সচেতনতা ফিরে আসে এবং নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় নিয়মিত নামাযীর সংখ্যা ৬০-এ উন্নীত হয় এবং এ জন্য নামাজের জন্য ব্যবহৃত কক্ষটির পরিবর্তন করে একটি বড় কক্ষকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বদিউজ্জামানের কার্যক্রমের ফলে অ্যাসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট মুস্তফা কামাল পাশার মধ্যে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদিকে বিপুল সংখ্যক পার্লামেন্ট সদস্যের উপস্থিতিতে মুস্তফা কামাল পাশা বেশ রাগান্বিতভাবে উচ্চস্বরে বদিউজ্জামানকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার মতো একজন বীর শিক্ষকের আমাদের প্রয়োজন। আমরা এখানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনার উন্নততর চিন্তাধারা থেকে উপকৃত

www.bjilibrary.com

হবার জন্য। কিন্তু আপনি এখানে আসার সাথে সাথে নামায সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করে আমাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করছেন। বদিউজ্জামান কিছু কথা বলে তার জবাব দিলেন। তিনিও রাগে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললেন, পাশা! পাশা! বিশ্বাসের পর সবচেয়ে উন্নততর সত্য হচ্ছে ফরজ নামায। যারা নামায পড়ে না তারা বিশ্বাসঘাতক! এবং বিশ্বাসঘাতকদের মতামত বাতিল।

যারা সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা এই ভেবে ভীত হলেন যে নিশ্চয়ই বদিউজ্জামানকে তার বক্তব্যের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু মুস্তফা কামাল পাশা তার ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং বদিউজ্জামানের কাছে ক্ষমা চাইলেন। দুই দিন পর তার অফিসে বদিউজ্জামানের সাথে কামাল পাশার দুই ঘণ্টার এক বৈঠক হলো।

ঠিক কোর্ট মার্শাল এবং গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাসের মতোই কামাল পাশার নিকটও বদিউজ্জামান মাথা নতো করলেন না। শত্রুদের নিকট খ্যাতি অর্জন এবং তাদের খুশি করার আশায় ইসলামের উপর আক্রমণ চালিয়ে ইসলামের বিধানসমূহের অনুশীলন সমূলে উৎপাটনের প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশ, জাতি এবং ইসলামী বিশ্বের যে ক্ষতি করা হচ্ছে সে জন্য তিনি কামাল পাশাকে তিরস্কার করার সুযোগ ছাড়লেন না। যদি কোনো বিপ্লব আনতে হয় তাহলে সেটা কুরআনের ভিত্তিতেই অর্জন করতে হবে। এই তিরস্কারের জন্য মুস্তফা কামাল পাশা বাহ্যত কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। পক্ষান্তরে বদিউজ্জামানকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে জয় করার চেষ্টা করলেন, যাতে তিনি বদিউজ্জামানের প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারেন। বদিউজ্জামানকে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে শেখ সানুসীর জেনারেল প্রিচারের পদ ৩০০ লিরা বেতন, বাসভবন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ এসেম্বলির সদস্য পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দিলেন।

মুস্তফা কামালের প্রস্তাব গ্রহণ না করার একটি বড় কারণ ছিলো বদিউজ্জামানের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল তা। তাছাড়া বদিউজ্জামান মুস্তফা কামালের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে তার ধারণা হয়েছিল এরা যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তা তার অনুভূতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

১৯২২ সালের ২২ নভেম্বর লুজেন শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। আলোচনায় একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই প্রতিনিধিগণ দেশে ফেরত যান। তুরস্কের প্রধান প্রতিনিধি ইসমত ইনোনু গোপনে মুস্তফা

www.bjilibrary.com

কামাল পাশার সাথে মিলিত হন। আনকারায় তখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক ছিলো প্রচণ্ড হিংস্র এবং তিক্ত ধরনের। মুস্তফা কামাল এবং সরকারের প্রস্তাব দ্বিতীয় গ্রুপ বিরোধী দল তীব্র বিরোধিতা করে।

পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে বিতর্কের মূল কারণ পরে জানা যায়। ব্রিটিশ প্রধান প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা তার ভাষায় "তুরস্ক নিজ হাতে ইসলাম এবং ইহার প্রতিনিধিত্বের ভূমিকায় বিলোপ সাধন করবে এবং ওসব একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তুরস্ক সত্যিকারভাবে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং খ্রিস্টান বিশ্বের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা লাভ করবে। আমরা তাই দিব যা তুরস্ক চায়।"

এই গোপন এবং অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার সাথে ইসমত ইনোনু এবং কামাল পাশার পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। ইনোনুর ফিরতি সফরে তারা তাদের সাথে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব চুক্তিটি স্বাক্ষর করার পর আপত্তিসমূহের জবাবে লর্ড কার্জন বলতে পেরেছিলেন- আসল সত্য হলো তুরস্ক আর কোনদিন তার আগের শৌর্য এবং শক্তি ফিরে পাবে না, কারণ আমরা তাদের ভেতর থেকেই হত্যা করেছি।

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বদিউজ্জামান নিশ্চিত হন যে তার পক্ষে কামাল পাশাদের সাথে কাজ করা সম্ভব নয় এবং এতে কোনো ভালো কিছু আশা করা যায় না। এ কারণেই তিনি পাশার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করেন এবং আনকারা ত্যাগ করে ভ্যানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিদায় নেন এবং বাকি সময়টা আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটান। বদিউজ্জামান যখন আনকারা ত্যাগ করেন তখন বেশ কিছু সংখ্যক অ্যাসেম্বলী সদস্য তাকে স্টেশনে বিদায় অভ্যর্থনা জানান। উল্লেখ্য, ঘটনাক্রমে কামাল পাশাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারিখটি ছিলো ১৭ এপ্রিল ১৯২৩।

ভ্যানে প্রত্যাবর্তন

ভ্যানে ফিরে বদিউজ্জামান তার ছোট ভাই আরবির শিক্ষক আব্দুল মজিদের সাথে শহরের তোপরাককালে নামক এলাকায় অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা আব্দুল মজিদের স্ত্রী রাবেয়ার নিকট থেকে জানতে পারি বদিউজ্জামানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তাকে নূরসিন মসজিদে স্থানান্তরিত হতে হয়। বদিউজ্জামানের হোরহর মাদ্রাসা যেটাকে আর্মেনিয়ান ও

www.bjilibrary.com

গ্রীকরা যুদ্ধের সময় পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল তার স্থলে ভ্যানে বদিউজ্জামানের মূল কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। নূরসিন মসজিদ অল্পদিনের মধ্যেই একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক, ধর্মীয় পণ্ডিত এবং শেখ বদিউজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ এবং তাকে সম্মান জানানো ও উপদেশ গ্রহণের জন্য নূরসিন মসজিদে ভিড় জমান। বদিউজ্জামান পুনরায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও বিদ্যানুরাগীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। অধিকন্তু তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময়ও করেন। এই কর্মব্যস্ততা তার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে এবং অভ্যন্তরীণ জীবনের উপর আঘাত হানে। অতএব, আবহাওয়া যখনই যথেষ্ট গরম হয়ে আসে তিনি তখন তার অল্পসংখ্যক ছাত্রসহ ভ্যান ত্যাগ করে পূর্ব প্রান্তে মাউন্ট এরিকে স্থানান্তর হন। এখানে তিনি নিজেকে পুরোপুরি নামায ও ধ্যানে নিমগ্ন করতে সক্ষম হন।

সাঈদের মধ্যে এই পরিবর্তন তখন ভ্যানে সকলের জানা হয়ে যায়। যারা তার এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন তাদের অনেকেই যেসব পরিবর্তন তার মধ্যে আসে তার কিছুটা উল্লেখ করেছেন। এসবের মধ্যে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন ছিলো তার পোশাকের। আগে তিনি তার আঞ্চলিক যে বর্ণাঢ্য পোশাক পরিধান করতেন তা পরিত্যাগ করে অতি সাদাসিধে ধরনের পোশাক পরিধান শুরু করেন। অবশ্যই তার ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদ্রাসা, শত্রু কর্তৃক ভ্যান শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়ার দৃশ্য দর্শন, তার অসংখ্য ছাত্রের মৃত্যু, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মর্মবিদারক স্মৃতি তার এই অভ্যন্তরীণ ও মানসিক পরিবর্তনে নিমিত্ত স্বরূপে কাজ করেছে। তারা এটাও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি রাজনীতি এবং সামাজিক জীবন থেকে সরে গিয়েছেন। যারা তার কথা শুনেছেন তারা ঈমানের সংরক্ষণ, নবায়ন এবং পুনর্গঠনের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

পরবর্তী দুই বছর বদিউজ্জামান পাহাড়েই অবস্থান করেন। শুধু ঠাণ্ডার সময় কয়েক মাস ভ্যানে আসতেন। প্রতি শুক্রবার তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসতেন নূরসিন মসজিদ জুমার খুতবা দেয়ার জন্য। এসব খুতবায় তিনি যা বলতেন তাতেও আসে আমূল পরিবর্তন। তিনি ঈমানের মূল ভিত্তিসমূহ বর্ণনা করতেন, ঈমানের মৌলিক উপাদানগুলো সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। তৌহিদ, আল্লাহর একত্ববাদ, মৃত্যু, আখিরাত, পুনরুত্থান এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতেন। এ. ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বদিউজ্জামান তার এক ছাত্রকে বলেন, আমার লক্ষ্য হচ্ছে ঈমানের শক্ত ভিত্তি রচনা করা। ভিত্তি যদি মজবুত হয়, তা কোনো কিছুতেই ধ্বংস হবে না।

www.bjilibrary.com

ঐ একই ছাত্র হামিদ আকিঞ্জি বলেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা আমাকে অসংখ্য আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমি আর আগের সাঈদ নই; বরং সম্পূর্ণ এক নতুন সাঈদ। মহোদয়গণ, আপনারা আগের সাঈদকে ভুলে যান, আগের সাঈদের মৃত্যু ঘটেছে। আল্লাহর রহমতে আমি আমার নবজীবন লাভের দশ মাসে যা শিখেছি তা আগের জীবনের দশ বছরের শিক্ষার সমান।

তিনি এই সময়টা পুরোপুরি কুরআন মজিদের এক বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা হিসেবে রিসালায়ে নূর লেখায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৬ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত তিন বছর তিনি রিসালায়ে নূরের প্রথম খণ্ড রচনা করেন। এ সময়টা তার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মহান আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশার অপেক্ষার সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। তার রিসালায়ে নূরের প্রথম রচনা 'মসনভীয়ে নূরী' যাকে বলা হয় রিসালায়ে নূরের 'বীজতলা'। এই সময় বদিউজ্জামান যেসব বিষয়ে দারস্ দিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে তা রিসালায়ে নূরে সংযুক্ত করা হয়।

বদিউজ্জামানের আরেকজন ছাত্র ইসমাইল পেরিহানুলু বর্ণনা করেছেন, অন্য একদিন মোল্লা রসুল, কোপানিসলি মোল্লা ইউসুফ এবং আমি উস্তাদের সাথে জিভ গিয়েছিলাম। এই জিভ এলাকা আর্মেনিয়ানরা সম্পূর্ভভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। উস্তাদ সেখানে দাঁড়িয়ে আবেগ-আপ্লুতভাবে বললেন, এই সেই জায়গা যেখানে আমার ভাই মোল্লা আহমদ ই জানো শাহাদাত বরণ করেন। এই কথা বলার পর তিনি তার চোখের অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলেন না। তিনি গভীর শোকে কাঁদলেন। মোল্লা আহমেদই জানো তার সাথে পড়াশোনা করেছেন। পরে তিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন, প্রথম পত্রে বর্ণিত জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আমরা তার এই দারস্ লিখে পরে কপি করলাম।

আরেক দিনের ঘটনা। তারা ভ্যান শহরের দুর্গের চূড়ায় উঠলেন। বদিউজ্জামান চূড়ায় সর্বোচ্চ পয়েন্টে উঠে তার জায়নামায বিছিয়ে দিলেন। দুর্গের শীর্ষ চূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি তার মাদ্রাসার ধ্বংস্তূপ দেখলেন এবং অতঃপর দুনিয়া ধ্বংসের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করলেন। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে ভ্যান লেকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং ইউনুস (আ) ও সেই তিমি মাছের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি ইউনুস (আ) এবং আধুনিক মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করলেন এবং মাছের পেটের ভেতরে ইউনুস (আ) ঈমান এবং মনোবল ও দৃঢ়তার কথা ব্যাখ্যা করলেন। এই বক্তব্যকেও বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূরের প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত করেন।

www.bjilibrary.com

ঐ সময় বদিউজ্জামানের ইবাদত বন্দেগিতে নিমগ্নতা সম্পর্কে তার সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই মন্তব্য করেছেন। তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী রাবেয়া উল্লেখ করেছেন, তিনি যতদিন আমাদের সাথে ছিলেন রাতে কখনো ঘুমাতেন না। তার কক্ষ থেকে সবসময় প্রার্থনার আওয়াজ ভেসে আসতো। ইসমাইল পেরিহানুলু উল্লেখ করেছেন, তার ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি উঁচু জায়গায় বসে ধ্যানমগ্ন থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। অনেক সময় মসজিদের ছাদে তাকে চিন্তামগ্ন থাকতে দেখা যেতো। মোল্লা হামিদ যিনি এরিক পর্বতে অবস্থানকালে বদিউজ্জামানের সাথে বেশি সময় কাটিয়েছেন তিনি বলেছেন, বদিউজ্জামান কখনও অলসভাবে সময় কাটাতেন না। সবসময় নামায ও ধ্যানে কাটাতেন। তিনি হাঁটুর উপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিতেন, যে কারণে তার পায়ের আঙ্গুলগুলোর হাড় জিরজিরে হয়ে গিয়েছিল। তার একজন ছাত্র তাকে আরাম করে বসতে বললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত জীবন ক্ষণকালীন পৃথিবী থেকে আমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন জয় করতে হবে। আরামে বসবো এবং বেহেস্ত চাইবো, এটা সম্ভব নয়। আমার আরামে বসার সাহস নেই।"

শেখ সাঈদ বিদ্রোহ

এটা সবারই জানা ছিলো যে, বদিউজ্জামান সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা পরিত্যাগ করে ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ক্ষমতাসীন এবং গোত্রপতিরা বদিউজ্জামানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে ব্যাপক প্রভাব থাকায় তার নিকট থেকে উপকার পাওয়ার আশা করতেন। এভাবে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যারা আসতেন তাদের মধ্যে ছিলেন প্রশাসনের প্রধান, গোত্রপতিগণ। আর অন্যরা আসতেন তাকে নেহাত একজন ধর্মীয় ব্যক্তি মনে করে। তখনও সেই এলাকায় সঙ্কট কাটেনি। কুর্দিদের অনেকেই স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিলেন। সালতানাত ও খেলাফত বিলোপের পর প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রশাসনকে তারা দেখতেন ধর্মহীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে। এটা ব্রিটিশদের জন্য একটা বড় সুযোগ এনে দিয়েছিল তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ১৯২৫ সাল নাগাদ অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের বিরুদ্ধে একটি পুরোপুরি গণ-অভ্যুত্থানের জন্য গোত্র প্রধানগণ বদিউজ্জামানের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন। আগের মতোই বদিউজ্জামান এ ধরনের একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সবকিছুই করলেন অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। বেশ কিছু লোক তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন এবং তারা

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহে যোগ দিলেন না। ফলে এভাবে কয়েক হাজার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলো। ১৯২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তথাকথিত শেখ সাঈদ বিদ্রোহ শুরু হলো একজন নক্সাবন্দী শেখের নেতৃত্বে, যার নাম ছিলো শেখ সাঈদ। তিনিও একটি পত্রে বদিউজ্জামানের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দুই মাসের মধ্যেই এ বিদ্রোহ থেমে যায়। কিন্তু এটি সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে এনেছিল বদিউজ্জামানের জন্য, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাকে কারাবন্দী করা হয় অন্যান্যের সাথে। এই বিদ্রোহকে আনকারা সরকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ একটি কালো আইন পাস করে। এই আইন সরকারকে বিনা বিরোধিতায় কুখ্যাত স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল গঠনের ডিক্টেটরি ক্ষমতা প্রদান করে।

গোত্রপতিদের মধ্যে যারা বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফৌর হোসেইন পাশা। একবার তিনি আসেন বদিউজ্জামানের বন্ধু ভ্যানের মুফতি শেখ মাসুমের পুত্র আব্দুল বাকীর সঙ্গী হিসেবে। আবদুল বাকী এ সাক্ষাতের এক বর্ণনায় জানান, তিনি মাউন্ট এরিকে বদিউজ্জামান কঠোর তপস্যায় জীবন যাপন করতে দেখেছেন। এ সময় বদিউজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন যে, সামনে তাদের জন্য খুব কঠিন মুহূর্ত আসবে। কিন্তু এ জন্য তাদের হতাশ হওয়া উচিত হবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই একজন কাউকে পাঠাবেন, যিনি তাদের এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করবেন এবং দীন ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি ছাত্রদের নিকটও একটি মন্তব্যে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে খুব তীব্র সঙ্কট আসবে তোমাদের সামনে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো, ... মারাত্মক ঘটনা ঘটবে। তারা যখন এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বলার অনুমতি নেই তার। এই সাক্ষাতের সময় ফৌর পাশা বদিউজ্জামানকে অর্থ দেবার প্রস্তাব করেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি তা গ্রহণ করেননি। মোল্লা হানিফ তাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে চাই। আমার সৈন্য, ঘোড়া, অস্ত্র, গোলাবারুদ সব প্রস্তুত। আমরা শুধু আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

"তুমি কী বুঝাচ্ছ? কার সাথে যুদ্ধ করতে চাও?"

"মুস্তাফা কামাল"

"এবং মুস্তাফা কামালের সৈন্য কারা?"

"আমি জানি না কারা মুস্তাফা কামাল পাশার সৈন্য।"

www.bjilibrary.com

অতএব বদিউজ্জামান তাকে বললেন, "ঐ সৈন্যরা এ দেশেরই সন্তান। তারা আমার স্বজন এবং তোমার স্বজন। তুমি কাকে হত্যা করবে? এবং তারা কাকে হত্যা করবে? তুমি চিন্তা করে দেখ তুমি কি এমন একটা পরিস্থিতির দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চাও যেখানে আহমদের হাতে মুহাম্মদ এবং হাসানের হাতে হোসেইন মারা যাবে?"

কৌর হোসেইন পাশা আরো একবার নূরসিন মসজিদে জুমআর নামাজের পর একই ব্যাপারে আবেদন করেছিলেন। সে সময় তার সাথে অ্যাসেম্বলী মেম্বার হাসান বে এবং আরও তিনজন ছিলেন। তারা একটি জানাযায় শরিক হওয়ার নাম করে এখানে এসে বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেম্বলী মেম্বার ও গোত্র প্রধানদের এখানে আগমনে ভ্যানের গভর্নর খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। বিদ্রোহে যোগদানে তাদের আগ্রহের কথা জেনে বদিউজ্জামান বললেন, "এ ধরনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার ধারণা কোথা থেকে এলো? আমি বিস্মিত! আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই এটাই কি শরীয়ত, যা তোমরা চাও? কিন্তু এ ধরনের একটি কাজ নিরঙ্কুশভাবে শরীয়তবিরোধী। এতে বিদেশীদের প্ররোচনায় তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবার বড় আশঙ্কা রয়েছে। তোমরা সবাই তোমাদের নিজের ঘরে এবং এলাকায় ফিরে যাও।"

কথা ক'টি শেষ করে বদিউজ্জামান উঠে দাঁড়ালেন এবং এরিক পর্বতের দিকে ফিরে গেলেন। কৌর পাশা এবং গোত্রপতিগণ বদিউজ্জামানের সতর্কবাণী কর্ণপাত করলেন। বিদ্রোহে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকলেন। ফলে ভ্যানের জনগণকেও বিদ্রোহে যোগদান করানো গেল না এবং এভাবে হাজারো জীবন বেঁচে গেল।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে শেখ সাঈদ, সরাসরি একটি চিঠি লিখে বদিউজ্জামানকে অনুরোধ করেছিলেন বিদ্রোহে শামিল হওয়ার জন্য এবং বলেছিলেন তিনি যদি তা করেন তাহলে তারা বিজয়ী হবেন। বদিউজ্জামান জবাবে লিখেছেন :

"শতাব্দীর পর শতাব্দী তুর্কি জাতি ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। এ দেশ অনেক শহীদ ও মনীষীর জন্ম দিয়েছে। এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে তরবারি ধরা যায় না। আমরা মুসলমান। আমরা তাদের ভাই। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করতে পারি না। শরীয়ত আমাদের এই অনুমতি দেয়নি। বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র অস্ত্রধারণ করা যায়। অভ্যন্তরীণভাবে এটা

www.bjilibrary.com

ব্যবহার করা যায় না। এ সময় আমাদের মুক্তির পথ হচ্ছে কুরআন ও ঈমানের সত্যে উদ্দীপ্ত এবং আলোকিত হওয়া। আমাদের বড় দুশমন অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি পাওয়া। আপনার এই পদক্ষেপ আপনি পরিত্যাগ করুন। কারণ এটা হবে নিষ্ফল এবং অর্থহীন। কতিপয় দুর্বৃত্তের কারণে হাজার হাজার নিরপরাধ নর-নারী ধ্বংস হয়ে যাবে।

নির্বাসনের পথে

বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ ভ্যানের সমস্ত প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা এবং গোত্রপ্রধানকে গ্রেফতার শুরু করে এবং তাদের পশ্চিম আনাতোলিয়া কারানিবাসে প্রেরণ করে যদিওবা এসব লোক কেউই বিদ্রোহে শরিক ছিলেন না। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বদিউজ্জামানকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। তাকে এলাকা ত্যাগ করে ইরান অথবা আরব দেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। বদিউজ্জামান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথমে ভ্যান প্রদেশের মুফতি শেখ মাসুমকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে সেনা সদস্যদের একটি স্কোয়াডকে এরিক পর্বতে যেখানে বদিউজ্জামান বসবাস করেন সেদিকে আরোহণ করতে দেখা যায়।

বদিউজ্জামানকে এই স্কোয়াড এবং তাদের প্রতি নির্দেশের কথা জানানো হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এদের আগমনে এবং তাদের সাথে যাওয়ার জন্য ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আশ্চার্যান্বিত হন। ক্যাপ্টেনের অতিরিক্ত কর্তৃত্বপূর্ণ এবং স্বেচ্ছাচারী ধরনের আদেশের তিনিও দৃঢ়তার সাথে সাড়া দেন। কারণ তিনি সবসময়ই অযৌক্তিক এবং স্বৈরাচারী আচরণের মোকাবিলায় তেমনটি করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে হঠাৎ করে সেখানে দারুণ এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যেই বদিউজ্জামানের ছাত্ররা এবং আশপাশের গ্রামবাসী সেখানে জমায়েত হন। তারা বদিউজ্জামানের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। বদিউজ্জামানকে সেখান থেকে মুক্ত করে অন্য কোনো দেশে পাঠিয়ে দেয়া তাদের জন্য একটি অতি সাধারণ সহজ কাজ ছিলো। যা হোক বদিউজ্জামান সমবেত জনতাকে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত এবং সেনা সদস্যদেরকে তাকে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন।

গ্রেফতারকৃতদেরকে ভ্যানের একটি মাধ্যমিক স্কুলে রাখা হয়। যেখানে বদিউজ্জামান ছাড়াও ছিলেন শেখ মাসুম, কৌর হোসেইন, মুফতি হাসান এফেন্দি, কুফিমিজাদেহ, শেখ আব্দুল বাকী এফেন্দি এবং আরও প্রায় শ'খানেক

www.bjilibrary.com

বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশু। এটা রমজান মাস। তখনও ছিলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং সমস্ত জমিন বরফে ঢাকা। ভ্যান থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয় সত্তর আশিটি ঘোড়া বা গাধার টানা স্লেজ গাড়িতে, কেউ ঘোড়ার পিঠে বা কেউ পদব্রজে। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ ছিলো বন্দীদের এই কাফেলা। বদিউজ্জামান এবং শেখ মাসুমকে একসাথে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছিল। এই কাফেলায় যারা একটি পরাজিত বাহিনীর মতো তাদের নিজ ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, নিজ গ্রাম, দেশ ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের প্রায় সবার চোখে ছিলো অশ্রু ও চেহারা ছিল বিমর্ষতা। কিন্তু বদিউজ্জামান ছিলেন হাসিখুশি এবং শান্ত। তিন কি চার দিনের জন্য এই কাফেলা পেটনসে যাত্রা বিরতি করে। এরপর একরাত অউরিতে, এক সপ্তাহ ইরজুরুমে যাত্রা বিরতির পর ঘোড়ার গাড়িতে করে কাফেলা যাত্রা অব্যাহত রাখে। ট্রাবজন থেকে তাদের সপ্তাহব্যাপী সফরের জন্য জাহাজে উঠানো হয় ইস্তাম্বুলের পথে। এখানে বদিউজ্জামান ২৫ দিন অবস্থান করেন। এরপর অন্যান্যের সাথে ইজামির ও আনাতোলিয়ায় নেয়ার জন্য একই জাহাজে তোলা হয়। বদিউজ্জামানকে দক্ষিণ আনাতোলিয়ায় বুরদুরে পাঠানো হয়।

কিনিয়াস কারতাল একজন বিশ-পঁচিশ বছর বয়স্ক যুবক, যিনি এই কাফেলায় ছিলেন তিনি জানান, যখন তারা ত্যাগ করছিলেন তখন ঐ এলাকার ধনী লোকজনসহ অনেক মানুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ও সোনা সংগ্রহ করেন বদিউজ্জামানকে দেয়ার জন্য। কিন্তু ওসব নেয়া তো দূরের কথা বদিউজ্জামান ওদিকে ফিরেও তাকালেন না। বদিউজ্জামানের সঙ্গে প্রহরী হিসেবে যে সৈনিকদের দেয়া হয় তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়; সব গাড়িতে লোকদের মালামাল ভর্তি ছিলো এবং বদিউজ্জামানের সাথে কিছুই ছিলো না। তিনি ছিলেন একা। তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয় এবং সবাই তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ায় বুরদুর থেকে পরে বদিউজ্জামানকে ইস্তাম্বুলে আনা হয়। ইস্তাম্বুলে তিনি তার ছাত্র তৌফিক দিমিরোলুসহ হিদায়েত মসজিদে অবস্থান করেন। মুস্তাফা কামাল সম্পর্কে তার যে আশঙ্কা ছিলো বাস্তবে পরিণত হওয়া শুরু হয়েছে। মুস্তাফা কামাল পাশার আসল উদ্দেশ্য ইসলামকে উৎখাত করা এবং তুরস্কের অতীত ইসলামী ঐতিহ্য ধ্বংস করার কাজ শুরু হওয়ার লক্ষণ তিনি দেখতে পেলেন। এ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের নিজস্ব বর্ণনা:

"নির্বাসনের জন্য আমাকে যখন ইস্তাম্বুল আনা হয়, আমি জিজ্ঞেস করলাম, শায়খুল ইসলামের অফিসের ব্যাপারে কী ঘটেছে। কারণ, আমি যেহেতু দারুল

www.bjilibrary.com

হিকমাতে ইসলামিয়ার সাথে জড়িত ছিলাম তাই এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিলো। সর্বনাশ! এমন একটি জবাব শুনলাম, হৃদয়-মন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এবং কাঁদলাম। যে লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি জবাব দিলেন, যে অফিসটি শত বছর যাবৎ ইসলামের আলো জ্বালিয়েছে সেটা এখন একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং খেলার মাঠ। আমি এমন মানসিক অবস্থায় আক্রান্ত হলাম যেন আমার মনে হচ্ছিল বিশ্বটা ভেঙে পড়েছে আমার মাথার উপর। আমি নির্জীব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কোনো শক্তি ছিলো না। শুধু নিদারুণ কষ্ট ও হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমার ঠিক মনে নেই আমি সেই অবস্থায় শেখ আব্দুল কাদির জিলানীর মুনাজাতের সাহায্য চেয়েছিলাম কি না।"

১৯২৫ সালে ইস্তাম্বুলের প্রধান পুলিশ সুপার তাহসিন তানদুয়ান যিনি বদিউজ্জামান ও শায়খুল হাদিসের অফিসের নিকটবর্তী সুলাইমানিয়ায় থাকতেন। নাজমুদ্দিন শাহিনারকে তিনি বদিউজ্জামানের নির্দেশিকা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাহসিন বে নিজে শেখ সাঈদ বিদ্রোহের প্রধান নেতাদের গ্রেফতার করেন এবং তাদের বিবৃতি গ্রহণ করেন। সেসব নেতাদের মধ্যে ছিলেন পলুলু সাদী, সাঈদ আব্দুল কাদির, তাঁর পুত্র মাহমুদ বে এবং নাজিফ বে। পুলিশ প্রধান জিয়া বে তাকে নির্দেশ দেন সুলাইমানিয়া থেকে বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আনার জন্য এবং তার বিবৃতি নেয়ার জন্য। পুলিশ প্রধান ইস্তাম্বুলের প্রধান পুলিশ সুপার তাহসিন বে কে বলেন, ইনি হচ্ছেন সেই বিখ্যাত সাঈদ-ই-কুর্দি। কিন্তু তিনি এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং তিনি এই বিদ্রোহে জড়িত হননি। আমরা তার সাথে বিদ্রোহের কোনো সংযোগ বা সংশ্লিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। তাহসিন বে আরও বলেন–

"তারা সম্প্রতি বদিউজ্জামানকে পূর্বাঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছে। তিনি সুলাইমানিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তার একজন ছাত্র বিতলিসি কৌরত হাকিক তার সাথে সহকারী হিসেবে ছিলেন । আমি নিজে সুলাইমানিয়ায় যাই এবং তাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে আসি। আমার নিকট তার ফাইল ছিলো। আমি তার ফাইল পুলিশ প্রধান এবং ইস্তাম্বুলের গভর্নরের নিকট স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে যাই। আমি নিজে তার বিবৃতি গ্রহণ করি।

সাঈদ নূরসী তার বিবৃতিতে বলেন, কোনভাবেই এই বিদ্রোহের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। সেটার মতো কোনো নেতিবাচক আন্দোলনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। এ ধরনের ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। আমার ভাইয়ের

www.bjilibrary.com

রক্ত আমার হাতে কখনো লাগবে না। তাহসিন বে অন্য চার অভিযুক্তকে স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে হাজির করেন। তাদের তিনজনের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং নাজিফ বে খালাস পান। তিনি বলেন, ১০ দিন পর্যন্ত বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলতে থাকে এবং এরপর তারা বদিউজ্জামানকে ছেড়ে দেন। আব্দুল কাদির এবং পালুলু সাদী এই দুজনই সাক্ষ্য দেন যে, সাঈদ নূরসীর সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না। তাহসিন বে বদিউজ্জামান সম্পর্কে বলেন :

"বদিউজ্জামান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এক ব্যক্তি। আমি কখনো এ ধরনের মেধাবী লোক দেখিনি। হাজার হাজার অপরাধী লোক আমার হাত হয়ে অতিক্রম করেছে। আমি তাদের চেহারা দেখেই বুঝি তারা কে কী? বদিউজ্জামানের চক্ষু ছিলো যেন একটি গতিশীল ইঞ্জিন, যেন স্ফুলিঙ্গের মতো আলো ছড়াচ্ছে। আমি আমার জীবনে এমন চক্ষু দেখিনি। তারা তাকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসপারটায় পাঠান এবং সেখানে তাকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। আমার মতামত হচ্ছে, আমার মনে হয় না, তিনি ঐ ধরনের একটা সাধারণ বিদ্রোহে জড়িত হতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন।

তিন সপ্তাহ পুলিশের অনুসন্ধানে সাহায্য করার পর বদিউজ্জামান আবার জাহাজে উঠেন। বিপুলসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী গালাতা ব্রিজে সমবেত হন বদিউজ্জামানকে তাদের সমবেদনা ও বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে। আনাতোলিয়া থেকে তাকে বুরদুর নামক একটি ছোট শহরে নেয়া হয়। এভাবে এখানে শুরু হয় বদিউজ্জামানের পঁচিশ বছরের অন্যায় নির্বাসন জীবন। বাধ্যতামূলক আবাসনের পরিবর্তে তাকে সার্বক্ষণিক সরকারি কর্মকর্তাদের নজরদারিতে রাখা হয় এবং তার সাথে বেআইনি আচরণ করা হয়।

তিনি এখানে জুন মাসে আগমন করেন এবং শহরের দিকের দির মেনলায় এ সময় হাজী আব্দুল্লাহ মসজিদে অবস্থান করেন। বিকেলে নামাজের পর তিনি মসজিদে প্রতিদিন দারসে কুরআন পেশ করতেন। এতে অনেক লোক আকৃষ্ট হন। এই দারসের বিষয়বস্তু তিনি পরে রিসালায়ে নূরে ব্যবহার করেছেন। রিসালায়ে নূরের তেরটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ তিনি এখানে রচনা করেন। এসব হাতে কপি করে আগ্রহী লোকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।

যারা এখানে বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল হামদি কাসাবুলু। তিনি ছিলেন ধর্মীয় বিভাগের কনসালটেটিভ সদস্য। তিনি বদিউজ্জামানের জীবনী লেখক ও গবেষক নাজমুদ্দিন শাহিনারকে জানান:

www.bjilibrary.com

"একদিন আমি বুরদুরে বদিউজ্জামানের কাছে গেলাম। বদিউজ্জামান আরবি জানে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এক পৃষ্ঠা আরবি লেখা নিয়ে গেলাম সাথে। তার কাছে পৌঁছে সেই আরবি কাগজটা তাকে দিয়ে বললাম, আপনি এটা কি দয়া করে আমার জন্য পাঠ করতে পারেন। তিনি সেটা নিলেন এবং তার উপর নজর বুলালেন এবং আমাকে ফেরত দিলেন। তারপর বললেন, এখন দেখি আমার এটা স্মরণে আছে কিনা। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আরবিটুকু পাঠ করলেন।"

সেনাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ প্রধান ফিল্ড মার্শাল ফয়েজী জাকমাক একবার বুরদুর এলেন। আগে থেকেই তিনি বদিউজ্জামানকে জানতেন। গভর্নরের কাছে অভিযোগ করা হলো বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররা প্রতিদিন সন্ধ্যায় পুলিশের নিকট রিপোর্ট করতে অস্বীকার করছে এবং তিনি তার কাছে যারাই আসতেন তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দিচ্ছেন। ফিল্ড মার্শাল বললেন, বদিউজ্জামান থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তার সাথে সম্মানের সাথে ব্যবহার করো, তাকে বিরক্ত করো না।

দুর্গম এলাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত

আনাতোলিয়ার ছোট্ট শহরটিতে যখন নির্বাসনে ছিলেন ধর্মের প্রতি যারা শত্রুভাবাপন্ন তারা যা আশা করতেন বদিউজ্জামানের তৎপরতা ছিলো তার বিপরীত। তারা কর্তৃপক্ষের নিকট বদিউজ্জামানের ব্যাপারে উদ্বেগের সৃষ্টি করলো। ফলে ১৯২৬-এর জানুয়ারি মাসে বদিউজ্জামানকে বুরদুর থেকে ইসপারটার কেন্দ্রে পাঠানো হলে সেখানে তিনি মুফতি তাহসিন এফেন্দির মাদ্রাসায় অবস্থান করেন। এখানে তিনি শিক্ষাদান শুরু করলেন এবং অসংখ্য ছাত্র আকৃষ্ট করলেন। এতে এখানকার গভর্নরও আতঙ্কিত হলেন। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বদিউজ্জামানকে এমন দুর্গম এলাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে বদিউজ্জামান ওসব কাজ করার কোনো সুযোগ পাবেন না এবং এক পর্যায়ে মানুষ তাকে ভুলে যাবে। ইয়োরিদির হ্রদের নিকটবর্তী বারলা নামক একটি ছোট গ্রামে তাকে পাঠানো হলো।

বারলা একটি পাহাড়ি এলাকা। সেখানে যাতায়াতের সহজ পথ হচ্ছে ইয়োরিদির হ্রদ দিয়ে নৌকায়। যে সৈনিক শওকত দিমেরি বদিউজ্জামানকে বারলায় নেয়ার সময় তার সাথে ছিলেন তিনি তাদের সফরের একটি বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপ :

www.bjilibrary.com

"ইয়োরিদির বাজারের দিন বিকেলে আমাকে টাউন হলে ডাকা হলো। আমি সেখানে গেলাম। সেখানে ছিলেন সেই জেলার অফিসের প্রধান কর্মকর্তা, সৈনিকদের কমান্ডার, টাউন কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক গাউন ও পাগড়ি পরিহিত আকর্ষণীয় চেহারার ব্যক্তিত্বশালী এক ভদ্রলোক। কমান্ডার আমাকে বললেন, দেখো বৎস্য তোমাকে এই ওস্তাদ এফেন্দিকে নিয়ে বারলায় যেতে হবে। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত বদিউজ্জামান এফেন্দি। এটা তোমার জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তুমি সেখানকার পুলিশ কর্মকর্তার নিকট তাকে হস্তান্তর করে এসব কাগজপত্র স্বাক্ষর করিয়ে ফিরে এসে রিপোর্ট করবে। আমি বললাম, ঠিক আছে স্যার। এবং দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি হোজা এফেন্দিকে নিয়ে সেখান থেকে বের হলাম এবং পথে তাকে বললাম, আপনি উচ্চতর পদমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তি, আমাকে ক্ষমা করবেন, এটা আমার দায়িত্ব, আমি কী করতে পারি। আমরা জেটিতে পৌঁছে একটি নৌকা ঠিক করলাম। নৌকাওয়ালা পঞ্চাশ কুরুশে রাজি হলো। বদিউজ্জামান এফেন্দি নৌকাওয়ালাকে ৫০ কুরুশ দিলেন। এরপর আরও দশ কুরুশ দিলেন বিচি ছাড়া কিসমিস কেনার জন্য। যখন আমরা নৌকায় উঠলাম তার সাথে ছিলো একটি বাস্কেট, তাতে ছিলো টি-পট, কেটলি, গ্লাস এবং জায়নামায। তার অন্য হাতে ছিলো একটি কুরআন মজিদ। নৌকায় দুইজন মাঝি, তাদের এক বন্ধু এবং আমরা দুইজন এ নিয়ে পাঁচজন আমরা নৌকায় ছিলাম। বিকেল বেলা। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। বসন্তের আগমনের সময় হয়ে আসছে। লেকের মাঝে মাঝে বরফ জমে আছে। সামনের মাঝি তার হাতের লাঠি দিয়ে বরফ সরিয়ে নৌকা যাবার পথ করে দিচ্ছে। বদিউজ্জামান আমাদের সবাইকে কিসমিস এবং পূর্বাঞ্চলের শুকনা ফল খেতে দিলেন। আমি তাকে লক্ষ্য করছিলাম। তিনি পরিপূর্ণ শান্ত এবং অটল। তিনি হ্রদ এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের দৃশ্য দেখছিলেন। তার আঙ্গুলগুলো ছিলো লম্বা এবং সরু। তার চেহারা থেকে যেন বৈদ্যুতিক বাতির মতো আলো ছড়াচ্ছিল। তিনি পাথর লাগানো একটি রূপার আংটি পরেছিলেন এবং তার পরনে ছিলো উন্নতমানের কাপড়।

নামাজের সময় হয়ে এলো। তিনি নৌকার উপরই নামায পড়তে চাইলেন। আমরা নৌকাটাকে কিবলামুখী ঘুরিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবর ধ্বনি শুনতে পেলাম। এমন শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিতভাবে উচ্চারিত আল্লাহু আকবর ধ্বনি জীবনে প্রথম শুনতে পেলাম এবং আমি অভিভূত হয়ে গেলাম তার নামায দেখে। তিনি প্রত্যেকবার এমনভাবে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন যে আমাদের

www.bjilibrary.com

সকলের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যাচ্ছিল। আমরা সাধ্যমতো নৌকাটিকে কেবলামুখী রাখার চেষ্টা করছিলাম।

তার আচরণের ব্যাপারে প্রতীয়মান হলো যে, তিনি এক ভিন্ন ধরনের শিক্ষক বা নেতা। বদিউজ্জামান সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা, আমি তোমাদের কষ্ট দিলাম। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক। দুই ঘণ্টার সফরে আমরা বারলা জেটিতে পৌঁছলাম। বনরক্ষক বুরহান জেটির উপরে নিচে উঠানামা করছিলেন। আমি তাকে ডাকলাম। তিনি সাথে সাথেই আসলেন এবং বদিউজ্জামানের বাস্কেট ও শীতবস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে গাধার উপর রাখলেন।

এ সময় নৌকার মাঝি বনরক্ষকের রাইফেল নিয়ে তিতিরপাখি শিকার করতে উদ্যত হলো। কিন্তু বদিউজ্জামান তাকে বাধা দিয়ে বললেন, বসন্ত এসে যাচ্ছে এটা তাদের বাচ্চা দেখার সময়। এটা একটা লজ্জার কথা, তোমার পছন্দ হলে এ কাজ থেকে বিরত থাক। সে গুলি করা থেকে বিরত থাকলো। তিতির পাখিগুলো আমাদের মাথার উপরে উড়তে থাকলো। আমি আমার রাইফেল বাম কাঁধে নিলাম এবং হোজা এফেন্দির বাম হাত ধরলাম। আমি আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে থাকলাম। প্রায় এক ঘণ্টা এভাবে হেঁটে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। তিতির পাখিগুলো আমাদের মাথার উপর তাদের উড়া অব্যাহত রেখেছিল এবং তারা বারলা পর্যন্ত ঐভাবেই আমাদের মাথার উপর উড়ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। বিরলা মসজিদের পাশে পুলিশ স্টেশনে আমরা থামলাম। জেলার প্রধান কর্মকর্তা, বাহরী বাবা এবং পুলিশ স্টেশন প্রধান সেখানে ছিলেন। আমি তাদের নিকট বদিউজ্জামানকে হস্তান্তর করলাম এবং কাগজপত্রে স্বাক্ষর নিলাম। রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে আমি ইয়োরিদিরে ফিরে এলাম।

বারলায় অন্তরীণ বদিউজ্জামান

বারলা, বিচ্ছিন্ন একটি দুর্গম পার্বত্য জনপদ। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। ইয়োরিদির হ্রদের পশ্চিম পাড়ে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা একটি পশ্চাৎপদ এলাকা। মূলত একটি ছোট গ্রাম- পায়ে হাঁটা, ঘোড়ায় বা গাধার উপর চড়া ছাড়া এখানে পৌঁছার কোনো উপায় নেই। মোটর গাড়ি যাতায়াতের কোনো রাস্তাই ছিলো না। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনেরও একই অবস্থা। আনকারা কর্তৃপক্ষ জানতেন না যে, বদিউজ্জামানকে অন্যায়ভাবে এই দুর্গম এলাকায় নির্বাসনে দিয়ে তারা জাতির কি বিরাট খেদমতটাই না করছেন। তারা এটাও জানতেন না

www.bjilibrary.com

যে, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাকে এখানে একাকী অন্তরীণ রাখাটা মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক অনুগ্রহে পরিণত হবে। তারা মাঝে মধ্যে দু'একজন সাক্ষাৎকারীকে তার সাথে দেখা করতে দিতেন। তার সম্পর্কে গুজব এবং অপবাদ ছড়িয়ে স্থানীয় লোকদের মাঝে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রাখতেন, যাতে কেউ তার নিকট না আসে। তারা তাকে অনুসরণ করতেন, নজরদারিতে রাখতেন এবং অব্যাহতভাবে হয়রানি করতেন। সরকার যখন তথাকথিত সেই বিদ্রোহে জড়িতদের সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করলেন তখন তারা বদিউজ্জামানকে তা থেকে বঞ্চিত করলেন।

বদিউজ্জামানের উপর সরকারের জুলুম এবং নির্যাতন প্রকারান্তরে তার জন্য আল্লাহর রহমত হিসাবে কাজ করে। সমাজজীবন থেকে এই কষ্টদায়ক নিঃসঙ্গতার ফলে বদিউজ্জামান গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন, নামায ও ধ্যানে আল্লাহর জিকির এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ পান। একাকী নির্বাসনে তিনি প্রায় সাড়ে আট বছর সময় কাটান এই পাহাড়িয়া বাগান ও জঙ্গলে। এই সময়েই তিনি রিসালায়ে নূরের ১৩০টি অধ্যায়ের বৃহৎ অংশ রচনা করেন।

ইসলাম উৎখাতের উদ্যোগ

প্রকৃতপক্ষে ১৯২৫ সালে স্বাধীনতা লাভের মুহূর্ত থেকেই আনাতোলিয়ার উপর ২৫ বছরের একনায়কত্ববাদী দুঃশাসন চেপে বসে। প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে দখলদার বিদেশী শত্রু যারা তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছিল এবং তাদের জন্মভূমি দখল করে নিয়েছিল তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, যাদের নেতৃত্বে তারা এ সংগ্রাম করেছিলেন তাদের একজন মুস্তাফা কামাল পাশা নিজেকে আনকারায় জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যে মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য তারা আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন তাদের সেই ধর্ম, ইসলামের পরিবর্তে তাদের চিরশত্রুদের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধি নিয়ে কাজ করছেন। একমাত্র বল প্রয়োগেই এটা করা সম্ভব। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুরস্ককে একটি পশ্চিমা ধাঁচের রাষ্ট্রে পরিণত করা। সুতরাং, যে জীবনব্যবস্থা এখানে ছিলো তা সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে সকল ক্ষেত্রে বিদেশীদের সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া। শতাব্দীর পর শতাব্দী তুরস্ক ইসলামী পতাকাবাহী হিসাবে ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তুরস্কের প্রতিটি প্রান্তরে আকাশে, বাতাসে ইসলামের মহান বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো। পাশ্চাত্যকরণের ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা দূর করতে এখন তুরস্কের জনগণকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে, তারা যেন ইসলাম ভুলে যায় এবং

www.bjilibrary.com

অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে তার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হচ্ছে। পাশবিক বল প্রয়োগ, নির্যাতন-নিপীড়নের পন্থা ছাড়া আর কিভাবে তুর্কি জাতির হৃদয় থেকে ইসলাম উৎখাত তারা করতে পারবে?

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় লাভের পর পরই একযোগে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার এই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। একটার পর একটা ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামের প্রতীক বিলুপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়। পাশ্চাত্যের আমদানি করা মডেল তাতে প্রতিস্থাপিত করা হয়। মুস্তাফা কামালের জন্য বড় বাধা ছিলো আলেম সমাজ। আর এ জন্য সর্বপ্রথম আলেমদের শক্তি ও প্রভাব ধ্বংস করে ফেলা হয়। খিলাফত, শায়খুল ইসলামের দফতর, শরীয়ত মন্ত্রণালয় বিলোপ করা হয়। সকল ইসলামিয়া স্কুল ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ সবই করা হয় ১৯২৪ সালে বদিউজ্জামান নির্বাসনের পথে ইস্তাম্বুল সফরের আগেই।

১৯২৫ সালের শেখ সাঈদ বিদ্রোহের পর ল' ফর মেইনটেন্যান্স অব অর্ডার শীর্ষক নতুন একনায়কত্ববাদী আইন পাস করে। সেই আইনের বলে সকল দরবেশদের খলিফা, সুফীদের আবাস, সাধদের মন্দির, তাদের বিশেষ পোশাক এবং তাদের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এই বছরই কামাল আতাতুর্ক ঘোষণা করেন আনাতোলিয়ায় জনগণকে সভ্যভাবে পোশাক পরিধান করতে হবে অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক পরতে হবে। ধর্মীয় পোশাক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে কুখ্যাত হ্যাট এ্যাক্ট জারি করা হয় এবং এতে বলা হয় সকল পুরুষকে ইউরোপীয় স্টাইলে হ্যাট পরিধান করতে হবে এবং অন্য যে কোনো মাথার আবরণ ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই ফরমান জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে, তবে সরকার তথাকথিত স্বাধীন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বলপূর্বক তা চাপিয়ে দেয়। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গই প্রধান লক্ষ্য ছিলো এবং তারাই সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগতভাবেই বদিউজ্জামান এই আইন প্রত্যাখ্যান করেন। তাকে ধর্মীয় পোশাক ছাড়তে বাধ্য করার অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পাগড়ি এবং গাউন পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেন এমনকি কোর্টে হাজিরার সময়ও সেই পোশাক পরিধান করেই উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালে আনকারার গভর্নর নেওযাত তানদুয়ানের

www.bjilibrary.com

সাথে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য বিনিময়কালে তিনি বলেন, পাগড়িটা এই মাথার সাথেই এসেছে। তাকে গভর্নরের অফিস থেকে দেনিজাল কারাগারে পাঠানো হয়।

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ক্যালেন্ডার বাতিল করে পাশ্চাত্য গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার এবং ২৪ ঘন্টা গণনার ঘড়ি চালু করা হয় ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারি। অতঃপর ইউরোপিয়ান কোড অব ল' চালু করে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়। সুইস সিভিল কোড চালু করা হয় ইসলামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক শরীয়তি বিধানসমূহ বাতিল করা হয়।

এসব পরবর্তন বিনা বাধায় করতে পারেনি। উচ্চ পর্যায়েও মুস্তাফা কামাল পাশার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টাও হয়। ১৯২৬ সালে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে অসংখ্য মানুষকে গ্রেফতার করে তারা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলো কি ছিলো না এসব বিবেচনা না করেই বিপুলসংখ্যক লোককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় এবং অনেককে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯২৮ সাল নাগাদ মুস্তফা কামাল পাশা তার অবস্থানকে যথেষ্ট নিরাপদ করতে সক্ষম হন এবং প্রথম পাশ্চাত্যের সংখ্যা এবং ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করেন। নতুন তুর্কি বর্ণমালা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯২৮ সালের ৩ নভেম্বর এবং আরবি বর্ণমালা, ইসলামের প্রতীক কুরআন শরীফের আরবি ভাষায় লিখিত বা ছাপা কপি নিষিদ্ধ করা হয় এ বছরের শেষ দিকে। ইতঃপূর্বে কোনো জাতিকে তার ধর্ম, শেকড়, অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার এমন কার্যকর পন্থা উদ্ভাবিত হতে দেখা যায়নি। রিসালায়ে নূরকে কুরানিক স্ক্রিপ্ট তুরস্কে জীবিত রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

কুরআনের বর্ণমালাকে তুর্কিকরণের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিলো ইসলামকে তুর্কিকরণ। আরবি ভাষাকেও বিতাড়িত করে সে জায়গায় তুর্কি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কামালিজমের ৬টি মূলনীতির একটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ আর আরবি ভাষা রেখে দেয়া জাতীয়তাবাদের সাথে অসংগতিপূর্ণ গণ্য করা হয়। এজন্য আরবির বিকল্প হিসেবে তুর্কি ভাষাকে গ্রহণ করা হয়। এভাবে ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে আরবি ভাষার আযান নিষিদ্ধ করা হয়। গাম্ভীর্যমন্ডিত এবং চিত্তাকর্ষক আরবি শব্দাবলির পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় আযান চালু করা হয়। একজন ঐতিহাসিকের মতে, আযান নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তটি অন্য যে কোনো সেক্যুলার পদক্ষেপের চাইতে ব্যাপক গণঅসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সাল নাগাদ এই আদেশ বলবৎ ছিলো। ১৯৫০ সালে গণতান্ত্রিক

www.bjilibrary.com

সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথম যে আইনটি পাস করেন সেই আইনের মাধ্যমে আরবি ভাষার আযান চালু করা হয়। উল্লেখিত সকল পরিবর্তন আনা হয় সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার জন্য। সেক্যুলারিজম হচ্ছে কামাল আতাতুর্কের কামালবাদের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। এই ধারণা নেয়া হয় Laiklik বা Laicism একটি French শব্দ থেকে। এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুতর বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়। আরপিপি বা রিপাবলিকান পিপলস পার্টির ২৫ বছর শাসনকালে যা কিছু করা হয়েছে তার সবটারই লক্ষ্য তুরস্কের জীবনধারা থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করা বা নিঃশেষ করে দেয়া। আর এই কারণেই বদিউজ্জামান বারবার গ্রেফতার হয়েছেন এবং তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

১৯৩০ সালে রিপাবলিকান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অতঃপর এই পার্টিকে রাষ্ট্রের সাথে একাকার করে দিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত কিছুর উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দলের ৬টি মূলনীতি ১৯৩৭ সালের তুরস্কের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নিয়ে কামাল আতাতুর্কের বিপ্লবের মূলনীতির ভিত্তিতে গণশিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। সারাদেশে 'পিপলস হাউজ', পিপলস রুম' এবং ভিলেজ ইন্সটিটিউট নামে হাজার হাজার কেন্দ্র খোলা হয় এবং এসবের মাধ্যমে ৬ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তুরস্কের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়। কুরআন এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে বিদায় দেয়া হয় এবং তদস্থলে ধর্মহীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে বাধ্য করা হয়। ইসলামী অতীত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ধর্মহীন ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ করা হয়। যদি তাদের নাস্তিক্যবাদী নীতি ও সংস্কৃতি পরিণত বয়সের লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য না করা যায় তাহলে যুব এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে হবে। ওসব কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে তুরস্কে ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য জীবনব্যবস্থা শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মুস্তফা কামালের বিপ্লবের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

রিসালায়ে নূর

বারলায় পৌঁছার এক কি দুই মাসের মধ্যেই বদিউজ্জামান মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং পরকালীন বা আখেরাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি মূল্যবান লেখা লিখেন। এটা রিসালায়ে নূরের প্রথমভাগে সংকলিত হয়েছে। এরপর তিনি লিখেন, 'কুরআনের অলৌকিকত্ব' সম্পর্কে। ইসলামের শত্রুরা কুরআনকে অবমাননার জন্য যেসব কথা বা যুক্তি দিয়েছে। তার অসারতা প্রমাণ করে কুরআনের

www.bjilibrary.com

অসাধারণ বাচনভঙ্গি এবং অলৌকিকত্ব তুলে ধরে। রিসালায়ে নূরের অস্ত্র দিয়েই বদিউজ্জামান ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে তার নীরব সংগ্রামের সূচনা করেন।

রিসালায়ে নূরের রচনাশৈলী অসাধারণ বৈশিষ্টপূর্ণ। সরাসরি কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই এই রচনা তৈরি হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থের মতো বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে কোনো কিছু নেয়া হয়নি। এর একমাত্র উৎস হচ্ছে আল-কুরআন এবং কুরআন ছাড়া কোনো শিক্ষক নেই, কুরআন ছাড়া কোনো কর্তৃত্ব নেই। এই বইটি যখন লেখা হয় এই গ্রন্থকারের নিকট অন্য কোনো গ্রন্থ ছিলো না। এটা সরাসরি কুরআন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি হয়েছে। রিসালায়ে নূর পবিত্র কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা। তবে অন্যান্য তাফসিরের মতো ক্রমানুসারে অথবা অবতীর্ণ হওয়া কারণ বা শানেনজুল এই তাফসিরে ব্যাখ্যা করা হয়নি। বিশেষভবে ঈমানের সত্যতাসম্পর্কিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআনের তাফসির বিভিন্ন ধরনের আছে। আল্লাহর চিরন্তন বাণী হিসাবে কুরআন সকল যুগের সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রেখেছে। প্রত্যেক শতাব্দী বা যুগের উপযোগী এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনের আলোকে কুরআন কথা বলেছে। রিসালায়ে নূর বিশেষ করে আধুনিক যুগের জন্য যেসব আয়াত বেশি প্রযোজ্য এবং সমকালীন মানুষের প্রয়োজন চমৎকারভাবে উঠে এসেছে, সেগুলোর ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

রিসালায়ে নূর ঈমানের সত্যতাগুলো তুলে ধরেছে সামগ্রিকভাবে। বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। যেমন আল্লাহর একত্বের অস্তিত্ব, মৃতদের পুনরুত্থান, পরকালীন জীবন, রেসালাত, মানুষের সত্যিকারের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের সৃষ্টি। বর্তমানে ঈমানের ভিত্তিসমূহের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। যৌক্তিক কারণ, আধুনিক যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে প্রমাণসহ এসবের চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে রিসালায়ে নূরে। কারণ যুক্তির নামেই ইসলামের শত্রুরা কুরআনের উপর আক্রমণ করছে বর্তমানে। তুলনামূলক যুক্তি-তর্কও উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন ও ঈমান সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও যুক্তির নামে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে রিসালায়ে নূরে তার মোক্ষম এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জবাব দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও সভ্যতার সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করে বস্তুবাদী দর্শনের অসারতা ও সীমাবদ্ধতা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামই যে মানবজাতির সমস্যা সমাধানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং ইসলামেই মানুষের সত্যিকারের মুক্তি ও সুখের বার্তা রয়েছে রিসালায়ে নূর তাই প্রমাণ করেছে।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান বারলায় এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন চিন্তা-ভাবনাও লেখালেখি করে। প্রথম এক সপ্তাহ তিনি এক গ্রামবাসীর অতিথি হিসেবে ছিলেন। গ্রামবাসীর নাম ছিল মুহাজির হাফিজ আহমদ। পরবর্তী সময়ে এই ভদ্রলোক তার পরিবারসহ বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের বিরাট খেদমত করেছেন। বদিউজ্জামানের অনুরোধে তার জন্য একটি ছোট্ট দুই কামরার বাড়ি ঠিক করা হয়। এই বাড়িটি আগে গ্রামের মিটিং হাউজ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এই অতি সাধারণ বাড়িতেই বদিউজ্জামান ৮ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন। বদিউজ্জামান এটার নাম দিয়েছিলেন 'রিসালায়ে নূর স্কুল' হিসাবে। শীত-গ্রীষ্মে বাড়ির পেছন দিয়ে স্রোত প্রবাহিত হতো এবং বাড়ির সামনে ছিল একটি বিশাল গাছ। ঐ বিশাল গাছের ডালে বদিউজ্জামান একটি ট্রি হাউজ নির্মাণ করেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মে ঐ জায়গায়টা তিনি নামায ও ধ্যানের জন্য ব্যবহার করতেন। তার ছাত্ররা এবং বারলার মানুষ বলতেন, ঐ ট্রি হাউজে তিনি সারা রাত কাটাতেন ইবাদত বন্দেগিতে। ভোর বেলায় পাখিরা ঐ গাছের চারধারে উড়াউড়ি করতো। বদিউজ্জামানের প্রার্থনার সাথে পাখীদের গান যেন একাকার হয়ে যেতো।

বারলা ছিল আসলেই খুব সুন্দর এক জায়গায়। এর পেছনে পর্বত আর সামনে ইরোদিরি হ্রদ, সাথে ফলবাগান পরিবেষ্টিত মাঠ আর দুই পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ বাঁকানো উপত্যকা। বদিউজ্জামানের হ্রদের সামনের এই জায়গাটায় বেশিরভাগ সময় হাঁটাহাঁটি করতেন। এখান থেকে চার ঘণ্টার দূরত্বে পাইন মাউন্টেইন। ১৯৩০ সালের পর সেখানে নিঃসঙ্গ জীবনের শেষদিকে অনেক সময় অবস্থান করেছিলেন। এখানে বসেও তিনি রিসালায়ে নূর লিখেছেন, হাতের লেখা কপি সংশোধন করেছেন।

যেভাবে রিসালায়ে নূর লেখা হয় এবং প্রচারিত হয় সেটাও ছিলো অসাধারণ ব্যাপার। অসাধারণ এক জ্ঞানভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও বদিউজ্জামানের হাতের লেখা খুব ভালো ছিল না। তিনি বর্ণনা করতেন বা ডিক্টেশন দিতেন এবং তার ছাত্ররা লিখতেন। বদিউজ্জামানের জ্ঞান ছিল আল্লাহপ্রদত্ত এবং আল্লাহই তার রিসালায়ে নূর লেখার জন্য এমনসব ছাত্রের ব্যবস্থা করেছেন বিভিন্ন সময়ে যাদের বলা যায় 'কলম বীর'। বদিউজ্জামান দ্রুততার সাথে ডিক্টেট করতেন এবং সাথে সাথেই তারা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলতেন। বদিউজ্জামান নিজেও অবশ্য লেখায় প্রতিদিন নিয়মিত সময় দিতেন। মূল লেখার কপি তৈরি করা হতো এবং কপি অন্যদের সরবরাহ করা হতো। এভাবে কপি চলে যেতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং শহর থেকে অন্য শহরে বন্দরে। আর এভাবেই পুরো তুরস্কে ছড়িয়ে পড়ত রিসালায়ে নূরের কপি।

www.bjilibrary.com

বারলায় অবস্থিত বদিউজ্জামানের বাড়ি

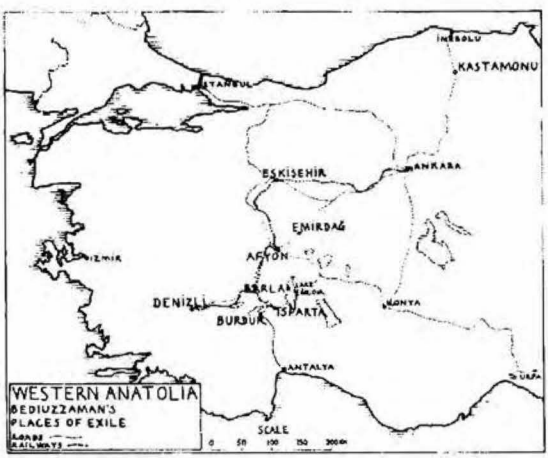

www.bjilibrary.com

বারলায় নিঃসঙ্গ জীবন

বদিউজ্জামানকে বারলায় বড় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম বছর এই নিঃসঙ্গতা তিনি দারুণভাবে অনুভব করেছেন, যা তার ছাত্রদের নিকট লেখা পত্রে তিনি প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থার মধ্যে অত্র এলাকায় তিনি জনগণের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ফলে সর্বস্তরের লোকেরা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতেন। একবার স্থানীয় জেলা কর্মকর্তা ইহসান উসতুনদে, জেলার চিকিৎসা কর্মকর্তা, অর্থ কর্মকর্তা ও রসায়নবিদসহ বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। বিরআয় পথে নৌকায় তারা ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলেন। রসায়নবিদ ভদ্রলোকের ধর্মে খুব সামান্য বিশ্বাস ছিলো। তিনি প্রশ্ন করছিলেন, তোমরা বলো যে আল্লাহ আছেন, তাহলে তিনি কেন আল্লাহ অস্বীকারকারী শয়তান সৃষ্টি করলেন। যারা সেই আলাপে উপস্থিত ছিলো তারা কেউ রসায়নবিদকে কোনভাবেই বুঝাতে পারছিলেন না। তারা তাকে বদিউজ্জামানের কথা বললেন। আমরা সেখানে গিয়ে তাকেই কথাটা জিজ্ঞেস করবো। সুতরাং এ নিয়ে এখন আর কোনো বিতর্ক নয়। তারা প্রথমেই বিরলা জিলা প্রধানের বাড়ি গেলেন। সেখানে পৌঁছে কফি পান করার আগেই প্রস্তাব করা হলো যে, তারা বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে চান। আমরা বদিউজ্জামানের কাছে গেলাম। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বললেন, আমারই আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া উচিত ছিলো অথচ আপনারাই আমার কাছে এসেছেন। আমরা তাকে কোনো প্রশ্ন করার আগেই তিনি, 'ভালো' এবং 'মন্দ' সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি এখন আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করবো যে মন্দ কিভাবে ভালো হতে পারে। আমরা তার কথায় প্রচণ্ড বিস্মিত হলাম। তিনি একটি উদাহরণ দিলেন– গ্যাংরিনে আক্রান্ত একটি হাত কেটে ফেলা মন্দ নয়। এটা ভালো, কারণ এটা যদি কাটা না হয় তাহলে পুরো শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো আল্লাহ ঐ মন্দ সৃষ্টি করেছেন ভালোর জন্য। তিনি অতঃপর ডাক্তার এবং রসায়নবিদের দিকে ফিরে বললেন, আপনি একজন ডাক্তার আর আপনি একজন রসায়নবিদ, আপনারা এ সম্পর্কে আমার চাইতে ভালো জানেন। একথা শুনে রসায়নবিদের চেহারা যেন সাদা হয়ে গেল এবং তিনি পুরো নির্বাক হয়ে গেলেন। তারা এখানে আসার পর কে ডাক্তার, কে রসায়নবিদ এসব কোনো পরিচয়ই দেননি। এরপর বদিউজ্জামান মানুষের হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তসহ। কয়েকদিন পর ডাক্তার কামাল জানালেন যে, মানুষের হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে এমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি কোনো অধ্যাপকের নিকটও শুনিনি।

www.bjilibrary.com

পাইন পর্বতমালার যে গাছে বসে সাঈদ নুরসী লিখতেন এবং চিন্তা-ভাবনা করতেন। অদূরেই মনোরম লেক

বদিউজ্জামানের হাতের লেখার নমুনা

www.bjilibrary.com

বারলাতে তিনি পাইন গাছের উপর 'ট্রি হাউস' তৈরি করে তাতে নামায, পড়াশোনা ও ধ্যান করতেন এবং রিসালায়ে নূর লিখতেন। রিসালায়ে নূর লেখার ব্যাপারে তিনি অনেক ছাত্রের সহায়তা পেয়েছেন। এসব মেধাবী ছাত্র রিসালায়ে নূরের অনুলিখন ও কপি তৈরিতে দিনরাত পরিশ্রম করতেন। ছাত্রদের সাথে বদিউজ্জামানের সম্পর্ক ছিলো খুব অন্তরঙ্গ এবং বন্ধুসুলভ। অনেক শিক্ষক যেমন ছাত্রদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন বদিউজ্জামান তা করতেন না। তিনি নিজেকেও রিসালায়ে নূরের ছাত্র মনে করতেন। সব বিষয়ে তিনি ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন, তাদের পরামর্শ নিতেন। তিনি তার প্রশংসা পছন্দ করতেন না। তিনি তার ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং অব্যাহতভাবে তাদের চিঠি লিখতেন। অনেক চিঠিতে মূল্যবান দীন এবং দার্শনিক বিষয়াদি আলোচনা করতেন। পরবর্তী সময়ে ঐসব চিঠির সংকলনও রিসালায়ে নূরের অংশ হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। ছাত্রদের তিনি বলতেন, আমার কোনো ত্রুটি পেলে তোমরা তা বলতে দ্বিধা করবে না। আমি সাথে সাথে তা গ্রহণ করবো এবং সংশোধন করে নিব। তোমরা একদিকে আমার ছাত্র আবার অন্যদিক থেকে আমার সহপাঠী ও সহকর্মী, এবং আমার পরামর্শক। দ্বিধাহীনভাবে সত্য প্রকাশে তোমরা এগিয়ে আসবে।

রিসালায়ে নূর যেভাবে ছড়িয়ে পড়লো

বদিউজ্জামানের অসংখ্য ছাত্র বদিউজ্জামানের নিকট থেকে রিসালায়ে নূর পাওয়া মাত্র হাতের লেখা কপি তৈরি করতেন এবং অন্যত্র পাঠাতেন। এ ধরনের হাজার হাজার ছাত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ইসপার্টা অঞ্চলে ঘরে ঘরে রিসালায়ে নূরের কপি তৈরি হতো। বদিউজ্জামানের অনেক ছাত্র এ সময় সাত-আট বছর বাড়ির বাইরে কোথাও যেতেন না। তারা ৭/৮ বছর যাবত শুধু রিসালায়ে নূরের কপি তৈরি করতেন। সাভ নামক একটি গ্রাম নূর স্কুল বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। এখানে হাজার হাজার কলম ব্যস্ত ছিলো রিসালায়ে নূরের কপি তৈরিতে। বছরের পর বছর এভাবে রিসালায়ে নূরের কপি হাতে লিখে প্রচার হতে থাকে। সর্বপ্রথম ডুপ্লিকেটিং মেশিন ব্যবহৃত হয়। আইনিবলুতে ১৯৪৬ এবং ৪৭ সালে। ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম রিসালায়ে নূরের পূর্ণাঙ্গ সঙ্কুলন ছাপা সম্ভব হয়। এর আগে ছয় লক্ষ কপি হাতে লেখা রিসালায়ে নূর প্রচারিত হয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে যে উৎখাত অভিযান এবং সর্বাত্মক আঘাত হানা হয়েছিল ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা রিসালায়ে নূর একটি আশার

www.bjilibrary.com

আলো জাগ্রত করে এবং উল্লেখযোগ্য মানুষের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করে। বিশেষ করে জুলুম নির্যাতন এবং সরকারি কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাদের কঠোর নিপীড়নের মুখে বদিউজ্জামান যে সাহসিকতার পরিচয় দেন তার ফলে দেশব্যাপী এক নীরব আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। বদিউজ্জামানের ছাত্রদের অব্যাহতভাবে পুলিশি জুলুমের শিকার হতে হতো। রিসালায়ে নূরের কপি উদ্ধারের জন্য প্রায়ই তাদের বাড়িঘরে অনুসন্ধান ও হামলা চালানো হতো। গ্রেফতার, টর্চার, বেত্রাঘাত, কারাবন্দী ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। মেয়েরাও এই আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

অনেক মেয়ে তাদের স্বামীকে পুরাপুরি রিসালায়ে নূরের কাজে সাহায্য করার কারণে নিজেরা সংসার চালাতেন। আবার অনেক মেয়ে স্বামীর সাথে রিসালায়ে নূর লেখার কাজের শরীক হয়ে তাকে সাহায্য করতেন। অনেক মেয়ে এজন্য নিজেরাই লেখাপড়া শিখে রিসালায়ে নূরের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। আবার অনেক মেয়ে রিসালায়ে নূর পাঠ করে অন্য নারীদের শুনাতেন। শিশুরাও রিসালায়ে নূর কপি তৈরির কাজে তাদের নিয়োজিত করে তাদের বাবা-মার অনুসরণে। মোদ্দাকথা, এটা একটা ব্যাপক আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৩০ সালে তুর্কি ভাষা থেকে আরবি এবং ফার্সি শব্দ উৎখাত করার চেষ্টা এবং কুরআনের স্ক্রিপ্ট সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। বদিউজ্জামানের রিসালায়ে কুরআন আন্দোলনের ফলে তুর্কি ভাষা-কুরআনের কপি সংরক্ষণে সক্ষম হয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রিসালায়ে নূর আন্দোলন তুরস্কে শিক্ষার হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। নাস্তি ক্যবাদের যে সয়লাব বয়ে গিয়েছিল রিসালায়ে নূর তা প্রতিহত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বদিউজ্জামানের উপর ক্ষমতাসীনদের চাপ বৃদ্ধি

রিসালায়ে নূর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে, বদিউজ্জামানের ইসলামী আন্দোলনকে তারা থামিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এজন্য তার উপর নতুন করে চাপ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের কৌশল ছিলো উস্কানি বা তাকে রাগিয়ে দেয়া যাতে তিনি আরও প্রতিক্রিয়া দেখান এবং অতঃপর সেটাকে অজুহাত বানিয়ে তার স্বাধীনতাকে আরও খর্ব করা। এই উদ্দেশ্যে বারলায় দু'জন নতুন কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়। একজন হলেন

www.bjilibrary.com

নতুন জিলা-অফিসার এবং অপরজন শিক্ষক। যদিওবা এই দুইজন বদিউজ্জামানের সার্বক্ষণিক যন্ত্রণার কারণ ছিলো তথাপি তারা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। এমনকি যখন বদিউজ্জামান ছোট মসজিদটিতে তার ক'জন সাথীকে নিয়ে পানাহারে ছিলেন তারা সেখানে আকস্মিকভাবে হামলা চালায়, তখনও বদিউজ্জামান তার ক্রোধ সংবরণ করেন। তাকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ করার জন্য এর আগেও তারা তাকে দারস পেশ করতে নিষেধ করেন। তার দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তারা নিজের ঘরে পড়াশোনার উপরও তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। উল্লেখ্য যে, এই দুই কর্মকর্তা আরবিতে আযান দেয়ার কারণে এই ছোট্ট মসজিদটিতে উস্কানিমূলকভাবে হামলা চালায়। এই জিলা কর্মকর্তা জামাল খান বদিউজ্জামানকে বারলা থেকে বহিষ্কারের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। সে নিজে তাকে কষ্ট দেয় এবং হয়রানি করে। আল্লাহর ইচ্ছায় জিলা কর্মকর্তা জামাল খান কোনো এক ব্যাপারে নিজেই গ্রেফতার হয়ে যায় এবং তার দুই বছরের জেল হয়। বদিউজ্জামানের ক্ষতি করতে চেয়েছে এমন অনেকের ব্যাপারেই এই ধরনের অনেক ঘটনার খবর প্রায়ই পাওয়া যেত।

ইসপারতায় কড়া নজরদারিতে

১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে বদিউজ্জামান তার একজন ক্যালিগ্রাফার ছাত্র তিনেকেজি মাহমুদকে চিঠিতে জানান যে, বারলায় আমার জীবন অত্যন্ত কষ্টকর এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রধান জিলা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ। তাদের জ্বালাতনে এখানে আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তারা আমার উপর অবিশ্বাস্যরকম শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায়। আমি এখান থেকে বের হয়ে গ্রামেও যেতে পারি না। আমি আমার স্যাঁতসেতে কক্ষে বাস করি, যা কবরে বাস করার শামিল। ঐ ছাত্র তার চিঠিটি পেয়ে তা নিয়ে গভর্নর মাহমুদ ফয়েজী দালদালের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরদিনই ২৫ জুলাই বদিউজ্জামানকে ইসপারতায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী এপ্রিল পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। প্রথমে বারলায় যাওয়ার আগে তিনি যে মাদ্রাসায় ছিলেন সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর একটি দ্বিতল বাগানবাড়িতে যেখানে তার ছাত্র রিফাত বারুতজু থাকতেন সেখানে স্থানান্তরিত হন। এরপর আরেক ছাত্র শুকরু আইয়োচানের একটি কাঠের ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন।

বদিউজ্জামান ইসপারতায় যে কয়মাস ছিলেন তাকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়। তার বাড়ির গেটে এবং আশপাশে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ পাহারা থাকতো।

www.bjilibrary.com

দৌনদার নামক একজন জঘন্য পুলিশ কর্মকর্তা যত ধরনের ঝামেলা করা সম্ভব তাই করতো। সে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের খুবই বিরক্ত করতো। বদিউজ্জামান তাকে আখ্যা দিয়েছিলেন মুরদার অর্থাৎ নোংরা। প্রায়ই সে তার ছাত্রদের বদিউজ্জামানের কাছে যেতে বাধা দান করতো। কিছুদিনের জন্য মাহমুদ গুলিরমাক নামক একজন ছাত্রকে তার বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। সে রিসালায়ে নূর সংগ্রহ ও বিতরণের কাজও করতো। ইসপারতায় বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূরের বেশ কিছু অধ্যায় রচনা করেন এবং তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ করেন। রিসালায়ে নূরের রয়েছে ১৩০টি অধ্যায়। তার মধ্যে ৩০টি অধ্যায় তিনি ইসপারতায় রচনা করেন। এজন্য তিনি ইসপারতা প্রদেশকে খুব ভালোবাসতেন, যা তিনি তার ছাত্রদের নিকট প্রকাশ করেছেন। বদিউজ্জামান বলেন, আমি ইসপারতাকে এবং তার সকল পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিটি পাথর এবং ধূলিকণাকে ভালোবাসি। আমি তো এতটুকুও বলতে চাই যদি ইসপারতায় কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে কারারুদ্ধ করে এবং অন্য প্রদেশ যদি আমাকে মুক্ত রাখতে চায় তাহলেও আমি ইসপার তাকেই বেছে নিব।

ইসপারতা শহরে বদিউজ্জামাননের বেশ কিছু অতীব ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন, যেমন– হোসরেভ এবং রিফাত বে। তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রিসালায়ে নূরের কপি তৈরি করতেন। এ সম্পর্কে রিফাত বে বলেন, একদিন হোসরেভ এবং আমি রিসালায়ে নূরের কাপ তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম। ওস্তাদ উপরের তলায় অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমরা দরজা খুলে হতবাক হয়ে গেলাম। দুই কপি চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে তার কাছ থেকে চায়ের ট্রেটা নিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না। না না আমি তোমাদেরকে চা পরিবেশন করবো। আমরা অভিভূত! কী সৌজন্য ও বিনয়!

আমরা কুরআনের সত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করছিলাম এবং ওসব লিখছিলাম। আমরা এতে খুব উপকৃত হচ্ছিলাম। একদিন আমরা এসব তাকে বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যদি আপনাকে আমরা না পাই তখন কী করবো। তিনি অত্যন্ত বিনয় এবং আন্তরিকতার সাথে জবাব দিলেন, আমি কি করবো যদি আমি তোমাদের না পাই। যদি তোমরা আমাকে দেখে একবার খুশি হও তাহলে তোমাদের দেখতে পেয়ে আমি হাজার বার খুশি হবো।

www.bjilibrary.com

গ্রেফতার শুরু: আতংকিত সরকার

১৯৩৫ সালে ২৫ এপ্রিল বদিউজ্জামানের অসংখ্য ছাত্রকে তাদের বাসভবন এবং কর্মক্ষেত্র থেকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। দুইদিন পর বদিউজ্জামানসহ আরও একটি গ্রুপকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার এসব করছে প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিদের দমন করতে এবং জনগণ যাতে তাদের থেকে দূরে থাকেন সেজন্য।

সুলেমান রুশদুর মতে, ঘটনাটা ঘটে যখন বদিউজ্জামান জুমআর নামায পড়ার জন্য যান তখন। হাজার হাজার মানুষ বদিউজ্জামানকে দেখার জন্য রাজপথে নেমে যায়। এতে গভর্নর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং রিসালায়ে নূরের পুনরুত্থান ও পরকালীন জীবন সংক্রান্ত অংশটি তার টেবিলের উপর দেখতে পান তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আনকারায় তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় বলা হয়, বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররা রাজপথ দখল করেছে এবং সরকারি ভবন ভাঙচুর শুরু করেছে। সত্যিকার কথা হলো, এটা ছিলো একটি ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ আনকারা কর্তৃপক্ষকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার জন্য। বদিউজ্জামানের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করা হয় তাদের সবার বাড়ি ঘরে অনুসন্ধান চালিয়ে পাইকারিভাবে লোকদের গ্রেফতার শুরু করা হয়।

তিনেকেজি মাহমুদ বলেন, কেউ একজন তাকে সংবাদ পৌঁছায় যে, এ ধরনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। তখন তিনি তার নিকট রিসালায়ে নূরের যত কপি ছিলো এবং অন্যান্য যত ইসলামী বই পুস্তক ছিলো তা জমা করে বাগানের মধ্যে মাটির নিচে কবরস্থ করেন। এরপর প্রায় ১৮ জন পুলিশ তার বাড়ি আসে এবং অনুসন্ধান চালায় তন্নতন্ন করে। তারা কিছুই পায়নি। যে অল্প সংখ্যক লোক গ্রেফতার থেকে বেঁচে যান তিনি তাদের মধ্যে একজন। ইসপারতা ছাড়াও মিলাস, আনাতোলিয়া, বোলওয়াদিন, আইদিন, ভ্যানসহ অন্যান্য প্রদেশেও গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করে সন্দেহভাজনদের আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়। যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাদেরকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৩ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি অথবা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকালে কর্নেল আসিম বে নামক একজন মৃত্যুবরণ করেন। তাকে

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক মিথ্যা কথা বলানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল যা ছিলো তার মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। হে প্রভু! এমন কিছু বলার আগেই তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। এবং সত্যিই তাই ঘটেছিল। তিনি ইন্তেকাল করেন। সাথে সাথেই বদিউজ্জামান তাকে আখ্যায়িত করেন 'সংহতির শহীদ' বলে।

এ সময় পত্রপত্রিকায় সারাদেশব্যাপী হৈচৈ শুরু করা হয় এই বলে যে, "প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রের জাল উদঘাটন করা হয়েছে এবং এই মর্মে নানা কল্পকাহিনী প্রচার হতে থাকে। প্রচার করা শুরু হয়, এরা রাষ্ট্রের ভিত্তির উপর বড় ধরনের হুমকির সৃষ্টি করেছে। তাদের সৃষ্ট হুমকি মুকাবিলার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুকরু কায়া, সেনাপ্রধান কাজিম উরবে এবং পুলিশ প্রধান একযোগে ইসপারতা সফর করেন। ইসপারতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইসপারতা থেকে আফিয়ান পর্যন্ত পুরো রাস্তায় অশ্বারোহী বাহিনী নিয়োজিত করা হয়। গুজব ছড়িয়ে যায় যে, বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে। এভাবে দেশব্যাপী একটি ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। একই সময় পূর্ব তুর্কিতে বদিউজ্জামানকে কারাবন্দী করায় কোনো অভ্যুত্থান ঘটার আশঙ্কায় সরকার প্রধান ইনোনু পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে সফর শুরু করেন। ১২ মে বদিউজ্জামান এবং তার একত্রিশ জন ছাত্রকে জোড়ায় জোড়া হাতকড়া পরিয়ে বেয়নেটের মুখে একটি লরিতে তোলা হয়। তাদের অজান্তে তাদেরকে তিনশত তিরিশ কিলোমিটার দূরে উত্তরের ইসকিশেহির কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় হাজার হাজার লোক সমবেত হন এবং বদিউজ্জামানকে এই অবস্থায় দেখে তারা অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। একজন সৈনিক পরবর্তী সময়ে কিভাবে তারা বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের সেই অজানা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যান তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শুকরু কায়া অপমানজনকভাবে বদিউজ্জামানকে 'কুর্দিশ শিক্ষক' সম্বোধন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন কোনো থানায় নিয়ে গুলি করার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহী বে'র বদিউজ্জামানের প্রতি সমবেদনা থাকায় তিনি নির্দেশ পালন করেননি। উপরন্তু নামাজের সময় হলে হাতকড়া খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তারা সঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারেন। এ কারণে রুহী বে-কে পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তাদের ট্রেনে তুলে দেয়া হয় এবং পরদিন সকালে তারা ইসকিশেহির কারাগারে পৌঁছেন।

www.bjilibrary.com

ইসকিশেহির কারাগারের অভ্যন্তরে

কারাগারের অবস্থা ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক। বদিউজ্জামানকে একাকী অবরুদ্ধ করে রাখা হলো এবং অন্যান্যদের একসাথে ওয়ার্ডে দেয়া হলো। তাদের সংখ্যা ২৩ থেকে ১২০-এ উন্নীত হলো। কারণ, ইতোমধ্যে আরো বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করে এ কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে বন্দী করার পর তাদের কাউকে টয়লেটে যেতে দেয়া হয়নি। কয়েক ঘন্টা পর একজন কারারক্ষী এসে তাদের কক্ষের সামনে একটি গর্ত খুঁড়লো এবং ভেতরে একটি পাইপ সংযুক্ত করে দিলো। তাদের কক্ষ থেকে বের হওয়া নিষেধ এবং এই পাইপ দিয়ে তাদের মলমূত্র ত্যাগের কাজ সারতে হবে। আবর্জনা, দুর্গন্ধ এবং তেলাপোকাসহ বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়ের অত্যাচারে রাতে ঘুমানো ছিলো দুঃসাধ্য। ১২ দিন পর্যন্ত তাদের কোনো প্রকার খাবার দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এই দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেও বদিউজ্জামান তার লেখা অব্যাহত রাখেন এবং এখানে থাকাকালে রিসালায়ে নূরের পাঁচটি অধ্যায় তিনি রচনা করেন। নবী ইউসুফ (আ)-এর নামানুসারে জেলখানাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন ইউসুফ (আ)-এর স্কুল। ইউসুফ (আ) ছিলেন কারাবন্দীদের পৃষ্ঠপোষক।

যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে বেশকিছু এমন লোক ছিলেন যাদের বদিউজ্জামানের সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এটা হচ্ছে আরেক দৃষ্টান্ত যে, সরকার কিভাবে মামলা সাজিয়েছিল। এরাই ছিলো 'প্রতিক্রিয়াশীলদের নেটওয়ার্ক'-এর সদস্য যারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল। বোলওয়াদিনের একজন ব্যবসায়ী শুকরু শাহিনলার তার এবং অন্য দু'জন সম্পর্কে বলেন :

"খালিল ইব্রাহিমের সাথে একটি ব্যবসার ব্যাপারে আমার জানাশোনা হয়। তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখেন এবং তার জবাব চান। এই জবাবটাই আমাকে গ্রেফতার করে ইসকিশেহির কারাগারে পাঠিয়ে বদিউজ্জামানের ছাত্রদের সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। অবশ্য এইভাবে আমার সুযোগ হয় কারাগারে বদিউজ্জামানকে দেখার এবং তার সাথে সাক্ষাতের।

আইদিনে শওকত গৌজাশান নামক একজন চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বদিউজ্জামানের একজন ছাত্রের চক্ষুর চিকিৎসা করায় বদিউজ্জামান ২/৩ পাতার একটি ধন্যবাদপত্র লিখে দেন ঐ চিকিৎসককে। এতটুকু কারণেই সেই চক্ষু চিকিৎসককে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের আরেক ছাত্র আহমদ ফয়েজী বদিউজ্জামানকে বারলায় একটি চিঠি লিখেছিলেন, চিঠির শেষে কৌতুক করে লিখেছিলেন মুফতী অব আইদিন। এ কারণে আইদিনের আসল মুফতী যিনি কোনভাবেই বদিউজ্জামানের সাথে জড়িত ছিলেন না তাকে সরকার গ্রেফতার করে ইসকিশেহির কারাগারে পাঠায়। খুব মজার ঘটনা ঘটে বদিউজ্জামানের কক্ষ তল্লাশির সময়। পুলিশ বদিউজ্জামানের কক্ষ তল্লাশি করতে গিয়ে রিসালায় নূরের রমজান সংক্রান্ত অধ্যায় দেখতে পায়। এটা ছিলো পবিত্র রমজান সম্পর্কে রিসালায়ে নূরের অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা। তুরস্কে রমজান নামের অনেক লোক আছে। পুলিশ এজন্য ইসপারতায় অনেক গ্রামে রমজান নামে লোক খুঁজতে থাকে এবং রমজান নামক একজন নির্দোষ গ্রামবাসীকে পুলিশ গ্রেফতার করে আনে। এই দুর্ভাগা রমজান কোনো লেখাপড়াই জানতেন না। হতাভাগা এই লোকটি দৃঢ়তার সাথে তার নির্দোষিতার দাবি করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এই দুর্গম কারাগারে পাঠায়।

কারাগার মসজিদে পরিণত হলো

কারাগার কর্তৃপক্ষ বদিউজ্জামানের ছাত্রদের ওয়ার্ডে একজন ইনফর্মার রাখতে ভুল করেনি। পোস্টম্যান কামিল সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক হিসেবে চাকরি করত। তাকে এই কাজে নিয়োজিত করা হয়। বদিউজ্জামান তার ছাত্রদের একটি চিরকুট লিখে সাবধান করে দেন যে, তারা যেনো নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে, কারণ তাদের কক্ষে একজন ইনফর্মার রাখা হয়েছে। ঘটনাক্রমে পোস্টম্যান কামিল বদিউজ্জামান এবং তার নিরপরাধ সাক্ষীদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে নামায পড়া শুরু করে। সে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট লিখে যে, এসব লোক নিরপরাধ। নাজমুদ্দিন শাহিনারের নিকট বর্ণনাকালে কামিল বলেন:

আমি যখন কারাগারে চাকরি করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন আমাকে জানানো হলো কিছু দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আসছে এবং তারা শিক্ষক! কয়েকদিন পর বদিউজ্জামান এফেন্দি এলেন এবং তার সাথে তার ছাত্ররাও।

কামিলকে নতুন আগন্তুকদের উপর ইনফর্মারের দায়িত্ব দেয়া হলো। সে নিজেও একজন কয়েদি বেশে ছাত্রদের সাথে একই ওয়ার্ডে যোগদান করলো। সে লক্ষ্য করলো এরা প্রত্যেকেই ভালো। তারা নিয়মিত সবাই মিলে সুন্দরভাবে নামায আদায় করে। নামায শেষে কুরআন তিলাওয়াত করে।

www.bjilibrary.com

কারা কর্তৃপক্ষ কিশোর ওয়ার্ড খালি করে সেখানে বদিউজ্জামানকে রাখলো এবং ছাত্রদের অন্য জায়গায় রাখা হলো। কিশোরদের বেশ বড় ওয়ার্ডে বদিউজ্জামানকে একা থাকতে দেয়া হলো। কর্তৃপক্ষ সবসময় বদিউজ্জামান সম্পর্কে খারাপ কথা বলতো, ফলে আমি তা দ্বারা প্রভাবিত হই। একদিন আমি বদিউজ্জামানের কাছে যাই এবং তার হাতে চুমো দেই। তিনি একজন প্রবীণ দরবেশতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। দীপ্তিমান চেহারা এবং লম্বা চুল। শেভ না করায় দাঁড়ি একটু বড় হয়ে গিয়েছিলো। আমি আন্তরিক হওয়ায় তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার হৃদয়কে যেন স্পর্শ করলো এবং আবেগে আমি কাঁদতে লাগলাম। তিনি তার জীবন সম্পর্কে আমাকে বললেন, আমি শুধু রিসালায়ে নূর চাই। এই কাজ আমি বাদ দিতে পারবো না। আমি তার কথায় দারুণভাবে বিমুগ্ধ হলাম এবং এ ধরনের একজন মহামানবের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে তাতে মনে খুব কষ্ট অনুভব করলাম। আমি ভাবছিলাম সরকার কেন এ ধরনের একজন মহান বৃদ্ধ মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি কাউকে না জানতে দিয়ে তার ওখানে যাতায়াত অব্যাহত রাখলাম। একদিন বদিউজ্জামান তার দুটো আঙ্গুল আমার কপালে রেখে বললেন, অনুতপ্ত হও এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। ৬০ জন লোককে খাবার খাওয়াও এবং রক্তপণ আদায় কর। এটা ছিলো এক অসাধারণ ঘটনা। কারণ আমি তাকে বলিনি যে, আমি কাউকে খুন করেছি। এই পুণ্যত্মা ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক শক্তি বলে জানতে পেরেছেন আমি কী করেছি। তিনি একজন মহামানব ছিলেন। আমি বদিউজ্জামানের ছাত্রদের ওয়ার্ডেই থাকতাম, তবে বদিউজ্জামানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতাম। সেইসব অবরুদ্ধ কক্ষ সম্পর্কে অন্য কিছুই ভাবার অবকাশ ছিলো না। তারা ভালো কথা আলোচনা করতেন। নামায পড়তেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলো যেনো কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন এবং কুরআনের একেকটি পারা হাতে নিতেন। পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু হতো। ফজরের নামাজের পর পুরো কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শেষ হয়ে যেত।

মাঝে মধ্যে নামাজের পর ছাত্রদের একজন মাহমুদ গুলিরমাক সুন্দর কণ্ঠে কাসিদা পরিবেশন করতেন। তার কাসিদা শুনে আমরা সবাই মগ্ন হয়ে যেতাম। আবার তারা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন। পুরো কুরআন মজিদ প্রতিদিন কয়েকবার খতম দেয়া হতো। এই নির্দোষ লোকগুলো নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের কারণেই রক্ষা পেয়েছেন। এই দিনগুলো ছিলো বড় ভালো।

www.bjilibrary.com

ইসকিশেহির কারাগারটা পরিণত হয়েছিল একটি মসজিদে। আমি যদি শুধু তাদের মতো হতে পারতাম! ঐ কারাগারে আমি আরো একটি জিনিস দেখেছি যা ৫০ বছরেও ভুলিনি। আমি সর্বদাই বদিউজ্জামানের আত্মার জন্য প্রাণভরে দোয়া করি। আমার খাবার জন্য অনেক কিছু ছিলো। কিন্তু তিনি শুধু চা এবং কয়েকটা জয়তুন খেতেন প্রতিদিন। আল্লাহর রহমত ছিলো তার উপর। আমি জানতাম না যে, তিনি কত বড় ও মহৎ ছিলেন।

ইসকিশেহির আদালত

সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুকরু কহিয়ার অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি, দেশব্যাপী পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব ছড়ানো থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বদিউজ্জামানের তৎপরতা দমন করার জন্য এসবের আয়োজন। অসংখ্য মানুষ বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সরকারের শিকারে পরিণত হয় এবং তাদেরকে ধর্মহীনতার পথে সংস্কারের বিরোধিতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৩ ধারায় সেক্যুলারিজমের মূলনীতি লংঘন। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার এবং এজন্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়। বদিউজ্জামানকে দণ্ড প্রদানের জন্য আদালতের উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচণ্ড চাপ ছিলো। আদালতে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে বক্তব্য রাখার বিষয়টি ছিলো বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের জীবন-মরণ প্রশ্ন। আদালতের সামনে উপস্থাপিত বদিউজ্জামানের বক্তৃতাসমূহ প্রণীত হয় রিসালায়ে নূর থেকে। তার এই শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা এবং যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনায় বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থাপিত ভিত্তিহীন ও কাল্পনিকভাবে তৈরি অভিযোগসমূহকে চুরমার করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির কারণেই বদিউজ্জামান কামাল আতাতুর্ক ও আনকারার শাসকগোষ্ঠীর তুর্কি জনমনের ইসলামী বিশ্বাস ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে সফল হন। উপরন্তু তিনি তার লেখনির মাধ্যমে বাহ্যত আইন লংঘন না করে এক ইতিবাচক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, এ কথা তিনি দৃঢ়তার সাথে আদালতে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

এভাবে আদালতের উপর চাপ থাকা সত্ত্বেও আদালত একটি বাদে সকল অভিযোগ থেকে বদিউজ্জামানকে রেহায় দেন। সে বিষয়টি ছিলো পোশাক সম্পর্কিত তার বক্তব্য, যাতে তিনি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর অজুহাতে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে বদিউজ্জামানকে

www.bjilibrary.com

এগার মাস এবং ১৫ জন ছাত্রকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাকি একশত দুইজনকে খালাস দেয়া হয় আর তিনজকে আগেই মুক্তি দেয়া হয়েছিল। বদিউজ্জামান এই রায়ের তীব্র আপত্তি করেন এবং বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা প্রমাণিত হলে আমাকে কমপক্ষে মৃত্যুদণ্ড এবং আমার ছাত্রদের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হতো। আইনের দৃষ্টিতে সরকার পক্ষ তাদের অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে যে রায় দিয়েছে তা ঘোড়ার ডিম বর্ণনার অপরাধে দণ্ড দেয়ার মতো।

মামলা আদালতে উঠার পর সরকার পক্ষ বদিউজ্জামানকে মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে এবং পক্ষাবলম্বন করে বক্তব্য তৈরির জন্য মাত্র কয়েকদিন সময় দেয়া হয়। অথচ সরকার অভিযোগ তৈরিতে তিন থেকে চার মাস সময় নেয়। বদিউজ্জামানকে বক্তব্য নিজে লিখে তা কোর্টে উপস্থাপন করতে হয়। ডিক্টেশন দিয়ে লেখানোর সুযোগও দেয়া হয়নি। এই সময় তাকে কারো সাথে কোনো কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে দেয়া হয়নি। যা হোক, এ ধরনের জঘন্য অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও বদিউজ্জামান দমে যাননি। তিনি তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রিসালায়ে নূরের পথে বাধা দূর করতে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি বিদ্যমান আইন এবং আইনি প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েই এটা প্রতিষ্ঠিত করেন যে, জননিরাপত্তা ধ্বংসকারী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার লংঘন করে এমন কর্মকাণ্ডের তিনি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। অভিযোগের জবাবে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তার কপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল এসেম্বলীর গভর্নিং বডির নিকট পাঠানোর আবেদন জানান। আপিল আদালতে এই মামলাটি প্রেরণ করার জন্য তিনি দরখাস্ত পেশ করেন। আপিল আদালত যদি এই কোর্টের রায় বজায় রাখে তাহলে মামলা কেবিনেটে পাঠানোরও তিনি একই সাথে আবেদন করেন।

আদালতে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে বদিউজ্জামানের বক্তব্য

বদিউজ্জামান তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের একটার পর একটা জবাব দেন প্রমাণসহ। তিনি আদালতকে বলেন, সবচেয়ে ভালো কৌশল হচ্ছে কৌশলহীনতা বা কৌশল অবলম্বন না করা। তিনি তার পক্ষাবলম্বন বক্তব্যে সত্য এবং সততাকে ভিত্তি বানিয়েছেন। এভাবে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন ঈমান এবং কুরআনের প্রতি তার খেদমতের কথা, কোনোভাবেই রাজনীতির সাথে যার সম্পর্ক নেই এবং যা আইনেরও বিরোধী নয়। তিনি আদালতের সামনে তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যে, কুরআন ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি খেদমতের

www.bjilibrary.com

কারণেই তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের সাথে আইনব্যবস্থাকে জড়িত করা এবং আইনের নামে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা আইন এবং আইনি প্রক্রিয়াকেই কলংকিত করবে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে আদালতের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। আসলেও তিনি তো সেই বদিউজ্জামান যিনি ১৯০৯ সালের কোর্ট মার্শাল মুকাবিলা করে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি সেই বদিউজ্জামান যিনি ইসলামের এক খাঁটি অনুসারী এবং প্রচারক। যিনি অসাধারণ এক জনপ্রিয় বক্তা, যিনি আয়া সোফিয়ায় হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। যিনি ১৯১১ সালে দামেস্কে উমাইয়া মসজিদে সমবেত লাখ জনতার উত্তাল সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়েছেন। এমন দক্ষতা ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বদিউজ্জামান তার বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেন। বিচারকের আসনে যারা তাকে বিচার করার জন্য বলেছিলেন তাদেরকে তিনি আলোকিত করতে সক্ষম হন। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জননিরাপত্তা বিঘ্ন করার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন :

"যে ঈমান আমরা ধারণ করেছি বা গ্রহণ করেছি তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কোনো কিছুতেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, সূর্য যেমন চন্দ্রের উপগ্রহ হতে পারে না এবং চন্দ্রকে অনুসরণ করতে পারে না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসও ঠিক তেমনি। যা চিরন্তন সুখী জীবনের আলোকোজ্জ্বল এবং পবিত্র চাবিস্বরূপ এবং পরকালীন জীবনের প্রদীপ এবং এটা কোনো ক্রমেই সামাজিক জীবনের হাতিয়ার হতে পারে না। মানব জীবনের রহস্যময়তার চাইতে এই মহাবিশ্বের আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই। সবচাইতে বড় প্রশ্ন এবং বড় প্রহেলিকা হচ্ছে এই বিশ্ব জাহানের সৃষ্টি এবং একমাত্র বিশ্বাসই হতে পারে তার হাতিয়ার।

মাননীয় বিচারকমণ্ডলী! এই জঘন্য কারাবরণ যদি আমার এই পৃথিবীর জীবনের জন্য হতো তাহলে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন বিগত দশ বছর যাবৎ আমি যেমন নীরব ছিলাম ঠিক তেমনি নীরব থাকতাম এবং এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতাম না। কিন্তু এটা যেহেতু অনেকের চিরন্তন জীবন এবং রিসালয়ে নূরের সাথে সম্পর্কিত তাই যদি আমার একশত মাথা থাকতো এবং প্রতিদিন একটি করে মাথা কাটা হতো তবুও আমি এটা ছাড়তাম না। আমি যদি আপনাদের হাত থেকে বেঁচেও যেতাম তবুও আমার মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময়ের হাত থেকে আমি রক্ষা পেতাম না। আমি বৃদ্ধ এবং কবরের দ্বারপ্রান্তে। অতএব রিসালয়ে

www.bjilibrary.com

নূর শত শত বিষয়ের মধ্যে বিশ্বাসের রহস্যময়তা মানুষের জন্য নির্ধারিত সময় এবং কবরের কথা বলে যা প্রত্যেকের জন্যই আসবে শুধু এটাই বিবেচনা করুন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত, পৃথিবীর সবচাইতে ওজনদার রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো কি তার কাছে তার মৃত্যুর চাইতেও বড় হয়ে আবির্ভূত হতে পারে? এবং যে কারণে সে ঐসব প্রশ্নের জন্য এটাকে হাতিয়ার করতে পারে। এটা কখন আসবে সে সময় তার কাছে নির্ধারিত নেই। নির্দিষ্ট সময় যা যে কোনো সময় আসতে পারে, আপনার মাথা কেটে নিতে পারে। হতে পারে চিরন্তন ধ্বংস অথবা পরলোকে যাবার পত্র। চির উন্মুক্ত কবরটি হতে পারে একটি চির অন্ধকার মৃত্তিকা গুহার দরজা অথবা চিরস্থায়ী আলোকোজ্জ্বল এক জগৎ।.

সম্মানিত বিচারক মহোদয়গণ! বিশ্বাস সংক্রান্ত এই ধরনের শত শত প্রশ্নের জবাব ও ব্যাখ্যা দান করেছে যে রিসালয়ে নূর তাকে একটি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষতিকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা কি আদৌ ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত হবে? এ সম্পর্কে আইন কী নির্দেশ করে? সেক্যুলারিজমের মূলনীতি অনুযায়ী যেহেতু সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র ধর্মহীনদের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না সেহেতু অবশ্যই ধর্মীয় লোকদের ব্যাপারেও যে কোনো অজুহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।"

এভাবে বদিউজ্জামান এ কথাটাই প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ঈমান এবং রিসালয়ে নূরের কারণেই তিনি পক্ষ অবলম্বন করে বক্তব্য দিয়েছেন। এরপর তিনি ধর্মকে রাজনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ খণ্ডন করেন। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং সেক্যুলারিজম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরে আলোচনা করা হবে।

তিনি মাননীয় আদালতের কাছে উল্লেখ করেন যে, ১৯২৩ সালে নতুন সরকারের সাথে কাজ করার জন্য মুস্তফা কামালের প্রস্তাব তিনি এ জন্য প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি তার আগেই সামাজিক জীবন ও রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজেই হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি তের বছর যাবৎ কোনো সংবাদপত্রের পাতা উল্টাননি, সবাই জানেন যে সংবাদপত্র হচ্ছে রাজনীতির কণ্ঠ। দশ বছর যাবৎ তিনি ইসপারতা প্রদেশে আছেন যেখানে কেউ বলতে পারবেন না যে, তিনি রাজনীতিতে জড়িত হবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছেন। অথচ দেশে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে সে সময়। তার বাড়িতে পুলিশ হামলা চালিয়ে তল্লাশি করেছে তন্নতন্ন করে এবং তার সমস্ত

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগত বই পুস্তক এবং কাগজপত্র তারা নিয়ে নেয়। পুলিশ এবং গভর্নর কার্যালয় সেসব পড়ে রাজনীতির কোনো কিছুই তারা পায়নি তাতে। মাত্র কয়েকটি বিষয় তারা আপত্তি করেছিল। সেগুলো মহিলাদের পোশাক এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কুরআন মজিদের কিছু আয়াতের উপর গবেষণামূলক আলোচনা। যা হোক, তিনি আদালতকে বলেন, ওসব তিনি লিখেছিলেন যখন তিনি দারুল হিকমাতে ইসলামিয়ার একজন সদস্য ছিলেন এবং নতুন আইন পাস হবার পর তিনি সেগুলোর প্রচার বন্ধ করেন। শুধু একটি কপি কাউকে ভুলে পাঠানো হয়। উপরন্তু নয় বছর একটি দুর্গম গ্রামে অবস্থান করা থেকে বদিউজ্জামানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে না জড়ানোর ইচ্ছাটাই প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে তিনি মুক্তি বা স্থানান্তরের জন্য ইসপারটতা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো আবেদন জানাননি, যা তাদের অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে, আর যে কারণেই তারা আনকারা কর্তৃপক্ষকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছেন।

আমার বন্ধু-বান্ধব যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখেন তারা খুব ভালোভাবে জানেন যে, এটা আমার রাজনীতিতে জড়িত হবার বা এ জন্য কোনো প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারই নয়, এমন কি এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করাটাও আমার মৌলিক লক্ষ্য। মানসিক অবস্থা এবং ঈমানের প্রতি আমার পবিত্র কর্তব্যের খেলাফ। মহান আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের আলো দিয়েছেন, রাজনীতির চিড়িতন আমাকে দেননি।

তাছাড়া ধর্মীয় আবেগ-উত্তেজনা সৃষ্টি করে জননিরাপত্তা নষ্ট করার পক্ষে কোনো একটি প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়নি। পক্ষান্তরে রিসালায়ে নূর নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। রিসালয়ে নূরে আছে ঈমানের জ্ঞানসমূহ, যা জননিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং তা নিশ্চিত করে। ঈমান হচ্ছে উত্তম গুণাবলি ও ভালো চরিত্রের উৎস, যা কোনক্রমেই জনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করে না। পক্ষান্তরে খারাপ চরিত্রের কারণ অবিশ্বাস জনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। সংস্কার আইন যখন প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন থেকে শুরু করে এ যাবৎ এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না যা বদিউজ্জামানের কোনো ছাত্র অথবা রিসালায়ে নূর যারা পাঠ করেন তাদের কেউ ধর্মের নামে জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য করিয়েছে। যারা রিসালায়ে নূর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা মানুষের রক্ত ঝরে এবং জনগণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অথবা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমন ধরনের তৎপরতার সাথে জড়িত হয় না। তাদের উপর যদি ১৬৩ ধারা প্রযোজ্য হয় তাহলে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টরেট এবং তাদের কর্তৃক নিযুক্ত সকল

www.bjilibrary.com

ঈমান ও ধর্ম প্রচারকদের উপর তা প্রযোজ্য হবে, কেননা তারাও একইভাবে মানুষকে ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে সুফীবাদ সম্পর্কে, যা ১৯২৫ সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটাও বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে আরেকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। আদালতকে এ সম্পর্কে বদিউজ্জামান বলেন :

আমি আমার অনেক কটি গবেষণামূলক নিবন্ধে লিখেছি যে, এটা সুফীবাদের সময় নয়। এই সময় হচ্ছে ঈমান রক্ষার সময়। এমন অনেকেই আছেন যারা সুফীবাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বেহেস্তে যাবেন কিন্তু ঈমান ছাড়া কেউ বেহেস্তে যেতে পারবে না। সুতরাং এখন সময় হলো বিশ্বাস বা ঈমানের জন্য কাজ করা। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি বলতে পারবেন তাকে তিনি সুফীবাদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তার অল্পসংখ্যক ছাত্রকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তা সুফীবাদ বা তরিকতের প্রশিক্ষণ নয় বরং বাস্তববাদিতা বা হকিকতের প্রত্যক্ষ পথের উপদেশ।

আরেকটি প্রধান অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা একটি সুস্পষ্ট বানানো অভিযোগ বা গাল-গল্প। তাহলো : বদিউজ্জামান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করেছেন। আদালত এ সম্পর্কে তাকে বারবার প্রশ্ন করেছিলো যে দল গঠনের জন্য তিনি কোথা থেকে তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

বদিউজ্জামানের যুক্তিপূর্ণ জবাব

প্রথমত: এই প্রশ্ন যারা করেন তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই এমন একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের নিকট কি দলিল প্রমাণ আছে? অর্থ দিয়ে আমরা এমন একটি দল গঠন করেছি এ সম্পর্কে তাদের কী প্রমাণ রয়েছে। দশ বছর যাবৎ আমি ইসপারতায় কঠোর নজরদারিতে অবস্থান করে আসছি। আমি আমার মাত্র এক বা দুইজন সহকারী দেখেছি এবং দশ দিনে এক বা দুই সফরকারীর সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একাকী, এখানে এক অচেনা মানুষ, ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত, রাজনীতির প্রতি নিদারুণ বিরক্ত এবং বার বার প্রত্যক্ষ করেছি কিভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন ক্ষতিকর ছিলো এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কিছুই করতে পারেনি। আমি রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিনি। আমার নিজের লোকেরা, আমার হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব চরম সঙ্কটকালে রাজনীতি থেকে পলায়ন করেছে। রাজনৈতিক দলবাজিকে দীনের সত্যিকার খেদমতের জন্য ক্ষতিকর

www.bjilibrary.com

মনে করে। দীনের খেদমত হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র কাজ, অন্য কিছু দ্বারা একে ক্ষতিগ্রস্ত করার অনুমতি নেই। শুধু আমি নই ইসপারতা এবং সেখানকার সকল মানুষ যারা আমাকে জানেন আমি কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠিত করছি বা কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছি এমন অভিযোগ আনয়নকারীদের তারা বলবে, তোমরা তাকে অভিযুক্ত করেছ তোমাদের বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের কারণে।

আমাদের কাজ হচ্ছে বিশ্বাস বা ঈমান। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা ইসপারতা এবং এদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের ভাই। অথচ একটি সমিতি বা দল হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাঝে সংখ্যালঘুদের জোট। নিরানব্বই জন মানুষ একজন মানুষকে মোকাবিলা করার জন্য সমিতি বা দল করতে পারে না। তিনি এই প্রশ্নের জবাবের উপসংহার টানলেন এই বলে যে, এটা কত বড় অযৌক্তিক, অবান্তর এবং আশ্চর্যজনক যে, একজন ব্যক্তি যিনি ১০০ লিরার উপর দশ বছর জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং তালি দেওয়া একই জামা বা আলখেল্লা পরিধান করে আছেন সাত বছর যাবৎ তিনি তার রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

প্রধান বিষয় যার উপর এই বিচার নির্ভর করছিল তা হলো বহুল আলোচিত সেক্যুলারিজমের সমস্যা এবং যে কারণে সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি হচ্ছে যে, তিনি সরকারের সেক্যুলারকরণ কর্মসূচির বিরোধিতা করেছেন। এ ব্যাপারে বদিউজ্জামান অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি বিরোধিতা করেননি। তার যুক্তি হলো, সেক্যুলার প্রজাতন্ত্র মানে এই পার্থিব জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করা। সেক্যুলারিজমের মূলনীতি অনুসারে সেক্যুলার প্রজাতন্ত্রী বা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং যারা ধর্মহীন তাদের কোনো কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করবে না; অতএব অবশ্যই যারা ধর্ম পালন করে বা ধর্মের সাথে আছে তাদের ব্যাপারেও রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং কোনো অজুহাতে তাদের উপরও হস্তক্ষেপ করবে না। আরও বলা যায় যে, সেক্যুলারিজম, বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালন বা বর্জনসহ অন্যান্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। সেক্যুলারিজমের অর্থের ব্যাখ্যা এবং সেক্যুলারিজম কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এ বিষয়টি আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এভাবে যুক্তি দিয়ে বদিউজ্জামান বলেন, রিসালায়ে নূর হচ্ছে একটি গবেষণামূলক কাজ, সুতরাং সেক্যুলার রাষ্ট্রের অধীনে এটাকে অবাধ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, তিরিশ বছরের বেশিকাল যাবৎ রাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও ইউরোপীয় দার্শনিক

www.bjilibrary.com

বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদীদের কুরআনের উপর আক্রমণের ব্যাপারে সেক্যুলার রাষ্ট্র নীরবতা পালন করছে। তিনি মনে করেন, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা তাদের অসৎ প্রভাব বিস্তার থেকেই উদ্ভূত। রিসালায়ে নূর তাদের এবং নাস্তিক্যবাদী যারা দেশে তাদের স্বার্থ ও গোপন পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাদের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে; সরকারের প্রতি নয়। বদিউজ্জামান সরকার এবং যেসব গোপন সংগঠন, সমিতি অধর্ম বিস্তারের জন্য কাজ করছে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং তাদের অনুপ্রবেশ এবং সরকারকে তাদের অনুপ্রবেশ এবং প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মূলত এরাই 'রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া' এবং ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে' বলে চীৎকার করছে।

ধর্মকে যারা সমর্থন করে তাদের উপর এই অভিযোগ চাপিয়ে দেয়ার বিষয়টি নতুন নয়। ১৯০৯ সালের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও প্রচুরভাবে তাদের উপর এই অভিযোগ আনা হয়েছে যখন সেক্যুলারাইজেশন এবং পাশ্চাত্যকরণ সমর্থকদের এবং বিরোধীদের মাঝে এই বিতর্ক চলে। ঐ সময় যে কোর্ট মার্শাল বসানো হয়েছিল তার সামনেও বদিউজ্জামান বলেছিলেন, কিছু লোক যারা নিজেরা রাজনীতিকে ধর্মহীনতার বা অধর্মের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তারাই নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য অন্যের উপর ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রজাতন্ত্রে একই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে জনগণের দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য জনগনকে ইসলাম থেকে দূরে রেখে ধর্মহীনতার পথ সুগম করার জন্য এই শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। মিনেমেনের ঘটনা একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা অংশ হচ্ছে যে তিনি সেই বিদ্রোহের অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। এটা একটা ছোট ঘটনা, যা উস্কানির মুখে ঘটানো হয় এবং এ ঘটনাটি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ঝড় তোলা হয়। আর এ কারণেই এটাকে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন আখ্যায়িত করে বর্বরোচিতভাবে দমন করা হয়। ৩৩ জন লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া এবং অসংখ্য জায়গায় যারা ধর্মের জন্য কাজ করছিলেন তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বদিউজ্জামানের উপরও আঘাত হানা হয়, যদিওবা তার এর সাথে কোনো বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিলোনা।

বদিউজ্জামান আদালতের সামনে তুলে ধরেন সেই একই স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি কিভাবে ইসপারতায় একই ধরনের ঘটনা ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে এখন আদালতকে ধোঁকা দিবার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তিনি বলেন, বিষয়টাকে বিশ্বাস

www.bjilibrary.com

এবং অবিশ্বাস, ধর্ম ও ধর্মহীনতার মধ্যকার অন্তহীন সংগ্রাম ও সংঘাতের আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। প্রত্যেকেই যিনি এই বিষয়টার গভীরতা সম্পর্কে সচেতন তিনি জানেন আমাদের উপর এই আক্রমণ ধর্মের উপর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মহীনতার বা অধর্মের আঘাত।

এভাবে বদিউজ্জামান আদালতের নিকট একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ স্বচ্ছ বিচার দাবি করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অংশসমূহের মধ্যে আবেগহীনভাবে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে স্বাধীনতার হেফাজত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে আদালতকে। তথাপি অনিয়ম ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তার নাম হলো সাঈদ নূরসী অথচ প্রশ্ন করার সময় তাকে সাঈদ-ই-কুর্দি, কুর্দি ইত্যাদি নামে ডাকা হয়েছে, যা অনিবার্যভাবেই এক ধরনের পক্ষপাতদুষ্টতার প্রকাশ করে। অবশ্যই বদ উদ্দেশ্যটা ছিলো বদিউজ্জামানকে পূর্ব তুরস্কের বিদ্রোহীদের অব্যাহত সরকার বিরোধিতার সাথে সংযুক্ত করা। ঐ সময় বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় মিথ্যা প্রচার অভিযান পরিচালনা থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, বারবার সংশোধন করা সত্ত্বেও বদিউজ্জামানের সমস্ত বিবৃতিতে তার রচনা যেসব তারিখে লেখা হয় তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে কপি করা হয় এবং বিশ বছরে যেসব রচনা লেখা হয়েছে তা এক বছরে লেখা হয় বলে দেখানো হয়।

যখন বদিউজ্জামান কারাগারে বন্দী ছিলেন তখন সেখানে একটি অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ধরনের ঘটনা তিনি যখন দেনিজলি কারাগারে ছিলেন তখনও ঘটে বলে জানা যায়। একদিন ইসকিশেহির পাবলিক প্রসিকিউটর বদিউজ্জামানকে স্থানীয় বাজারে দেখতে পান। বিস্মিত হয়ে তিনি কারাগার প্রধানের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, বদিউজ্জামানকে কেন তিনি কারাগার থেকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। কারা প্রধান তাকে নিশ্চিত করেন যে, বদিউজ্জামানকে কারা অভ্যন্তরে নিঃসঙ্গভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তারা যান এবং দেখেন বদিউজ্জামান কারাগারেই আছেন তার সেলে। ঘটনা জানাজানি হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদিওবা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন।

কাস্তামনুর জীবন

বদিউজ্জামানকে ১৯৩৬ সালের মার্চে ইসকিশেহির কারাগার থেকে এগার মাস কারাদণ্ড শেষে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে ইলগাজ পর্বতের নিকট কাস্তামনুতে পাঠানো

www.bjilibrary.com

হয়। তার উপর আরোপিত এই বাসস্থান কাস্তামনু প্রদেশের এই প্রধান শহরে সাড়ে সাত বছর পর্যন্ত ছিলো। অব্যাহত নজরদারি, চলাফিরায় বিধিনিষেধসহ বারলার চাইতে বেশ হয়রানি এবং নিপীড়ন চলে এখানে। বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে থাকাকালে রচনা করেন। তিনি কাস্তামনুতে নতুন ছাত্র আকৃষ্টকরণ বিশেষ করে কৃষ্ণসাগর তীরে ইনোবলু শহরে। রিসালায়ে নূর প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে কাস্তামনু দ্বিতীয় ইসপারতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। বদিউজ্জামান ইসপারতা এবং অন্যত্র তার ছাত্রদের সাথে অব্যাহত পত্র যোগাযোগ রাখতেন। এইসব চিঠির সংকলন 'কাস্তামনু পত্র' হিসেবে প্রকাশিত হয়। এতে যেসব বিষয় আলোচনা হয় এই সময় বদিউজ্জামান সেসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসব ছিলো বদিউজ্জামানের ছাত্রদের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তি, নির্দেশ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎসস্বরূপ। নূর পোস্টম্যানের মাধ্যমে তাদের হাতে তৈরি কপি গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে পৌঁছানো হতো। কারণ প্রায়ই এসব ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব হতো না।

প্রথম তিন মাস বদিউজ্জামান পুলিশ স্টেশনে অতিথি হিসেবে থাকতেন। যিনি নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করেন, তার জন্য এ জীবন যে কতটা দুঃসহ ও কষ্টকর ছিলো তা বলাই বাহুল্য। এমনকি এখানে থাকা অবস্থায় বাধ্যতামূলক পরিধেয় পরিবর্তন করাটা কঠিন ছিলো। বদিউজ্জামান তার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পোশাক পরিত্যাগে রাজি না হওয়াটাও তার নির্যাতিত এবং হয়রানির শিকার হবার একটা বড় কারণ ছিলো এ সময়। কিছু দিন পর তাকে পুলিশ স্টেশনের ঠিক উল্টোদিকে একটি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। কাস্তামনুর সাতটি বছর তিনি দুই কক্ষওয়ালা এই বাড়িটিতেই কাটান।

কাস্তামনুতে থাকাকালে প্রথম সপ্তাহেই ছাত্র হিসেবে যাদের পান তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শাইজী আমিন। তিনিও বদিউজ্জামানের মতো কারানিবাস করছিলেন। একজন গোত্র প্রধান কর্তৃক শাইজী আমিনকে ১০ বছর আগে থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে এবং এ সময় তিনি নসরুল্লাহ মসজিদের সন্নিকটে একটি চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানেই তিনি প্রথম বদিউজ্জামানকে দেখেন। বদিউজ্জামান তাকে তার সাথে মিলামিশা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে তার হৃদয় জয় করেন। কিন্তু শাইজী আমিন কর্মকর্তাদের থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিরুৎসাহিত হবার পাত্র ছিলেন না। এরপর থেকে বদিউজ্জামানকে সহযোগিতার জন্য তিনি যা পারতেন তার সবটাই করতেন।

www.bjilibrary.com

এই শহরে বদিউজ্জামানের আরেকজন ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন মাহমুদ ফায়েজী। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী। এই দুইজন খুবই নিয়মিতভাবে বদিউজ্জামানের কাছে থাকতেন এবং বিভিন্নভাবে তাকে সহায়তা করতেন। বিশেষ করে মাহমুদ ফায়েজী তার সহকারী এবং অনুলেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

বদিউজ্জামান কার্যত তার বাড়িতেই অবরুদ্ধ ছিলেন। সপ্তাহে এক বা দুই দিন তিনি বাইরে যেতেন পর্বতের আশপাশে অথবা শহরের দুর্গ চূড়ায় উঠতে। তিনি সময় কাটাতেন রিসালায়ে নূর লিখে অথবা হাতে লেখা কপি সংশোধন করে। নামায, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া মুনাজাত অথবা ধ্যান-মগ্নতায়। রাত্রিগুলো তিনি ইবাদতে কাটাতেন। পর্বতে গেলেও তিনি একই কাজ করতেন। তিনি কখনো অলস সময় কাটাতেন না। মাহমুদ ফায়েজী বলেন, তিনি যখন বদিউজ্জামানের সঙ্গে থাকতেন তখন দেখেছেন, ঘোড়ার পিঠে বসেও তিনি রিসালায়ে নূরের কপি সংশোধন অথবা পড়ছেন বা কাউকে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। অবশ্য বদিউজ্জামান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রিসালায়ে নূর সম্পাদনার কাজটা করতেন। কখনো মূল কপি দেখতেন না, সবকিছুই ছিলো তার মাথায়।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশি উচ্চতার কারণে কাস্তামনুতে শীতকালে ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা ছিলো। বেশকিছু চিঠিতে তিনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এ জন্য তার অসুখে ভোগার কথা জানিয়েছেন। তিনি দীর্ঘস্থায়ী বাতরোগে ভুগতেন। উপরন্তু কয়েকবার তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। অনেক ধরনের অসুবিধা ও নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখতেন যে, "মহান আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া জানাই এ জন্য যে, মহান আল্লাহ আমাকে ঈমান দিয়ে ধন্য করেছেন যা সব রোগের মহা ঔষধ, এই ঈমানই আমাকে ধৈর্যধারণে শক্তি জোগাচ্ছে।

বদিউজ্জামানকে অব্যাহতভাবে হয়রানি করা হচ্ছিল। আনকারা সরকার এমন লোককেই গভর্নর নিযুক্ত করতেন যিনি বদিউজ্জামানের উপরও চাপ রাখবেন। এই সময়টাই ছিলো রিপাবলিকান পিপলস পার্টির শাসনের সবচাইতে ভীতিকর সময়। এ সময় সরকার পাশ্চাত্যকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নির্যাতনমূলক অভিযান চালাচ্ছিল। যে বছর বদিউজ্জামান কাস্তামনুতে যান সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আভনী দৌয়ানকে কাস্তামনুর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন রিপাবলিকান পিপলস পার্টির তৈরি করা নতুন প্রজন্মের অফিসারদের প্রতিনিধিত্বকারী। ইসলামের এই নিকৃষ্ট দুশমন বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের উপর সর্বপ্রকার নির্যাতন চালিয়েছে।

www.bjilibrary.com

গভর্নর হিসেবে সে চার বছর ছিলো এবং ১৯৪০ সালে মিতহাত আলতিয়ক তার স্থলাভিষিক্ত হন। তবে তিনি বদিউজ্জামানের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, কাস্তামনুতে আভনী দৌয়ান গভর্নর নিযুক্ত হবার পর বর্বরোচিত এবং হিংস্রতার সাথে মসজিদ, সুফীদের সৌধ ইত্যাদি ধ্বংস করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শহরের একজন আলেম যিনি ছোট শেখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন, শেখ হিলমি বে আভনী দৌয়ানকে হত্যা করার জন্য একটি রাইফেলও সংগ্রহ করেন। এ সময় তার বদিউজ্জামানের কথা মনে পড়ে এবং তিনি বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বদিউজ্জামান তাকে তাহমিদিয়া নামক একটি দোয়ার বই দেন এবং হাতে লিখে এটার কপি করার জন্য তাকে বলেন এবং তিনি এতে সম্মত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি বইটির কপি করতে বসে যান। সারা রাত ঘেঁটে তিনি এর কপি তৈরি করেন এবং ইতিমধ্যে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আসে এবং তিনি হত্যা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এরপর তিনি বদিউজ্জামানের একজন গভীর অনুরক্ত ছাত্রে পরিণত হন এবং রিসালায়ে নূরের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার গ্রাম তাস্কোপরু এবং ইনেবলু শহর রিসালায়ে নূর লেখা ও বিতরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দীনের মুজাদ্দিদ বদিউজ্জামান

এই শতাব্দীতে তীব্র আক্রমণের মোকাবিলায় ইসলামকে পুনরুজ্জীবন, পুনর্গঠন ও ইসলামী তৎপরতা জোরদার করার ক্ষেত্রে বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূর যে অসামান্য অবদান রেখেছে তাতে অনেকের অভিমত যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী বা মুজাদ্দিদের জন্য শর্তসমূহ পুরা হয়েছে এবং তাকে জামানার মুজাদ্দিদ বলা যায়। এ সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বিখ্যাত হাদিস, প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিম উম্মাহর দীন পুনরুজ্জীবনের জন্য একজনকে পাঠাবেন। (আবু দাউদ, মুসতাদরাদ, গুয়াবুল ঈমান)। বদিউজ্জামানের ছাত্ররা ছাড়াও অসংখ্য খ্যাতিমান আলেম এবং ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জামানের অবদান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এ সম্পর্কে ইস্তাম্বুলের প্রখ্যাত আলেম এবং ফতোয়া বোর্ডের প্রধান আলী রেজা এফেন্দি বলেন, : বদিউজ্জামান বর্তমান সময়ে ইসলামের অসাধারণ খেদমত করেছেন। নিঃসন্দেহে তার গবেষণা ও রচনাবলি বিশুদ্ধ এবং সঠিক। কারো পক্ষেই এই সময়ে তার মতো ত্যাগের স্বাক্ষর রাখতে দেখা যায়নি, তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে এমন একটি মূল্যবান জিনিস (রিসালায়ে নূর) উপহার দিয়েছেন। তিনি সার্বিকভাবে বিবেচনায়

www.bjilibrary.com

অভিনন্দনযোগ্য। রিসালায়ে নূর ধর্মের আত্মিক পুনরুজ্জীবনকারী। আল্লাহ তাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করার তওফিক দিন!

আরেকজন হাজী হাসান সারিকায়া, যিনি স্বর্ণকণ্ঠের অধিকারী বলে পরিচিত এবং তিনি সুলতান হামিদের ইয়ালদিজ প্রাসাদের ফজরের নামাজের ইমাম ছিলেন সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় পর্যন্ত। তিনি তখন থেকেই বদিউজ্জামানকে চিনতেন। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার সময়ও তিনি দীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান এবং অসংখ্য ছাত্র তৈরি করেন। তিনি তার পুত্রকে বলেন, ইমাম এবং এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হচ্ছেন বদিউজ্জামান। তিনি শুধু একজন সাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ নন, প্রত্যেক শতাব্দীতে একেকজন মুজাদ্দিদ থাকেন এবং তিনি হলেন এই শতাব্দীর।

কেরামানের মুফতি হাফিজ আলী এফেন্দি বদিউজ্জামানের একজন ছাত্র মুস্তফা রামজানুলোকে ১৯৫০ সালে বলেন, ২০০ বছরের মধ্যে এ ধরনের অসাধারণ গ্রন্থ দেখা যায়নি। এটাও পরিষ্কার নয় যে ভবিষ্যতে আরেকটি দেখা যাবে। আমার এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে তিনি একজন মুজাদ্দিদ।

মাওলানা খালিদ বাগদাদীর জুব্বা

সম্ভবত ১৯৪০ সালে কাস্তামনুর গভর্নরের স্ত্রী আশিয়া খানুম শতবর্ষের পুরনো একটি জুব্বা বদিউজ্জামানকে দেয়ার জন্য আনেন। তিনি জানতেন যে উপঢৌকন হিসেবে দিলে বদিউজ্জামান এটা গ্রহণ করবেন না, তাই মাহমুদ ফায়েজীর সাথে পরামর্শ করে তারা এটা একটি আমানত হিসেবে বদিউজ্জামানের নিকট প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। যা হোক, বদিউজ্জামান এটাকে বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেন।

আশিয়া খানুম এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তার পিতার নিকট থেকে। তার পিতা এটা পান তার পিতা শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খালিদির নিকট থেকে। তিনি অল্প বয়সেই নক্‌শবন্দী তরিকার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা খালিদ বাগদাদীর নিকট পড়াশোনার জন্য বাগদাদ যান। পড়াশোনা শেষে মাওলানা খালিদ বাগদাদী তাকে আনাতোলিয়া পাঠান তার খলিফা হিসেবে এবং একটি জুব্বা উপহার দেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ পরবর্তীকালে মিসর যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তার পরিবার তার জুব্বাটি সংরক্ষণ করে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে গ্রীক দখলদারদের হামলায় যখন তারা আফিওনে তাদের বাসভবন ত্যাগ করেন তখনও এই জুব্বাটি তাদের সাথে নিয়ে যান।

www.bjilibrary.com

তাহির বে নামক একজন অফিসারের সাথে আশিয়া খানুমের বিবাহ হয়। তাহির বে কাস্তামনু কারাগারের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেলে তারা কাস্তামনু আসেন। এখানে আসার পর আশিয়া খানুম উপলব্ধি করেন যে, বদিউজ্জামান হতে পারেন এই জুব্বার সত্যিকারের মালিক। দীর্ঘদিন সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখা জুব্বাটি বদিউজ্জামানকে শেষ পর্যন্ত দিতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত হন। বদিউজ্জামান স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, আমি যখন পড়াশোনা শেষ করে ডিপ্লোমা অর্জন করি তখন এতই ছোট ছিলাম যে স্কলারদের পাগড়ি গাউন পরিধান করতে পারতাম না। আর ৫৬ বছর পর মাওলানা হালিম তার জুনবায় আমাকে সজ্জিত করেন যার ব্যবধান একশত বছরের।

কাস্তামনুতে বদিউজ্জামানের আরও কিছু ঘটনা

কাস্তামনুতে বদিউজ্জামানের উপর সরকারি কর্মকর্তাদের নিপীড়নের আচরণ এবং অব্যাহত নজরদারি সত্ত্বেও এই শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাকে খুবই সম্মান করতেন এবং উচ্চ মর্যাদা দিতেন। অনুমতি সাপেক্ষে তারা বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এদের মধ্যে টাউন কাউন্সিলের প্রধানও ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, বদিউজ্জামান কখনো মানুষের নিকট থেকে তার ছাত্রদের জন্য বা তার জন্য কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করতেন না। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীরদের নিকট থেকে পাঠানো অর্থও তিনি নিতেন না। বদিউজ্জামান কখনো তার জীবনের আদর্শ ও নীতি বিসর্জন দিতে রাজি ছিলেন না। এমনকি অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগে পড়েও তিনি নীতির প্রশ্নে আপসহীন থাকতেন। কাস্তামনুতে থাকাকালে একবার তিনি ভাড়া পরিশোধের জন্য তার লেপ-তোশক পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হন।

বদিউজ্জামান অন্যের বিপদে-আপদে খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। অনেক মাতাল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোককে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধারে সাহায্য করেছেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। পূর্ব আনাতোলিয়া থেকে আসা একটি পরিবার একবার বিপদে পড়ে। সেই পরিবারের ১৩ বছর বয়স্ক একটি ছেলে বদিউজ্জামানের কাছে আসা যাওয়া করতো। বদিউজ্জামানের সুপারিশে সেই ছেলেটির পরিবার একটি খালি বাড়িতে থাকার সুযোগ পায়। বাড়িটি বদিউজ্জামান ভাড়া করেছিলেন থাকার জন্য। কিন্তু বাড়িটি একেবারে বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত বদিউজ্জামান আর সেখানে যাননি। বাড়িটি খালি থাকায় সেই ছেলেটির পরিবার সেই বাড়িতে উঠে এবং নয় বছর যাবৎ কোনো

www.bjilibrary.com

ভাড়া না দিয়েই সেখানে থাকে। বিভিন্নভাবে বদিউজ্জামান এই পরিবারকে সাহায্য করেছেন।

কিভাবে বদিউজ্জামান একজন মদ্যপকে রক্ষা করেছিলেন সে ঘটনা কাস্তামনুতে বিখ্যাত হয়ে আছে। আরাচলি দিলি মুমিন নামের এই মদ্যপ ব্যক্তিটি ছিলো এলাকার একজন নামকরা গুণ্ডা। তার অপকর্মের জন্য পুরো শহরে তার বদনাম ছিলো। মদ্যপান ও জুয়াখেলা ছিলো তার নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাইজি আমিন একদিন ভোরে বদিউজ্জামানের বাড়ি যান তার স্টোভ জ্বালানোর জন্য। বাড়ি ঢুকেই দেখতে পান বদিউজ্জামানের ঘরের দরজার সামনেই কেউ একজন পড়ে আছে। কাছে এসে উঁকি দিয়ে তাকে চিনতে পারলেন, দরজায় পড়ে থাকা লোকটি হচ্ছে আরাচলি দিলি মুমিন। সাইজি আমিন একটু রাগত সুরেই বললেন, এখানে কী চাও তুমি? তুমি আবারো মদ পান করেছ। তুমি কি জান তুমি এখন কার দরজার সামনে? দিলি মুমিন জানতো যে, সে কার দরজার সামনে। তখন সে কাকুতি মিনতি শুরু করেছিল। আমি অনুতপ্ত! আমার জন্য দোয়া করুন, আমাকে আপনার ছাত্র করে নিন। সাইজি আমিন উঠে উস্তাদের নিকট গেলেন এবং দিলি মুমিনের কথা জানালেন। বদিউজ্জামান তাকে ফিরিয়ে দিলেন না; বরং বললেন, এসো ভাই! এই মদ্যপ গুণ্ডাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে দিলি মুমিন মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি অপরাধ থেকে রক্ষা পেল এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করলো এবং একজন ঈমানদার ব্যক্তিতে পরিণত হলো। এটা অনেক দৃষ্টান্তের মাত্র একটা।

হয়রানি এবং গ্রেফতার বাড়লো

ইসপারতা এবং অন্যান্য স্থানে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের অব্যাহত নজরদারিতে রাখা হচ্ছিল। বিভিন্ন অজুহাতে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে এবং বদিউজ্জামানের ছাত্রদের পুনরায় গ্রেফতার শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে রিসালায়ে নূরের কপি নিয়ে যাওয়া এবং ছাত্রদের গ্রেফতার করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছিলো। ১৯৪০ সালে ৩০ থেকে ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয় আবার পরে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৪১ সালে রিসালায়ে নূরের ছাত্র মাহমুদ জুহু এফেন্দিকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার না করা হলেও তার উপর চাপ বাড়তে থাকে।

গ্রেফতারের পরও যখন রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের দমন করা যাচ্ছিল না তখন সরকার বদিউজ্জামানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার ফন্দি করতে থাকে। এক

www.bjilibrary.com

পর্যায়ে তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। বিষ প্রয়োগের কারণে বদিউজ্জামান প্রায়ই অসুখে ভুগতে থাকেন। বদিউজ্জামান যে দোকান থেকে ফল কিনতেন, সরকারের এজেন্টরা দোকানিকে বাধ্য করে ইনজেকশন দিয়ে ফলে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই ফল খাওয়ার পর বদিউজ্জামান অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে ছাত্র মাহমুদ ফায়েজী তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে শহরে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তিনি বেঁচে যান। এ ঘটনার পর কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। উল্লেখ্য, আরও কয়েকবার তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

১৯৪৩ সালের শুরুতেই দেনিজলি এলাকার বদিউজ্জামানের একজন ছাত্র কিছু তৎপরতা চালানোতে কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় একজন মুফতির খবরের প্রেক্ষিতে ঐ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। ইসকিশেহির এলাকার ঘটনার মতো বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়, অত্র এলাকার রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। আনকারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু, প্রধানমন্ত্রী শুকরু সারাচোলু এবং শিক্ষামন্ত্রী হাসান আলী ইয়োজেল ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ পাঠান ইসপারতা, কাস্তামনুসহ বিভিন্ন প্রদেশে। ফলে রিসালায়ে নূরের বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

আবার গ্রেফতার সময়ের ঘটনা

তৃতীয়বারের মতো বদিউজ্জামানের কাস্তামনু বাসভবনে উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তারা রিসালায়ে নূরের কিছু লুকানো কপি পায়। তারা বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার সময়ের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন সে সময়ের এক স্কুল ছাত্র আব্দুল্লাহ ইয়োন :

এটা ১৯৪৩ সালে বসন্তের সময়ের ঘটনা। স্কুল ছুটির সময়, এজন্য আমরা বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। সাক্ষাৎকালে তিনি ঈমান এবং নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদেরকে যে উপদেশ দেন আমি জীবনে তা কোনোদিন ভুলবো না। "আমার ভাইয়েরা! দীর্ঘদিন যাবৎ আমি কোনো এক জায়গায় আট বছরের বেশি থাকিনি। আমি এখানে আসার পর এখন আট বছর চলছে। আমার মনে হয় এই বছর হয় আমি মারা যাবো অথবা অন্যত্র চলে যাবো। সম্ভবত আমাদের আর দেখা নাও হতে পারে। তোমরা একে অপর থেকে এবং

www.bjilibrary.com

রিসালায়ে নূর থেকে আলাদা হয়ো না।" তার এ ধরনের বক্তব্য শুনে আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ চাহেন তো আমরা আবার মিলিত হবো।

তিন মাস পর ছুটি শেষ হলে আমরা আরাচ থেকে কাস্তামনু ফিরে এলাম। আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতে চাই। সাইজি আমিন বে কে বদিউজ্জামান সতর্ক করেছিলেন যে কেউ যেন তার সাথে এ সময় দেখা করতে না আসেন, কারণ ওরা আমার উপর এখন কড়া নজরদারি করছে। এ কারণেই আমার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা হলো না।

তখন আমরা একদিন কাস্তামনু হাইস্কুল খেলার মাঠে ছিলাম বিরতির সময়। দেখলাম পুলিশ রাস্তায় একটি খোলা গাড়িতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে একটি বাস্কেট? টি পট আর সামান্য কিছু জিনিস। গাড়িটা এখানে এসে থামলো। তারা গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সাথে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের কয়েকজন লোক। ইতোমধ্যে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হলো। তার পরিধানে ছিলো একটি কালো গাউন ও পাগড়ি। এ সময়ে এ ধরনের পোশাক পরে বের হওয়াটা ছিলো অসম্ভব এবং তাছাড়া পুলিশের সাথে। স্কুলে অন্যরা আমাকে লক্ষ্য করছিল যে আমি বদিউজ্জামানকে দেখছিলাম এবং তারা আমাকে বদিউজ্জামান অনুসারী আখ্যায়িত করছিল। তখন বেল বেজে গেল এবং আমরা শ্রেণীকক্ষে চলে গেলাম।

যাহোক, এ ঘটনার পর অনেক দিন চলে যায়। একদিন মধ্যরাতে আমাদের বাড়ি কম্পন করছিল। ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। এই ভূমিকম্প প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলো। মানুষ বলাবলি করছিল, হোজা বদিউজ্জামান এফেন্দি একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। সরকার তাকে কষ্ট দিয়েছে, হয়রানি করেছে, তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, তাকে আটক করে রেখেছে এ জন্যই হয় তো এই ভূমিকম্প!

গ্রেফতার হলেন লাইলাতুল কদরে

লাইলাতুল কদর। বদিউজ্জামানকে তার পুলিশ স্টেশনের বিপরীত দিকের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে আনকারাগামী বাসে তুলে। সেখান থেকে আনকারার দূরত্ব দক্ষিণে ২৭১ কিলোমিটার। বাসে উঠার পর তিনি পুলিশকে বলেন, কাস্তামনুর গভর্নরকে বলবেন, তারা যেনো পুরনো ও নতুন উভয় ধরনের লেখা ডিফেন্স স্পিচ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সালাহউদ্দিন চালাবি বলেন,

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান তার বাসভবনে পুলিশি তল্লাশির সময় ইসকিশেহির আদালতে প্রদত্ত তার বক্তব্যের কপি পুলিশ কর্মকর্তাদের দিয়েছিলেন।

এই বাসেই জিয়া দিলেক নামক আরেকজন সরকারি কর্মকর্তা সফর করেন, যাকে পরে গ্রেফতার করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, আমি সেই বাসে উঠেছিলাম ইলগাজে আমার চাকরিস্থলে যাবার জন্য। বাসটি ওলুকবাশি পুলিশ স্টেশনে থামানো হলে পেছনের কয়েকটি আসন খালি করা হয়। তারা হোজা বদিউজ্জামান এফেন্দিকে সেখানে বসায়। বাস যখন যাত্রা শুরু করে হোজা তখন অসুস্থতা অনুভব করেন। তিনি ছিলেন ৭০ বছর বয়স্ক এবং অসুস্থ। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু তারা আমাকে রাজনৈতিক বন্দী মনে করে তাহলে তাদের উচিত ছিলো একটি ট্যাক্সিতে আমাকে পাঠানো। আমার পাশেই একজন সৈনিক বসেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হোজাকে তার আসনে বসার জন্য অনুরোধ করলেন এবং হোজাকে সেখানে বসালেন। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম এবং তাকে সাহায্যের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তিনি আমার পাশে বসার পর আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি জিয়া দিলেক। তিনি বলে উঠলেন, ও তুমি আমাদের জিয়া। তুমি কি কাস্তামনুর পক্ষ থেকে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছ? এরপর তিনি পুলিশের কর্মকর্তা যিনি তাকে নিয়ে এসেছেন তার দিকে ফিরে বললেন, যখন তুমি আমার বাড়িতে রেইড দাও তখন আমি কুরআন মজিদের কোন্ আয়াতটি পাঠ করছিলাম। এক টুকরা কাগজের কথা বলে আমাকে আয়াতটি লিখতে বললেন, "তুমি তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। তুমি অবশ্যই আমার চোখের সামনে আছ, তুমি যখন শয্যা ত্যাগ করো তখন প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম ঘোষণা করো। (কুরআন ৫২:৪৮)। এরপর তিনি বললেন :

তোমাদের বন্ধুদের বলো চিন্তা না করতে। আমাদেরকে সাজা দিতে পারবে না। হয় তারা একটি চুক্তি অথবা আপস করবে। যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদেরকে তিনি শুভেচ্ছা ও ভালো খবর জানাচ্ছিলেন।

পরে তিনি বললেন, তুমি কি ড্রাইভারকে বলবে বাসটা একটু থামাতে। ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। যাত্রীদের জন্য আমার কয়েকটি উপদেশ ছিলো। ড্রাইভার তার কথা শুনেই বাসটি থামালো। হোজা বদিউজ্জামান বাস যাত্রীদের উদ্দেশে বললেন : আজকের রাতটি সম্ভবত লাইলাতুল কদর। অন্যান্য সময়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি হরফের জন্য ১০টি নেকি পাওয়া যায়। আর রমজানে সেটা হাজারগুণ বৃদ্ধি পায়। এবং কদরের রাত্রিতে ত্রিশ হাজার

www.bjilibrary.com

পুরস্কার। আপনাকে যদি বলা হয় কিছু করার বিনিময়ে ৫টি স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে আপনি কি সেটা পাওয়ার চেষ্টা করবেন না? যাত্রীরা জবাব দিলেন, তারা তা পাইতে চাইবেন। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আপনি ৫টি স্বর্ণমুদ্রার জন্য শক্তি ও সময় ব্যয় করবেন আর আপনারা কি চান না যে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের জন্য কিছু পুঁজি সংগ্রহ করতে? যাত্রীরা বললেন, চাই।

বদিউজ্জামান আরও বললেন, যদি কোনো ব্যক্তি সূরা এখলাস তিনবার, ফাতেহা একবার ও আয়াতুল কুরসী একবার পাঠ করে তাহলে তিনি তার আখেরাতের জন্য কিছু পুঁজি সংগ্রহ করলেন। ড্রাইভার রিজেলি লুতফু এবং যাত্রীরা বদিউজ্জামানকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর ইফতারের সময় হলো। ড্রাইভার ইলগাজ পর্বতের পাইন জংগলের নিকট একটি চমৎকার ঝর্ণার কাছে বাস থামালেন। হোজা এফেন্দি আমাকে তার খাবার দিলেন, যা তাকে টাউন কাউন্সিল দিয়েছিল আর আমি আমার খাবার তাকে দিলাম। আমরা একসঙ্গে আনন্দের সাথে ইফতার করলাম ও নামায আদায় করলাম। আমি ইলগাজে হোজাকে ছেড়ে আমার কর্মস্থলে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমাকে গ্রেফতার করে দেনিজলি পাঠানো হলো।

কাস্তামনু থেকে একজন নন-কমিশন সেনা কর্মকর্তাকে বদিউজ্জামানের সাথে দেয়া হয়েছিল। তার নাম ইসমাইল তুঞ্জদোয়ান। তিনি জানান, হোজাকে নিয়ে আমরা আনকারা পৌঁছার পর একটি হোটেলে উঠি। হোটেলে পৌঁছার পরপরই সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবেই আনকারার গভর্নর বদিউজ্জামানকে ডেকে পাঠান। সেখানে বদিউজ্জামানের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করা হয়। এই অসুখী লোকটি আর পিপির একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা এবং ১৭ বছর যাবৎ আনকারার গভর্নর। তিনি বদিউজ্জামানকে পাগড়ি খুলে অফিসিয়াল পিফড ক্যাপ পরতে বলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনি ব্যর্থ হন। বদিউজ্জামান বলেন, 'এই পাগড়িটা এই মাথার সাথেই এসেছে।' বদিউজ্জামান রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'আমি তোমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিনিধিত্ব করি। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। যারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন তাদের জন্য ড্রেসকোড প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি বাইরে যাই না, তুমি জোর করে আমাকে বাইরে এনেছ। আমি আশা করি এ জন্য তোমাকে মাশুল দিতে হবে।' উল্লেখ্য, এই গভর্নর তিন বছর পর মর্মান্তিকভাবে আত্মহত্যা করেন। এরপর বদিউজ্জামানকে স্টেশনে আনা হয় ইসপারতায় পাঠানোর জন্য। সেনাসদস্য ইসমাইল তুনদোয়ানের ভাষ্য অনুযায়ী, বদিউজ্জামানকে সংবর্ধনা জানাতে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত

www.bjilibrary.com

হয়েছিল ইসপারতা স্টেশনে। ট্রেনে চাপরাজাদেহ আব্দুল্লাহ নামে এক ছাত্র তার সাথে ছিলেন। তিনি ট্রেনে বদিউজ্জামানের সাথে আসেন এবং তার সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। ইসপারতায় পৌঁছার পর ছাত্রটিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। ট্রেন থেকে বদিউজ্জামানকে সোজা কারাগারে নেয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতারকৃত বদিউজ্জামানের ছাত্রদের ইতোমধ্যেই আনা হয়েছিল। কারাগারে তাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এরপর চলে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ। দেনিজলি কারাগারে বিচারের জন্য নেয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় এক মাস তাদের এখানেই রাখা হয়।

দেনিজলি কারাগারে বদিউজ্জামান

দেনিজলি কারাগারে আনার পরও বদিউজ্জামান বিষক্রিয়ায় অসুস্থ এবং খুবই দুর্বল ছিলেন। এটা ছিলো রমজানের একেবারে শেষ দিনকার কথা। রিসালায়ে নূরের উপর এই আঘাতে বদিউজ্জামান খুব দঃখ পেয়েছিলেন এবং বিষণ্ন ছিলেন। কার্যত সকল ছাত্রকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্রদেরকে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের বাড়ি বা কর্মক্ষেত্র থেকে ধরে আনা হয়েছে এবং তাদের পরিবারগুলো অসহায় অবস্থায় আছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে তা ছিলো অনিশ্চিত। ইসকিশেহিরের চাইতে দেনিলি কারাগারের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর খারাপ। ইসকিশেহিরের একমাস এখানে একদিন কারা নিবাসের সমান। কিন্তু এর পরও এখানেও ন্যায়ের বিজয় হয়েছে। অসত্যের উপর সত্যের জয় হয়েছে।

প্রথমত: আনকারায় বিশেষজ্ঞ কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট এবং গ্রেফতারকৃত বন্দীদের মুক্তি। বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক রিসালায়ে নূর পাঠের ফলে তাদের মধ্যে ইতিবাচক ও অনুকূল প্রতিক্রিয়া, আদালতের মামলা এবং বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের বন্দিত্বের খবরাদির ব্যাপক প্রচারের ফলে জনমনে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের প্রতি সমবেদনা এবং রিসালায়ে নূরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিসালায়ে নূরের কপি সংগ্রহ করে পাঠ করে এবং সরকারের মিথ্যা ও বানোয়াট প্রপাগাণ্ডা সরকারের জন্যই বুমেরাং হয়।

এদিকে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্ররা কারাগারে থাকার সময় আরেকটা ব্যাপার ঘটে। বিপুল সংখ্যক অন্যান্য কারাবন্দীর উপর রিসালায়ে নূর এবং বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলার ঘটনা এবং মামলায় সরকার পক্ষের পরাজয়ের বিরাট প্রভাব পড়ে। একই অবস্থা অবশ্য ইসকিশেহিরের কারাগারেও হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

শত শত বন্দী বদিউজ্জামানের প্রতি অনুরক্ত হন এবং নামায পড়া শুরু করেন। এদের অনেকে বদিউজ্জামানের ছাত্রদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত ও লেখাপড়া শিখে। অনেকে রিসালায়ে নূর হাতের লেখা ও কপি করার কাজে যোগদান করেন। এখানেও কারা কর্তৃপক্ষ বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করে এবং দুইজন ছাত্র মারাও যায়।

এই কারাগারে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের খুব অমানবিক অবস্থায় নয় মাস সময় কাটাতে হয়। বদিউজ্জামানকে একটি নোংরা, স্যাঁতসেঁতে সেলে একাকী বন্দী রাখা হয় এবং তার সাথে কাউকে মিলিত হতে দেয়া হতো না। তার কোনো ছাত্রকেও কথাবার্তা বলতে বা দেখা করতেও দেয়া হতো না। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও বদিউজ্জামান লিখেন এবং কয়েকটি গোপন চিঠির মাধ্যমে ছাত্রদের সান্ত্বনা, পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেন এবং তাদের জিন্দেগির সত্যিকার মিশনের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেন। এছাড়াও তিনি আদালতে উপস্থাপনার জন্য বক্তব্য তৈরি করেন, যা তিনি পরে আফিয়ন আদালতে পেশ করেন।

কারাগারে রাতদিন

বেশিরভাগ ছাত্রকে ইসপারতা থেকে ট্রেনযোগে দেনিজলি আনা হয়। ট্রেনে উঠানোর আগেই তাদের জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়া পরানো হয়। জানালাবিহীন, অপরিচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা ওয়াগনে তাদের তোলা হয়। এসব ওয়াগন সাধারণত গবাদিপশু পরিবহনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বদিউজ্জামানকে একানব্বই বছর বয়স্ক বৃদ্ধের সাথে হাতকড়া পরানো হয়। ইসপারতায় এক গ্রামের হাসান দায়ি নামে এই বুড়ো লোকটি এতই দুর্বল ছিলেন যে, কার্যত: বদিউজ্জামানকেই লোকটিকে বহন করতে হয় সারা পথে। সফরকালীন হ্যান্ডকাফ ঢিলে করা বা খোলা হয়নি কখনো। ১২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ৭৩ জনকে কারাগারে ঢুকানো হয় এবং বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়। দুই মাস পর কাস্তামনু, ইনেবলু এবং ইস্তাম্বুল থেকে আরও ছাত্রকে গ্রেফতার করে আনা হয় এবং এদের সবাইকে দীর্ঘস্থায়ী ও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মতো করে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

এই জেলখানাটি ছিলো নতুন এবং শহরের বাইরে। নতুন হওয়া সত্ত্বেও এর ভবনগুলো ছিলো পুরনো ভবনগুলোর চাইতে অপ্রশস্ত এবং অস্বাস্থ্যকর। কংক্রিটের তৈরি, স্যাঁতসেঁতে এবং বায়ুহীন। ছোট জানালাবিশিষ্ট সেলগুলো ছিলো অন্তহীন অন্ধকার। দিনে মাত্র ৪/৫ ঘণ্টা লো-ভল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহের

www.bjilibrary.com

ব্যবস্থা ছিলো। সেলগুলোতে ছিলো উঁকুন ও মশার রাজত্ব। রাতে বৃষ্টির মতো নামতো ছারপোকা ও মশা। বদিউজ্জামানকে এমন ছোট একটি সেলে রাখা হয় যেখানে একটি বিছানা পাতাও ছিলো কষ্টকর। সালাহউদ্দিন চালাবিকে গভর্নর একবার বদিউজ্জামানের বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য পাঠান। তিনি বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, বদিউজ্জামানের সেলটি ছিলো অন্ধকার ও বায়ুহীন একটি গুহার মতো। দিনের বেলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাকে বদিউজ্জামানের বক্তব্য লিখতে হয়েছে। এক ঘণ্টা কাজ করার পর তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পাশেই ছিলো কিশোরদের ওয়ার্ড। কর্তৃপক্ষ বদিউজ্জামানকে বিরক্ত করার জন্য কিশোরদের হৈ চৈ ও নানা শব্দ করতে উৎসাহিত করতো। বিশেষ করে নামায ও লেখাপড়ার সময় তারা তুমুল হৈ চৈ করতো।

সালাহউদ্দিন চালাবি, মাহমুদ ফয়েজিসহ ছাত্রদের যখন এই কারাগারে আনা হয় তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সোলায়মান হিউনকার। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাকে বন্দীদের মুখপাত্র মনে করা হতো। কারাগারের দৈনন্দিন ব্যাপারে তার ছিলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তিনি তার অতীতের খারাপ জীবন পরিত্যাগ করে পরিশুদ্ধ হওয়ার দাবি করতেন এবং বাস্তবেও তা ছিলো সঠিক। এই সোলায়মানও বদিউজ্জামানের একজন অনুগত ছাত্র হয়ে যান এবং তার সাথে তাশকোপরুলু সাদিক বে-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাদিক বে-ও বদিউজ্জামান আসার পর তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। বদিউজ্জামান ছাত্রদের সাথে এই দুইজন যুক্তভাবে কারাগারে রিসালায়ে নূরের কাজ সংগঠিত করতে কঠোর পরিশ্রম করেন। সাধারণত কয়েদিদের মাঝে তারা ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

কারাগারে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, যখন বদিউজ্জামান অজু করতে যেতেন তখন কয়েদিরা একটি জানালার কাছে জমায়েত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতেন।

এ ঘটনা তিনবার ঘটে এবং বদিউজ্জামান তাদের কথায় রাজি ছিলেন না। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি তাদের বলেন, যাও ওজু-গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো। প্রায় ৭০/৮০ জন কয়েদি সেখানে উপস্থিত ছিলো। সোলায়মান বে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অপবিত্র থাকলে গোসল করে এসো। কয়েদিরা তাই করেন। অতঃপর বদিউজ্জামান তাদের বলেন, তোমরা নামায পড়ো। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানতো না কী করে নামায পড়তে হয়। তখন

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের ছাত্ররা সবাই মিলে তাদের নামায শিক্ষা দেন। এভাবে কয়েদিরা তাদের অতীত জীবন পরিত্যাগ করে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে এবং নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করে এই জেলখানার অধিকাংশ কয়েদি।

উল্লেখ্য যে, বদিউজ্জামানের ছাত্ররা ছাড়াও বেশ কিছু আলেম এবং হাফেজে কুরআন তখন এ জেলখানায় ছিলেন। তারা কুরআন পড়ায় কয়েদিদের সাহায্য করেন এবং অনেকে পুরো কুরআন কিংবা কুরআনের অধিকাংশ সূরা মুখস্থ করে ফেলেন।

সাদিক বে এবং সোলায়মান জেলখানার অভ্যন্তরে রিসালায়ে নূরের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি স্মার্ট টিম তৈরি করেন। সেই সাথে বাইরে যোগাযোগের জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। নতুন হরফে রিসালায়ে নূরের কপি তৈরির জন্য সোলায়মান বে একটি টাইপ রাইটার সংগ্রহ করেন। নতুন টাইপ রাইটারে বদিউজ্জামানের ডিফেন্স স্পিচ এবং অন্যান্য লেখার প্রয়োজন মতো কপি তৈরি করে বাইরে পাঠানো হতে থাকে। অনেক কপি আনকারায় সরকারি দফতরগুলোতেই এখান থেকে পাঠানো হতো। বদিউজ্জামানের ছাত্রদের ডিফেন্স বক্তব্যও অধিকাংশ জেলখানায় বসেই তৈরি করা হয়।

ইসপারতার অধিবাসী একজন সৈনিক এখানে পোস্টিং পেয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি নিজে জেলখানা থেকে রিসালায়ে নূরের কপি বাইরে আনা-নেয়ার কাজে সহযোগিতা করতেন। ইসপারতায় গ্রামে যেসব কপি তৈরি হতো তা সংশোধনের জন্যও তিনি জেলখানায় বদিউজ্জামানের নিকট পৌঁছাতেন। বদিউজ্জামান এই কারাগারেও রিসালায়ে নূরের বেশ কিছু অংশ রচনা করেন। কয়েদিদের উদ্দেশে লিখিত এসব নিবন্ধে বিশেষভাবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান, মৃত্যুকালীন পরিস্থিতি, পুনরুত্থান, পরকালীন জীবন, সমকালীন প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

বদিউজ্জামানের এসব বক্তব্য সত্যিকার বলতে কি দেনিজলি কারাগারে একটি নীরব বিপ্লব সংঘটিত করে। কয়েদিদের আত্মসংশোধনের উন্নতি এবং তাদের মধ্যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখার পর কারা কর্তৃপক্ষ এক পর্যায়ে রিসালায়ে নূরের কপি কারা অভ্যন্তরে আনা-নেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এ সম্পর্কিত একটি নোট কারা কর্তৃপক্ষ আপিল আদালত এবং আনকারায় সংশ্লিষ্ট বিভাগেও প্রেরণ করেন, যা পরে বন্দীদের অভিযোগ থেকে রেহাই পাবার ব্যাপারে কাজে লাগে।

www.bjilibrary.com

দেনিজলি আদালত

ইসকিশেহিরে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল বদিউজ্জামান ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে দেনিজলি আদালতেও একই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অভিযোগসমূহ হলো :১. একটি সুফী তরিকত সৃষ্টি, ২. রাজনৈতিক দল সংগঠিত করণ, ৩. সংস্কারের বিরোধিতা, ৪. ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার ও ৫. জন নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি। পৃথিবীর সময় শেষে ধ্বংস সংক্রান্ত একটি হাদিসের ব্যাখ্যা করে ৫ম আলোকরশ্মি শিরোনামে লেখা রিসালায়ে নূরের একটি নিবন্ধকে ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এতে মুস্তফা কামালকে দাজ্জাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বাদিপক্ষ রিসালায়ে নূর অধ্যয়ন করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে আদালতে উপস্থাপনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। দুই স্কুল শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির এ ধরনের একটি রিপোর্ট পেশের কোনো যোগ্যতা ছিলো না।

সুতরাং, সরকার যেভাবে চায় সে ধরনের একটি ভাসাভাসা রিপোর্ট কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরি করে ফৌজদারি আদালতে দাখিল করা হয়। এই রিপোর্টটি ছিলো খুবই অগভীর এবং একটি লজ্জাজনক অসত্য প্রতিবেদন। বদিউজ্জামান অত্যন্ত তীব্রভাবে এই রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং রিপোর্টের ভুলগুলো চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেন এবং উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে রিসালায়ে নূর অধ্যয়নের জন্য কমিটি গঠনের আবেদন করেন। কিছু বিলম্বে হলেও ১৯৪৪ সালের ৯ মার্চ তার আবেদন গৃহীত হয় এবং মামলার যাবতীয় নথিপত্র আনকারা প্রথম ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি আমিন বোকের নেতৃত্বে তিনজন ইসলামী বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে পুরো রিসালায়ে নূর এবং বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের চিঠিপত্র অধ্যয়ন করার জন্য। কমিটি গঠন করা হয়।

ইত্যবসরে দেনিজলি আদালতে মামলার শুনানি অব্যাহত ছিলো। বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররাও আদালতের সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বদিউজ্জামান অসুস্থতার কারণে আদালতে উপস্থিত না থাকার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধান বিচারক আলী রেজার ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করেন, তখন তিনি আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন। প্রধান বিচারক আলী রেজা আদালত কক্ষটি সারি সারি আসন বসিয়ে

www.bjilibrary.com

অর্ধগোলাকৃতিভাবে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। সরকার পক্ষের আইনজীবীর আপত্তি সত্ত্বেও আদালত চলাকালে বিচারক বদিউজ্জামানকে বসার অনুমতি দেন। মামলার শেষ পর্যন্ত বিচারকরা তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। বদিউজ্জামানের ছাত্রদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখা হতো। শুধু আদালত চলাকালে তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হতো। বদিউজ্জামানকে ভিন্ন একজন লোকের সাথে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হতো এবং তার পাহারায় থাকতো বেয়োনেটওয়ালা ত্রিশজন সৈনিক। আদালতে আনা নেয়ার সময় সারিবদ্ধ লোক বদিউজ্জামানের জন্য দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করতেন।

বেকসুর খালাস

যখন বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের পরিস্থিতি খুবই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এবং আনকারা কর্তৃপক্ষ কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তখন বদিউজ্জামানের প্রয়াস সফল প্রমাণিত হলো। কর্তৃপক্ষকে নমনীয় এবং আপসমূলক মনে হচ্ছিল। ১৯৪৪ সালের ২২ এপ্রিল রিসালায়ে নূর পরীক্ষা করার জন্য গঠিত কমিটি আনকারা ফৌজদারি আদালতে সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির পর্যবেক্ষণ ছিলো আশাতীতভাবে ইতিবাচক। কমিটির রিপোর্ট দেনিজলিতে পৌঁছে এবং একটি কপি বদিউজ্জামানকেও দেয়া হয়।

রিপোর্টে বলা হয়, রিসালায়ে নূরের ৯০ ভাগ হলো ঈমানের সত্যতা, এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কিত গবেষণামূলক ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থটিতে গবেষণা এবং ধর্মীয় মূলনীতি থেকে কোনো ধরনের বিচ্যুতি নেই। রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, ধর্মকে স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার, কোনো সমিতি বা দল গঠনের অথবা জনশৃংখলা ভঙ্গ করার মতো আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো প্রমাণ এতে পাওয়া যায়নি।

উচ্চপর্যায়ে অধিষ্ঠিত যারা রিসালায়ে নূরের বিরোধিতা করেন তাদের আশ্বস্ত করার জন্য কমিটি উল্লেখ করে যে, এতে গোপন কিছু তথ্যের উল্লেখ রয়েছে অবিজ্ঞজনোচিত এবং এসব ঐ সময় লেখা হয়েছে যখন বদিউজ্জামান মানসিকভাবে উত্তেজিত বা আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলেন। সুতরাং এজন্য তাকে দায়ি করা যায় না। অথবা তিনি কিছুটা দৃষ্টিভ্রমজনিত সমস্যায় ভুগে থাকতে পারেন। তাছাড়াও কমিটি গবেষণার দৃষ্টিতে ১৫টি আপত্তির উল্লেখ করে। বদিউজ্জামান অবশ্য এসব আপত্তির জবাব দেন এবং দীর্ঘ জবাব ১৯৪৪ সালের ৩১ মে কোর্টের সামনে উপস্থাপন করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী সে

www.bjilibrary.com

দিনই তার চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ ও সারসংক্ষেপ পেশ করে শাস্তি প্রদানের জন্য আদালতের প্রতি অনুরোধ জানান। ১৬ জুন ১৯৪৪, আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে। সর্বতোভাবে কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আদালত সকল বন্দীর বেকসুর খালাস ও অবিলম্বে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। সরকারি আইনজীবী শাস্তির দাবিতে পীড়াপীড়ি করায় মামলা আনকারা আপিল আদালতে প্রেরণ করা হয়। আপিল আদালত ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ সরকার পক্ষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং দেনিজলি আদালতের রায় বহাল রাখেন।

বদিউজ্জামান জয় করলেন দেনিজলি শহর

বদিউজ্জামান ও তার ছাত্ররা মামলায় জয়ী হয়ে আদালত ভবন থেকে বের হয়ে আসার সাথে সাথে জনতা তাদের অভিনন্দন জানায়। ন্যায়বিচার চিরজয়ী হোক শ্লোগানে শ্লোগানে শোভাযাত্রাসহ জেল গেটে আসে তাদের মালপত্র নেয়ার জন্য। ইতোমধ্যে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি আনা হয় জেলগেট সংলগ্ন রাজপথে। তারা দেনিজলির জনগণের অতিথি হন। জেলগেট থেকে শুরু করে পুরো শহর উৎসবময় হয়ে ওঠে। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে শহরবাসী তাদের ঘরে নিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। হাজী মুস্তফা কোজায়কা নামক এক ব্যবসায়ী জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক অর্থ আনেন বদিউজ্জামানের ছাত্রদের মাঝে বিতরণের জন্য কিন্তু একটি টাকাও তারা গ্রহণ করেননি। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জনতাকে সাথে নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত বদিউজ্জামান ও ছাত্রদের বিদায় সম্ভাষণ জানান আর এভাবেই বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূর জয় করেন দেনিজলি শহর।

কারাগার থেকে বের হওয়ার পর বদিউজ্জামান শেহির হোটেলের টপ ফ্লোরে একটি কামরায় ওঠেন। এখানে তাকে প্রায় মাসখানেক থাকতে হয়। দুইদিনের মধ্যেই তার ছাত্ররা নিজ নিজ শহর বা গ্রামে চলে যান। তিনি দেনিজলি শহরে অবস্থান করায় সর্বস্তরের মানুষ তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ভিড় করেন। দিনে কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক লোক পর্যায়ক্রমে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এ সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। আনকারা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নুরুদ্দিন তোপশু, যে বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে লিখিত মিথ্যা অভিযোগ করে কুখ্যাত শিক্ষামন্ত্রী হাসান আলী ইয়োজেলকে বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছিল। ঐ ব্যক্তি তার বর্ণনায় বলেন, যে দুইজন শিক্ষক প্রথম বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ছিলেন তারাও বদিউজ্জামানের সাথে

www.bjilibrary.com

সাক্ষাৎ করেন। এই দুইজনই ছিলেন ধর্মহীন এবং খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত চরিত্রের লোক। বদিউজ্জামান তাদের ক্ষমা করে দেন এবং ধর্মের পথে আসার আহ্বান জানান। বদিউজ্জামান একজন সত্যিকারের মহানুভব ব্যক্তি। যে দুইজন তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে এবং এ জন্য তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারতো। অথচ তিনি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলেন, এ ধরনের ব্যাপারে ক্ষমা করতে অসাধারণ মানুষরাই পারেন। তিনি কাজের লোক ছিলেন, উদ্যোগী লোক ছিলেন।

তার জন্য একজন সন্ধ্যায় খাবার আনলেন বিপুল পরিমাণের এবং ব্যাপক আয়োজনের। তিনি এটা ফেরত দিয়ে বললেন, দয়া করে এসব খাবার গরিবদের মাঝে বিতরণ করে দিন। তার সাথে কিছু জয়তুন ছিলো, তিনি জয়তুন দিয়ে রুটি খেলেন। তিনি বললেন, একটি রুটি আমাকে দু'সপ্তাহ টিকিয়ে রাখতে পারে। তিনি নিজে চা তৈরি করে আমাকেও কিছুটা দিলেন। তার কক্ষে দেখলাম তেমন কোনো মালপত্র নেই, যা আছে রিসালায়ে নূরের কপি ও কিছু বইপত্র। হাতে লেখা হাজার হাজার কপি হাতে হাতে বিতরণ করা হয়েছে।

তার ব্যবহার ছিলো মানবিক, অমায়িক কিন্তু সাহসিকতাপূর্ণ। তিনি বিপুল সাহসের অধিকারী উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তীক্ষ্ণ মেধা ও মননশীলতায় তিনি যা উদ্ভাবন করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ। বিপদকে তিনি ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে মোকাবিলা করেছেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যারা তার সাথে কাজ করছিলেন তারাও সবাই ছিলেন আল্লাহর কাছে সমর্পিত। পুরো দেনিজলি আগ্রহ ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবাই তার প্রশংসায় মেতে উঠেছিল। দেনিজলির রাত যেন দিনে পরিণত হয়েছিল। তিনি দেনিজলি জয় করেছিলেন।

ছোট এক প্রাদেশিক শহরে সাত বছর

বদিউজ্জামান দেনিজলিতে শেহির হোটেলে দেড় মাস থাকার পর আনকারা থেকে নির্দেশ এলো যে, তাকে আফিয়ন প্রদেশে বসবাস করতে হবে। আফিয়ন দেনিজলি থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পশ্চিম আনাতোলিয়ার একটি প্রদেশ। ১৯৪৪ সালের ৩১ জুলাই একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথে দেনিজলি ত্যাগ করেন। সরকার উদারভাবে বদিউজ্জামানের জন্য সকল খরচ বাবদ চারশত লিরা বরাদ্দ করে। বদিউজ্জামানকে আফিয়নের আনকারা হোটেলে দুই থেকে

www.bjilibrary.com

তিন সপ্তাহ রাখা হয়। অতঃপর আমিরদাউয়ে বসবাস করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই তিনি ছোট একটি প্রাদেশিক শহরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে সাত বছর অর্থাৎ ১৯৫১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বসবাস করেন। তবে মাঝখানে ২০ মাস আফিয়ন কারাগারে কাটাতে হয় জানুয়ারি ১৯৪৮ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ পর্যন্ত।

আমিরদাউ অবস্থানকালে বদিউজ্জামান লক্ষ্য করেন যে, ধর্মবিরোধী শক্তির সাথে তার সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করছে। এর আগ পর্যন্ত তুরস্কে তাদেরকে অনাক্রম্য মনে করা হতো। দেনিজলিতে বেকসুর খালাসের ঘটনা ধর্মবিরোধী শক্তি বিস্ময়ের সাথে গ্রহণ করে। একজন লেখকের মতে, আকস্মিক বিস্ফোরণে প্রচণ্ড আঘাতের ঘটনা, যা তারা বুঝতে পারেনি কোথায় তারা কিভাবে আঘাত পেয়েছে। এটা ছিলো রিসালায়ে নূর এবং ধর্মের এক সুস্পষ্ট বিজয় এবং এটা যেন তাদের ভবিষ্যৎ বিজয়ের পূর্ব লক্ষণ। ধর্মহীন শক্তির সাথে বদিউজ্জামানের ২০ বছরের নীরব সংগ্রামের ফলাফল দেখা দেয়া শুরু হয়েছে।

বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে দেনিজলির বিচার এবং তাদের কারাবন্দীর বিষয়টি ব্যাপক প্রচারণার ফলে যারা মামলার জন্য উস্কানি দিয়েছিল তাদের উদ্দেশের সম্পূর্ণ বিপরীতে রিসালায়ে নূরের তৎপরতা সারাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগ পর্যন্ত দুই তিনটি অঞ্চলে রিসালায়ে নূর সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু এই মামলার ব্যাপক প্রচারণার বদৌলতে দেশের সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ রিসালায়ে নূরের ছাত্র হয়ে কুরআনের খেদমতে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৪৬ ও ৪৭ সালে প্রথম যখন ডুপ্লিকেটিং মেশিন তুরস্কে আসে বদিউজ্জামানের ছাত্ররা তার থেকে দুটি মেশিন কিনে একটি ইসপারটায় এবং অন্যটি ইনেবলুতে স্থাপন করেন। এর ফলে আগের চাইতে অনেক সহজে রিসালায়ে নূরের কপি সর্বত্র ব্যাপকভাবে সুলভে পাওয়া যাচ্ছে। বেকসুর খালাস ও রিসালায়ে নূর বিপুল পরিমাণে ছড়ানোর ফলে ধর্মের শত্রুরা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। সমস্ত ফোকাস গিয়ে পড়ে বদিউজ্জামানের উপর। আগের চাইতে অনেক গুণ বেশি নজরদারি বৃদ্ধি করা হয় এবং শুরু হয়ে যায় অন্যায় হয়রানি এবং জঘন্য অসদাচরণ।

এ সময় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে আদর্শিক লড়াই তীব্রতর হওয়ার কারণ ছিলো তুরস্কের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, গণতন্ত্রের অগ্রগতি এবং অধিকতর ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির

www.bjilibrary.com

ফলে যারা ধর্মহীনতা বিস্তারে কাজ করছিল তারা হতাশায় তাদের আক্রমণ বৃদ্ধি করে। কারণ, তারা বুঝতে পারছিল যে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে।

এদিকে সংখ্যায় বিপুল পরিমাণে রিসালায়ে নূর প্রকাশ ও প্রচার করে ধর্মহীনদের তৎপরতার মোকাবিলা করা হচ্ছিল, আর অন্যদিকে দেনিজলির মামলায় বিজয়ী হওয়ার ফলে দেশব্যাপী মানুষের সমবেদনা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অনেকের ইতিবাচক মনোভাবকে কাজে লাগাচ্ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সদস্যদের নিকট পিটিশন ও আবেদন পাঠিয়ে রিসালায়ে নূর দেশকে অধার্মিক নৈরাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষায় কিভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে এবং যারা তুরস্কে কমিউনিজম, ফ্রিম্যাসনবাদ, জায়োনিজম বিস্তারে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তুলছে তা ব্যাখ্যা করে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এই সাথে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের প্রতি কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মচারী কী ধরনের অমানবিক ও বেআইনি আচরণ করে পাশবিক ও নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে তাও ঐসব আবেদনে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।

বদলে গেল আমির দাউ

বদিউজ্জামান আগস্টের এক বিকেলে সূর্যাস্তের কিছু আগে আমির দাউ পৌঁছেন। যখন আফিয়নের দিক থেকে একটি বাস এসে থামলো তখন সরকারি ভবনটির সামনে কয়েকজন লোক বসে চা পান করছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সরকারি ডাক্তার তাহির বারচিন, যিনি সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। দেখা গেল যে, গাউন এবং পাগড়ি পরিহিত এক ভদ্রলোককে দুইজন সৈনিক পাহারা দিয়ে আনছেন। এই দৃশ্যটা ছিলো অস্বাভাবিক। যখন ধর্মীয় পোশাক পরিধানের জন্য নির্যাতন চলছে তখন এক ধর্মীয় পোশাক পরিধানকারী বৃদ্ধকে সৈনিকরা এসকর্ট করে নিয়ে আসছেন। এই বৃদ্ধের বয়স ৭০ বছর। তিনি একটু উপযোগী জায়গা বেছে কিবলার দিক জেনে নিয়ে তার জায়নামায বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর স্বচ্ছন্দ্যে নামায পড়লেন। উপস্থিত লোকদের নিকট এটা ছিলো এক অসাধারণ ব্যাপার, বিশেষ করে প্রচণ্ড ধর্মীয় নির্যাতন চলছে যখন। তবে এটা ছিলো উপস্থিত ডাক্তার ভদ্রলোকের জন্য একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। একজন ছাত্র হিসেবে ১৯২২ সালে ইস্তাম্বুলে তিনি বদিউজ্জামানকে দেখেছিলেন আলফাতিহ মসজিদে। ফলে আমিরদাউয়ে তিনি বদিউজ্জামানের একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র হয়ে গেলেন। ১৯৪৫ সালে ড. তাহির

www.bjilibrary.com

বারচিন যখন বদলি হয়ে পূর্ব তুর্কির বিতলিসে যান তখন তিনি বদিউজ্জামানের নিজস্ব এলাকায় রিসালায়ে নূরের প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ওখানে অনেক লোক মনে করেন তিনি হয়তো বেঁচে নেই।

বদিউজ্জামান যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই অসংখ্য ছাত্র পেয়েছেন– যারা অত্যন্ত অনুগত, উৎসাহী, ত্যাগী এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের জন্য কাজ করেছেন। আমিরদাউয়ে তিনি পেয়েছিলেন চালিশকান পরিবার, যারা এখানে বদিউজ্জামানের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তাসহ যাবতীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। তাদের ছয় ভাইয়ের মধ্যে হাসান ছিলেন প্রথম সাক্ষাৎকারী। তার খাবারও সেই পরিবার থেকে আসতো। অবশ্য এর জন্য বদিউজ্জামান মূল্য পরিশোধ করেন নিয়মিত। মাহমুদ চালিশকানের ১২ বছর বয়স্ক ছেলে জিলানকে বদিউজ্জামান তার আধ্যাত্মিক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সে ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী মেধাবী। পরে নেতৃস্থানীয় ছাত্রে পরিণত হয়।

বদিউজ্জামানের জন্য যে বাড়িটি ঠিক করা হয়েছিল সেটা ছিলো শহরের মাঝখানে একটি ব্যস্ত সড়কের পাশে পুলিশ স্টেশন এবং মিউনিসিপ্যাল ভবনের নিকটে। স্থায়ীভাবে তার বাড়ির গেটে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছিল। তার সাথে সাক্ষাৎ করা খুবই কঠিন ছিলো। এক সময় যখন জিলানকেও নিষিদ্ধ করা হলো তখন চালিশকান পরিবার নিকটস্থ একটি দোকান থেকে বদিউজ্জামানের বাড়িতে একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে তার কাছে পৌছার জন্য। নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ বৃদ্ধি করার তাৎক্ষণিক কারণ হচ্ছে বদিউজ্জামানকে সরকার পেনশন দেয়ার প্রস্তাব করায় বদিউজ্জামান তা প্রত্যাখ্যান করেন। বেকসুর খালাসের পর সরকার বদিউজ্জামানকে নিষ্ক্রিয় করতে নতুন কৌশল গ্রহণ করে। নিয়মিত ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে সরকার কিনতে চেয়েছিল। সরকার বদিউজ্জামানকে তার পছন্দনীয় স্থানে নিজের পছন্দের নক্সা অনুযায়ী একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার প্রস্তাব করে। এর আগে ভ্রমণভাতা পাঠানো হয়েছিল তার জন্য। যথোচিত বিবেচনা করে তার ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে তিনি সরকারকে লিখিতভাবে জানান যে, তার জীবনের দীর্ঘ দিনের মূলনীতি লংঘন না করতে এবং তার সততা সুরক্ষার স্বার্থেই এসব প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ এতে অসন্তুষ্ট হন এবং এর ফলে এই হয়রানি বৃদ্ধি পায়। জীবন এখানে এতটাই কঠিন হয়ে যায় যে, তিনি লিখেছিলেন যে, দেনিজলি কারাগারে এক মাসে যে কষ্ট হয়নি এখানে তা একদিনে পাচ্ছি।

www.bjilibrary.com

যতটা সম্ভব জিলান বদিউজ্জামানের কাছে থাকার সময় তার জন্য চা তৈরি করে দিতেন এবং চিঠি লিখতে তাকে সাহায্য করতেন। বদিউজ্জামান গ্রাম এলাকায় বেড়াতে এবং হাঁটতে খুব পছন্দ করতেন। যখন গ্রামের দিকে যেতেন তখন তিনি রিসালায়ে নূরের কপি সাথে নিতেন সংশোধন করার জন্য। এসব বহন করার জন্য তার লোকের দরকার হতো। তাকে সর্বদা কয়েকজন সেনাসদস্য অনুসরণ করতো অর্থাৎ তার পিছু লেগে থাকতো চালিশকান পরিবার তার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করলো। বদিউজ্জামান সাধারণত গাড়ির চালক হিসেবে একজন ছাত্রকে সাথে নিতেন। ঘোড়ার গাড়িতে গ্রাম ঘুরতে বের হওয়া নিত্যকার দৃশ্যে পরিণত হয়। তার ব্যস্ততা ও নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও যারা তার সাথে যোগাযোগ করতেন বা সাক্ষাৎ করতেন তাদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। তিনি ঘোড়ার গাড়িতে বের হলেই এলাকার শিশু-কিশোররা ভিড় করতো। হোজা দাদা, নানা হোজা বলে ডাকাডাকি করতো এবং তার সাথে কথা বলতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো। বদিউজ্জামানও তাদের প্রতি খুব দরদ রাখতেন ও সদয় ব্যবহার করতেন এবং তাদের বলতেন তোমরাই রিসালায়ে নূরের ভবিষ্যৎ ছাত্র। তার মধ্যে ছিলো সম্মোহনী শক্তি। ফলে গ্রাম এলাকায় চলতে ফিরতে তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। তিনি মেষ চালক, শ্রমিক, কৃষকসহ যাদেরই সাক্ষাৎ পেতেন তাদের বলতেন, এই যে কাজ আপনারা করছেন এটা অন্যদের জন্য বিরাট খেদমত, যদি আপনারা এর সাথে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় করেন তাহলে আপনাদের এই সবকিছু এবাদত বলে গণ্য হবে এবং এর পুরস্কার আপনারা পরকালে পাবেন। বদিউজ্জামান ঐসব লোকদের আন্তরিকতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যে দিকনির্দেশনা দিতেন সমস্ত এলাকায় শিশু-কিশোরসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তার একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ঐসব শিশুর বিপুল সংখ্যক ভবিষ্যতে বদিউজ্জামানকে রিসালায়ে নূরের ছাত্র হিসেবে ধর্ম ও কুরআনের সেবায় তাদের নিয়োজিত করে। উপরন্তু এলাকায় জনগণের মাঝে ব্যাপক ধর্মীয় জাগরণ আসে। এমনকি আমিরদাউ-এর দোকানদার, ব্যবসায়ী, মিস্ত্রিসহ হাটবাজারের লোকদের সততার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাদা পোশাকে বদিউজ্জামানের উপর গোয়েন্দাগিরির জন্য একজন পুলিশকে ১৯৫৭ সালে আমিরদাউ পাঠানো হয়। তিনি মন্তব্য করেন, "আমি যখন একটি দোকান থেকে বাটার ক্রয় করছিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম দোকানদার কাগজটা আলাদাভাবে ওজন দিলো। আমিরদাউ-এর এই অবস্থা বদিউজ্জামানের অবদান।"

www.bjilibrary.com

ঈমানের পুরস্কার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কঠিন অবস্থার মধ্যেও বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূর লেখার কাজ বন্ধ করেননি। সেই সাথে তিনি তার ছাত্রদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও লিখেছেন। শুধু চিঠির জন্য চিঠি নয়, তার চিঠিগুলো ছিলো দার্শনিক চিন্তার খোরাক এবং তার জ্ঞানের গভীরতার প্রতিফলন। আমিরদাউ আসার পর তিনি তার ঈমানের পুরস্কার রচনায় দশম অনুচ্ছেদ লিখেন। আগের নয়টি অনুচ্ছেদ তিনি লিখেছেন দেনিজলি কারাগারে বসে। কুরআন মজিদে 'পুনরাবৃত্তির' ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী জবাব দেন। তিনি বলেন, আমি রচনাটির দশম অনুচ্ছেদ লিখতে এ জন্য উদ্বুদ্ধ হই যে, 'প্রতারকরা' শিশুসুলভভাবে ফুঁ দিয়ে কুরআনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। একজন ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে নাস্তিকের কাছ থেকে 'ছবক' নিয়ে তারা আল্লাহর কিতাব কুরআনের অমর্যাদা করতে চায়। (এর দ্বারা তিনি সম্ভবত মুস্তফা কামালকে বুঝিয়েছিলেন।)*

এটা ছিলো এমন এক সময় যখন রিসালায়ে নূর লেখা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। ব্যতিক্রম শুধু আল হুজ্জাতুজজাহরা অংশটুকু যা তিনি আফিয়ন কারাগারে বসে পরে রচনা করেন। রিসালায়ে নূর এ সময় সংকলন আকারে বিপুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়। এ সময় 'মূসা (আ)-এর লাঠি' এবং 'জুলফিকার' শিরোনামে প্রকাশিত দুটি সংকলনের সাহায্যে নাস্তিকতা ও কুফরীর বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকে। 'মূসা (আ)-এর লাঠি' সংকলনে 'ঈমানের এগার ফল' 'সর্বোচ্চ নির্দেশনা', 'প্রকৃতি', 'মুহাম্মদ (স)-এর অলৌকিকতা', কুরআনের 'অলৌকিক শক্তি' এবং স্কুল ছাত্রদের জন্য লিখিত 'যুবকদের জন্য নির্দেশনা' প্রভৃতি রচনাসমূহ দেশময় পাঠকদের আলোড়িত করে এবং খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

---

* এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের ভাষান্তর বা তরজমা করা সম্পর্কে সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীর ভিন্ন মত ছিলো। তিনি মনে করতেন, কুরআনের সঠিকভাবে তরজমা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ফলে তরজমার কারণে কুরআনের বাণীর বিকৃতি ঘটতে পারে। এ কারণে এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি কুরআন মজিদকে কুরআন ও হাদিস দিয়ে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার পক্ষে ছিলেন। অবশ্য আগের জামানায় অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ এ ধরনের মতামত পোষণ করতেন। ইসলামকে বিকৃত করায় এবং ধর্মহীনতার যে সয়লাব তখন চলছিল সেই প্রেক্ষাপটে এমন চিন্তা করাটা অস্বাভাবিক ছিলো না। -লেখক

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য যে, সরকারি আইনজীবী আপিল আদালতে বেকসুর খালাসের রায় বাতিল করার যে আবেদন করেন আপিল আদালত তার আবেদন খারিজ করে দেনিজলি আদালতের রায় বহাল রাখার সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত নেন ১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কিন্তু এই রায় ঘোষণা করা হয় ১৯৪৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। এসব আইনগত বিলম্বের কারণে বদিউজ্জামানের আইনজীবী রিসালায়ে নূরের কপি এবং অন্যান্য বই-পুস্তক আদালত থেকে ২৯ জুন ১৯৪৫ সাল নাগাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং বদিউজ্জামানের নিকট তিনি আমিরদাউ এসে এসব হস্তান্তর করেন।

এ সময় থেকে আইনগতভাবে রিসালায়ে নূর প্রকাশ ও বিতরণে আর কোনো বাধা ছিলো না। রিসালায়ে নূরের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইসপারতা এবং ইনেবলুতে বসানো দুটি ডুপ্লিকেটিং মেশিনে পর্যাপ্তসংখ্যক কপি ছাপার ব্যবস্থা হওয়ায় সারাদেশের ব্যাপক চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়। এই সম্প্রসারিত তৎপরতায় সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যায়। প্রতিভাবান বিপুল সংখ্যক নতুন ছাত্র রিসালায়ে নূরের কাফেলায় শামিল হন। মূলত এরাই পরে নূর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা যে যুবসমাজ প্রভাবিত ছিলো রিসালায়ে নূরের শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ জবাবে তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন এবং রিসালায়ে নূরের ছাত্রে পরিণত হন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক এবং প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নূর আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুস্তাফা সুংগুর, মুস্তফা রমজানোলু, জুবায়ের গুন্দুজাল প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে বদিউজ্জামান তার কোনো উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। তিনি বলতেন সত্যিকারের শিক্ষক হলেন রিসালায়ে নূরের যৌথ ব্যক্তিত্ব। জুবায়ের গুন্দুজাল ১৯৬০ সালে এই আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

এই সময় তুরস্কের বাইরে মুসলিম বিশ্বে ধীরে ধীরে রিসালায়ে নূর ছড়াতে থাকে। ১৯৪৭ সাল যখন থেকে হজ্বে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো তখন রিসালায়ে নূরের কিছু কপি মিসরের আল আজহার, দামেস্ক মদীনায় পৌঁছানো সম্ভব হয়। কাশ্মিরী ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছে দেয়া হয় তারা যাতে ভারতীয় আলেমদের কাছেও পৌঁছান রিসালায়ে নুরের কপি।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের প্রিয় ছাত্র সালাহউদ্দীন চালাবী যাকে বদিউজ্জামান ডাকতেন আব্দুর রহমান সালাহউদ্দিন বলে। তিনি ইনেবুলুতে বেশ কিছু আমেরিকান খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি তাদের কিছুদিন 'মূসা (আ)-এর লাঠি' এবং 'জুলফিকার' রচনা দুটি পাঠ করে শোনান। পরে তাদের তিনি রিসালায়ে নূরের কিছু কপি উপহার দেন। এ সময় বদিউজ্জামান কিছু হাদিসের আলোকে খ্রিস্টধর্মের সত্যিকারের অনুসারীদের কমিউনিস্ট নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, মিশনারী ও খ্রিস্টান যাজক এবং নূর আন্দোলনের লোকদের ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম মতের বিরুদ্ধে যে আঘাত আসছে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। উত্তর দিক থেকে সাম্প্রতিককালে যে মতবাদ আসছে তা ইসলাম ও মিশনারীদের ঐক্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৪ সালে বদিউজ্জামান এই সহযোগিতার কথা বলেন। রিসালায়ে নূরের এক টিকায় তিনি লিখেন : মহানবী (স)-এর সহীহ হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে যে, শেষ সময়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা ধর্মপ্রাণ তারা কুরআনের অনুসারীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সাধারণ শত্রু ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। সত্যিকার ধর্মপ্রাণ ও হকপন্থী লোকেরা শুধু নিজেদের ভাই বন্ধু এবং সহকর্মী বিশ্বাসীদের সাথেই নয় বরং সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ ও যাজকদের সাথে মতপার্থক্যের বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনায় বিরত থেকে আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সম্মিলিত শত্রুদের মোকাবিলা করবে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

বদিউজ্জামানের আমিরদাউ আসার কয়েক মাসের মধ্যেই কার্যত রিসালায়ে নূরও লেখা সম্পন্ন হয়। এখানে তার বেশির ভাগ সময় কাটে রিসালায়ে নূরের হাতের লেখা এবং ডুপ্লিকেটিং কপি যেসব তার কাছে পাঠানো হতো তা সংশোধনের জন্য। প্রচুর সময় দিতে হতো তাকে এ কাজে। তিনি তার ছাত্রদের কাছে লিখা চিঠিতে এ বিষয়ে খুব করে তাগিদ দিতেন যেন হাতের লেখা কপি তারা মনোযোগের সাথে সঠিকভাবে লিখে। এ ব্যাপারে তিনি তাদের অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করতেন, কেননা সংশোধনের কাজটি ছিলো যথেষ্ট সময় লাগানো কাজ।

আমিরদাউয়ে সাড়ে তিনটি বছর তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিলো। সম্পূর্ণ বেআইনি এবং প্রতিশোধমূলকভাবে তাকে হয়রানি করা হয়েছে সে সময়। যখন তিনি এখানে আসেন তখন তার বয়স সত্তর এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য, বিশেষ করে

www.bjilibrary.com

কয়েকবার বিষ প্রয়োগ করার এবং দীর্ঘ নির্বাসন ও কারাজীবনের কারণে তার শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে।

সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো তাকে সবসময় অপরাধ ও সংশয় সন্দেহের শিকারে পরিণত করে রাখা, যাতে জনমনের উপর তার যে প্রভাব রয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যায়। তাকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করা এবং অব্যাহত নির্যাতনমূলক নজরদারির উদ্দেশ্য এটাই ছিলো। উপরন্তু জনমনের দৃষ্টি তাকে খাটো করার জন্য অনেক ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। আমিরদাউ আসার কিছুদিনের মধ্যেই জনগণ তাকে পছন্দ করতে শুরু করে। তিনি নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন, "এখানেও দেনিজলির মতো একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, লোকেরা রিসালায়ে নূরের কারণে আমাকে এতটা ভালোবাসতে ও সম্মান দেখাতে শুরু করেছেন, যা আমার প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশি"। সরকার তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারাভিযান শুরু করে যাতে জনগণ তার থেকে দূরে থাকেন।

'প্রতারকরা' তার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত শুরু করে এবং লোক নিয়োগ করে কোনো একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়ে তার বিরুদ্ধে জনশৃঙ্খলা ভঙের অভিযোগ আনার জন্য। বিশেষ করে তার ধর্মীয় পোশাকের অজুহাতে তাকে নানাভাবে অপমান করা, তার বাড়িতে বিনা কারণে তল্লাশি চালানো, তার ছাত্র ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে অসদাচরণ করা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এগুলো আগেও করা হয়েছে। তবে আমিরদাউতে করা হচ্ছে ঘন ঘন এবং অসৌজন্যমূলকভাবে কঠোরতার সাথে।

বদিউজ্জামান বিশ্বাস করতেন তুরস্কের দুটো ভীতিকর বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য রিসালায়ে নূর বড় ধরনের অবদান রাখতে পারে। একটি বিপর্যয় হলো তীব্র গতিতে এগিয়ে আসা কমিউনিজমের জোয়ার। এই নাস্তিক্যবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে রিসালায়ে নূর মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবে। আরেকটা বিপর্যয় হচ্ছে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তুরস্ক মুসলিম বিশ্ব থেকে সরে এসেছে এবং সে জন্য ইসলামী বিশ্ব তুর্কি জনগণের প্রতি বিরূপ হয়ে আছে। রিসালায়ে নূর আবার অতীতের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব পুনরুজ্জীবনের একটি মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং এ দুটো বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতীয় প্রয়োজনেই বিপুল সংখ্যক রিসালায়ে নূর ছাপার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে বিপর্যয় জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে তার মোকাবিলায় রিসালায়ে নূর এক ধরনের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামানের বিবেচনায় তুর্কি জাতি আজ যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি তাতে রিসালায়ে নূরের প্রকাশ ও প্রচারণায় বাধা দেয়ার পরিবর্তে দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের উচিত সরকারিভাবে তা ছেপে বিতরণ করা। বদিউজ্জামান বিশ বছর যাবৎ যে কাজটি করেছেন সেভাবেই তিনি সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের চিঠি লিখে রাষ্ট্রের মূল সমস্যা, সম্ভাব্য বিপদ, সরকারের ভুলনীতির দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ করে তা মোকাবিলার জন্যই ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এবং রিসালায়ে নূর প্রকাশের আবেদন জানাতে থাকেন বিরামহীনভাবে।

প্রকৃতপক্ষে যৌবনকাল থেকেই বদিউজ্জামান যে সংগ্রাম করে আসছিলেন তার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো দেশের শাসকদের পাশ্চাত্য ও তার দর্শনের পরিবর্তে ইসলাম এবং কুরআনকেই প্রগতি ও সভ্যতার উৎস হিসেবে গ্রহণ করানো। স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় এসে কামাল আতাতুর্ক পাশ্চাত্যের পথ গ্রহণ করেছিলেন, যা ইতোমধ্যে এক শতাব্দীর বেশিকাল যাবৎ অনুসৃত হয়ে আসছিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো পাশ্চাত্যকরণ এবং ইসলামের মূল উৎপাটন। এর ফলে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধে বদিউজ্জামানের ভূমিকা ছিলো 'আত্মরক্ষামূলক'। ঈমানের মৌলিক ভিত্তি ও যথার্থতা ব্যাখ্যা করে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করলেন। কারণ, বিজ্ঞান দর্শন ও নাস্তিকতার দোহাই দিয়ে ঈমানের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হচ্ছিল। সংবাদপত্র, প্রকাশনা শিল্প, শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে তথা জাতীয় জীবনের সকল ফ্রন্টে এই প্রচণ্ড হামলার মোকাবিলায় ইসলাম ও ঈমানের সুরক্ষা করতে চেয়েছিলেন তিনি। নীরবে নিভৃতে একজনের হাত থেকে আরেকজনের এভাবে গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের হাতে রিসালায়ে নূরের কপি পৌঁছানোর কাজ চলে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এবং ঐ সময়ের মধ্যে সারা তুরস্কে হাজার হাজার অনুসারী তৈরি হয়ে যায়।

কামাল আতাতুর্ক যে পথ গ্রহণ করেছিল তার পরিণতিতে তুর্কি জাতি বড় ধরনের এক বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। তুরস্কের প্রতি ইসলামী বিশ্বের যে স্বাভাবিক সমর্থন ও আস্থা ছিলো তা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তুরস্ক ইসলামী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উপরন্তু তুরস্ক তার নিজস্ব জাতিসত্তা ও ইসলামী পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। অবিশ্বাসী শক্তিসমূহ তুর্কি জাতিকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তুরস্কের নেই। একটার পর একটা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে তারা অবশেষে তুরস্ককে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করবে। তুর্কি জাতি কেবলমাত্র কুরআনের শক্তিতেই এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা

www.bjilibrary.com

করতে সক্ষম। এতদিন পর্যন্ত বদিউজ্জামান খুব ধীরগতিতে অনেকটা নীরবভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রিসালায়ে নূরের কপি বিপুলসংখ্যায় নতুন হরফে প্রকাশ করে তা ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাদের এ সিদ্ধান্তকে 'আক্রমণাত্মক' বলেও অভিহিত করতে পারেন।

কিন্তু একই সাথে এটা সত্য যে, বদিউজ্জামান সরকার এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বরাবর তুরস্কের উপর বাইরে থেকে আরোপিত বিপর্যয় মোকাবিলার স্বার্থেই স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বহাল রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে এসেছেন। বরং তিনি মনে করেন, বাইরের অবিশ্বাসী শক্তিসমূহ যারা দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় তারাই তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জনশৃঙ্খলা ধ্বংস এবং দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। তিনি এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে অনেক খোলা চিঠি দিয়েছেন।

এ ধরনের একটি চিঠি তিনি দিয়েছিলেন রিপাবলিকান পিপলস পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিলমী ইউরানকে, যিনি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই চিঠিতে বদিউজ্জামান দুটি মতবাদের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন ইসলাম এবং তুর্কি জাতি অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ইসলামের স্থলাভিষিক্ত করার চিন্তা মারাত্মক ভুল। এর অর্থ হচ্ছে ধর্মকে উৎখাত করে ধর্মহীনতা দর্শন জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া। একটি মতবাদ হচ্ছে ঐ শক্তিসমূহের যারা ইসলামী বিশ্বকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়। নাস্তিকদের সংগঠন সমিতি, গোপন সংস্থা এবং দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠীগুলো তুরস্কে নিরংকুশ কুফুরি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রতীক মুসলিম বিশ্বকে তুরস্কের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং তুরস্ককে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। বদিউজ্জামান হিলমী ইউরানকে বলেন, আপনারা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্মবিরোধী ক্ষতিকর প্রপাগাণ্ডার মোকাবিলায় ঈমানের সত্যতা এবং কুরআনের পক্ষে সরাসরি কাজ না করেন তাহলে তুর্কি জাতি অবিশ্বাসীদের নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হবে। সংহতি বিনষ্ট হবে এবং জাতির পতন ঘটবে। উত্তরে যে ভয়ঙ্কর দৈত্যের উত্থান ঘটেছে তা এই দেশকে ধ্বংস করে দিবে।

এ সময় কমিউনিজম সত্যিকারের হুমকি সৃষ্টি করেছিল। কমিউনিজম পূর্ব ইউরোপ দখল করে নিয়েছিল, উত্তরে তার সরব উপস্থিতি এবং তুরস্কের দিকে তাক করা দৃষ্টির কারণে তুরস্ক পাশ্চাত্যের সাথে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মস্কো, তার এজেন্ট ও সমর্থকগণ তুরস্কের অভ্যন্তরে কমিউনিজম বিস্তারে সক্রিয় ছিলো। অবিশ্বাসীদের এই 'ধ্বংসাত্মক' মতবাদ তুরস্কের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল। উপরে উল্লিখিত পত্রে বদিউজ্জামান দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে একমাত্র কুরআন এবং ইসলামে একীভূত এবং ঐক্যবদ্ধ তুর্কি জাতিই পারে এটাকে স্তব্ধ করে দিতে।

এই লুক্কায়িত শক্তি যার মূল বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে 'গোপন কমিটি' ও নাস্তিক্যবাদী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে বদিউজ্জামানের সংগ্রাম শুরু হয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠারও আগে। শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় থেকে। তুরস্কে ধর্মহীনতা প্রচার ও জনগণকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা বদিউজ্জামানকে নিঃস্তব্ধ করার জন্য নানাবিধ কৌশল ও ষড়যন্ত্র করা হয়। তার কয়েকটির প্রকাশ ঘটেছে বদিউজ্জামানকে কারারুদ্ধ ও বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে। বিষ প্রয়োগের মাধ্যমেও তাকে তারা হত্যার চেষ্টা চালায়। এখন আমিরদাউয়ে তাদের পরিকল্পনা হলো, সরকারি কর্মচারী ব্যবহার করে সরকারকে বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া।

১৯৩৮ সালে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর ইসমত ইনোনু ক্ষমতায় আসার সময় থেকে কমিউনিস্টরা তুরস্কে উল্লেখযোগ্য শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। ইনোনু যেসব নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা কমিউনিজম প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন ১৯৪০ সালে সরকার কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিলেজ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব ইন্সটিটিউটকে কমিউনিস্টরা তাদের আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ইসমত ইনোনুর ছিলো সোভিয়েতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং সেই সুবাদে তিনি অনেক কমিউনিস্ট সমর্থককে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগ দান করেন। যেমন কমিউনিস্টপন্থী শুকরু সারাবোলুকে প্রধানমন্ত্রী এবং হাসান আলী ইউজেলকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন। এই দুইজনই বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে আব্দুল কাদির ইউরাজকে আমিরদাউয়ে নিয়োগদান করেন শুধু বদিউজ্জামানের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য। রাশিয়ান আগ্রাসনের হুমকির মুখে ইনোনু পাশ্চাত্যের দিকে ফিরলেন এবং গণতন্ত্রের পথ ধরলেন। উদারীকরণ ও ধর্মীয়স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেন। সেই সাথে যারা কমিউনিজম প্রচারে গোপন তৎপরতায় লিপ্ত ছিলো এবং বদিউজ্জামান ও রিসালায়ে নূরের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলো তাদেরকে কোণঠাসা করতে তিনি বাধ্য হন।

www.bjilibrary.com

কামাল আতাতুর্কের পাশ্চাত্যকরণ এবং কমিউনিস্ট কাফিরদের সৃষ্ট সমস্যা ও নৈতিক অধঃপতন ইতোমধ্যেই যে ক্ষতি করেছে তার ফলে বদিউজ্জামান অনুভব করলেন যে, আসল বিপর্যয়টা আসবে ভবিষ্যতে। ঠিক বিশ বছর আগে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে তিনি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে সমাধানের অনুসন্ধান করেছিলেন তা ঘটতে যাচ্ছে। বিচারমন্ত্রী এবং উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন, রিসালায়ে নূর এবং তার ছাত্রদের বিরোধিতার পরিবর্তে বর্তমান জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলায় তাদের উচিত হবে রিসালায়ে নূরকে রক্ষা করা এবং এতে যে সমাধান রয়েছে তা গ্রহণ করা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ৩০ বছর আগে উদারপন্থীদের সুপারিশে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা শিথিল করে দেয়ার ফলাফল আজ কী পরিণতি বয়ে এনেছে এবং বর্তমান অবস্থা যদি অব্যাহত রাখা হয় তাহলে ৫০ বছর সময়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর নৈতিক অবক্ষয় সমাজকে ধ্বংস করে দিবে। মুসলমানরা অন্যদের মতো নয়। একজন মুসলমান যখন ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং ইসলামের উন্নত নৈতিক চরিত্র থেকে সরে যায় তখন একজন পূর্ণাঙ্গ অবিশ্বাসী হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণহীন নৈরাজ্যবাদীতে পরিণত হয়।

তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিপর্যয় কেবলমাত্র কুরআন এবং ঈমান দিয়েই রোধ করা সম্ভব। ঐ সমস্ত শক্তির মোকাবিলায় কুরআন থেকে উদ্ধৃত রিসালায়ে নূর একটি পারমাণবিক বোমার শক্তির মেরামতকারী এবং কুরআনিক বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। আইন এবং বিচারপ্রক্রিয়া শাস্তি, কারাবাস, জরিমানা দিয়েও তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারে না। রাজনীতি এবং কূটনীতিও পারে না। এভাবেই বদিউজ্জামান চিঠির মাধ্যমে তার ছাত্র ও বিভিন্ন বিভাগের সরকারি অফিসারদের নিকট রাজনীতিবিদ ও দেশপ্রেমিকদের রিসালায়ে নূর গ্রহণ করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। আফিয়ন পুলিশ সদর দফতরকে বদিউজ্জামান লিখেন, "আশা করি নিকট অতীতেই এই দেশ এবং এর সরকার রিসালায়ে নূরের মতো কাজের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করবে।"

আবার হয়রানি বৃদ্ধি করা হলো

১৯৪৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রিসালয়ে নুর দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূরকে সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছিয়ে পরিস্থিতির গভীরতা বিবেচনার জন্য আহ্বান জানিয়ে অবিশ্বাসী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম বেগবান করেন। ফলে ধর্মের দুশমনরা বদিউজ্জামান এবং

www.bjilibrary.com

তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাদের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চাপ প্রয়োগ বৃদ্ধি করেন। এর ফলে তৃতীয়বারের মতো আরো বিপুল সংখ্যক গ্রেফতার এবং জঘন্য কারারুদ্ধের ঘটনা ঘটে।

১৯৪৭ সালের দিকে কোনো এক সময় প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু আফিয়ন সফর করেন এবং সেখানে একটি বক্তৃতা দেন। যার পর পরই বদিউজ্জামানের উপর নিপীড়ন এবং হয়রানি বৃদ্ধি পায়। সফরকালে প্রেসিডেন্ট ইনোনু বলেছিলেন, আশঙ্কা হচ্ছে অচিরেই ধর্মের নামে এই প্রদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হতে পারে। এই সফর ও বক্তৃতার পরই পুলিশ ইসপারতা, কাস্তামনু, কোনিয়াসহ আরো অনেক প্রদেশে রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। বাড়ি বাড়ি তল্লাশি ও অনুসন্ধান চালানো হয়। একই সাথে বারবার বদিউজ্জামানের বাড়িতে হামলা, তল্লাশি তাকে অপদস্থ ও হয়রানি শুরু হয়। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তিলকে তাল বানিয়ে নানা অজুহাতে অবিলম্বেই গ্রেফতার শুরু হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে আফিয়নের গভর্নর এবং পুলিশ বদিউজ্জামানের বাড়ি তল্লাশির জন্য রাতে আমিরদাউ আসেন। সরকারি আইনজীবী সম্মতি না দেয়ায় তারা সারা রাত অপেক্ষা করে পরদিন সকালে বদিউজ্জামানের বাড়ির গেটের তালা ভাঙার জন্য দুইজন লোককে দায়িত্ব দেন। অতঃপর তালা ভেঙে জোরপূর্বক তার বাড়িতে প্রবেশ করেন। গভর্নর এবং পুলিশ প্রধান বদিউজ্জামানের বাড়িতে দশ দিনে ৫ বার আসেন। তল্লাশি চালিয়ে তারা কিছুই না পেয়ে বদিউজ্জামানের কুরআন শরীফ এবং আরবি লেখা কয়েকটি কাগজ নিয়ে যান। দুইজন সৈনিককে নির্দেশ দেন বদিউজ্জামানকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে। অন্যায়ভাবে বাড়ি তল্লাশি করে বদিউজ্জামানকে রাগিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা তাকে উস্কানি দিয়ে কোনো ঘটনা ঘটানোর জন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা করে। যখন তাকে বিবৃতি দিতে যাওয়ার জন্য নেয়া হচ্ছিলো জনসমক্ষে বলপূর্বক তার পাগড়ি মাথা থেকে খুলে নিয়ে তার মাথায় একটি হ্যাট পরিয়ে দেয়া হয়। তারা আবার ব্যর্থ হলো। এ সম্পর্কে বদিউজ্জামান লিখেছেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। তিনি আমার মনের অবস্থা এমন করে দিয়েছিলেন যে, দুর্ভাগা এই দেশের মানুষের জন্য আমার আত্ম-সম্মানবোধ, মর্যাদা সবকিছুই হাজারবার বিসর্জন দিতে পারি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অপমান, অপদস্ত, গালিগালাজ তারা যাই করুক আমি সহ্য করে যাব। আমি এই জাতির নিরাপত্তার জন্য এদেশের মানুষের শান্তি ও সুখের জন্য বিশেষ করে নিষ্পাপ শিশু, সম্মানিত বৃদ্ধ এবং দুর্ভাগা অসুস্থ ও গরিব জনগণের জন্য প্রস্তুত।"

www.bjilibrary.com

অসীম ধৈর্যের সাথে বদিউজ্জামান তাদের উস্কানিমূলক জঘন্য অসদাচরণের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি বৃহত্তর স্বার্থে। ঐদিন এবং তারপর থেকে বদিউজ্জামান যখন তার ঘোড়ার গাড়িতে আমিরদাউয়ের গ্রাম এলাকায় ঘুরতে বের হতেন তখন তাকে ৫টি বিমান অনুসরণ করতো। কল্পনা করা যেতে পারে এসব কিভাবে শহরের জনগণের মধ্যে ভীতিকর ত্রাস সৃষ্টি করতো।

১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই বদিউজ্জামানকে পুলিশ স্টেশন ও সরকারি কার্যালয় থেকে বিবৃতি প্রদানের জন্য ডেকে পাঠানো হতো। বারবার এসব করা হতো তাকে অপমানিত এবং অপদস্থ করার জন্য। তার বয়স সত্তরের উপরে এবং তিনি অসুস্থ এমন অবস্থার মধ্যে একবার তাকে অতি সাধারণ এবং অর্থহীন প্রশ্ন করে চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। দেনিজলির উপাখ্যানের মতো সেই রাতেও চারবার প্রচণ্ড ভূকম্পন হয় এবং যার উৎপত্তি কেন্দ্র ছিলো আমিরদাউ।

রিসালায়ে নূরের প্রচার বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সাদা পোশাকে তিনজন পুলিশকে আফিয়ন থেকে আমিরদাউ পাঠানো হয়। তাদের কাজ ছিলো বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের তৎপরতার উপর কড়া নজর রাখা। এই তিনজনকে খুব সতর্কতার সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের মিথ্যা পরিচিতি দেয়া হয়। তাদের পরিবারকেও জানতে দেয়া হয়নি যে তারা কোথায় গিয়েছেন। তিনজনের একজন ছিলেন সিনিয়র পুলিশম্যান আব্দুর রহমান আকুলি। আবদুর রহমানকে পুলিশ প্রধান সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে যেনো বদিউজ্জামানকে বিরক্ত না করে। যদি করে তাহলে সে অসুবিধায় পড়বে। এই তিনজন আমিরদাউ পৌঁছেন ১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শুধু সেখানকার সেনাবাহিনীর প্রধান ও কায়মাকাম জানতেন তারা কে।

বদিউজ্জামানের বাড়ি দেখার পর এই তিনজন বিপরীত দিকে একটি ক্যাফেতে বসে বাড়িটি পাহারা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর বদিউজ্জামানকে দরজায় দেখা গেল এবং তার কয়েকজন ছাত্র বাইরে আসলেন। ছাত্ররা ক্যাফের দিকে আসলেন এবং মালিকের সাথে কথা বলে তাদের কাছে গেলেন এবং সেই তিনজনকে বললেন :

"উস্তাদ আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাদের সাথে দেখা করতে চান।"

তিন পুলিশ তখন নির্বাক! তারা সামলে নিতে চাইল এবং অজ্ঞতার ভান করলো। পরে অন্য দুজনের মধ্যে হাসান নামের একজনকে আব্দুর রহমান পাঠালো। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে আসলো এবং তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান প্রথমেই হাসানকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। হাসান জবাব দিলো, আমার নাম আহমদ। বদিউজ্জামান তাকে বললো দেখ আহমদ, আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করো তুমি সত্য কথা বলবে। জবাব দিলো- আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। বদিউজ্জামান বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তিনজন পুলিশ পাঠানো হয়েছে আমাকে তল্লাশি করার জন্য। আমার অনেক ছাত্র ও বন্ধুবান্ধব আছেন। যদি তোমরা সেই তিনজন পুলিশ হয়ে থাকো তাহলে তা আমাকে বলো। আমি তাদের সতর্ক করবো যাতে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি না করে। হাসান প্রতিবাদ করে বলে যে, তারা পুলিশ নয়।

আফিয়ান কোর্টে ট্রায়ালের সময় বদিউজ্জামান

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান তাঁর ছাত্রদের সাথে নিয়ে আফিয়ান কারাগার থেকে কোর্টে যাচ্ছেন

পঞ্চাশের দশকে ইসপারতায় বদিউজ্জমানানের বাড়ি

www.bjilibrary.com

পরের দিন একই ঘটনা ঘটে। এদিন আবদুর রহমান অপর দুজনকেই পাঠায়। বদিউজ্জামান তাদের সাথে ঈমান এবং কুরআন সম্পর্কে কথা বললেন। অতঃপর তাদের লোকুম নামক এক ধরনের তুর্কি মজাদার খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করেন এবং 'মূসা (আ)-এর লাঠি' ও যুবকদের জন্য নির্দেশিকা'র হাতের লেখা কপি দেন। আবদুর রহমান এক বর্ণনায় বলেন, আমিরদাউ-এ বদিউজ্জামান যখন তার বাসভবন থেকে বাইরে আসতেন সব লোক তখন রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং তিনি মৃদু হেসে তাদের সম্ভাষণ জানাতেন। আমরা যখন সেখানে ছিলাম গভর্নর এবং পুলিশ প্রধান পাঁচ কি ছয়বার সেখানে আসেন এবং বদিউজ্জামানের বাড়ি তল্লাশি করা হয়। একদিন সন্ধ্যায় তারা বাড়ি থেকে দশজন লোককে জমা করে। পাঁচজনকে আনে তাদের কর্মস্থল থেকে। পরদিন সকালে বদিউজ্জামানসহ এবং সবাইকে একত্র করে একটি বাসে তুলে আফিয়ন নিয়ে যায়। একই দিন অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আমরাও আফিয়ন ফিরে আসি। তাদেরকে তিনদিন আফিয়নের আমনিয়েত হোটেলে রেখে তাদের বিবৃতি নেয়া হয়। এই তিনদিনে হোটেলের আশপাশে বিপুল লোক জমায়েত হয়। পুলিশ হোটেলের চারদিক ঘেরাও করে রাখে এবং কারাগারের পথে দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ প্রধান আমাকে বলে, বদিউজ্জামানকে তুমি কারাগারে নিয়ে যাবে। আমি ইউনিফর্ম পরিধান করে বলি এটা কেমন করে হয়? তিনি আমাকে চিনেন এবং এটা খুবই অসৌজন্যমূলক হবে। তিনি জবাব দিলেন, হোক! সবকিছুই তো এখন প্রকাশিত হয়ে গেছে।

আমি বেশ কিছুসংখ্যক পুলিশ সাথে নিয়ে হোটেলে গেলাম। তারা ভেতরে গেল আর আমি দরজায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। বদিউজ্জামান যখন বের হয়ে এসে দরজার সামনেই আমাকে অপেক্ষমাণ দেখলেন তখন মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, আব্দুর রহমান এরপরও তোমাকে আমি পছন্দ করি কারণ তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো। আমরা বদিউজ্জামানকে জনমানবশূন্য পথে নিয়ে যাই। পুলিশ আগেই এ পথ খালি করেছিল। আর তার ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় যেপথে বদিউজ্জামানকে দেখার জন্য লোকেরা ভিড় করেছিলো সে পথে। আদালতে দীর্ঘ সময় শুনানি চলে। আমাকেও আমার বিবৃতি প্রদান করতে হয়। আমি আমার বিবৃতিতে বলি, আমি বদিউজ্জামানকে ক্ষতিকর কোনো কিছু করতে দেখিনি।

www.bjilibrary.com

যেসময় বদিউজ্জামান এবং তার ১৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে আফিয়ন কারাগারে নেয়া হয় ঐ একই সময়ে ইসপারতা, দেনিজাল, আফিয়ন, কাস্তামনু এবং অন্যান্য জায়গায় আরো ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদেরকে আফিয়ন আনা হয়। সর্বমোট ৫৮ জনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় আফিয়নের আবহাওয়ায় হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হয় যেমনটি কখনো পরিলক্ষিত হয়নি।

আফিয়ন কারাগারে

এভাবে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররা তাদের তৃতীয় মাদ্রাসা ইউসুফিতে প্রবেশ করলেন। বদিউজ্জামান কারাগারের নাম দিয়েছিলেন ইউসুফ (আ)-এর শিক্ষালয়-মাদ্রাসায়ে ইউসুফী। অতীতের মতই কারা কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ এবং নির্যাতন সত্ত্বেও রিসালায়ে নূরের কপি লিখে, কুরআন শরীফ, নামায বন্দেগি, দোয়া-মোনাজাত, অন্য কয়েদিদের কুরআন শিক্ষাদান, ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম চালিয়ে সত্যিকার অর্থে আফিয়ন কারাগারকেও ইউসুফ (আ)-এর মাদরাসায় পরিণত করলেন বদিউজ্জামান এবং তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মচঞ্চল, উদ্যোগী ও সাহসী ছাত্ররা। বদিউজ্জামান এখানেই রিসালায়ে নূরের 'আল হুজ্জাতুজজাহরা' অংশ রচনা করেন।

রিপাবলিকান পিপলস পার্টির স্বৈরাচারী শাসন পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ইতোমধ্যেই ১৯৪৬ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত হয়েছিল। বদিউজ্জামান যিনি তুরস্কের নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এককভাবে দৃঢ়তার সাথে ধর্মহীন শক্তির বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হননি বরং রিসালায়ে নূর তাদের পরাজিত করেছে। ইসলামের উপর সর্বশেষ আঘাত হানার উদ্দেশ্যে বদিউজ্জামানের উপর অকথ্য নির্যাতন চাপিয়ে দেয় এবং ভয়ানক কষ্টকর কারাজীবন যাপন করতে হয় বদিউজ্জামানকে। পুনরায় বিষ প্রয়োগ এবং এই অবর্ণনীয় মানবেতর অবস্থার মধ্যেও তার টিকে থাকাটা প্রমাণ করে যে, তিনি ঐশ্বরিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

দেনিজলি আদালতের মামলায় বেকসুর খালাসের পর শত্রুদের সংকল্প ছিলো, যা কিছুই ঘটুক না কেন বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের যে কোনো মূল্যে শাস্তি দিতে হবে। তারা তিনটি প্রধান আদালতের রায়ের প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন করে এমনকি তারা তাদের অপমানিত করে। অভিযোগ একই ছিলো। তাদের এই দুরভিসন্ধির বিভিন্নভাবেই প্রকাশ ঘটে। একজন প্রধানমন্ত্রী গ্র্যান্ড ন্যাশনাল

www.bjilibrary.com

এসেম্বলিতে ফৌজদারি বিধি ১৬৩ সংশোধন করে অধিকতর শাস্তির বিধান সংযোগের জন্য আনীত প্রস্তাবের উপর বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, এটা বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হবে। এটা যে একটা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে। আফিয়ন কারাগারের গভর্নর মোহাম্মদ কায়হান জানান, সাবরি বানাজলি নামে একজন পুলিশের কর্মকর্তা বললেন, 'সাঈদ নূরসী ধর্মীয় প্রপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন। কিছু লোককে আমরা সাদা পোশাকে আমিরদাউ পাঠিয়েছি।' এরপর একদিন সে বানাজলি কারাগারে এসে আমাকে বললেন, শিগগির বদিউজ্জামান নামে একজনকে তোমার এখানে আমরা আনবো। এর কিছু সময় পরই সাঈদ বদিউজ্জামানকে কারাগারে আনা হলো।

একজন কয়েদি কারাগারে যেসব সুযোগসুবিধা পেতে পারেন তা থেকেও বদিউজ্জামানকে বঞ্চিত করা হয়। তাকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এবং কারও সাথে তিনি কথাবার্তা পর্যন্ত বলার সুযোগ পাননি। সাক্ষাৎ প্রার্থীকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আদালতের কোনো তথ্য এবং কার্যবিবরণী তাকে জানতে দেয়া হতো না। বিধি মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থন এবং আনীত অভিযোগের জবাবদানে সহযোগিতা করার কোনো সুযোগ তাকে দেয়া হয়নি। আনকারা বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনের কপি ছয় মাস পর বদিউজ্জামানকে দেয়া হয়। উপরন্তু সরকারি পক্ষের আইনজীবী নানাভাবে তার অফিসের অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করে নানাভাবে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের কষ্ট দেয় এবং মামলা অহেতুক বিলম্বিত করে। এমনকি সে অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করে তা বদিউজ্জামানের ছাত্রদের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। ফলে কারা অভ্যন্তরে একটি বিদ্রোহ ঘটে কিন্তু এতে বদিউজ্জামানের ছাত্রদের কেউ জড়িত ছিলো না। কাগজপত্র আটক রেখে আপিল আদালতে কাগজপত্র পাঠাতেও সে তিন মাস সময়ক্ষেপণ করে।

প্রাথমিক কার্যক্রমের পর মামলায় শুনানি শুরু হয় চার মাস পর এবং শুনানি অব্যাহত থাকে সাড়ে ছয় মাস পর্যন্ত। গ্রেফতার করা হয়নি এমন ৩০ ছাত্রের বিচার করা হয়। বদিউজ্জামানসহ ১৯ জন জেলে ছিলেন। কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই বদিউজ্জামানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। উর্ধ্বতন মহলের চাপে এবার গঠিত তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি রিসালায়ে নূরের কিছু নেতিবাচক দিক আবিষ্কার করেন, যা আফিয়ন আদালত বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

www.bjilibrary.com

সত্তর বছরের বেশি বয়স্ক বদিউজ্জামান আফিয়ন কারাগারের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বিচ্ছিন্ন জীবন, খাদ্যের অভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। উপরন্তু বিষ প্রয়োগের পরও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। অকল্পনীয় কষ্টের মধ্যেও বদিউজ্জামান ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার ছাত্রদের দিকনির্দেশনা দান এবং অন্যান্য কয়েদিকে দীনের পথে আহ্বান জানানোর কাজে নিরন্তর পরিশ্রম করেন। স্বভাব সুলভভাবেই তার রাতের ইবাদত, নামায, দোয়া, ধ্যান-মগ্নতার মধ্য দিয়েই আদালতে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব তৈরি করেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভিত্তিহীন মামলার ব্যাপারে প্রচার অভিযান পরিচালনা করে দেশবাসীকে আসল সত্য অবহিত করার কৌশল গ্রহণ করেন তিনি। এর মাধ্যমে কার্যত তিনি ইসলামের দুশমনদেরই পরাস্ত করতে সক্ষম হন।

এই কারাগারে ছিলো ছয়টি ওয়ার্ড। প্রথম দিন থেকেই উপরের তলায় ৭০ জনের জন্য নির্ধারিত একটি ওয়ার্ডে তাকে একাকী বন্দী রাখা হয়। এটার ছিলো জীর্ণ দশা। এর ৪০টি ছোট ছোট জানালা ছিলো, তার মধ্যে মাত্র ১৫টি জানালার কাচ অক্ষত ছিলো। শূন্য তাপমাত্রায় বিশাল এই শীতল কক্ষে জ্বরে অসুস্থ এই বৃদ্ধ লোকটিকে একাকী ফেলে রাখা হতো। এখানে কোনো স্টোভ বা হিটারের ব্যবস্থাও ছিলো না। তার বই-পুস্তকগুলোও তাকে কক্ষে নিতে দেয়া হয়নি। আইনজীবী এবং কারা প্রশাসনকে সালাহউদ্দিন চালাবি গেস্টাপো প্রধান আখ্যায়িত করেছেন তাদের অমানবিক এবং বর্বর আচরণের জন্য। যদিও কদাচিত বদিউজ্জামানের কোনো ছাত্র লুকিয়ে তাদের উস্তাদকে একটু সাহায্য করার জন্য কখনো চলে যেত, ধরা পড়লে তাকে বেদম পিটানো হতো অথবা পায়ের তলায় বেত্রাঘাত করা হতো।

জনাকীর্ণ কক্ষে বন্দী বদিউজ্জামানের ছাত্ররা পবিত্র কুরআন ও ঈমানের দাবি পূরণের স্বার্থেই তাদের উপর সব ধরনের অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে আদর্শের জন্য ত্যাগের বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাদের শিক্ষক এবং নেতা বদিউজ্জামান সাহস ও সান্ত্বনার উৎস ছিলেন। তাদের প্রতি বদিউজ্জামানের ভালোবাসা, স্নেহ এবং উপদেশ ও দোয়া তাদের উজ্জীবিত রাখতো। কঠোর কড়াকড়ির মধ্যেও তিনি চিরকুট পাঠিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন। তাদেরকে তিনি কারাগারের এই জীবন ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ইতিবাচক দৃষ্টিতে নেয়ার উপদেশ দিতেন। আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত এবং রিসালায়ে নূরের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় উৎসাহ দান করতেন। সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের জন্য তাগিদ দিতেন।

www.bjilibrary.com

ইনফর্মার ও স্পাইদের ব্যাপারে সতর্ক করতেন এবং কেউ যেন তাদের ঐক্য নষ্ট করে তাদের নিজেদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে না পারে সেসব বিষয়েও তিনি ছোট ছোট চিঠিতে তাদের ছাত্রদের সচেতন ও সজাগ থাকতে বলতেন। অন্য কয়েদিদের মাঝে দাওয়াতে দীনের কাজ পুরো মাত্রায় চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। এ কাজের ফলাফল ছিলো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং চমকপ্রদ। অনেক বড় বড় অপরাধী এর ফলে সংশোধনের মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করেছিল।

বদিউজ্জামানের ছাত্রদেরকে কারা কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এর ফল হয়েছিল যে, পুরা কারাগারটাই মাদরাসায়ে ইউসুফীর শ্রেণীকক্ষে পরিণত হয়েছিল। সব ওয়ার্ডে ছাত্ররা দারসের কর্মসূচি চালু করেছিল। মুস্তফা আজাদ নামক এক ছাত্র এই কর্মসূচি থেকে কিভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তা মাদ্রাসা ইউসুফীর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই ছেলেটি ছিলো আমিরদাউ-এর চালিশকান পরিবারের আত্মীয়। তারজি মুস্তফা নামক একজনের পরিবর্তে ভুলক্রমে পুলিশ মুস্তফা আজাদকে গ্রেফতার করে আনে। সম্পূর্ণ নির্দোষ এই ছেলেটি এগার মাস আফিয়ান কারাগারে কাটানোর সময় কুরআন তিলাওয়াত এবং আরবি লিখন শিখে ফেলে। আরবি শেখায় সে এতটা পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কিছুদিন পর সে সরকারের ধর্মবিষয়ক বিভাগে একজন ক্যালিগ্রাফার হিসেবে চাকরি পায়। মুক্তি পাওয়ার দশ বছর পর আমিরদাউ-এর একটি মসজিদে সে ইমামতির দায়িত্ব পালন শুরু করে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওয়ার্ডগুলো ২০ x ৮। প্রত্যেকটিতে তিনটি লেট্রিন, কেউ গোসল করতে চাইলে এক ক্যান পানি নিয়ে ঐসব লেট্রিনের একটায় যেতে হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৭০ থেকে ৮০ জন কয়েদি থাকে। কিছু খাদ্য সরবরাহ করা হয় টাকার বিনিময়ে। অধিকাংশ কয়েদি যেহেতু স্থানীয় তাদের খাবার আত্মীয়স্বজন বাইরে থেকে সরবরাহ করে। কিন্তু সমস্যা বদিউজ্জামানের ছাত্রদের। তাদের একাউন্টে কোনো টাকাও নেই। তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় খুবই সামান্য খাবার গ্রহণ করে। ইব্রাহিম ফাকাজলি বলেছেন, তারহানা সুপের (শুকনা দই) উপর নির্ভর করেই সে বেঁচে ছিলো। কয়েদিরা ছোট ছোট টিনের পাত্রে এসব সুপ রান্না করতো। এমন নিম্নমানের তেল দিয়ে এসব তৈরি হতো যে প্রথমে যদি দাহ্য না হতো তাহলে অখাদ্য হয়ে যেতো। এরপর এর সাথে তারহানা মিশানো হতো। গলে যাওয়া তেলের সাথে লেট্রিনের দুর্গন্ধ

www.bjilibrary.com

মিলিতভাবে এমন বিকট গন্ধের সৃষ্টি হতো যে, কেউ যখন প্রথমে কারাগারে ঢুকে তখন তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দুই তিনদিন পর সে আস্তে আস্তে এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ছিলো আফিয়ন জেলখানার জীবনচিত্র। কিছু সময় বদিউজ্জামানের খাবার ৬নং ওয়ার্ড থেকে তৈরি করে পাঠানো হতো, সেখানে মোহাম্মদ ফয়েজী, হোসারেভ, জিলানরা থাকতেন।

কারা কর্তৃপক্ষের দেয়া রুটি বদিউজ্জামান খেতেন না। কমপক্ষে তিনবার তাকে কারাগারে বিষপ্রয়োগ করা হয়। এ ব্যাপারে হৃদয় বিদীর্ণকারী ঘটনা রয়েছে। বদিউজ্জামানের একটি চিঠি থেকেও এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। চিঠিতে তিনি লিখেন, "আমার ভাই, আমার জীবন বিপন্ন! যে নিদারুণ কষ্টকর নির্যাতন তারা আমার উপর চালাচ্ছে তা আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে গেছে। আইনবহির্ভূতভাবে কারাবিধি লংঘন করে আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন অব্যাহত আছে। তোমাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এখানকার আইনজীবী এবং আমাদের ইস্তাম্বুল ও আনকারার বন্ধুদের টেলিগ্রাম করে জানাবে যে আমার জীবন বিপন্ন! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আমার উপর বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে, ভগ্ন স্বাস্থ্য, বৃদ্ধ বয়স্ক বিচ্ছিন্ন বন্দিজীবন, এমনকি যেই আমার জন্য খাবার নিয়ে আসতো তাকে দেখা বা তার সাথে কথা পর্যন্ত বলতে দিচ্ছে না। তৃতীয়বারের মতো যে ঘটনা গতকাল ঘটেছে এ সম্পর্কে জিলান জুবায়েরকে আমার করুণ অবস্থা সম্পর্কে জানাবে। তার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সে করবে।"

ইব্রাহিম ফাকাজলি আরো হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন,

"আমরা যদি জানালা দিয়ে উস্তাদকে দেখতে না পেতাম তাহলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়তাম! কপালে যাই ঘটুক, ঝুঁকি নিয়ে তার ওখানে যাবার সুযোগ খুঁজতাম। এ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দিনে, আমি গোপনে উস্তাদের ওখানে চলে গেলাম। তিনি মারাত্মক অসুস্থ! আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং ধরতে বললেন। আমি তার হাত নিয়ে চুমো দিলাম। মনে হচ্ছিল যেন হাতটা পুড়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, ইব্রাহিম আমি ভয়ানক অসুস্থ! আমি প্রায় মারা যাচ্ছি! তুমি এখানে আছ এ জন্য এই মুহূর্তে আরাম বোধ করছি। এ সময় জিলান আসলো! আমরা দু'জনই কাঁদছিলাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে! ওস্তাদ নিজেও কাঁদছিলেন। আমি দিশেহারা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি আমাদের দুজনের সাথেই আলিঙ্গন করে আমাদের বিদায় দিলেন আর দোয়া পড়তে থাকলেন। ওয়ার্ডে ফিরে আমরা অন্য ভাইদের নিকট অবস্থা জানালাম এবং সবাই মিলে তিলাওয়াত ও দোয়ায় বসে গেলাম। আমরা

www.bjilibrary.com

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলাম। পরে আমরা জানতে পারি উস্তাদকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল।

"এটা ছিলো শীতকাল! আফিয়নের সর্বত্র বরফ জমে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে। রেল চলাচল বন্ধ। ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত শহরে কোনো খাদ্য ও জ্বালানি তেল পৌঁছেনি। কোথাও প্রবহমান পানি ছিলো না। ভগ্ন জানালার কারণে বদিউজ্জামানের কক্ষ গরম করার কোনো উপায় ছিলো না। সে দিন আমি দেখলাম, উস্তাদ দুটো কম্বলের সাহায্যে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন, তার সামনে তেলের পাত্র যার মধ্যে কয়েক টুকরো কয়লা, কেতলি এবং টি-পট।

যখন বৃদ্ধ, অসুস্থ বদিউজ্জামান ঠাণ্ডায় জমে খালি ওয়ার্ডে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার সামনের কামরাটি মেরামত করা ও ভালো অবস্থা ছিলো। স্টোভ, গরম পানি সবকিছুই সে কামরায় আছে। এই কামরার বাসিন্দারা হলেন একজন যুবক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত কম্যুনিস্ট, একজন ডাক্তার ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত এবং তৃতীয়জন একজন রাজবন্দী। তাদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। কম্যুনিস্ট ভদ্রলোককে একজন পাহারাসহ শহরেও যেতে দেয়া হয়।

রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা কারা কর্তৃপক্ষের নিকট বদিউজ্জামানের কক্ষে কয়লা ও উপযুক্ত স্টোভ সরবরাহ করার জন্য আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করেন। কিন্তু এর ফল হলো, জোরপূর্বক বদিউজ্জামানকে ৫নং ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হলো। সে ওয়ার্ডে থাকে পকেট মার, চোর ও বাউন্ডুলেরা। এটা তার প্রতি কোনো করুণা ছিলো না বরং তারা ওদের সাথে তাকে রাখতে চেয়েছিল। জনাকীর্ণ, নোংরা পরিবেশ, শোরগোল হৈচৈ এমন অবস্থার মধ্যে তিনি থাকতে চাইবেন না এবং এটা তার জন্য অধিকতর কষ্ট হবে- এসব জেনেশুনেই তারা বদিউজ্জামানকে এখানে স্থানান্তর করে। যা হোক কয়েদিরা তার প্রতি খুবই সমবেদনা প্রকাশ করে এবং তারা নিজেরাই কামরায় একটি অংশ কম্বল দিয়ে আলাদা করে। সেখানে স্টোভের ব্যবস্থা করে বদিউজ্জামানের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তারা শোরগোল বন্ধ করে এবং এই জায়গাটা বেশ গরম এবং আরামদায়ক হয়। উল্লেখ্য, এখানে বসেই বদিউজ্জামান 'আল হুজ্জাতুজজাহরা' রচনা করেন।

বদিউজ্জামানের ছাত্ররা অন্যসব ওয়ার্ডে দারস এবং কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও ৫ম ওয়ার্ডে তারা তা চালু করতে পারেনি। বদিউজ্জামান আসার পর

www.bjilibrary.com

তিনি আল্লাহর নামে এখানকার যুবকদের পাঠ দেয়া শুরু করলেন। যুবকরাও সাড়া দিলো। তারা অনেকেই নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা শুরু করলো। সবাই বদিউজ্জামানকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করলো। প্রথম দিকে বদিউজ্জামানকে এখানে স্থানান্তর করায় তিনি খুব খারাপ অনুভব করছিলেন কিন্তু দেখা গেলো এটা যেন তার জন্য মহান আল্লাহরই এক বিশেষ রহমত।

পতাকার ঘটনা

বদিউজ্জামান যখন আফিয়ান কারাগারে ছিলেন তখন ২৯ অক্টোবর প্রজাতন্ত্র দিবসে বদিউজ্জামানকে উস্কানি দেয়ার জন্য গভর্নর তার কক্ষে তুরস্কের জাতীয় পতাকা টানিয়ে দিলেন। তাদের আশা ছিলো এতে বদিউজ্জামান অসন্তুষ্ট হবে এবং ক্ষেপে গিয়ে হয়তোবা পতাকাটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবে। আর এটাকে পত্রপত্রিকায় দিয়ে ইস্যু তৈরি করে বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। এই কুচক্রী এবং নীচুমনা সরকারি কর্মচারীরা বদিউজ্জামানকে চিনতে পারেনি। যে বদিউজ্জামান শৈশবকাল থেকেই একজন ধর্মীয় প্রজাতন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন, সারাটি জীবন দেশ এবং তুর্কি জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য সংগ্রাম করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জন্মভূমির পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সর্বোপরি তার শক্তিশালী কলম দিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও নিরন্তর দেশ, জাতি ও মানুষের মুক্তির জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি কী করে পতাকার অবমাননা করবেন? অতএব, বদিউজ্জামান গভর্নরকে লিখলেন:

জনাব,

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, স্বাধীনতা দিবসের পতাকা আমার ওয়ার্ডে টানানোর জন্য। ইস্তাম্বুলে এবং আনকারায় জাতীয় সংগ্রামের সময় আমি আমার রচনা প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে সম্ভবত একটি মিলিটারি ডিভিশনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি। ব্রিটিশ এবং গ্রীকের বিরুদ্ধে আমার রচনা ছয়টি পদক্ষেপ (The Six steps)-এর জন্য মুস্তফা কামাল আমার কাছে বার্তা পাঠিয়ে আনকারায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, এই বীর শিক্ষককে আমরা এখানে পেতে চাই। সুতরাং বলা যায়, প্রজাতন্ত্র দিবসে এই পতাকা টানানো আমার অধিকার।

-সাঈদ নূরসী

www.bjilibrary.com

কারাগারে যেমন বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের উপর সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল, কোর্টে একইভাবে বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছিল। সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে ধর্মবিরোধী শক্তি রিসালায়ে নূরের মাধ্যমে বদিউজ্জামান কুরআন এবং ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র যেভাবে রুখে দিয়েছিলেন তা থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে কয়েকটি রায়ে আদালত বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের যেসব অভিযোগের ব্যাপারে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন নতুন করে আবার একই অভিযোগ উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে ধর্মবিরোধী শক্তির বেপরোয়া মনোভাবেই প্রকাশ ঘটেছিল। 'ধর্মকে ব্যবহার করে জনশৃঙ্খলা বিনষ্ট', 'গোপন রাজনৈতিক দল গঠন', সুফী তরিকত সংগঠিতকরণ, মুস্তফা কামাল এবং তার সংস্কারের সমালোচনা, সরকারের বিরোধী মতবাদ প্রচার করা, কুর্দি জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয় বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে।

দুটো বিষয়কে সরকারি আইনজীবী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। একটি হলো 'Fifth Ray' ৫ম আলোকরশ্মি শিরোনামের লেখায় হাদিসের ব্যাখ্যায় শেষ জামানায় দাজ্জাল সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বদিউজ্জামান দাজ্জাল বলতে কামাল আতাতুর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন।

পোশাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় বদিউজ্জামানের রিসালায়ে নূরের twenty fifth word শিরোনামের আলোচনা খুবই উত্তেজনাকর ও জ্বালাময়ী, যা জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হতে পারে। কিন্তু আবারও ধর্মহীন শক্তির ষড়যন্ত্র তাদের জন্যই বুমেরাং হলো। ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই বিচারের প্রহসন কারাগারে বদিউজ্জামানের উপর অমানবিক নির্যাতনের ফলে বৃহত্তর জনগণের মধ্যে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের ব্যাপারে সমবেদনা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে নির্দোষ বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের উপর সরকারের হৃদয়হীন, অমানবিক, বেআইনিভাবে জুলুম নির্যাতন জনগণকে এতটাই বিক্ষুব্ধ করে যে, এ কারণে ১৯৫০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান পিপলস পার্টি সরকারের পতন ঘটে।

ইসকিশেহির এবং দেনিজলি আদালতের মতোই অভিযোগগুলো একই ছিলো। ফলে জবাব তৈরি করা বদিউজ্জামানের জন্য খুবই সহজ ছিলো। আরেকবার অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণ করে বদিউজ্জামান দেখিয়ে দিলেন যে

www.bjilibrary.com

রিসালায়ে নূর কিংবা তার এবং তার ছাত্রদের কার্যকলাপ দেশের আইনবিরোধী নয়। এখানে তার আদালতে প্রদত্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

'রিসালায়ে নূরের ১৩০টি অধ্যায় রয়েছে, যা সবাই দেখতে পারেন। রিসালায়ে নূরে ঈমানের সত্যতা তুলে ধরা ব্যতীত কোনো দুনিয়াবী লক্ষ্য নেই বুঝেই ইসকিশেহির আদালত কোনো আপত্তি করেনি দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। আর দেনিজলি কোর্ট কোনো একটি আপত্তিও করেনি। তাছাড়া দীর্ঘ আট বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে নজরদারি রেখেও আমার দুইজন সহকারী এবং অন্য তিনজনের ব্যাপারে অজুহাত ছাড়া কারও ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করতে পারেনি। এটা একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা কোনো ক্রমেই একটি রাজনৈতিক দল নয়। বাস্তবতা হলো, গত ২০ বছরের বিক্ষুব্ধ সময়ে কোথাও রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা আইনশৃঙ্খলার ব্যাঘাত সৃষ্টি বা জনশৃংখলা ভঙ্গ করেছে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। সরকার বা আদালত এমন একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে পারেনি।

ধর্মীয় অনুভূতি জোরদার করার কারণে যদি ভবিষ্যতে জনশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে সরকারে ধর্মীয় বিভাগ ও প্রচারকদের জন্যও এ অভিযোগ প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সরকার কী ব্যবস্থা নিবে ঐ বিভাগ ও প্রচারকদের কাজ কি বন্ধ করে দেয়া হবে?

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা আইনশৃঙ্খলা বা জননিরাপত্তার জন্য কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে না। বরং জাতিকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করছে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এবং সেই সাথে জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

তিনি বলেন, হ্যাঁ আমরা একটি সম্প্রদায়। আমাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি হচ্ছে প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে এবং অতঃপর আমাদের জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা, আমাদের স্বদেশবাসীকে নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচার থেকে হেফাজত করা এবং রিসালায়ে নূরের সত্য দিয়ে নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে আদালতকে সুরক্ষা করা। এই নাস্তিক্যবাদ আমাদের দুনিয়ার জীবন এবং পরকালীন জীবনকে ধ্বংস করার মাধ্যম।

বদিউজ্জামান বার বার জোর দিয়ে বলেছেন, কুরআনের প্রতি তাদের খেদমতের যে প্রস্তুতি তা তাদেরকে তথাকথিত রাজনীতিতে যোগদানে নিষেধ করে।

www.bjilibrary.com

আমাদের এই কাজের গঠনমূলক ও ইতিবাচক ফলাফলে যারা বিরোধিতা করে তারাই আমাদের রাজনীতিতে জড়িত হবার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকে। আমরা রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা রিসালায়ে নূরকে দুনিয়ার কোনো রাজনৈতিক মতবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করি না। তথাকথিত রাজনীতি কুরআন নিষিদ্ধ করে। এই দুঃসময়ে সামাজিক জীবন রক্ষা এবং নৈরাজ্য থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে ৫টি জিনিস প্রয়োজন- শ্রদ্ধাবোধ, করুণা, হারাম থেকে বিরত থাকা, নিরাপত্তা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা– রিসালায়ে নূর এই পাঁচটি মূলনীতি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করে জনশৃংখলাকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করে। বিগত দশ বছরে রিসালায়ে নূর এই দেশ ও জাতিকে এক লাখ নিরীহ, কল্যাণকামী ও হিতৈষী সদস্য উপহার দিয়েছে। ইসপারতা ও কাস্তামনু প্রদেশ এর সাক্ষী বহন করছে। জেনে হোক আর না জেনে হোক যারা রিসালায়ে নূরের ব্যাপারে আপত্তি করছে তারা মূলত দেশ, জাতি এবং ইসলামের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তরিকত সংগঠিত করার অভিযোগ সম্পর্কে বদিউজ্জামান বলেন, রিসালায়ে নূরের ভিত্তি এবং লক্ষ্য হচ্ছে ঈমান এবং কুরআনের অনিবার্য বাস্তবতা। এ কারণেই আদালত এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। উপরিউক্ত বিগত ২০ বছরে একজন লোকও এ কথা বলেনি যে বদিউজ্জামান আমাকে তরিকত দিয়েছে।

সব বানোয়াট অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার ছিলো আমাকে 'কুর্দি জাতীয়তাবাদী' বলা। প্রথম জীবনে বদিউজ্জামান অটোম্যান সাম্রাজ্য সুরক্ষা, একে শক্তিশালী ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাসন ও কারাজীবনের শুরু থেকেই তিনি তুর্কি জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করলো এই অভিযোগে যে, তার ধমনীতে এখনো কুর্দিশ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আইনের দৃষ্টিতে এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং এর মাধ্যমে আদালত নিজেকেই অপমানিত করেছে। তিনি চ্যালেঞ্জ করেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনো আদালত নেই, যে আদালত আমাকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে, যেহেতু বর্ণবাদ ইসলামের জন্য ক্ষতিকর, এটা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে ধ্বংস করে এজন্য দীর্ঘদিন অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমি বলে আসছি, "ইসলামী জাতীয়তা সবকিছুর সমান, বর্ণবাদ পরিত্যাগ করুন, ইসলামী জাতীয়তা গ্রহণ করুন এবং এতে আপনি চারশত মিলিয়ন ভাই লাভ করবেন।"

www.bjilibrary.com

মহিলাদের পর্দা, উত্তরাধিকার আইন, বহুবিবাহ সম্পর্কে কুরআন মজিদের কিছু সুস্পষ্ট আয়াত ব্যাখ্যার জন্য তারা আমাকে অন্যায়ভাবে দোষী করেছে। এর কারণ হচ্ছে, যারা এসব ব্যাপারে আপত্তি করে আমার লেখার কারণে তাদের জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাড়ে তেরশত বছর যাবৎ কুরআনের এতদসংক্রান্ত আয়াত ও মূলনীতিসমূহ মুসলিম সমাজে অত্যন্ত পবিত্র ঐশ্বরিক বাণী হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা সাড়ে তেরশত বছর যাবৎ যা মেনে আসছে, অনুশীলন করে আসছে আমরা তার কথাই বলেছি। মহিলাদের পর্দা, মুসলিম সমাজে প্রচলিত শরীয়াভিত্তিক মিরাসী উত্তরাধিকারী আইন এবং বিবাহ সম্পর্কে ইসলামী বিধানের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া কি ইসলামের আদর্শকে অস্বীকার এবং আমাদের ধর্মপ্রাণ ও বীর পূর্বপুরুষদের প্রতি অবমাননা এবং বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

বিচার ও রায়

আফিয়ন কোর্টে শুনানি শেষে যুক্তিতর্কের সময় বদিউজ্জামান নিজেই অভিযোগের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি দুই ঘণ্টা পর্যন্ত তার বক্তব্য অব্যাহত রাখেন এবং এক পর্যায়ে বিচারক বললেন, যথেষ্ট হয়েছে আর প্রয়োজন নেই। বদিউজ্জামান খুবই রেগে গিয়ে বললেন, আমার আট ঘণ্টা বক্তব্য রাখার অধিকার আছে। আমি যতক্ষণ চাই ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্য দিবো। বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের জন্য তিনজন আইনজীবী ছিলেন আফিয়ন আদালতে। বদিউজ্জামানের ছাত্ররাও তাদের নিজেদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন আদালতে। দুইজনের কথা সবিশেষ উল্লেখ্য, একজন আহমদ ফয়েজী কুল এবং অপরজন জুবায়ের গুন্দুজাল। এই দুইজন সাড়ে আট ঘণ্টা বক্তব্য রেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বদিউজ্জামান তাদের নাম দিয়েছিলেন রিসালায়ে নূর আইনজীবী।

আদালতের অধিবেশন চলাকালে বদিউজ্জামান নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের জন্য আদালত মুলতবি করতে চাপ দিতেন। একদিন এমন হলো যে, নামাজের জন্য বিরতি দেয়া হচ্ছিল না। অথচ সময় চলে যাচ্ছে। তখন বদিউজ্জামান আদালতকে বললেন, আমরা এখানে নামাজের অধিকার রক্ষার জন্য অপরাধী; অন্য কোনো কিছুর জন্য অপরাধী নই। একথা বলে তিনি ওয়াকআউট করলেন এবং সচিবের কক্ষে নামায আদায় করলেন।

www.bjilibrary.com

১৯৫২ সালে ফতীহ সুলতান মেহমেদ-এর কবরের পাশে বদিউজ্জামান ফাতেহা পাঠ করছেন

www.bjilibrary.com

ইস্তাম্বুলে মেহমেত ফারেন্সি'র বাড়িঃ বদিউজ্জামান ১৯৫৩ সালে যেখানে থাকতেন

বদিউজ্জামান ১৯৫২ সালে 'গাইড ফর দ্যা ইয়ুথ' ট্রায়ালে বিবাদী হিসেবে যুক্তি উপস্থাপন করছেন

www.bjilibrary.com

এই বিচারকাজ সারাদেশে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। বিচার কাজ দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আফিয়নে এসে সমবেত হন। আদালত কক্ষ থেকে বদিউজ্জামান বের হয়ে আসলে সমবেত জনতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাতো এবং তার হাতে চুমু দিত। বিচার চলাকালীন প্রতিদিনের এটা একটা দৃশ্যে পরিণত হলো। একদিন সরকারি আইনজীবী এসে দেখলেন, জনতার ভিড় এবং তারা বদিউজ্জামানের হাতে চুমো দিচ্ছেন। তার পক্ষে দৃশ্য হজম করা ছিলো খুবই কঠিন। তিনি চিৎকার করে পুলিশকে বলছিলেন, তোমরা কেন এর অনুমতি দিলে? তার এ কথা শুনে বদিউজ্জামান রাগান্বিত হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে? আমি যদি চাই তাহলে অবশ্যই আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করবো।" তিনি এতটাই উত্তেজিত হয়েছিলেন যেন তার পাগড়ি মাথা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল। আমরা তা তুলে আবার মাথায় পরিয়ে দেই। বেকায়দায় পড়ে সরকারি আইনজীবী পেছনে না তাকিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। তবে কোনো একটা ঘটনা ঘটানোর জন্য কাউকে তিনি তার পা দিয়ে লাথি মেরেছিলেন। কিন্তু যাকে তিনি লাথি মারেন তিনি কোনো ব্যথা পাননি। পরে দেখা গেছে তার পা ভেঙে যায় এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে।

বিচারের নামে যে নজিরবিহীন অবিচার হচ্ছে এটা জনগণের অগোচরে থেকে যাক তা হতে দিতে রাজি ছিলেন না বদিউজ্জামান। দেনিজলির বিচারের সময় যেমনটা করেছিলেন তেমনি তিনি তার ছাত্রদের দিয়ে আদালতে প্রদত্ত তার ছাত্রদের বক্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ৯০টি ভুলের তালিকার কপি ব্যাপকভাবে তৈরি করে আনকারার সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন, যাতে মামলাটির বাস্তবচিত্র সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব পুস্তক আকারে ছেপে দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। এ কাজটি মারাত্মক কঠিন অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে করা হয়।

অবশেষে আফিয়ন কোর্ট ১৯৪৮ সালের ৬ ডিসেম্বর কোনো প্রমাণ ছাড়াই ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৩টি ধারা অনুযায়ী বদিউজ্জামানকে ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার এবং সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। আহমদ ফয়েজীকে ১৮ মাস এবং আরো বিশজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়, যাদের অনেকেই এগার মাস যাবৎ জেলেই ছিলেন।

www.bjilibrary.com

এরপর শুরু হয় দীর্ঘ আইনি বিবাদ, যা চূড়ান্ত হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত লেগে যায়। আফিয়ন আদালতের রায়ের পরপরই তা আনকারায় আপিল আদালতে পাঠানো হয়। সরকারি আইনজীবী নথিপত্র পাঠাতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করেন। আপিল আদালত রায় দেন ১৯৪৯ সালের ৪ জুন। আপিল আদালত আফিয়ন কোর্টের রায় বাতিল করে দেয়। আফিয়ন কোর্ট বদিউজ্জামানকে মুক্তি না দিয়ে ১৯৪৯ সালের ৩১ আগস্ট মামলাটি পুনঃ বিচারের সিদ্ধান্ত দেয়। পুনঃবিচারও বিলম্বিত করা হয় এবং পুরো ২০ মাস অতিবাহিত হবার পরই বদিউজ্জামানকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৯৫০ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। কিন্তু বিষয়টি এখানেও শেষ না করে রিসালায়ে নূরের বিষয়টি ফৌজদারি মামলা থেকে আলাদা করে এবং রিসালায়ে নূরের বিচার অব্যাহত রাখা হয়। এ সময় আপিল আদালত আফিয়ন কোর্টের সর্বশেষ রায় বাতিল করে।* এরপর আফিয়ন কোর্ট রিসালায়ে নূরকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে এবং কপিগুলো মালিকের নিকট ফেরত প্রদান করে। কিন্তু সরকারি আইনজীবী আবার মামলাটি আপিল কোর্টে পাঠান। এ সময় আপিল কোর্ট সিদ্ধান্ত দেয় যে, রিসালায়ে নূরের কপিগুলো একটি কমিটি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং এ জন্য ধর্মীয় বিভাগকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। নতুন কমিটি একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করে আফিয়ন কোর্ট রিসালায়ে নূরকে মুক্তিদান করে এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল কপি মালিককে ফেরত দানের আদেশ প্রদান করে। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে সরকারি আইনজীবী এবার তার পরাজয় মেনে নেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় রিসালায়ে নূরের ব্যাপারে।

বদিউজ্জামানের জীবনের তৃতীয় অধ্যায়

বদিউজ্জামান জীবনের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ ইসলামী শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার এবং ইসলাম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষা চালু করা ইত্যাদির জন্য কাজ করেন। এ জন্য তিনি পূর্ব আনাতোলিয়ায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। বদিউজ্জামান শিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে কাজ করার পাশাপাশি তুর্কি সাম্রাজ্য এবং খিলাফত রক্ষার জন্য একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি সাংবিধানিক বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস সিইউপি এর

www.bjilibrary.com

সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তার একজন অন্যতম নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি সোসাইটি ফর ইসলামিক ইউনিটি নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি শুরু থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে এবং সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেন। একই সাথে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুবসমাজকে আহ্বান জানাতে থাকেন। আমরা ইতোমধ্যে বদিউজ্জামানের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হন। বন্দিশিবির থেকে ১৯১৮ সালের জুন মাসে ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন। এরপর তিনি দারুল হিকমত ইসলামিয়ায় যোগদান করেন।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ তিরিশ বছর নির্বাসন ও কারাজীবন কাটান তিনি। কার্যত ১৯১৯ সাল থেকে রাজনীতি ও সামাজিক জীবন থেকে সরে গিয়েছিলেন বদিউজ্জামান। কষ্টকর নির্বাসন ও কারা জীবনের মধ্যেই তার অমর সৃষ্টি 'রিসালায়ে নূর' রচনা করেন। লাখ লাখ ছাত্র তৈরি হয় রিসালায়ে নূরের। বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতন, আদালতের মামলা, তাদের কারাজীবন সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এটাই ছিলো দ্বিতীয় সাঈদ বা বদিউজ্জামানের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবার ১৯৫০ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং রিপাবলিকান পার্টির স্বৈরাচারী দুঃশাসনের অবসানের পর বদিউজ্জামান সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন। এটাকেই বলা হয়ে থাকে তৃতীয় সাঈদের আবির্ভাব। বদিউজ্জামানের জীবনের এই শেষ দশ বছরে আমরা এখন প্রবেশ করেছি। আর পিপির স্বৈরশাসনের পতনের পর বদিউজ্জামানের উপর চলাফিরায় যে নিষেধাজ্ঞা ছিলো তা তুলে নেয়া হয়। এই সময়টা তিনি প্রধানত, আমিরদাউ এবং ইসপারতায় কাটান। মাঝে মধ্যে তিনি ইস্তাম্বুল, আনকারা এবং অন্যান্য স্থানে সফরে যেতেন, প্রধানত রিসালায়ে নূরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ অথবা আদালতে হাজিরা দিতেন। কারণ তখন পর্যন্তও বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের উপর মামলা চলছিল। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরও সরকারি অফিস আদালতে আমলাদের বেশিরভাগ বিগত স্বৈরসরকারের সমর্থক ছিলো। তখনও রিসালায়ে নূর, বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের নানা কৌশলে হয়রানি এবং নির্যাতন চালানো অব্যাহত ছিলো। বদিউজ্জামানও নিরন্তরভাবে কমিউনিজম ও

www.bjilibrary.com

ধর্মবিরোধী এবং অবিশ্বাসী শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আরো জোরদার করেছিলেন।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চাশের দশকে বদিউজ্জামানকে ছাত্ররা হাতে লেখা কপি তৈরি করে তা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এরপর ইসপারতা এবং ইনেবলুতে ডুপ্লিকেটিং মেশিন বসানোর পর অধিক সংখ্যক কপি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ১৯৫৬ সালে আফিয়ন কোর্ট রিসালায়ে নূরের উপর আইনি বাধা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দেশের চারটি শহরে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন বদিউজ্জামানের একদল নতুন প্রজন্মের ছাত্র। আধুনিক ছাপাখানায় নতুন হরফে বিপুল সংখ্যক রিসালায়ে নূরের কপি যুগপৎভাবে ইস্তাম্বুল ও আনকারাসহ চারটি শহর থেকে প্রকাশ ও বিতরণের কাজ চলতে থাকে।

এই সময়টাতেই রিসালায়ে নূর একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বদিউজ্জামানের নিজের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। তিনি নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে তার অবর্তমানে তারা রিসালায়ে নূরের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ১৯৪০ সাল থেকেই বিভিন্ন সময় যারা বদিউজ্জামানের ছাত্র হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে জুবায়ের গুন্দুজাল, মুস্তফা সুংগুর, জিলান চালিশকান প্রমুখ নিজেদের পুরোপুরিভাবে রিসালায়ে নূর আন্দোলনের জন্য নিয়োজিত করেন। তাদের কারণে বদিউজ্জামান তার নিজের কিছু অভ্যাস এবং অনুশীলন পরিবর্তন করেন। যেমন একটি হলো তিনি রাতে এশার নামায থেকে ফজর পর্যন্ত তার কাছে কাউকে থাকতে অনুমতি দিতেন না। কিন্তু এই নিয়ম পরিবর্তন করে তার বাড়িতেই তার সাথে উল্লেখিত তিনজনকে থাকার অনুমতি দেন। মূলত আফিয়ন কোর্টে মামলা চলাকালে সারাদেশ থেকে রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা মামলার শুনানি দেখতে আফিয়নে জমায়েত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে অধিকতর পরিবর্তন, মতের আদান প্রদান ও সংহতির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ রিসালায়ে নূরকে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা হয় এখান থেকেই। যাকে আমরা তৃতীয় সাঈদ বলছি অর্থাৎ বদিউজ্জামানের জীবনের শেষ দশ বছর সময়কাল।

এই সময় বদিউজ্জামান ঘনিষ্ঠভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সক্রিয় রাজনীতি বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে পদ-পদবি নিয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি নিজে অংশ নেননি। তার মতে, দুটো খারাপের মধ্যে কম খারাপকে গ্রহণ করা।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ তিনি রিপাবলিকান পিপলস পার্টি যারা সম্পূর্ণ পশ্চাত্যপন্থী এবং যাদের মধ্যে অনেক কম্যুনিস্ট মতবাদের লোক ও অবিশ্বাসীরা আছে তারা যাতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে না আসতে পারে এ জন্য ডেমোক্রেটদের সমর্থনের জন্য তিনি আন্দোলন করেন এ সময়ে। তিনি রিসালায়ে নূরের নামে তার কোনো ছাত্রকে সরাসরি ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িত হওয়া নিষিদ্ধ করেন। কেউ যদি ক্ষমতার রাজনীতি করতে চান তাহলে তা তার নিজের নামে করতে হবে।

এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আফিয়ন যাওয়ার আগে যখন তিনি আমিরদাউ ছিলেন তখনও তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের চিঠি এবং বিভিন্নভাবে বুঝতে চেষ্টা করছেন যে, পাশ্চাত্যপন্থী, কমিউনিস্ট, ফ্রি-ম্যাশন প্রভৃতির দিক থেকেই দেশ বিপদের মুখোমুখি এবং এসব অধার্মিকতা পরিত্যাগ করে কুরআন এবং ইসলামকে রাষ্ট্রে সমৃদ্ধি ও প্রগতি অর্জন, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এখন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ক্ষমতায় আসার পর উল্লিখিত শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে এবং সেই সাথে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হবে। নতুন সরকারকে শক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং আর পিপি শাসনের ২৫ বছরের ভুলগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। এভাবেই বদিউজ্জামান দেশের রাজনীতিতে ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি চিঠির মাধ্যমে, তার এবং তার ছাত্রদের সাথে পার্লামেন্ট মেম্বারদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতেন যে বিপদের আশংকাটা কোথায় এবং কিভাবে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এই বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করা যায় এবং তদনুযায়ী সরকারকে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করতেন। দেশকে ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তার সমর্থন ও খেদমতের জোরালো আশ্বাস সরকারকে প্রদান করেন। অনুরূপভাবে তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের ডেমোক্রেটদের সমর্থন করার নির্দেশ দেন। বদিউজ্জামান শুধু নৈতিক সমর্থনই নয় বরং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দেন তিনি এবং তার সমর্থকগণ। বদিউজ্জামানের এই সমর্থন এ সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ, ডেমোক্রেটদের জনসমর্থন তখন হ্রাস পেয়ে আসছিল।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান ধর্মকে রাজনীতির জন্য ব্যবহার নয় বরং তিনি ধর্মের সেবার মাধ্যম হিসেবে রাজনীতিকে বিবেচনা করতেন। তিনি তুরস্কের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ারকে এক চিঠিতে লিখেন, যারা রাজনীতিকে ধর্মহীনতার হাতিয়ার বানিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উগ্রভাবে জঘন্য খারাপ আচরণ করেছে তাদের মোকাবিলায় এ দেশের ও জাতির সুখ শান্তির জন্য রাজনীতিকে ধর্মের বন্ধু বানানোর হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য আমরা কাজ করি।

ইসলাম ও ধর্মকে জোরদার করার অনুকূলে নীতিনির্ধারণ করা হলে তা তুরস্ক ও অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা কমাতেও সাহায্য করবে। বদিউজ্জামান এই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে তুরস্ক অতিরিক্ত সাড়ে তিনশত মিলিয়ন সদস্যের একটি রিজার্ভ বাহিনী লাভ করতে পারে। অত্র অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি বাগদাদ চুক্তি এবং CENTO গঠন সমর্থন করেন। পূর্বাঞ্চলের ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিকে তিনি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করেন। উল্লেখ্য, এই এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য মাদ্রাসায়ে জোহরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি অনেকে আগেই। তিনি ডেমোক্রেট সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছিলেন, সরকার যেন বিভক্তি বিভাজনের অতীত সরকারের ক্ষতিকর বর্ণবাদী নীতি পরিহার করে ইসলামী জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের প্রতি বদিউজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক নতুন জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে এবং অনেক মুসলিম দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের লাল বিপ্লবের দাপট, তাদের নৈরাজ্য এবং নাস্তিক্যবাদের সম্প্রসারণের মোকাবিলায় পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তখন ইসলামী ঐক্যের বিরোধিতা করছিল না। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণেই পাশ্চাত্য এবং মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির একটা পরিবেশ তৈরি হয়। বদিউজ্জামান প্রায় ৩০ বছর আগে ইসলামী শক্তির উত্থানের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আবার তা তিনি মুসলিম তরুণ সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আবার কুরআন এবং ইসলামের উত্থানের স্বপ্ন দেখেন। এমনকি তিনি The United Islamic States হিসেবে মুসলিম বিশ্বের একটি ফেডারেশনের কল্পনাও করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

ডেমোক্রেসিকে তিনি "শরীয়ত মোতাবেক স্বাধীনতা" হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য তিনি শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন করেছেন এবং তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন প্রথম জীবনে। বদিউজ্জামান ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনকে সমর্থন করতেন। ধীরে ধীরে ভিত্তি গড়ে তুলে সমাজ পরিবর্তন করা হলে তা মজবুত হবে এবং টিকে থাকবে। তাই তিনি আকস্মিকভাবে রাতারাতি কিছু একটা করে ফেলার উত্তেজনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামই বিজয়ী হবে। গণতন্ত্রকে তিনি সমাজ পরিবর্তনেও বৈধ পথ মনে করতেন। তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জননিরাপত্তা বিঘ্ন করা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। স্থিতিশীলতা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইতিবাচক কর্মসূচির মাধ্যমে কুরআন ও ঈমানের পথে গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য তার ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। এটাকে তিনি খোদাদ্রোহিতা এবং অবিশ্বাসের কারণে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম বা জিহাদ বলে উল্লেখ করেন। অনেক মুসলিম দেশে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মাধ্যমে কিংবা সহিংস পন্থার পরিবর্তন আনতে গিয়ে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। তিনি তার ছাত্রদের সহিংস ধরনের কর্মসূচি থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি ফল লাভের আশায় বা তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের জন্য কোনো কিছু না করে ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার উপর ছেড়ে দিয়ে ঐকান্তিকতা এবং এখলাসের সাথে আন্দোলনের কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন।

আবার আমিরদাউ এলেন আফিয়ন কারাগার থেকে

১৯৪৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসী আফিয়ন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আমিরদাউ এলেন দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা পরিবেষ্টিত হয়ে। তিনি তার ছাত্রদের একটি ভাড়া করা বাড়িতে উঠলেন। তখন ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন হোসরেব এবং জুবায়ের গুন্দুজাল। আবার সেই পুলিশি নজরদারি। স্থায়ীভাবে তার বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসানো হলো। ২/৩ জন পুলিশ সারাক্ষণ থাকতেন এবং তার সাথে যারা দেখা করতেন তাদের নোট নেয়া এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন তার খোঁজ খবর রাখাই ছিলো তাদের দায়িত্ব। আমিরদাউ-এ তার আগের বাসভবনে যাওয়ার আগে এখানে প্রায় দুই মাস থাকলেন তিনি। তিনি ইসপারতায় তার ছাত্রদের লিখলেন, তাদের একজনকে আনকারায় গিয়ে ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগের পরিচালক আহমদ হামদি আকসেফির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। তাকে যেনো জানোনো হয় যে বিষপ্রয়োগজনিত কারণে অসুস্থতা নিয়েও

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান রিসালায়ে নূরের পুরো সংকলন সংশোধন করছেন। কাজ শেষ হলেই তাদের নিকট ছাপানোর জন্য পাঠানো হবে। তারা দুই বছর আগেই এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। রিসালায়ে নূর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পরিচালক মহোদয়ের যা করা সম্ভব তা যেন অবশ্যই করেন এই অনুরোধও বদিউজ্জামানের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়। তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি নেতিবাচক রিপোর্ট দিয়ে বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের যে ক্ষতি করেছিল তিনি তা উপেক্ষা করেন এবং মুক্তি পেয়ে প্রথমেই তিনি আবার তাদের যুক্তি দিয়ে রিসালায়ে নূরের গুরুত্ব বোঝানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের প্রভাব খাটিয়ে মুফতি, ইমাম ও আলেমদের সমর্থন নিয়ে রিসালায়ে নূরের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করানো এবং সরকারিভাবে তা ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। আহমদ হামদি রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত কথা রক্ষা করেননি। ১৯৫৬ সালে আফিয়ন কোর্ট থেকে রিসালায়ে নূরের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসের সুপারিশ নিয়ে ধর্মীয় দফতরের নতুন পরিচালক আইয়ুব সাবরীর নিকট পুনরায় আবেদন করার পরও কোনো কাজ হয়নি।

আমিরদাউ-এ তার আগের মতোই তার জীবন চলছিল। শুধু কিছুক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন আসে। যেমন আগে তার খাবার আসতো চালিশকান পরিবার থেকে কিন্তু এখন তার সাথের ছাত্ররাই তার খাবার তৈরি করে। আগে পত্রিকা পাঠ করতেন না এখন নিয়মিত ২/৩টি পত্রিকা তাকে পড়ে শুনানো হয়। ডেমোক্রেটিক পার্টি তার আমিরদাউ আসার ৬ মাস পর ক্ষমতায় আসে। তার চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কথা বলা হলেও তা কার্যকর হয়নি। এ বছর নতুন সরকার আজানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে সারাদেশ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বদিউজ্জামান চারশি মসজিদে তারাবিহ নামাজের জামায়াতে অংশ নিতে সক্ষম হন।

১৯৫০ সালের ১৪ মে ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনে বিজয় উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জালাল বায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামটি ছিলো নিম্নরূপ :

জনাব জালাল বায়ার

প্রজাতন্ত্রের মাননীয় প্রেসিডেন্ট

আমরা আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাদেরকে ইসলাম, দেশ ও জাতির খেদমত করার তৌফিক দিন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা সাফল্য লাভ করুন।

www.bjilibrary.com

রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের পক্ষে সাঈদ নুরসী। টেলিগ্রামের জবাব :

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী, আমিরদাউ

আমি আপনার আন্তরিক অভিনন্দনে অভিভূত এবং বিমুগ্ধ। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

জালাল বায়ার।

উল্লেখ্য, পঞ্চাশের দশকে সবচাইতে বেশি যুবক রিসালায়ে নূরের আন্দোলনে শামিল হন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আনকারা এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বদিউজ্জামানের জীবনের শেষ দশটি বছরে তার প্রধান কাজ ছিলো যুবকদের প্রশিক্ষণ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে আগামীদিনের নেতৃত্বের জন্য তৈরি করা। বদিউজ্জামানের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্ররা তার নির্দেশে আনকারার ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন এবং তারা চিঠিপত্র এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে বদিউজ্জামানের মতামত এবং পরামর্শ তুলে ধরেন। তারা আরপিপির সমর্থক এবং ধর্মের শত্রু যারা ডেমোক্রেটিক পার্টিতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষতি করার জন্য নানাবিধ চক্রান্ত করে যাচ্ছিল তাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন ডেমোক্রেটদের।

ডেমোক্রেট সরকারের বিচারমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সমাধান করে দেয়া সত্ত্বেও 'মূসা (আ)-এর লাঠি এবং 'জুলফিকারের' ১৭০টি কপি ইসপারতা কর্তৃপক্ষ ধ্বংস করে দেয়। এ কাজটা করে আরপিপির সমর্থক কর্মকর্তারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো সরকারের প্রতি রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের রুষ্ট করে তোলা; যাতে তারা ডেমোক্রেট সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। এই উগ্র দলবাদিতা সম্পর্কে বদিউজ্জামান তার লিখিত এক পত্রে নতুন প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশ যারা আরপিপি, কমিউনিস্ট এবং ম্যাসনের সমর্থক ছিলো, তারা বিভিন্নভাবে বদিউজ্জামানের ছাত্রদের উপর অত্যাচার ও হয়রানি অব্যাহত রাখে। তারা ধর্মপ্রাণ লোক যারা ধর্মের জন্য কাজ করছে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায় এবং তাদের ঐক্যে বাধাদান করতে বহুবিদ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে।

১৯৫১ সালে আমিরদাউ কোর্টে একটি মামলার হাজিরা দিতে গেলে ঐসব কর্মকর্তা বদিউজ্জামানকে ইউরোপীয় স্টাইলের একটি হ্যাট পরতে বললে বদিউজ্জামান তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ আমলারা বদিউজ্জামানকে হয়রানি করে এবং তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে। ১৯৫২ সালে

www.bjilibrary.com

একজন যুবকের কাছে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত 'A guide for youth'-এর একটি কপি পেয়ে তার এবং বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। অসুস্থতার কারণে বদিউজ্জামান হাজিরা দিতে পারেননি।

এই মামলায়ও তারা নির্দোষ প্রমাণিত হন। পরের বছর কৃষ্ণ সাগরের সামশনেও একটি মামলা দেয়া হয় এবং এই মামলায় বদিউজ্জামানের ছাত্র মুস্তফা সুংগুর আসামিদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে বদিউজ্জামান এবং তার ৮৯ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে গোপন সমিতি গঠন করার অভিযোগে ইসপারতা কোর্টে আরও একটি মামলা দায়ের করে। সাক্ষী প্রমাণের অভাবে এ মামলাটিও আদালত খারিজ করে দেয়। এরপর আনকারা ইসপারতাসহ দেশের আরও অসংখ্য স্থানে বদিউজ্জামানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের অভাবে সব মামলাই শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়।

কোরিয়ায় বদিউজ্জামানের ছাত্র

বদিউজ্জামান কোরিয়ার কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তুর্কি সরকারের সেখানে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। তিনি এ কথা জানার পর খুব খুশি হন যে, ১৯৫১ সালে তার ছাত্র বৈরান ইউকসেলকে কোরিয়া পাঠানো হচ্ছে। বৈরাম ইউকসেল সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। বদিউজ্জামান বলেন, "আমি কোরিয়ায় রিসালায়ে নূরের একজন ছাত্র পাঠাতে চেয়েছিলাম, হয় তুমি না হয় জিলান। কোরিয়ায় নাস্তিক্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়াটা জরুরি।" বদিউজ্জামান তুরস্কের NATO-তে যোগদান করা সমর্থন করেন এবং জাপানি সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফকে দেয়ার জন্য রিসালায়ে নূরের কিছু অংশ তার হাতে দেন। তিনি বলেন, তিনি যখন প্রথম ইস্তাম্বুল আসেন ১৯০৭ সালে তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। বৈরাম ইউকসেল বদিউজ্জামানের দোয়া নিয়ে কোরিয়া যান এবং সেখানে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন ও নিরাপদে দেশে ফিরে আসেন। তিনি সে সময় জাপান সফর করেন। জাপানি কমান্ডার কিছুদিন আগে মারা যাওয়ায় তার জন্য প্রদত্ত রিসালায়ে নূরের কপিটি তিনি টোকিও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দান করে আসেন। উল্লেখ্য যে, লেখক কয়েকবার কোরিয়া সফর কালে জানতে পারেন যে, তুর্কি সেনারাই সর্বপ্রথম কোরিয়ায় ইসলামের দাওয়াত দেয় এবং বেশ কিছু কোরিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে।

www.bjilibrary.com

ইসকিশেহির ও ইসপারতায় গেলেন বদিউজ্জামান

১৯৫১ সালের অক্টোবরে তিনি ইসদিশেহির যান এবং সেখানকার হোটেল ইয়ালদিকে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তার ছাত্রদের সাথে বিশেষ করে যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সর্বশ্রেণীর লোকেরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন সেনাবাহিনীর সদস্যসহ। এদের মধ্যে বিমানবাহিনীর লোকদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। এক মাসের অধিককাল এখানে অবস্থানের পর তিনি ইসপারতায় যান। ইসপারতায় তিনি দুই মাস ছিলেন। এ সময় ইস্তাম্বুল কোর্ট থেকে একটি সমন পেয়ে হাজিরা দেবার জন্য ইস্তাম্বুল যেতে হয়। 'এ গাইড ফর ইয়ুথ' ছাপার কারণে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহসিন আলেভ এবং বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করা হয়।

ইসপারতা এবং ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে তিনি বেশ কিছু চিঠি লিখেন, যা পরে সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়। সংকলনটির নাম দেয়া হয়- 'রিসালায়ে নূর জগতে প্রবেশের চাবি'। এই ছোট সংকলনটিকে পরে রিসালায়ে নূরের শেষ অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়। এখানে তিনি বিজ্ঞান এবং ঈমানের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "বিজ্ঞান ও ঈমান সাংঘর্ষিক নয়; বরং কুরআনের আলোকে বিবেচনা করলে বিজ্ঞান ঈমানকে সম্প্রসারিত এবং মজবুত করে।" রেডিও থেকে উৎসাহিত হয়ে তিনি একটি অংশ লিখেছিলেন। বদিউজ্জামান মাঝে মাঝে রেডিও শুনতেন। এ থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে 'বায়ু' এবং তার 'কর্তব্য' সম্পর্কে একটি অতি চমৎকার লেখা লিখেন যাতে আল্লাহর একত্ব এবং বিশাল ঐশ্বরিক শক্তিমত্তাকেই প্রমাণিত করে। এই লেখায় তিনি 'প্রকৃতি' বা 'হঠাৎ' সৃষ্টির তত্ত্বকে নাকচ করে দেন। উল্লেখ্য যে, 'এ গাইড ফর ইয়ুথ' সম্পর্কে আপত্তি ওঠার কারণ ছিলো যে এই লেখাটি তাতে সংযুক্ত করা হয়। আল্লাহর একত্ববাদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত ঈমানের অন্যান্য সত্যতা তিনি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল কলেজের ছাত্রদের সামনে পেশ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বদিউজ্জামানের সকল প্রচেষ্টার ভিত্তি এবং মূল কথাই ছিলো রিসালায়ে নূর প্রকাশনা ও বিতরণের মাধ্যম কুরআন এবং ঈমানের কাজের সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

গাইড ফর ইয়ুথ ট্রায়াল ১৯৫২

বদিউজ্জামান তার প্রথম ইস্তাম্বুল সফরের দীর্ঘ সাতাইশ বছর পর গেলেন ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে। নির্বাসনে যাবার পথে তিনি ইস্তাম্বুলে কয়েকদিন ছিলেন ২৭ বছর আগে। ১৯৫১ সালের দিকে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তার

www.bjilibrary.com

কিছু ছাত্র নতুন হরফে দুই হাজার কপি 'গাইড ফর ইয়ুথ' বইটি ছাপেন। এ কারণে সরকারি আইনজীবী আদালত ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে হাজিরা দেয়ার জন্য সমন পাঠায় বদিউজ্জামানের নিকট। সেই কুখ্যাত দণ্ডবিধির ১৬৩ ধারা মোতাবেক গাইড ফর ইয়ুথকে সেক্যুলারিজমের মূলনীতির বিরোধী বলে অভিযুক্ত করা হয়।

ইস্তাম্বুলে কোর্টের কাছাকাছি একশেহির প্যালেস হোটেলে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি ফাতিহ ডিস্ট্রিক্টের রাশিদিয়া হোটেলে চলে যান। এখানে অবস্থানকালে তার শত শত ছাত্র, পুরনো বন্ধু-বান্ধব, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিশেষ করে বিপুলসংখ্যক যুবক তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিটি শুনানির দিনে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। এসব শুনানি বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূর আন্দোলনের প্রচারণায় বিরাট অবদান রাখে।

শুনানির প্রথম দিনেই আদালতকক্ষ ও বারান্দা জনাকীর্ণ হয়ে যায়। অভিযোগ এবং 'বিশেষ প্রতিবেদন পাঠ' করার পর বদিউজ্জামানকে প্রশ্ন করা হয়। গাইড ফর ইয়ুথের সাথে সংশ্লিষ্ট করে যে অভিযোগ আনা হয় তার জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড দাবি করা হয় এবং সেই সাথে অতিরিক্ত অভিযোগ সংযুক্ত করা হয়; রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মের অপব্যবহার; 'ধর্মীয় শিক্ষাকে সমর্থন', 'ইসলামী পোশাক ও মহিলাদের আচরণবিধি সমর্থন,' ব্যক্তিগত মর্যাদা লাভ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি বদিউজ্জামানের বক্তব্যের পর ইস্তাম্বুলের তিনজন আইনজীবী তার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আদালত ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।

'বলকান সাময়িকী'তে 'প্রকাশিত গাইড ফর ইয়ুথের' একটি অংশের জন্য বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে আরেকটি অতিরিক্ত অভিযোগ আনা হয়। যেহেতু ১৯৪৩ সালে দেনিজলি আদালতে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং বদিউজ্জামানকে দায়মুক্ত করা হয় সে জন্য এই মামলায় তা উত্থাপন গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিযোগটি বাতিল করা হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারির খবর যেহেতু আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাই সকাল থেকেই শুনানি দেখার জন্য বদিউজ্জামানের শুভাকাঙ্ক্ষী ও ছাত্ররা আদালত প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকেন। জনতার ভিড় ঠেলে বিচারপতি, আইনজীবীদের আদালত কক্ষে প্রবেশ করতে খুবই কষ্টকর ছিলো। আদালত কক্ষে, বারান্দায় গোটা আদালত প্রাঙ্গণ ও সামনের রাজপথে তিলধারণের ঠাঁই ছিলো না। রাস্তায় যান চলাচল কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। জনতার অস্বাভাবিক ভিড়ের

www.bjilibrary.com

কারণে বিচারকাজ শুরু করা যাচ্ছিল না। জনতা বিচারক বা পুলিশ কারো কথা শুনছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে বদিউজ্জামান জনতার দিকে ফিরে জনতাকে বিচারকাজের সুবিধার্থে কক্ষের ভিড় কমানোর জন্য অনুরোধ করলে জনতা পিছিয়ে যান এবং আদালত কক্ষটি খালি করে দেন। এর ফলে বিচারকাজ শুরু হতে পারলো।

আদালত 'গাইড ফর ইয়ুথ'-এর প্রকাশকের বক্তব্য শুনেন এবং অতঃপর 'বিশেষ প্রতিবেদন' সম্পর্কে বদিউজ্জামান তার আপত্তি উত্থাপন করে বক্তব্য দেন। এরপর বিবাদি পক্ষের আইনজীবী রিপোর্টটির তীব্র সমালোচনা করে দীর্ঘ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অতঃপর বদিউজ্জামানের নামাজের জন্য আদালতের কাজ মুলতবি রাখার অনুরোধ জানালে ৫ মার্চ পর্যন্ত বিচারকাজ মুলতবি ঘোষণা করা হয়। জনতার করতালি এবং উল্লাসের মধ্য দিয়ে বদিউজ্জামান নামায আদায়ের জন্য সুলতান আহমদ মসজিদে গমন করেন।

৫ মার্চ শুনানির দিন পুলিশ জনতাকে আদালত ভবনে প্রবেশের কড়াকড়িভাবে বাধা প্রদান করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আদালতকক্ষে সেদিনও প্রচণ্ড ভিড় হয়। এই ভিড়ের মধ্যে গাইড ফর ইয়ুথের প্রকাশক মুহসিন আলেভ এরপর প্রথমে বদিউজ্জামান এবং পর পর তিনজন আইনজীবী অভিযোগের জবাব দিয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

পুনরায় বদিউজ্জামান দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তার বিরুদ্ধে প্রধানত যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা হলো তিনি সরকারের বিরোধিতা করেন বা করেছেন। কিন্তু এতে তো জনশৃঙ্খলার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি এবং সরকারের বিরোধিতা করাটা কোনো অপরাধ হতে পারে না। পক্ষান্তরে সরকারের ভুল কাজ, জুলুম, নির্যাতন এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা বৈধ এবং ন্যায়বিচারের খাঁটি উপাদান। দ্বিতীয়ত, জননিরাপত্তা বাধা দেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ ছয়টি আদালত ছয়টি প্রদেশে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, বদিউজ্জামানের ছাত্ররাই শান্তি রক্ষাকারী। বদিউজ্জামান তার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন : সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী! ২৮ বছর যাবৎ তারা এইভাবে আমার এবং আমার ছাত্রদের উপর অযৌক্তিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে। সরকারি আইনজীবী এই আদালতেও আমাকে অপদস্থ করতে পিছপা হননি। আমরা কুরআন এবং ঈমানের স্বার্থে সবই চরম ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছি এবং কুরআন ও ঈমানের পথে আমাদের যাত্রা অব্যাহত আছে। তিনি ঘোষণা করেন, আমরা বিগত সরকারের

www.bjilibrary.com

যেসব কর্মকর্তা আমাদের উপর যারা স্বৈরাচারী নির্যাতন চালিয়েছে তাদের আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি। তাদের যে পরিণতি হয়েছে সেটাই তাদের প্রাপ্য। আমরা আমাদের অধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর শুকরিয়া জানাই, যিনি আপনাদের মতো বিশ্বাসী বিচারকদের সামনে আমাদের এই কথাগুলো বলার সুযোগ দিয়েছেন।

বদিউজ্জামানের তিনজন আইনজীবী তাদের বক্তব্যে অভিযোগগুলোর জবাব দেন। বিচারকরা সুবিবেচনার সাথে সর্বসম্মত রায়ে পুনরায় তাদের বেকসুর খালাসের ঘোষণা প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সাথে সাথে বদিউজ্জামানের ছাত্র এবং উপস্থিত দর্শকরা তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে ঐ মামলার প্রধান বিচারক মন্তব্য করেন:

'তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন, বিচারের ফলাফল কোন্ দিকে যাচ্ছে। তিনি বিন্দুমাত্র দুঃশ্চিন্তা এবং উত্তেজনা প্রকাশ করেননি। তিনি নিরুদ্বেগ ছিলেন যেন বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে আয়েশিভাবে কথাবার্তা বলছেন। তার বক্তব্যে পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চারণভঙ্গি ছিলো।'

একশেহির প্যালেস এবং রাশিদিয়া হোটেল

ইস্তাম্বুলের এ দুটো হোটেলে এ যাত্রায় বদিউজ্জামান প্রায় দু-তিন মাস অবস্থান করেন। এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা আছে। যারা বদিউজ্জামানের সফরসঙ্গী বা মামলার সহ-অভিযুক্ত ছিলেন তারাও বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহসিন আলেভ। তিনি লিখেছেন, যখন উস্তাদ ইস্তাম্বুল আসলেন, তখন মনে হচ্ছিল গোটা শহরের অধিবাসী যেন একশেহির প্যালেস হোটেলে ভেঙে পড়েছেন। প্রতিদিন শত শত লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত লোক ছিলেন। একজন ছিলেন বিখ্যাত কবি ও লেখক 'বুউয়ুক দোইয়ু' ম্যাগাজিনের প্রকাশক নাজিব ফাজিল কিসাকুরেক। রাশিদিয়া হোটেলে থাকাকালে দেখা করেন, সারদেনজেতি ম্যাগাজিনের প্রকাশক এবং লেখক উসমান ইউকসেল।

প্রকৃতপক্ষে এইসব ম্যাগাজিন এবং আশরাফ আদিবের সম্পাদিত সাবিলুর রাশাদ ইত্যাদি ইসলামী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমেই শিক্ষিত যুবকশ্রেণী বদিউজ্জামান সম্পর্কে জানতে পারেন। মুহসিন আলেভ নিজে এই ময়দানে সক্রিয় ছিলেন। গালাতাসারে লাইজী-এর ছাত্র শওকত ইয়োজি পরবর্তী বছরগুলোতে অনেকগুলো সাময়িকী এবং সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন।

www.bjilibrary.com

তাদের তিন বন্ধু স্কুলজীবন থেকেই হাতে লেখা রিসালায়ে নূর কপি করতেন এবং তা বিতরণ করতেন। তারা হোটেলে অবস্থানরত বদিউজ্জামান নূরের খবর পেয়ে দেখা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বদিউজ্জামানের সহজ-সরল জীবন, সদাচরণ এবং তাদের প্রতি আগ্রহে তারা বিমুগ্ধ হন।

"হোটেলের সর্বোচ্চ তলায় একটি কক্ষে বদিউজ্জামান অবস্থান করছিলেন। আমরা কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম নিচু সিলিং এবং ছোট জানালা। উস্তাদ বিছানার উপরই বসেছিলেন। তিনি মাথায় একটি রঙিন পাগড়ি পরিধান করেছিলেন। তার কক্ষে একটি ছোট রেডিও ছিলো শেলফের উপর রাখা। এছাড়া অন্য কিছু দেখলাম না। আমরা মেঝেতে বসলাম। উস্তাদ তুর্কি ভাষায় কথা বললেন কিছুটা পূর্বাঞ্চলীয় বাচনভঙ্গিতে। আমরা গালাতাসারের ছাত্র বলে তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি বিশেষ করে বলশেভিজমের ব্যাপারে কথা বললেন। তখনও সমাজতন্ত্র তুরস্কে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বদিউজ্জামান ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন, ভবিষ্যতে কমিউনিজম তুরস্কের জন্য বড় ধরনের সঙ্কট তৈরি করবে।

বদিউজ্জামানের এবারকার ইস্তাম্বুল সফর নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি এবং তার প্রতি সমর্থন প্রকাশ পায়। তার ফলে বিপুলসংখ্যক নতুন যুবক রিসালায়ে নূর আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরবর্তীকালে এরাই বদিউজ্জামানের ঘনিষ্ঠ ছাত্রে পরিণত হয় এবং রিসালায়ে নূরের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বদিউজ্জামান এখানে অবস্থানাকলে ইতঃপূর্বে যেসব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন ঐসব জায়গায় যান। যুদ্ধ মন্ত্রণালয়– যা এখন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যেখানে তাকে কোর্ট মার্শাল মোকাবিলা করতে হয় ১৯০৯ সালে সেসব জায়গাও তিনি পরিদর্শন করেন। আরেকজন ছাত্র লিখেছেন, বদিউজ্জামান এই বৃদ্ধ বয়সেও যখন হাঁটতেন তখন একজন যুবকের মতো হাঁটতেন। তিনি বিখ্যাত ফাতিহ মসজিদ থেকে নামায শেষে যখন বের হতেন উৎসাহী জনতা তার হাতে চুমো দেয়ার জন্য খুব ভিড় করতেন। সেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে তাকে ট্যাক্সিতে উঠতে হতো।

কিন্তু বদিউজ্জামানের শত্রুরা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসেছিল না। একশেহির প্যালেস হোটেলে থাকাকালে আবারও তাকে বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। বদিউজ্জামান তার খাদ্য ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য জানালার বাইরে রেখেছিলেন। তখন তার খাদ্যে বিষ নিক্ষেপ করা হয়। বদিউজ্জামান কী ঘটেছে তা বুঝতে পেরে হোটেলের

www.bjilibrary.com

কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানান। পরে জানা যায়, বদিউজ্জামানের পাশের কক্ষে অবস্থানরত তাশনাক নামক একজন আর্মেনীয় যুবক বদিউজ্জামানের খাদ্যে বিষ মিশানোর কথা ধরা পড়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি দেন। তাকে এড্রিন থেকে এই কাপুরোষোচিত অপরাধের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

পাগড়ি অপসারণ করে হ্যাট

১৯৫২ সালের মামলায় বেকসুর খালাস পাবার পরপরই বদিউজ্জামান আমিরদাউ ফিরে আসেন। তিনি একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তার যেসব শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুবান্ধব তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান তাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। আমিরদাউ আসার পর আবার তিনি বেআইনিভাবে হয়রানির শিকার হলেন। এবার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো কতিপয় সেনাসদস্য এবং সেটাও তার পোশাক নিয়ে। একদিন তিনি ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে হাঁটতে বের হলে একজন সার্জেন্টসহ তিনজন সৈনিক তাকে অনুসরণ করে। তিনি যখন একাকী একটি পাহাড়ের উপর বসেছিলেন তখন ঐ সেনাসদস্যরা তার কাছে আসে এবং জোরপূর্বক তার পাগড়ি অপসারণ করে হ্যাট পরতে বলে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়।

বিষয়টি সম্পর্কে বদিউজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিচারমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখেন এবং তার কপি এসেম্বলি মেম্বার ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেয়া হয়। বুযুক জিহাদ পত্রিকায় তার চিঠি ছাপা হয়। সরকারি উকিল বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে শামসুন কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সরকারি উকিলের পীড়াপীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত বদিউজ্জামান শামসুন কোর্টে হাজিরার জন্য ইস্তাম্বুল পৌঁছার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল ফৌজদারি আদালতে শুনানি চলে এবং মামলায় বদিউজ্জামানকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। যা হোক, এই অনাকাঙ্ক্ষিত মামলার কারণে বদিউজ্জামানের পুনরায় ইস্তাম্বুল সফর হয় এবং তিনি এবার তিন মাস ইস্তাম্বুলে কাটান।

পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আকবর আলী শাহ তুরস্ক সফরকালে বদিউজ্জামান নূরসীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটা ছিলো তার সরকারি সফর। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী তৌফিক আইয়োলারীর পরামর্শে পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সাঈদ নূরসীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতের সময় সালিহ আজকান দোভাষী হিসেবে কাজ করেন।

www.bjilibrary.com

সাক্ষাৎকারে বদিউজ্জামান অতিথিকে রিসালায়ে নূর সম্পর্কে অবহিত করেন। আলোচনা যখন জটিল রূপ নিয়েছিল তখন সালিহ আজকানের পক্ষে অনুবাদ করা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় বদিউজ্জামান সরাসরি আরবিতেই কথাবার্তা শুরু করেন। তার আরবি এতটাই চমৎকার ছিলো যে, এমন আরবি আমি আর কারো কাছে শুনিনি। পাকিস্তানের প্রতিমন্ত্রী আলোচায় খুবই খুশি হন। তিনি পরদিন আবার বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু বদিউজ্জামান তাকে সময় দিতে পারেননি। পরদিন মন্ত্রী আনকারার উদ্দেশে রওনা করার আগে বদিউজ্জামান নিজেই বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চলে আসেন এবং একই গাড়িতে তিনি ৭-৮ কিলোমিটার পর্যন্ত যান। আলী আকবর শাহ এতে খুব খুশি হন। তিনি আনকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক সমাবেশে বদিউজ্জামান ও রিসালায়ে নূর সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। তিনি পাকিস্তানে ফেরত গিয়ে সাঈদ নূরসীকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বদিউজ্জামান জবাব দিয়েছিলেন, তার যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে তুরস্ক, আসল রোগটা দেখা দিয়েছে সেখানে।

১৯৫০ সাল থেকে দেশের বাইরেও রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েন। পাকিস্তান, ইরাক, সৌদি আরবের হিজাজ, সিরিয়া, ইরানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে বদিউজ্জামানের ছাত্ররা সফর করেন এবং রিসালায়ে নূরের তৎপরতা শুরু করেন। তাছাড়া বিভিন্ন দেশেও রিসালায়ে নূরের প্রতিনিধি পাঠানো হয়। মহসিন আলেভকে জার্মানি পাঠানো হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বদিউজ্জামানকে সফরে আমন্ত্রণ জানায়। তুরস্কের সাথে মুসলিম বিশ্বের দূরত্ব কমানোর জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সালাহউদ্দীন চালাবীও এই ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখেন। বদিউজ্জামান গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ, রোমান ক্যাথলিক চার্চ পরিদর্শন করেন এবং তাদের ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করেন।

আবার এলেন ইস্তাম্বুল

১৯৫৩ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আমিরদাউ থেকে আবার ইস্তাম্বুল এলেন শামসুন যাবার পথে। প্রথমে তিনি বেইজিদে মারমারা প্যালেস হোটেলে ওঠে এর বসফরাসের এশিয়ান অংশে চামলিজা হোটেলে একরাত কাটান এবং তারপর উসফদারে কয়েকদিন থাকেন। অতঃপর তার ইস্তাম্বুলের এক ছাত্র মোহাম্মদ ফিরিঞ্জির আমন্ত্রণে ফাতিহ-এর নিকটবর্তী দ্রামান এলাকায় ঐ ছাত্রের বাসভবনে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। ছাত্রের পরিবার পার্শ্ববর্তী অন্য এক বাসায়

www.bjilibrary.com

স্থানান্তর করা হয়। বদিউজ্জামান এই সাদাসিধা কাঠের তৈরি বাড়িতে তিনমাস অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এমনটি পছন্দ করতেন।

ইস্তাম্বুল আদালতে হাজিরা দেওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মেডিক্যাল রিপোর্ট সংগ্রহ ছাড়া এ সময় তিনি ফাতিহ সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ইস্তাম্বুল বিজয়ের ৫০০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান দেখেন। অসংখ্য লোক তার সাথে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাদের সময় দিতেন। ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি বাসে ইস্তাম্বুল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি অনেক চিঠি লিখেন। একটি চিঠিতে তিনি রেডিও সম্পর্কে একটি লেখা লিখেন, যা পরে রিসালায়ে নূরের জগতে প্রবেশের চাবি গ্রন্থে সংকলিত হয়।

বেশকিছু চিঠিতে আধুনিক জীবন এবং এর অপচয়িতা, অসংযমিতা এবং অলসতাকে উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। তিনি উল্লেখ করেন, "যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অবতীর্ণ ধর্মের মূলনীতির বিপরীত কাজ করে, তাই এর খারাপ দিকগুলোর কারণে ভালো দিকগুলো তলে পড়ে যায়, এর ভুল এবং ক্ষতিকর দিকগুলো এর কল্যাণকারিতা, দুনিয়ার জীবনের সুখ শান্তি এবং সভ্যতার সত্যিকার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে দেয়। যেহেতু মিতব্যয়িতা এবং তৃপ্তির স্থান দখল করে অপব্যয়িতা ও অসংযমিতা, অলসতা ও আরাম-আয়েশের আকাঙ্ক্ষা দমন করে প্রচেষ্টা ও সেবার মনোভাবকে এর ফলে দুঃখজনকভাবে মানুষ চূড়ান্তভাবে দারিদ্র্য ও অলসতায় নিমজ্জিত হয়। আল কুরআন বলে, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থায় অপচয় করো না (৭:৩১) এবং মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করবে (৫৩:৩৯)। এই পৃথিবীতে মানুষের সত্যিকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে মিতব্যয়িতা এবং তার প্রচেষ্টার মধ্যে এবং এসবের মাধ্যমেই ধনী ও গরিবের মীমাংসা হবে।

"আদিম যুগে যখন মানুষের স্থায়ী বাসস্থান ছিলো না তখন মানুষের মাত্র তিন-চারটি জিনিসের প্রয়োজন হতো, তাদের দশটি প্রয়োজনের মধ্যে দুইটি তারা জোগাড় করতে পারতো না। কিন্তু এখন অপচয়, অপব্যবহার, জৈবিক ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা যেমন অভ্যাস ও নেশা ইত্যাদির মাধ্যমে অদরকারী বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে অপরিহার্য বানিয়ে নিয়েছে, ফলে চারটি জিনিস যা তার প্রয়োজন পূরণ করতো তার পরিবর্তে আধুনিক সভ্যতা ২০টি জিনিসকে প্রয়োজনীয় বানিয়ে ফেলেছে। এবং এই ২০টির মধ্যে মাত্র দুইটির চাহিদা সে বৈধভাবে পূরণ করতে পারে এবং বাকি ১৮টির জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

www.bjilibrary.com

আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি বিস্ময়কর আবিষ্কারই মানবতার জন্য সর্বোচ্চ বদান্যতা এবং এসবই প্রশংসার যোগ্য ও মানবতার কল্যাণেই তা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এখন আমরা দেখছি, আধুনিক সভ্যতা বিপুল সংখ্যক মানুষকে অলসতা ও অনাচারে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করছে, তাদের আকাঙ্ক্ষাকে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় নিমগ্ন করছে এবং তাদের কর্মোদ্দীপনা ও কর্মপ্রচেষ্টা ধ্বংস করে দিয়েছে। অতৃপ্তি-অপচয়ের মাধ্যমে তাদের আমোদ প্রমোদ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডে নিক্ষিপ্ত করেছে।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা যেহেতু সত্যিকারভাবে অবতীর্ণ ধর্মের ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি তাই এটি মানুষের সদগুণাবলি বিলোপ করেছে এবং সেইসাথে তার মধ্যে ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। এই সভ্যতা মিতব্যয়িতা এবং তুষ্টির মূলনীতি ধ্বংস করেছে এবং অপচয়, লোভ লালসা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এটা মানুষের কাজের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মোদ্দীপনা ধ্বংস করে দিয়েছে। এটি আমোদ প্রমোদ, রুচির বিকৃতি এবং অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজে মানুষের জীবন নষ্ট করতে উৎসাহিত করে। উপরন্তু ঐসব অভাব এবং অলস লোকদের অসুস্থ করে ফেলে। অন্যায় সুবিধাভোগ করে অমিতাচারের মাধ্যমে এটি হাজারো রকম ব্যাধি ছড়িয়ে থাকে।

বদিউজ্জামান ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরিজ বক্তৃতা প্রদানের জন্য একজন ইংরেজ প্রাচ্য বিশারদ আগমন করেন। বদিউজ্জামানের ছাত্র মহসিন আলেভ এবং জিয়া হারুন তার প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ প্রাচ্য বিশারদ আল কুরআনের 'সাত আকাশ' সংক্রান্ত আয়াতের বিরোধিতা করে বলেন, আজকের জ্যোতির্বিদ্যা অনেক অগ্রসরতা লাভ করেছে। মহাকাশে ৭টি স্তর পাওয়া যায়নি। সুতরাং কুরআনের আয়াত বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অগ্রহণযোগ্য।

মুহসিন আলেভ এবং জিয়া হারুন বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি অবহিত করেন। রিসালায়ে নূর থেকে বিভিন্ন তথ্যসহ তিনি একটি নিবন্ধ সংকলন করেছেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মুহসিন এবং জিয়া হারুন ঐ নিবন্ধের কপি ইংরেজ প্রাচ্যবিশারদের বক্তৃতা শুরুর আগেই বিতরণ করেন। এর কপি তার হাতে পৌঁছলে তিনি তা পড়েন এবং তার বক্তব্য সংক্ষেপ করে দ্রুত হল ত্যাগ করেন এবং পরদিন তিনি বক্তৃতা করতে আর আসেননি।

www.bjilibrary.com

ঐ বছর খুব জাঁকজমকের সাথে ইস্তাম্বুল বিজয় দিবসের আয়োজন করা হয়। ২৯ মে মেহতার ব্যান্ড আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। মেহতার ব্যান্ড হচ্ছে ঐতিহাসিক সামরিক কুচকাওয়াজ, অটোম্যান সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক সাজে সজ্জিত হয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ সেনাবাহিনী তোপকাপি থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ফাতিহ প্রাচীর পর্যন্ত কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে সেনাবাহিনীর চৌকস জওয়ানরা। ইস্তাম্বুলবাসী এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান দেখার জন্য রাজপথের দ্বারে অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ঐতিহাসিক ফাতিহ মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে। এখানে মসজিদের বাইরে একটি বিশাল প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় এবং সারি সারি আসন দুইধারে সাজানো হয় দর্শকদের জন্য। বদিউজ্জামান সেখানে উপস্থিত হলে তাকে প্লাটফর্মে ইস্তাম্বুলের গভর্নরের পাশের আসনটিতেই বসার ব্যবস্থা করা হয়। বদিউজ্জামান খুব আগ্রহ ও আনন্দের সাথে মেহতার ব্যান্ড উপভোগ করেন।

বদিউজ্জামান তত্ত্বগতভাবে মুক্ত হলেও তাকে সর্বদাই গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হতো। দ্রামানে মাহমুদ ফিরিঞ্জিদের বাসভবনে অবস্থান করলেও তার সেই বাসভবনের সামনে পুলিশ পাহারা বসিয়ে রাখা হয়। তারা মাহমুদ ফিরিঞ্জিকে বলে, আমরা তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তার নিরাপত্তার জন্যই আছি। স্থানীয় মিল্লাত পার্টির চেয়ারম্যান হোসাইন জাহিদ পায়াজা বলেছেন, বদিউজ্জামান মসজিদে গেলেও গোয়েন্দা দল তার অনুসরণ করতো। একবার খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি ফাতিহ মসজিদ থেকে হেঁটে আয়াকোমিয়া যাবেন। এ কথা জানার পর প্রশাসন পেরেশান হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, বদিউজ্জামানের ব্যাপারে সরকারি প্রশাসন খুবই আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো, তারা তার ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শকে দারুণভাবে ভয় করতো। জনতার সাথে বেশি মিলামিশার সুযোগ পেলে কখন কী ঘটিয়ে ফেলেন এটা নিয়েই তাদের দুশ্চিন্তা ছিলো। সে জন্য তারা তাকে নির্বাসনে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে পাঠিয়েছে এবং মামলার পর মামলা দিয়ে তাকে ব্যস্ত রেখেছে।

হোসেন জাহিদ পায়াজা বদিউজ্জামান সম্পর্কে অনেক টুকরো ঘটনার উল্লেখ করেছেন। দ্রামানে একজন অমুসলিম গ্রীক দোকানদার সম্পর্কে পায়াজায়া বললেন, সেই গ্রীক দোকানির কাছ থেকে বদিউজ্জামান মাঝেমধ্যে জিনিসপত্র কিনতেন। দিমিত্রিয়স নামক এই গ্রীক দোকানদার একদিন পায়াজাকে বললেন, এই লোকটি কে, আসলে তোমরা তা জান না। যদি তিনি গ্রীসে থাকতেন তাহলে তাকে তারা সোনা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করে দিতেন। "মহসিন আলেভ বর্ণনা করেছেন, একদিন বদিউজ্জামান তার অভ্যাসমত গ্রাম এলাকা

www.bjilibrary.com

দিয়ে বেড়াতে বের হলেন। সেখানে বৈরুত থেকে আগত একজন খৃস্টান দৌড়ে বদিউজ্জামানের কাছে আসলেন। তিনি কথা বলতে চাইলে বদিউজ্জামান সানন্দের সাথে এবং আগ্রহের সাথেই তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন এবং তার কথা শুনলেন। এমনকি খ্রিস্টান লোকটি বদিউজ্জামানকে কফি পানের জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাও গ্রহণ করলেন।

দ্রামানে অবস্থানকালে রমজান মাস এসে গেল। মোহাম্মদ ফিরিঞ্জি জানিয়েছেন, পুরো রমজান মাসে বদিউজ্জামান রাতে ঘুমাননি। নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-মুনাজাতে কাটিয়েছেন। দিনের বেলায় স্বাভাবিক সকল কাজ– রিসালায়ে নূরের সম্পাদনা-সংশোধন, ছাত্রদের শিক্ষাদান, আগত লোকদের সাক্ষাৎকার দানের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

ইসপারতাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন

জুলাইয়ের শেষ দিকে বদিউজ্জামান আমিরদাউ গেলেন এবং এক সপ্তাহ পরই তিনি ইসকিশেহিরে হোটেল ইয়ালদিজে গিয়ে উঠছেন। আবার আগস্টের শেষ দিকে তিনি ইসপারতা সফরে গেলেন। এখানে এক ছাত্র নূর বেনশীর হোটেলে এক সপ্তাহ থেকে আবার তিনি ইসপারতায় তার সেই ভাড়া বাড়িতে ফিরে গেলেন। ইসপারতাকে তিনি খুব ভালো বাসতেন। তিনি তার জীবনের শেষ দিন গুলো ইসপারতায় তার ছাত্রদের সাথে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাড়িটি ছিলো বেশ প্রশস্ত। দুই দিকেই ছিলো বাগান এবং তার সঙ্গী ছাত্রদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত কক্ষ।

এ সময় বদিউজ্জামানের সাথে তার চার পাঁচজন ঘনিষ্ঠ ছাত্র থাকতেন। জুবায়ের, গুন্দুজাল, তাহিরী মুতলু, মুস্তফা সুংগুর, বৈরাম ইউকসেল এবং জিলান চালিশকান তার সাথে থাকতেন তার কখন কী প্রয়োজন হয় এসব দেখার জন্য এবং নিজেদের প্রশিক্ষণের জন্য। এই ছাত্রগণ পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বদিউজ্জামান এই সময় তাদের সাথে নিয়ে গ্রুপ স্টাডি শুরু করেন। ফজরের নামাজের পর শুরু করে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত এই স্টাডি চলতো। উপস্থিত সবাই পর্যায়ক্রমে উচ্চৈস্বরে রিসালায়ে নূর পাঠ করতেন এবং বদিউজ্জামান ব্যাখ্যা করতেন। বৈরাম ইউকসেল বলেছেন, বদিউজ্জামানের ২০ বছরের যুবকের মতো এনার্জি ছিলো। এত দীর্ঘ সময় স্টাডি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তার যুবক ছাত্রদেরও সহ্য হতো না। অথচ উস্তাদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি ছিলো না।

www.bjilibrary.com

ছাত্ররা বদিউজ্জামানের আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা সংক্রান্ত অনেক ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু ওসব ঘটনা রেকর্ড করা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে বদিউজ্জামানের নিষেধাজ্ঞা ছিলো। ব্যক্তি প্রচারমূলক বিষয়গুলো থেকে তিনি তার ছাত্রদের সব সময় বারণ করতেন। তার জীবনী যারা লিখেছেন তাদের ব্যক্তির প্রচার বা ব্যক্তির কেরামতির বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু কুরআন ও বিশ্বাসের খেদমত এবং রিসালায়ে নূরের মাঝে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

১৯৫৪ সালে তিনি আরেকবার বারলায় সফরে যান। বিশ বছর আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। তিনি বারলায় এসে প্রথমে রিসালায়ে নূর মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন তখন আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। কারণ এখানে তিনি ৮ বছর ছিলেন এবং রিসালায়ে নূর রচনায় বেশিরভাগ কাজ এখানেই হয়।

বয়স বাড়ার কারণে এসব সফর বদিউজ্জামানের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। প্রতিদিন তিনি সজীব বাতাসের জন্য বাইরে বের হতে চাইতেন। তার ইসপারতা, আইনেবলু এবং আমিরদাউ-এর ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হলেন এবং বদিউজ্জামানের জন্য একটি জিপ আনলেন কিন্তু এটা তার জন্য আরামদায়ক না হওয়ায় জিপটা বদলিয়ে তারা একটা শেভরোলেট গাড়ির ব্যবস্থা করলেন ১৯৫৩ সালে। বাকি জীবনে বদিউজ্জামান এ গাড়িটাই ব্যবহার করেন।

রিসালায়ে নূর ও অন্যান্য তৎপরতা

১৯৫৭ সালে আনকারা এবং ইস্তাম্বুল থেকে আধুনিক প্রেসে নতুন হরফে রিসালায়ে নূর ছাপা শুরু হওয়ার পর বদিউজ্জামান ঘোষণা করলেন, "এখন সময় হলো রিসালায়ে নূরের উৎসব করার। আমার দায়িত্ব শেষ। আমি এই সময়টার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আমি যেতে পারি।" তিনি খুবই উৎফুল্ল এবং পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি ইয়োরিদির লেইক, বারলা এবং আরও অনেক জায়গায় ঘোড়ার অথবা গাধার পৃষ্ঠে উঠে কিংবা মোটর গাড়িতে চড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন।

প্রথমে বদিউজ্জামান চেষ্টা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসকে দিয়ে সরকারিভাবে রিসালায়ে নূর প্রকাশনা ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে। প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেস বদিউজ্জামানকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি এসেম্বলী সদস্য ড. তাহসিন তোলাকে ধর্মীয় পরিদপ্তরের মাধ্যমে রিসালায়ে নূর ছাপার বন্দোবস্ত করতে বলেন। কিন্তু আমলাদের কারসাজিতে শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। যা

www.bjilibrary.com

হোক বদিউজ্জামান তার ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন বিপুল পরিমাণে রিসালায়ে নূর ছাপার জন্য। তখন কাগজের সঙ্কট ছিলো। ড. তাহসিন তোলা ডেমোক্রেট সরকারের মাধ্যমে কাগজ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ড. তোলা এসেম্বলী সদস্য হিসেবে সুযোগ নিয়ে রিসালায়ে নূরের কপি ভালোভাবে বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করলেন ইস্তাম্বুল থেকে তার নিজের তত্ত্বাবধানে।

১৯৫৮ সালে বদিউজ্জামানের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ছাত্র তার আনুষ্ঠানিক জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করেন। রিসালায়ে নূরকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানানোর জন্য তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলির বর্ণনা অধিকাংশই বাদ দিয়ে দেন। এমনকি তার ছবি ছাপাতেও নিষেধ করা হয় এবং আলোচনাক্রমেই জীবনীগ্রন্থে কোনো ছবি না ছাপার সিদ্ধান্ত হয়। পরে অবশ্য বদিউজ্জামানের অনুমোদনক্রমে কিছু ছবি সংযুক্ত করা হয়।

এ সময় রিসালায়ে নূর অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের উপর বদিউজ্জামান গুরুত্ব আরোপ করেন। তার কিছু আরবিতে লেখা এবং বক্তৃতা ছিলো যেগুলো তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আবার তুর্কি ভাষায় রচিত রিসালায়ে নূরের আরবি অনুবাদ করা হয়। বদিউজ্জামান নিজে তার দামেস্কের বক্তৃতা তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেন। তার ভাই আব্দুল মজিদ মূসা (আ)-এর লাঠি গ্রন্থের আরবি অনুবাদ করেন। অলৌকিকত্বের স্বাক্ষর, মসনবিয়ে নূরীর আরবি থেকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করেন।

বদিউজ্জামান ও ডেমোক্রেটিক পার্টি

বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের কাজের ধরন এবং পদ্ধতি ব্যতিক্রমধর্মী। গোটা মুসলিম বিশ্বে তা নজিরবিহীন। সমকালীন ইসলামী আন্দোলনগুলো সরাসরি বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। কিংবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অথবা সহিংস প্রক্রিয়ায় ইসলামের খেদমত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে বদিউজ্জামানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ইতিবাচক।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে বদিউজ্জামান 'শান্তিপূর্ণ জিহাদ' অথবা 'মৌখিক জিহাদ' পরিচালনায় কৌশল গ্রহণ করেন। আগ্রাসী, নাস্তিক্যবাদ ও অধার্মিকতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসকারী কমিউনিজম ও অন্যান্য অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় ঈমানের ভিত্তি মজবুত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বদিউজ্জামানের

www.bjilibrary.com

রিসালায়ে নূর আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এসব অপশক্তির সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির পথে রিসালায়ে নূর একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকার যখন থেকে ভবিষ্যতে বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারে তখন থেকে রিসালায়ে নূরের প্রতি এবং বদিউজ্জামানের ছাত্রদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য আরো পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে। বদিউজ্জামান এটাকে ডেমোক্র্যাট সরকারের রিসালায়ে নূরে ছাত্রদেরকে সংগ্রামে সহায়তা করে বলে আখ্যায়িত করেন এবং সরকারকে সমর্থন দানের প্রস্তাব করেন এবং তিনি মাঝে মধ্যে নিজেই এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করতেন।

অন্য আরো অনেক গ্রুপ ও ব্যক্তি যেখানে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভুলবশত নেতিবাচক মাধ্যম গ্রহণ করে থাকেন সেক্ষেত্রে বদিউজ্জামানের ছাত্ররা একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া অবলম্বন করায় ডেমোক্রেট সরকার তাদের ব্যাপারে একটি উদার দৃষ্টি গ্রহণ করে। রিসালায়ে নূর প্রকাশ্যে ছাপার অনুমতি প্রদান করে এবং বদিউজ্জামানের ছাত্রদের উপর নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়া বন্ধ করে। বদিউজ্জামান ডেমোক্রেটদের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসের প্রতি তার সমর্থন অব্যাহত রাখেন। মেন্দারেস এবং সরকারকে রিপাবলিকান পিপলস পার্টির প্রতিহিংসামূলক বিরোধিতা মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হয়।

বিশেষ করে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরপিপির সমর্থক আমলারা নানাভাবে বদিউজ্জামান ও তার ছাত্রদের ওপর ডেমোক্রেট শাসনামলেও হয়রানি ও নির্যাতন চালায়। বদিউজ্জামান এবং তার সরকার ইসলামের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সিকি শতাব্দী যাবৎ আরপিপি ইসলামের যে বিরাট ক্ষতিসাধন করে তা পূরণ করে তুর্কি জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় মেন্দারেস সরকার যে কাজ করে গিয়েছিল বদিউজ্জামানের মৃত্যুর দুই মাস পর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সত্ত্বেও জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। তুর্কি জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা বহাল রাখার জন্য রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করেছিল তার মাধ্যমে তুরস্কে ইসলামের ভবিষ্যৎ বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। বদিউজ্জামান এ সম্পর্কে এসেম্বলীর একজন স্বতন্ত্র সদস্য গিয়াসউদ্দিন আমরির নিকট মন্তব্য করেছিলেন:

"আদনান মেন্দারেসে ধর্মের একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি ধর্মের বিরাট খেদমত করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার ফল দেখে যেতে পারবেন না।

www.bjilibrary.com

আদনানের মতো আমিও এর ফলাফল দেখে যেতে পারবো না। আমাদের উভয়ের ফলাফল সামনে দেখা দিবে।"

বদিউজ্জামান বৈরুতের প্যালেস হোটেল ত্যাগ করছেন (আঙ্কারা, ডিসেম্বর ১৯৫৯)

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান নিজ গাড়িতে বসা (ইস্তাম্বুল, জানুয়ারি ১৯৬০)

বদিউজ্জামানের গাড়ি (ইস্তাম্বুল, ১৯৬০)

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেমোক্রেটের ইসলামের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বদিউজ্জামান তাদের সামনে কিছু মূলনীতি উপস্থাপন করেন, যা ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার জন্য যারা রাজনীতিকে ব্যবহার করছে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করবে, সমাজে ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে সংহতি বৃদ্ধি করবে।

দেড় শতাব্দী যাবৎ তুর্কি সমাজে যে বিতর্ক চলে আসছিল তার মূল কথা ছিলো তুর্কি সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে এবং যখন সাম্রাজ্যের পতন হলো তখনকার বিষয়বস্তু ছিলো তুরস্কের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথ কোনটি। একদিকে ছিলেন তারা যারা পাশ্চাত্যকরণের এবং মানুষের তৈরি দর্শনকে সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের পক্ষে। আরেকটি পক্ষ ছিলো যারা বিশ্বাস করতেন ধর্ম তথা ইসলামই সত্যিকার সভ্যতার উৎস। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বদিউজ্জামান নূরসী যিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য থেকে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু অন্য কিছু নয়। এভাবে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যকার সংগ্রাম তুরস্কের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের তীব্র সংঘাতে রূপান্তরিত হলো। বদিউজ্জামান তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন একথা প্রমাণ করার জন্য যে পাশ্চাত্য দর্শন ও সভ্যতার চাইতে ধর্ম ও ইসলাম শ্রেষ্ঠ এবং মানবজাতির সমস্যার সমাধান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এর মধ্যেই নিহিত। রিসালায়ে নূরের বিভিন্ন জায়গায় বদিউজ্জামান বিশ্বাস ও ঈমান প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে এ কথাই চাক্ষুষভাবে এবং হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন। এখন তার জীবনের তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়ে এসে বদিউজ্জামান প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস ও ডেমোক্রেটদের নিকট সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু ত্রুটি নির্দেশ করেন এবং এসব ত্রুটির উৎস, মূল দর্শন, পরিণতি এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বদিউজ্জামান কুরআন ও হাদিস থেকে মূলনীতি হিসেবে তা উপস্থাপন করেন।

যেমন "একজনের ত্রুটি বা অপরাধের জন্য অন্য কাউকে দায়ী করা যাবে না"– এই মূলনীতির কথা বদিউজ্জামান বারবার উল্লেখ করতেন। এটা সমাজের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান হতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত হচ্ছে, প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য এককভাবে নিজেই দায়ী হবে এবং (কিয়ামতের দিন) কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের বোঝা বহন করবে না।" (আল কুরআন ৬:১৬৪) পাশ্চাত্য দর্শন থেকে উৎসারিত

www.bjilibrary.com

রাজনীতি ও কূটনীতিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। "জাতি ও সমাজের জন্য ব্যক্তি তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে। দেশের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা যেতে পারে।" পাশ্চাত্য দর্শনের এ ধরনের মূলনীতিই মূলত অপরাধের বিস্তার ঘটিয়েছে। ইতিহাস এ কথাই বলে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে যে কোটি কোটি মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এইসব ভুল তত্ত্বের কারণেই। এই তত্ত্ব দশজন অপরাধীর জন্য ৯০ জন নিরপরাধ লোককে হত্যার লাইসেন্স দিয়েছে। অথচ আল কুরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে অন্য একজনের অপরাধের জন্য কেউ দায়ী নয়। কোনো নির্দোষ লোককেই তার সম্মতি ছাড়া হত্যা করা যাবে না। এমনকি তা সমস্ত মানবজাতির জন্য হলেও না। এটাই মানুষের জন্য সত্যিকারের ন্যায়বিচার। দেশ বা জাতির ভুল দোহাই ও মিথ্যা প্রণোদনা দিয়ে মানুষকে অপরাধে উদ্বুদ্ধ করাকে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

তথাকথিত পাশ্চাত্য দর্শন মানুষের মধ্যে এক ধরনের দলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। তুর্কি সমাজে এটার প্রভাব লক্ষ্য করেই বদিউজ্জামান উল্লেখিত মূলনীতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক দলের জন্য সবকিছু করতে পারি অথবা দলের একজনের অপকর্মের জন্য অন্যদের দায়ী করার প্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে এই তথাকথিত অংশীদারিত্ব অন্যায় এবং অপরাধকেই উৎসাহিত করার আশংকা দেখা দেয়। এসব প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই বদিউজ্জামান আইনের মূলনীতি হিসেবে কুরআনের মূলনীতিকে গ্রহণের আহ্বান জানান। সেই সাথে মূলনীতি হতে পারে ভ্রাতৃত্ব "অবশ্যই বিশ্বাসীরা একে অপরের ভাই (কুরআন ৪৯:১০) এবং ঐক্য– "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। আরেকটি আইনের মূলনীতি গ্রহণের জন্য বদিউজ্জামান প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস এবং ডেমোক্রেটদের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটি একটি বিখ্যাত হাদিস, "জাতির নেতারা হবেন জনগণের খাদেম"। বিগত সরকারের পাশ্চাত্তকরণ নীতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ ও সরকারি দলের কর্মকর্তারা তাদের পদ-পদবিকে জনগণের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার, তাদের শোষণ এবং দমনের জন্য ব্যবহার করছিল। জনগণের উপর স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরশাসন চেপে বসেছিল এবং ন্যায়বিচার ও মূল্যবোধ খতম করে দেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে আমলাদের একটি অংশ যে জনগণের সেবার পরিবর্তে নানাভাবে জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন করছিল তাদের সম্পর্কে ১৯৫২ সালেই বদিউজ্জামান মেন্দারেসকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং

www.bjilibrary.com

তিনি এ কথাও বলেছিলেন, এদের একটি চক্র তৈরি হয়েছে যারা ডেমোক্রেট সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে। কার্যত এদের সাথে যোগসাজশ করেই বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদী এবং আরপিপি সম্মিলিতভাবে ডেমোক্রেট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের বিজয়

ইসমত ইনোনু এবং আরপিপি'র পক্ষ থেকে মেন্দারেস এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা আরও তীব্রতর করা হয়েছিল। মেন্দারেস সরকার ইসলামের অনুকূলে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা তাদের অবস্থান আরও মজবুত ও সংহত করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিগত সরকারের সমর্থকরা পুলিশ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামোতে যথেষ্ট সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিলো এবং তারা বদিউজ্জামান ও রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচারণা, আর মামলা ও নজরদারি বৃদ্ধির মাধ্যমে হয়রানি অব্যাহত রাখে।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও ডেমোক্রেটিক পার্টি জয়লাভ করে, তবে তাদের আসন সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। বিরোধী দল সরকারবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখে এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশ্য বিক্ষোভে রূপ নেয়। উল্লেখ্য যে, বদিউজ্জামান প্রকাশ্যে ডেমোক্রেটদের সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি ভোট দেন এবং তার সকল ছাত্র ও অনুসারীদের ভোট দানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে আরপিপির নির্বাচনে জয়লাভের আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইসমত ইনোনু নিজে মন্তব্য করেছেন, মেন্দারেস নন, বদিউজ্জামানই আমাদের পরাজিত করেছেন।

ইতোমধ্যে সরকারিভাবে ছেপে রিসালায়ে নূর বিনামূল্যে বিতরণ এবং ডেমোক্রেট সরকারের অধীনে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবার ফলে রিসালায়ে নূর আন্দোলন দেশব্যাপী ভালো শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়। সারাদেশেই রিসালায়ে নূর সেন্টার স্থাপিত হয়। শুধু দিয়ারবাকির এলাকাতেই দুইশত সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সবের মধ্যে ৫টি কেন্দ্র ছিলো শুধু মহিলাদের জন্য। প্রতিটি কেন্দ্রে দারসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং একেকটি দারসে সহস্রাধিক লোক উপস্থিত থাকেন। সারাদেশেই রিসালায়ে নূর আন্দোলনের জাল বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

রিসালায়ে নূর আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ধর্মের শত্রুরাও নানা কৌশলে বদিউজ্জামান এবং রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের উপর নির্যাতন ও হয়রানি বৃদ্ধি করে। বদিউজ্জামান এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। তার জীবনের উপর পুনরায় তারা হুমকি প্রদর্শন করে। আবার তার বাড়িতে এক অজ্ঞাত লোক প্রবেশ করে তার পানির জগে বিষ নিক্ষেপ করে।

আরপিপি'র লোকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের দেশের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। একই সঙ্গে একশ্রেণীর সংবাদপত্রে 'নূরসীর সমর্থকদের সংস্কারের শত্রু' আখ্যায়িত করে হৈচৈ করা হয়। এর প্রতিবাদে রিসালায়ে নূরের ছাত্ররা সংবাদপত্রে একটি প্রতিবাদলিপি পাঠান এবং মিথ্যাচারের জবাব দেন। এর ফলে ১১ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে আনকারা কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী ছাত্রদের পক্ষে মামলার লড়াই করেন এবং ছাত্ররা মুক্তি পায়। আইনজীবী হিসেবে বাকির বার্ক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বদিউজ্জামান তাকে তার এটর্নি নিযুক্ত করেন। কোনিয়াতেও রিসালায়ে নূরের ছাত্রদের গ্রেফতার ও মামলা করা হয়। একই সময় জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করে দেশব্যাপী সংবাদপত্রে বদিউজ্জামানের বিরুদ্ধে তার ভাবমর্যাদা নষ্ট করার জন্য বিশেষ প্রচারাভিযান চালানো হয়। বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররা এসব মিথ্যা প্রচারণা বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেননি। তারা মিথ্যা প্রচারণার মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। বদিউজ্জামানের মৃত্যু পর্যন্ত এই জঘন্য মিডিয়া ক্যাম্পেইন অব্যাহত থাকে। সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলার কারণেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্রদের বিরুদ্ধে এতটা হিংস্র অভিযান পরিচালনা করে। যদিও সকল মামলা থেকেই শেষ পর্যন্ত বদিউজ্জামান এবং তার ছাত্ররা রেহাই পান।

সাফল্যের হাতিয়ার 'ইখলাস'

আগেও এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিসালায়ে নূর আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিলো ইখলাস-আন্তরিকতা। এর সাফল্য ও বিজয়ের গূঢ় রহস্য নিহিত ইখলাসের মধ্যে। আল্লাহর সন্তোষ অর্জন ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য ছিলো না। কোনো স্বার্থ হাসিল, প্রভাব বিস্তার কিংবা রাজনীতি বা অন্য কিছুর হাতিয়ার হিসেবে তারা রিসালায়ে নূরকে ব্যবহার করেননি বরং একমাত্র লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, বদিউজ্জামান আশি বছরের বেশি বয়সের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি বরাবর স্বনির্ভর ছিলেন। কারও সাহায্য না নিয়ে চলার

www.bjilibrary.com

চেষ্টা করেছেন। এখন তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয় বেশ কিছু ব্যাপারে। এতে তিনি আরও বেশি অসুস্থ বোধ করেন। বিশেষ করে এখন তিনি বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেন না। কয়েক মিনিট কথা বললেই গলা শুকিয়ে যায়, তৃষ্ণা পায়। এখন লোকদের বেশি বেশি উপহার, দান ইত্যাদি তাকে আরো অসুস্থ করে তুলছে। যখন রিসালায়ে নূর ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে, বেশি বেশি লোক রিসালায়ে নূর আন্দোলনের সাথে যোগদান করছে এমনই এক সময়ে বদিউজ্জামানের মানসিক অবস্থা এমন যে মানুষের বেশি বেশি তার সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার যে আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ তা তার জন্য বিশেষ উপহার বা বদলা তার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে মানুষের বেশি বেশি তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, দর্শনপ্রার্থীদের তার সাথে হাত মিলানো ইত্যাদি তার জন্য বেশ কষ্টকর এবং এর মধ্যেও যেন তিনি তার যে ইখলাস বা আন্তরিকতা তা যেনো হেফাজত করতে পারেন এটাই তার কামনা।

শেষের দিকে পরিস্থিতি এমন হলো যে, দেশ-বিদেশ থেকে আগত দর্শনার্থীদের খুব কম সংখ্যকের সাথেই তিনি সাক্ষাৎ দিতে পারতেন। এ সম্পর্কে তিনি একটি পত্রে জানান, তার অসুস্থতার জন্য তিনি শুধু রিসালায়ে নূর প্রকাশনা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সাক্ষাৎ দিতে পারেন। অন্য কোনো ব্যাপারে তিনি কোনো কথা বলতেন না, এমনকি তার ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের সাথেও না। তিনি বলতেন, আমি ছিলাম একটি বীজ মাত্র। আমি পচে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছি। সমুদেয় মূল্য রিসালায়ে নূরের সাথে সংযুক্ত, যা সত্যিকার অর্থেই পবিত্র কুরআনের একটি বিশ্বস্ত ব্যাখ্যা।

বদিউজ্জামানের অসিয়তনামা এবং তার আকাঙ্ক্ষা

সর্বোচ্চ ইখলাস হেফাজতের স্বার্থেই তিনি বেশ কয়েকবার তার কবরের জায়গাটি গোপন রাখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। শুধু তার দু-একজন ছাত্র জানতে পারবে এটাও তিনি তার উইলে বা অসিয়তনামায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কয়েকবার তিনি অসিয়ত প্রকাশ করেন। প্রথমে আমিরদাউ অবস্থানকালে ১৯৪৮ সালে আকিরণ প্রেরণের আগে তিনি বলেন, অসিয়ত করাটা মহানবী (স)-এর একটি ছুন্নাহ। এই অসিয়তনামায় তিনি তার ছাত্রদের একটি কমিটির উল্লেখ করেছেন যাদের প্রতি তার পরবর্তী দায়িত্ব এবং রিসালায়ে নূর রেখে যান। এক চিঠিতে তিনি দুটো বিষয়ের উল্লেখ করেন। একটি তার কবরের গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কিত। অপরটি রিসালায়ে নূরের জন্য যারা একান্তভাবে কাজ করেছেন এবং যাদের অন্য কোনো আয় রোজগার নেই তাদের ভাতা সংক্রান্ত।

www.bjilibrary.com

তিনি বলতেন, আমি চাই আমার কবর পরিচিত না হোক। তবে বিভিন্ন সময় তিনি কথাবার্তার প্রকাশ করেছেন যে, তার কবর কোথায় হওয়া তিনি পছন্দ করেন। এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, ইসপারতা থেকে বারলার পথে গাউ নামে গ্রামে তার কবর হোক। তার একটি উইলে তিনি এটাও বলেছেন যে, যদি তিনি আমিরদাউয়ে ইন্তেকাল করেন তাহলে তার ছাত্ররা যেন তাকে কবরস্থানে দাফন করে। আর যদি তার মৃত্যু ইসপারতায় হয় তাহলে মধ্যখানের কবরস্থানে দাফন করে। তিনি এটাও বলেছেন যে, তিনি উরফায় মৃত্যুবরণ পছন্দ করেন। এটা দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের একটি এলাকা যেখানে হযরত ইব্রাহিম (আ)-কে দাফন করা হয়েছে। অবশ্য বদিউজ্জামান উরফাতেই ইন্তেকাল করেন। এ সম্পর্কে সালিহ্ উজকান বলেন:

১৯৫৪ সালের কথা। উস্তাদসহ মুস্তফা আজাদ, সাদিক এবং আমি আমিরদাউয়ে একটি পর্বতে আরোহণ করি। যখন আমরা একটি গাছের তলায় এলাম, উস্তাদ সেখানে আধাঘণ্টা থামলেন এবং তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। এরপর তিনি আমাদের ডাকলেন এবং বললেন, কেউ আমার কবর সম্পর্কে জানতে পারবে না। তোমরাও জানতে পারবে না। আমি তোমাদের বাড়ি ও এলাকায় (উরফা) মৃত্যুবরণ করতে চাই। আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই মহান করুণাময়ের বন্ধুর নিকটে [ইব্রাহিম (আ)]।

১৯৫০ সালে তিনি তার কিছু ব্যক্তিগত জিনিসসহ একজন ছাত্রকে উরফায় পাঠান এবং বলেন, তিনি নিজেও সেখানে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে একটি ছিলো মাওলানা খালিদ বাগদাদীর গাউন, যা তাকে কাস্তামনুতে দেয়া হয়েছিল। সেই ছাত্রটি তার জিনিসগুলো আব্দুল্লাহ ইয়নের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি স্কুলে অধ্যয়নকাল থেকেই বদিউজ্জামানের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে আট বছর ছিলেন। তিনি সেখানে একটি রিসালায়ে নূর সেন্টার খোলেন, যা ঐ এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বদিউজ্জামান তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উরফা সফর করতে পারেননি।

আনকারা, ইস্তাম্বুল ও কোনিয়ায় বিজয়ী সফর

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও কয়েকবার পর্যায়ক্রমে আনকারা, ইস্তাম্বুল ও কোনিয়া সফর করেন। রিসালায়ে নূর আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং রিসালায়ে নূর সেন্টার পরিদর্শন করার জন্যই এসব সফর করেছেন ৮৩ বছর বয়সেও। মনের

www.bjilibrary.com

জোর, ইচ্ছা-শক্তি এবং রিসালায়ে নূর আন্দোলনের প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার কারণে এসব সফর সম্ভব হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সারাদেশের প্রতি কোনা থেকে তার সফরের জন্য আমন্ত্রণ ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধ আসছিল। এই সফরগুলো তাদের সফরের চাইতে একটি ভিন্নধর্মী ছিলো অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে লোকেরা এসব সফরকে বিদায় অভ্যর্থনার রূপ দিয়েছিল। শ্রদ্ধা, আবেগ, ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন বদিউজ্জামান এসব সফরে। বিশেষ করে উল্লেখিত তিনটি শহর মূলত 'রিসালায়ে নূর' প্রকাশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলেই তিনি এ শহরগুলো সফরের জন্য বাছাই করেছিলেন। এ সময় তিনি কোনিয়া সফর করেন তিনবার। কোনিয়ায় তার ছোট ভাই আব্দুল মজিদ থাকতেন। চল্লিশ বছরে আব্দুল মজিদের সাথে তার মাত্র একবার দেখা হয়। তিনি এ সময় চারবার আনকারা সফর করেন। আনকারা সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিলো প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেসকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মবিরোধী শক্তি ডেমোক্রেট সরকার উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করেছে।

তুরস্কের রাজনীতির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো। ইতোমধ্যেই ১৯৫৮ সালে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন হয়। ডেমোক্রেট শাসনের ফলে উদারনীতি, স্বাধীনতা এবং ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কারণে বিগত শাসকগোষ্ঠীর সমর্থকদের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা ইসমত ইনোনু এবং আরপিপি'র নেতৃত্বে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বৈধভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা তাদের ছিলো না। বদিউজ্জামান তার আনকারা সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসকে সতর্ক করেন এবং কিভাবে এই অপশক্তির ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে তিনি কিছু পরামর্শ দেন। কারণ এটা শুধু মেন্দারেস বা ডেমোক্রেটদের রক্ষার প্রশ্ন ছিলো না বরং দেশকে ভয়াবহ পরিণতি ও সঙ্কট থেকে রক্ষা করার প্রশ্ন এবং সাথে জড়িত ছিলো। ডেমোক্রেট শাসনের পতন ঘটলে ইসলামপন্থীদের পুনরায় ধর্মহীন বৈরী শক্তির নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হবে। এ কারণেই ছিলো তার আনকারা সফর। একজন নাগরিক হিসাবে বদিউজ্জামান তার অধিকার প্রয়োগ করেন এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেন। বদিউজ্জামানের এই ভূমিকা ইসমত ইনোনু বা আরপিপি'র দৃষ্টি এড়ায়নি। ইনোনু নিজে বদিউজ্জামানের সফরের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে পত্র-পত্রিকায় তুমুল হৈ চৈ শুরু করেন। ফলে পুলিশ বদিউজ্জামানের সফরে নানারূপ ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করে।

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান মেন্দারেসকে সাহসিকতার সাথে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আয়া সোফিয়াকে জনগণের এবাদতের স্থান হিসেবে উন্মুক্ত করে দেবার ঘোষণা দিতে বলেছিলেন। রিসালায়ে নূরের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। সরকারের দুর্বলতা আরপিপি কাজে লাগাবে এ জন্য সরকার যা বিশ্বাস করে তার পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। যা হোক, যে কোনো কারণেই হোক মেন্দারেস শক্ত অবস্থান নেননি বা সেই সাহস তার হয়তোবা ছিলো না। বদিউজ্জামান জরুরি ভিত্তিতে তার পরামর্শগুলো বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বদিউজ্জামানের এসব পরামর্শ দানের ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে মেন্দারেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

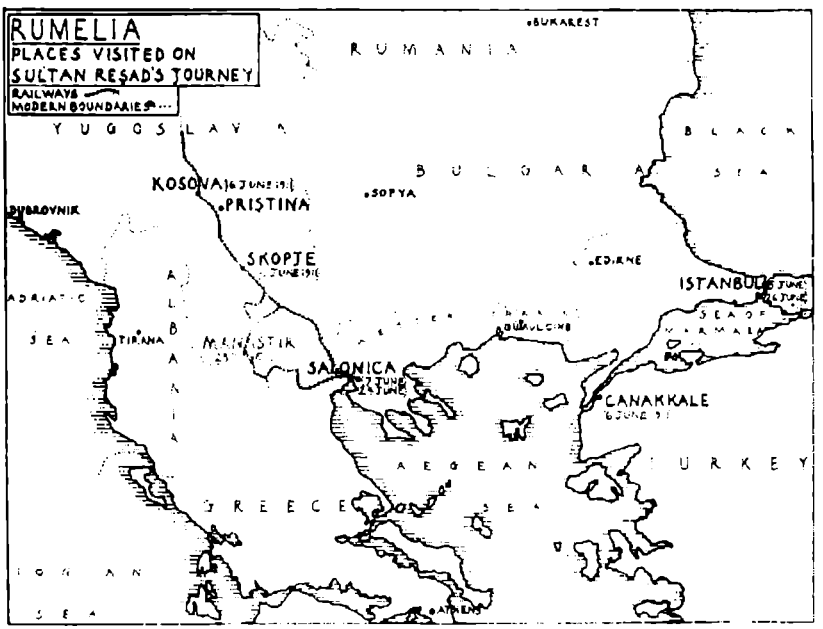

বদিউজ্জামান যখন দেখলেন ডেমোক্রেট সরকার তার পরামর্শ অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না তখন তিনি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রথম আমিরদাউ পরে ইসপারতা থাকেন। এরপর তিনি তার চূড়ান্ত সফরের জন্য উরফায় চলে যান পরামর্শগুলো দেয়ার দুই মাসের মধ্যেই। উল্লেখ্য যে, বদিউজ্জামান দুই মাস উল্লেখিত তিন শহরের যেখানেই গিয়েছেন তাকে দেখার জন্য জনতার ঢল

www.bjilibrary.com

নেমেছে। তেমন কোনো প্রচারণা ছাড়াই সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো ব্যাপকভাবে তার সফরের সংবাদ পরিবেশন করেছে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে।

বদিউজ্জামানের শেষ দিনগুলো

আমিরদাউ ফিরে আসার পর বদিউজ্জামান মেন্দারেস এবং তার সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করেননি। তারপক্ষে যা করা সম্ভব ছিলো সেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তিনি বলেছেন, প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এখন তাদের হস্তক্ষেপেই তিনি আর কিছু করতে পারছেন না। উল্লেখ্য যে, তার সর্বশেষ আনকারা সফরের সময় পুলিশ তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দান করে বলেছে, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত আপনি আমিরদাউ গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। বদিউজ্জামান এরপর আমিরদাউ চলে এসেছেন বিশ্রামের জন্য। তার অন্যতম ছাত্র সাঈদ উজদামির বলেছেন, বদিউজ্জামান মন্তব্য করেছেন, "মেন্দারেস আমাকে বুঝতে পারেননি। আমি শিগগিরই চলে যাব এবং তারাও যাবেন, ওলটপালট হয়ে যাবে, চিতপাত হয়ে যাবে"। দুঃখজনকভাবে সরকার বিরোধী দলের চাপের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। প্রতিদিন বিরোধী আক্রমণের মুখে সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইতোমধ্যে সামরিক কর্তারা ইনোনুর বাসভবনে এসে তার সাথে শলাপরামর্শ করে গেছেন। সামরিক বিপ্লবের পরিকল্পনা চূড়ান্ত। বদিউজ্জামানের মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই মেন্দারেস সরকারের পতন ঘটলো।

আমিরদাউয়ে আটদিন অবস্থানের পর ২০ জানুয়ারি তিনি ইসপারতায় যান এবং ১৭ মার্চ পর্যন্ত সেখানে তার ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিও প্রদান করেন। তিনি দুই দিনের জন্য আবার আমিরদাউ আসেন এবং সেখানে আসার পর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে। ডাক্তার ডাকা হয়। তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বদিউজ্জামান কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার তাকে একটি পেনিসিলিন ইনজেকশন দেন। বদিউজ্জামান কিছুটা সুস্থবোধ করেন এবং চোখ মেলে তাকান এবং মৃদু হেসেছেন। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন :

আমার ভাইয়েরা! এই দেশে এখন রিসালায়ে নূর বিরাজ করছে। এটি ম্যাশন এবং কমিউনিস্টদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। তোমাদের কিছু কষ্টভোগ করতে হবে তবে শেষটা তোমাদের জন্য সত্যিই ভালো হবে।"

www.bjilibrary.com

সকালে অবস্থার আরও একটু উন্নতি হলো। তিনি ইসপারতার পথে রওনা করলেন। অন্যান্য সময় তিনি যা করতেন না তার ব্যতিক্রম করলেন। তিনি সবাইকে করুণভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন চালিশকান পরিবার এবং আমিরদাউয়ে তার ছাত্রদের প্রতি।

১৯ মার্চ বিকেলে বদিউজ্জামান ইসপারতা পৌঁছলেন। তাহিরি মুতলু ও বৈরাম ইউকসেল তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। এক ঘণ্টা আগে পুলিশ এসে তাদের বলেছে, তারা আমিরদাউ ত্যাগ করেছেন। অনেক কষ্ট করে তাকে গাড়ির পেছনের সিট থেকে নামিয়ে দোতলায় নেয়া হয়। রাত দুইটায় বদিউজ্জামানের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন, 'আমরা উরফা যাচ্ছি।' তারা মনে করেছিল যে, জ্বরের কারণে হয়তো এ রকম কিছু একটা বলছেন। কিন্তু বদিউজ্জামান বারবার উচ্চারণ করছিলেন আমরা উরফা যাচ্ছি। গাড়ির টায়ার মেরামত করার প্রয়োজন ছিলো। বদিউজ্জামান অন্য গাড়ি ভাড়া করতে বললেন। ইতোমধ্যে গাড়ি মেরামত হয়ে গেল। পেছনের সিটে তার শোবার মতো ব্যবস্থা করা হলো। ২০ মার্চ সকাল ৯টায় উরফা যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত। দু'জন পুলিশ নজরদারি করছিল। বাড়ির সামনে তাহির আগা যে পাহারা দিচ্ছিল যাতে কোনো পুলিশ বা কেউ যাতে অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে। যাত্রার সময় বদিউজ্জামান বাড়ির মালিক ফিতনাত খানুমের কাছ থেকেও বিদায় নিলেন।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এর মধ্যেই আমরা বের হয়ে গেলাম ইয়োবিদির পথে। আল্লাহর মেহেরবানিতে বদিউজ্জামানের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। একটি পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে গাড়ি থামানো হলো। এবার তিনি গাড়ি থেকে বের হয়ে ঝর্ণার পানিতে অজু করে নামায আদায় করলেন। আবার রওনা করা হলো। কোনিয়ায় এসে গাড়ি থামানো হলো। কিছু পনির এবং জয়তুন কিনা হলো ইফতার করার জন্য। বদিউজ্জামানের সঙ্গী ছাত্ররা সবাই তখন আয়াতুল কুরসী পড়ছিলেন। কারণ, কোনিয়ার বৈরী গভর্নর শপথ করেছিলেন বদিউজ্জামানের ছাত্রদের সমূলে উৎখাত করার জন্য।' তার এই বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল। তারা মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসজিদের পাশ কাটিয়ে নিরাপদেই কোনিয়া শহর অতিক্রম করলেন।

সূর্যাস্তের সময় তারা এসে পৌঁছলেন উলুকিচলায়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো। বদিউজ্জামান কিছু খেতে পারলেন না। অন্ধকারেই তারা আদানা পার হলেন এবং জিহান নামক স্থানে পৌঁছে এশার নামায আদায় করলেন। এ সময় গাড়ির

www.bjilibrary.com

চালক এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেন। সেহরীর সময় তারা ওসমানিয়া পৌঁছলেন এবং গাড়িতে পেট্রোল নিলেন। বদিউজ্জামান সেহরীতেও কিছু খেতে পারলেন না। ২১ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় তারা গাজিয়ানতেপ নামক স্থানে পৌঁছলেন। যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। রাস্তা খুব খারাপ ছিলো। বরফ ও কাদা একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই তারা সকাল ১১টায় উরফা পৌঁছলেন। এ দিন ছিলো সোমবার।

উরফায় বদিউজ্জামান

উরফায় পৌঁছে তারা কাদিউলু মসজিদে যান। এখানে স্কুলজীবন থেকে বদিউজ্জামানের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইয়োয়িন থাকেন। তিনি এখানে একটি রিসালায়ে নূর সেন্টার স্থাপন করেছেন। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারলেন আইপাক প্যালেস হোটেল এখানকার সবচাইতে ভালো হোটেল। বদিউজ্জামানকে সেই হোটেলে নেয়া হলো। তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। কার্যত তার ছাত্ররা তাকে বহন করে নিয়ে হোটেলের ৪র্থ তলার ৭নং কক্ষে তুললেন। বদিউজ্জামানকে হোটেলে নেয়ার পর পুলিশ এবং বদিউজ্জামানের ছাত্র, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে বিরাট সংঘাতের সূচনা হলো। আনকারা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ বদিউজ্জামনকে ইসপারতায় ফেরত পাঠানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ শুরু করে। এদিকে বদিউজ্জামান এবং উরফার জনগণ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

বদিউজ্জামানকে উরফার জনগণ একটি অসাধারণ সংবর্ধনা দেয়। তারা দলে দলে হোটেলের চারদিকে সমবেত হতে থাকেন। জনস্রোত যেন বন্ধ হচ্ছিল না। ইউকসেল বাধ্য হয়ে বদিউজ্জামানকে হাত ধরে রাখেন যাতে জনতা তার হাতে চুমো দিতে পারে। বদিউজ্জামান যদিও এটাকে খুব নিরুৎসাহিত করতেন, তথাপি তিনি জনতার আগ্রহে তাদেরকে এভাবে দর্শন দেন। সর্বশ্রেণীর লোক বদিউজ্জামানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন– ব্যবসায়ী, সেনা অফিসার, পুলিশ, সৈনিক, সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ। শত শত মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বদিউজ্জামান উরফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, উরফার জনগণের ইসলামের প্রতি খেদমত এবং তারা তুর্কি, আরব ও কুর্দিশ। সুতরাং তারা ঐক্য এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হতে পারেন। শারীরিকভাবে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উরফার জনগণকে এভাবেই তিনি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন।

www.bjilibrary.com

এ সময় সাদা পোশাকে প্রথমে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা আসেন এবং বদিউজ্জামানের ছাত্রদের বলেন, আপনারা প্রস্তুত হন ইসপারতায় ফেরত যেতে হবে। আরো অনেক সংখ্যক পুলিশ এসে জমা হয়। তারা বদিউজ্জামানকে সরকারের সিদ্ধান্ত জানান। বদিউজ্জামান বলেন, "কি তাজ্জব ব্যাপার! আমি এখানে এসেছি মৃত্যুবরণ করতে। এবং মনে হয় আমি মারা যাবো। আপনারা আমার অবস্থা দেখতে পারেন। আপনারা আমাকে সমর্থন করুন।"

তারা জবাব দিলেন, তাদের কাছে নির্দেশ আছে, তারা হুসনুকে সাথে নিয়ে এসেছে। গাড়ি হোটেলের সামনে অপেক্ষা করছে। এ পর্যায়ে হোটেল ম্যানেজারও তার অতিথির সাথে এমন আচরণের প্রতিবাদ করেন। জনতা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ ও শ্লোগান দিতে থাকে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ হোটেলে প্রবেশ এবং জনতাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং জনতা শান্ত হন। বদিউজ্জামানের সাথে জনগণের সাক্ষাৎ অব্যাহত থাকে।

পুলিশ আবারও পীড়াপীড়ি শুরু করে এই বলে যে, নির্দেশ সরাসরি আনকারা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নামিক গেদিকের পক্ষ থেকে এসেছে। এটা চূড়ান্ত নির্দেশ। দরকার হলে বদিউজ্জামানকে এম্বুলেন্সে ইসপারতা পাঠানো হবে। বদিউজ্জামানের ছাত্ররা ঘোষণা দিলেন– এটা অসম্ভব। কোনো অবস্থাতেই পুলিশের এ নির্দেশ মানা হবে না। তাদের সাথে পুলিশের উত্তেজনাকর বাক্য বিনিময় হতে থাকে। মেন্দারেসের নিকট টেলিগ্রাম পাঠানো হতে থাকে। উরফা থেকে আনকারার শত শত টেলিগ্রাম যেতে থাকে। উরফার জনগণ ঘোষণা দেন, তারা কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে বদিউজ্জামানকে যেতে দিবেন না।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বদিউজ্জামানকে উরফা থেকে বহিষ্কার করা হবে। উরফা শাখা ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান খবর পেয়ে হোটেলে চলে আসেন। বদিউজ্জামান আমাদের সম্মানিত অতিথি তার সাথে এ ধরনের আচরণের প্রশ্নই ওঠে না। ডেমোক্রেট পার্টির চেয়ারম্যান তার রিভলবার বের করে পুলিশ চিফের টেবিলের উপর আঘাত করেন। তারা যদি শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তার উপরই প্রথমে তা করতে হবে। ইতোমধ্যে ৫-৭ হাজার মানুষের ভিড় জমে গেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সরকারি ডাক্তার আনান এবং বদিউজ্জামানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তখন তার শরীরে তাপমাত্রা ছিলো ৪০ ডিগ্রি

www.bjilibrary.com

সেলসিয়াস। ডাক্তার বললেন, বদিউজ্জামানের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তিনি সফরের উপযোগী নন। প্রতিদিন তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

পরদিন ছিলো মঙ্গলবার। বদিউজ্জামানের ছাত্ররাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বৈরাম দুই ঘণ্টার জন্য ঘুমানোর সময় জুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ ইয়োইন বদিউজ্জামানের কাছে থাকেন এবং তার স্বাস্থ্য দেখাশোনা করেন। বদিউজ্জামানের উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর ছিলো। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। দিনের বেলায় তিনি সামান্য বরফ চেয়েছিলেন। কিন্তু কাছে যারা ছিলেন তারা বরফ জোগাড় করতে পারেননি। তার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিলো। বৈরাম ভিজা রুমাল দিয়ে তা মুছে দিচ্ছিলেন। এই তাপমাত্রার জ্বর নতুন। ভোর ২-৩০ মিঃ। এ সময় থেকে বদিউজ্জামান শরীরের উপর কাপড় সরিয়ে ফেলছিলেন। বৈরাম কাপড় তার উপর তুলে ঢেকে দিচ্ছিলেন। কক্ষে আলোর উজ্জ্বলতা কমানোর জন্য বৈরাম লাইটের উপর কাপড় পেঁচিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বদিউজ্জামান তার হাত দিয়ে বৈরামের গলায় স্পর্শ করেন। অতঃপর তার হাত বুকে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অথবা বৈরাম মনে করে যে, বদিউজ্জামান ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু বদিউজ্জামান ঘুমাননি। তাঁর জীবন চলে গিয়েছে এবং তার আত্মা উড়ে গিয়েছে অনন্তলোকে। এটা ছিলো ভোর তিনটা, ২৩ মার্চ বুধবার, ১৯৬০ সাল, ২৫ রমজান ১৩৭৯ হিজরী।

বদিউজ্জামানকে দাফন করা হলো খলিলুর রহমানের দরগায়

বৈরাম স্টোভের তাপ বাড়িয়ে দিলেন যাতে বদিউজ্জামানের ঠাণ্ডা না লাগে। কারণ সে ভাবছিল তিনি ঘুমাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর জুবায়ের এবং অন্যরা আসলো। বদিউজ্জামানের শরীর গরম, কিন্তু শব্দ আসছে না। ওয়াইজ ওমর আফেন্দি একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় বক্তিত্ব, তিনি উরফা সফর করছিলেন তখন। তিনি এসে কক্ষে প্রবেশ করে বদিউজ্জামানকে দেখে উচ্চারণ করলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তখন বদিউজ্জামানের ছাত্ররা বুঝলেন, তাদের উস্তাদ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন তার প্রভুর নিকট।

তাৎক্ষণিকভাবে উরফায় খবর ছড়িয়ে পড়লো। জুবায়ের হুসনু এবং আব্দুল্লাহ ফোনে এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে, আনকারা, ইস্তাম্বুল, ইসপারতা, আমিরদাউসহ তুরস্কের সর্বত্র খবর দেয়ার জন্য চলে গেল। হোটেলের মালিক এলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বিলাপ করছিলেন। তিনি পুলিশ প্রধানকে খবরটা

www.bjilibrary.com

জানালেন। পুলিশ প্রধান বিরাট এক পুলিশ বাহিনী নিয়ে হোটেলে আসলেন এবং জোরপূর্বক বদিউজ্জামানের লাশ নিয়ে ইসপারতায় পাঠাতে চাইলেন। সবার আপত্তির কারণে তারা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলেন। পুলিশ রিপোর্ট লেখার জন্য একজন ডাক্তার পাঠালেন। কিন্তু ডাক্তার রিপোর্ট লিখতে ভয় করছিলেন এবং বিলম্বেই রিপোর্ট লিখলেন। কারণ বদিউজ্জামানের শরীর বেশ গরম ছিলো। তিনি দ্রুত বদিউজ্জামানকে দাফন করতে চাইলেন না।

এরপর সরকারি আইনজীবী আসলেন। তিনি বদিউজ্জামানের ব্যক্তিগত সম্পদের তালিকা তৈরি করে তার মূল্য নির্ধারণ করলেন ৫৫১ লিরা ৫০ কুরুশ। এগুলো হলো তার হাত ঘড়ি, গাউন, জায়নামায, চায়ের পাত্র, কাপ, গ্লাস ইত্যাদি। বদিউজ্জামান দুনিয়ার কোনো সম্পদের মালিক ছিলেন না। তার ছাত্রদের অনুরোধে বদিউজ্জামানের একমাত্র জীবিত ভাই আব্দুল মজিদ বদিউজ্জামানের রেখে যাওয়া উল্লেখিত জিনিস ক'টির উত্তরাধিকারী হলেন।

খবর ছড়িয়ে পড়ার পর হাজার হাজার মানুষ উরফায় সমবেত হতে থাকে। সিদ্ধান্ত হলো বদিউজ্জামানকে গোসল দেয়ার পর 'দরগায়' যেখানে শুয়ে আছেন হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সেখানে দাফন করা হবে। উরফার অধিবাসীরা তাদের দোকানপাট, ব্যবসাকেন্দ্র, অফিস, আদালত সব বন্ধ করে দিয়েছিল এবং উরফার রাজপথ মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। বদিউজ্জামানের লাশের গোসল দিলেন মোল্লা আব্দুল হামিদ এফেন্দি এবং সাথে ছিলেন জুবায়ের, বৈরাম, হুসনু, আব্দুল্লাহ এবং রিসালায়ে নূরের প্রথম ছাত্র খুলুসী বে। বদিউজ্জামানের লাশ উলু মসজিদে নেয়া হলো এবং দাফন করার আগ পর্যন্ত সেখানেই রাখা হয়। অব্যাহতভাবে মসজিদে হাজার হাজার মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল বদিউজ্জামানকে শুক্রবার দাফন করা হবে। কিন্তু সমগ্র তুরস্ক থেকে উরফায় এতটাই জনতার ভিড় হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত গভর্নর বদিউজ্জামানের ছাত্রদের ডাকেন এবং অনুরোধ করেন বৃহস্পতিবারেই দাফন সম্পন্ন করতে। বৃহস্পতিবার আসরের নামাজের পর তার দাফন সম্পন্ন করতে বলা হয়। আর কোনো উপায় না থাকায় তারা রাজি হন এবং মাইকযোগে ঘোষণা করে দেয়া হয় জানাযা ও দাফনের সময়। বদিউজ্জামানের লাশ গোসল দিয়ে দাফনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় থেকেই দরগার আকাশে হাজার হাজার শ্বেত কবুতর এবং অন্যান্য পাখি উড়তে থাকে। আস্তে আস্তে বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন।

www.bjilibrary.com

উলু মসজিদ প্রাঙ্গণে বদিউজ্জামানের জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। তার কফিন হাত বদল করে জনতার মধ্যে এক বিশাল শোভাযাত্রাসহ দরগাহ কবরস্থানের পথে রওনা করা হলো। সামান্য কয়েক মিনিটের পথ। জনতার ভিড়ের কারণে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ এসে কফিন নেয়ার জন্য রাস্তা করলেন। জানাযার পর দুই ঘণ্টা সময় লাগলো দরগায় পৌঁছতে। লাশ বহনের শোভাযাত্রায় উরফার গভর্নর, মেয়র, স্থানীয় গ্যারিসন কমান্ডার, স্থানীয় জনগণ বদিউজ্জামানের ছাত্ররা শরিক ছিলেন এবং লাশ দরগায় এনে দাফন করা হলো। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কবরস্থানেই সারারাত কুরআন তিলাওয়াত চললো। বদিউজ্জামান এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহিম (আ)-এর পাশে।

সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখল : বদিউজ্জামানের কবর স্তানান্তর

১৯৬০ সালের ২৭ মে, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেন্দারেস সরকারকে উৎখাত করা হয়। মেন্দারেসের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য, ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ, এসেম্বলী সদস্য, কর্মকর্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সবাইকে গ্রেফতার করে কারাগারে না হয় কোনো বন্দী শিবিরে রাখা হয়েছে। সামরিক জান্তা রিসালায়ে নূর ছাত্রদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আবার তল্লাশি, গ্রেফতার, কারাবন্দী মামলা দায়ের এবং নির্যাতনের প্রক্রিয়া শুরু করা হলো। বদিউজ্জামান নূরের শত শত ছাত্র এই প্রতিহিংসামূলক অভিযানের অসহায় শিকারে পরিণত হলো। তথাকথিত ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার বদিউজ্জামানের দেহাবশেষ দরগা থেকে স্থানান্তর করে ইসপারতায় কোনো অজ্ঞাত স্থানে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জীবিতকালে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা বদিউজ্জামানকে হয়রানি করেছে কষ্ট দিয়েছে। একইভাবে তারা মৃত্যুর পর তাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না।

বদিউজ্জামানের ভাইয়ের বর্ণনা

এটা ছিলো জুলাই মাসের প্রথম দিক, আমার ভাইয়ের ইন্তেকালের সাড়ে তিন মাস অতিবাহিত হবার পরের ঘটনা। আমি জোহরের নামায আদায় করেছি আমার ভাড়া বাড়িতে। এটি কোনিয়ায় মওলানা জালালুদ্দীন রুমির সৌধের নিকটে। হঠাৎ এ সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রধান ইব্রাহিম ইউকসেল আসলেন। তিনি আমাকে জানালেন গভর্নর আমাকে দেখা করতে বলেছেন। একসাথেই আমরা

www.bjilibrary.com

গভর্নর অফিসে গেলাম। অফিসে প্রবেশ করেই দেখলাম সেখানে তিনজন জেনারেল বসা। একজন জামাল, তুরাল, আরেকজন রফিক তুলগা। রফিক তুলগা তখন সেনাবাহিনীর ২য় কমান্ডার এবং কোনিয়ার অস্থায়ী গভর্নর।

জামাল তুরাল আমাকে বললেন, পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা এবং আমাদের দক্ষিণ সীমান্তের ওপর থেকে লোকেরা দলে দলে আসছে এবং আপনার ভাইয়ের কবর জিয়ারত করছে অবৈধভাবে। এই সময়টা খুবই স্পর্শকাতর। আপনার সহযোগিতায় আমরা আপনার ভাইয়ের কবর মধ্য আনাতোলিয়ায় স্থানান্তর করতে চাই। দয়া করে এই কাগজে সই করুন।

"তিনি আমার হাতে একটি দরখাস্ত দিলেন, যেন আমিই দরখাস্তটি করেছি। আমি সেটি পাঠ করলাম এবং বললাম, আমার এ ধরনের কোনো ইচ্ছা নেই। কমপক্ষে তাকে তার কবরে শান্তিতে থাকতে দিন। কিন্তু তারা আমাকে বললো :

'আপনাকে এটা সই করতে হবে। আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলবেন না।'

দরখাস্তটি স্বাক্ষর করার পর আমরা একটা গাড়িতে উঠলাম, যে গাড়িটি আমাদেরকে বিমান ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। অবশেষে আমরা বিমানে উঠলাম। আমার পরিবার ও সন্তানরা এসবের কিছুই জানে না। অবশ্য তারা সবাই আতঙ্কিত ছিলো।

আমরা দিয়ারবাকির পৌঁছলাম। সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের পর অন্য একটি বিমানে আমরা উঠলাম উরফায় যাওয়ার জন্য। উরফায় যাওয়ার পর তারা আমাকে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে করে একটি সেনাভবনে নিয়ে গেল। তারা আমাকে কিছু খাবার দিলো। আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম। আমরা বিকেলেই উরফায় অবতরণ করেছিলাম। রাত নামলে তারা একটি জিপে করে একজন ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন সৈনিকসহ আমাকে খলিলুর রহমান দরগায় নিয়ে গেল। মসজিদের প্রাঙ্গণে দুটো কফিন ছিলো। সেখানে বেশ কিছু সেনাসদস্য ঘুরাফিরা করছিল।

এটা ছিলো ১৯৬০ সালের ১২ জুলাই। উরফা শহরটা সৈনিকদের দখলে ছিলো। কঠোর কারফিউ জারি করে রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল উরফা শহরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ট্যাংক ও কামানশোভিত সামরিক যানসহ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। দরগা সৈন্যরা কর্ডন দিয়ে ঘেরাও করে

www.bjilibrary.com

রেখেছিল। আদেশ পাওয়ার পর সৈন্যরা মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ না করে লোহার গ্রিল ভেঙে বদিউজ্জামানের সৌধের নিকট পৌঁছে। তারা হাতুড়ি দিয়ে সৌধের মার্বেল স্ল্যাবগুলো ভাঙতে শুরু করে।

আব্দুল মজিদ বললেন, একজন ডাক্তার আসলেন এবং বললেন চিন্তা করবেন না এবং পেরেশান হবেন না। আমরা উস্তাদকে আনাতোলিয়া নিয়ে যাচ্ছি। এ জন্য আপনাকে তারা এখানে এনেছেন। আমি ডাক্তারের এ কথা শুনে একেবারে ভেঙে পড়লাম এবং কান্না করতে থাকলাম।

ডাক্তার সৈন্যদের বললেন, ঐ কফিনটি খুলে উস্তাদকে সেখান থেকে বের করে আনুন এবং এই কফিনে তাকে রাখুন। সৈন্যরা ফিরে এলো এবং বললো আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত, আমরা এটা করতে পারব না। আমরা এটা করতে গেলে ধরাশায়ী হয়ে যাবো। কিন্তু ডাক্তার তাদের বললেন, আমার ভাইয়েরা, আমাদের উপর অর্ডার আছে, আমাদের এটা করতেই হবে।

আমরা সম্মিলিতভাবে কফিনটি খুললাম। আমি মনে মনে বলছিলাম যে সাঈদের হাড্ডি হয়তো সব মিশে গেছে। কিন্তু কাফনে আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করলাম যেন এইমাত্র তার মৃত্যু হয়েছে। দাফন সামান্য বিবর্ণ হয়েছে। ডাক্তার কাফনটি খুললেন। আমি সাঈদের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি মৃদু হাসি হাসছেন। আবার আমরা উস্তাদকে তুলে সৈনিকদের আনা বড় কফিনে উঠিয়ে দিলাম। খালি কফিনটাকে তার ঘাসপাতা দিয়ে ভরে দিলো। সবকিছু শেষ করে আবার বিমান ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য একটি সেনাবাহিনীর ট্রাকে উঠলাম। রাস্তায় দেখলাম বন্দুক বেয়নেটধারী সেনারা টহল দিচ্ছে।

প্রথম বিমানটিতে কফিনটি সেট করা সম্ভব হলো না। ঘণ্টাখানেক পর আরেকটি বিমান আনা হলো। আমরা সেই বিমানে কফিন উঠিয়ে দিলাম এবং আমি তার পাশেই বসলাম। আমি ছিলাম চরমভাবে ব্যথিত এবং আমার চোখ দিয়ে অবিরত অশ্রু ঝরছিল।

আমার মনে আছে আমাদের এ সফর ছিলো ছয় সাত ঘণ্টার। আমরা দুপুরের দিকে আফিয়ন বিমান বন্দর অবতরণ করলাম। তারা কফিনটি নামিয়ে একটি সেনা লরিতে উঠালো। এবার আমি সেই লরিতে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসলাম। আমাদের পেছনে ছিলো দুটি জিপ এবং একটি ট্রাক।

www.bjilibrary.com

আমরা যাত্রা করলাম। পাহাড়ি রাস্তা। আমি বলতে পারবো না কোনো দিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসাও করিনি। আমি পরিস্থিতিতে এতটাই হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় ছিলাম যে কোনো কিছুই যেন ভাবতে পারছিলাম না।

আমার মনে হয় প্রায় সাত ঘণ্টা আমরা পথ চলছিলাম। রাতের শেষ ভাগে এসে কোথায় থামা হলো। সেখানে কিছু সৈনিক ও নন-কমিশন অফিসার ছিলো। তারা সেখানে একটি কবর খুঁড়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা দ্রুততার সাথে কফিন নামালো এবং সেই কবরে রাখলো। মাটি দিয়ে তারা কফিনটি ঢেকে দিলো।

যখন তারা এসব করছিল আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। রাতের অন্ধকারের জন্য তেমন স্পষ্টভাবে দেখতে পাইনি, তবে এতটুকু বোঝা গেল যে জায়গাটা একটি পর্বতের ধারে। সেখানে প্রায় এক মিটার উঁচু একটি প্রাচীর দেখতে পেলাম। আমি সেই প্রাচীরের উপর উঠে দেখার চেষ্টা করলাম। কোনো আলো দেখতে পেলুম না। সর্বত্রই অন্ধকারে আচ্ছাদিত।

কফিনটাকে তারা কবরস্থ করল। তাদের কাজ শেষ। একজন নন-কমিশন অফিসার আমাকে বললো, "আপনি কি আজকের এই রাতটুকু এখানে থাকতে চান? অথবা আপনি বাড়ি ফিরতে চান? আমি চিন্তা করছিলাম আমি কী করবো। ইত্যবসরে একটি কালো মোটরগাড়ি এখানে এসে পৌঁছলো। ড্রাইভার একজন সৈনিক। আমি গাড়িতে উঠলাম এবং যাত্রা শুরু করলাম।

দেড় ঘণ্টা চলার পর আমরা একটি শহরের নিকটবর্তী এসে বাতি জ্বলতে দেখলাম। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম এই শহরটার নাম কী? সে জবাবদিলো, "ইয়োরিদির।" আমরা আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখলাম এবং আমি আমার কোনিয়ায় বাড়িতে পৌঁছলাম সকাল ৮/৯টার দিকে।

এভাবেই একটি বর্বরোচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে বদিউজ্জামান তার শেষ বিশ্রামস্থল হিসেবে তার প্রিয় ইসপারতায় ফিরে এলেন। এমনটি তার ইচ্ছাও ছিলো। বদিউজ্জামানের দু-একজন ছাত্র ছাড়া তার কবরের অবস্থান অজানা থেকে গেল। কিছু সামরিক অফিসার ও সৈন্য যারা কবরের স্থানটি সম্পর্কে অবহিত এবং সরকারের গোপনীয়তা রক্ষার্থে এই তথ্য প্রকাশ করেনি। সুতরাং বদিউজ্জামানের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তার কবরের স্থানটি অজ্ঞাতই রয়ে গেলো।

www.bjilibrary.com

উপসংহার

সাঈদ বদিউজ্জামান নূরসী ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি (১৮৭৭-১৯৬০) কুরআন ও ইসলামের যে অনন্য সাধারণ খেদমত করে গিয়েছেন তা ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায় হয়ে থাকবে। এক ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বদিউজ্জামান। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিতর্কে, আলোচনায় সমকালীন আলেম ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের হতবাক করে দিয়েছিলেন এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর যুবক। অধ্যয়নকালেই অনুধাবন করেছিলেন একটি পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের অনিবার্যতা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম, ছাত্রদের পাঠদান, জনগণকে ইসলামের সঠিক দাওয়াত দান, শাসকগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক মহলকে সঠিক পথে চলার আহ্বান জানানো তিনি শুরু করেন আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শেষ করার পর পরই।

বদিউজ্জামান এমন এক সময় জন্ম নিয়েছিলেন যখন তুরস্কে মুসলিম খিলাফত পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং ধর্মবিরোধী পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করছিলো। তিনি দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। নিজ দেশের স্বকীয়তার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

কোর্ট মার্শাল, জেল-জুলুম, নির্যাতন, কারাবরণ, মামলা-মোকদ্দমাসহ সব ধরনের হয়রানি নির্যাতন পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন।

ক্ষুরধার লেখনী তীক্ষ্ণ যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমালোচকদের আক্রমণের মোকাবিলায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ বক্তব্য উপস্থাপন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা, তাদের দোসর কমিউনিস্ট শক্তির মেরুদণ্ড তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে যারা ধর্মের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ঈমানকে আরও বেশি মজবুত ও শাণিত করে। তিনি পশ্চিমাদের থেকে বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া আর কোনো কিছুই গ্রহণে রাজি ছিলেন না।

তার জীবনের তিনটি অধ্যায়কে গভীরভাবে না বুঝলে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতি যে ধরনের হিকমা এবং বিচক্ষণতা প্রয়োজন বদিউজ্জামান তার অধিকারী ছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতিবাচক বিকল্প উদ্ভাবন এবং নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার যে দিকনির্দেশনা তিনি

www.bjilibrary.com

দিয়ে গিয়েছিলেন তা বদিউজ্জামানের জীবনের একটি অন্যতম বড় অবদান। তার দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে রিসালায়ে নূর। আজকের তুরস্ক যেভাবে কৌশলগত অবস্থান ঠিক রেখে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসছে এটা মূলত সাঈদ নূরসীর আন্দোলনেরই ফসল। পদ, পদবি ছাড়াও যে দেশ, জাতি এবং মানবতার জন্য অবদান রাখা যায় তার বড় ধরনের নজির স্থাপন করে গিয়েছেন সাঈদ নূরসী। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্ততার প্রশ্নে তিনি একটি কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের সুযোগ আছে। কিন্তু দেখতে হবে কোনটা ফলপ্রসূ। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে প্রত্যাহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে তার চিন্তাও অবদানকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ধীরে ধীরে তুরস্কে এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও যে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তার পেছনে বদিউজ্জামানের মতো বিগত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দীতে যারা ইসলামের জন্য কাজ করতে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাদের এক বিরাট অবদান আছে। বদিউজ্জামান যে আলো দেখাতে পেরেছিলেন সেই আলো যেনো ক্রমান্বয়ে আরও সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং সেই আলোই একদিন গোটা পৃথিবীটাকে আবার আলোময় করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী (১৮৭৭-১৯৬০) বর্তমান তুরস্কের স্বপ্নদ্রষ্টা মুজাহিদ। তিনি বিস্ময়কর মেধা ও প্রজ্ঞা নিয়ে আদর্শিক পরিবর্তনের যে সূচনা করে গেছেন, তুরস্ক আজ তার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে।

তাঁর হিকমতপূর্ণ পরিকল্পনা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কঠিন শ্রম, অবর্ণনীয় ত্যাগ ও সীমাহীন ধৈর্য মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয়। সাঈদ নুরসী এ যুগেও ঈমানী চেতনার যে উদাহরণ পেশ করেছেন, তা যেন সাহাবায়ে কেরামেরই প্রতিচ্ছবি। জীবনের প্রতিটি পর্বে সংশয়মুক্ত জ্ঞান, অটল বিশ্বাস, অবিচল আস্থা আর সুদৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন।

লোভনীয় অফার, যুলুম-নির্যাতন, ভয়-ভীতি – কোনো প্রতিবন্ধকতাই স্তিমিত করতে পারেনি এই বীর সেনানীর অগ্রযাত্রাকে। যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝেও তিনি তার মিশনকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। 'রিসালায়ে নূর' রচনার মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের মাঝে তিনি সদা জাগরূক।

ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই মর্দে মুজাহিদের জীবন-কর্ম অধ্যয়ন করে পাঠক ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

bediuzzaman said nursi & turkey
by muhammad kamaruzzaman
cover design: hamidul islam
published by kamiub prokashon ltd in bangla

কামিয়াব
প্রকাশন লিমিটেড

ISBN: 978-984-8285-69-5
9 781234 567897

www.bjilibrary.com